বাংলা প্রবাদ

ছড়া ও চলতি কথা

শ্রীসুশীলকুমার দে
সম্পাদিত

রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৫২

মূল্য ছয় টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
৫·২—৯. ১০. ৪৫

শ্রীমান্ সঞ্জীবকুমার বসু

কল্যাণভাজনেষু

সূচী

নিবেদন

বর্ত্তমান সংগ্রহে সাড়ে ছয় হাজারের উপর প্রবাদ-বাক্য বা বাক্যাংশ সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রকাশিত যতগুলি সংগ্রহের কথা আমাদের জানা আছে, তাহার কোনটিতে এতগুলি প্রবাদ পাওয়া যায় না; কিন্তু ইহাই যে চূড়ান্ত সংগ্রহ, তাহা মনে করিবার কারণ নাই।

প্রবাদ বলিতে আমরা যাহা বুঝিয়াছি, তাহা আমাদের ভূমিকার প্রবন্ধে বিবৃত করিয়াছি। অধিকাংশ বাংলা প্রবাদ ছড়ার আকারে প্রচলিত, কিন্তু ছড়া বলিতে এখানে ছেলে ভুলানো ছড়া অথবা পল্লী-গীতির ছড়া বুঝায় না, তাহা বলা বাহুল্য। প্রবাদের ছড়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির; কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক ক্ষেত্রে, যেখানে অন্য ধরণের ছড়ার কোন বাক্য বা বাক্যাংশ প্রবাদ-তুল্য হইয়া গিয়াছে, সেখানে সেই অংশটুকু আমাদের সংগ্রহে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। চল্‌তি কথার সঙ্কলন হয়ত পূর্ণাঙ্গ হয় নাই; কিন্তু যাহা সাধারণ বাংলা idiom বা রীতিগত বাক্যাংশ, তাহা ধরা হয় নাই। কেবল প্রবাদ-মূলক চল্‌তি কথাই সঙ্কলিত হইয়াছে। অনেক সময় পার্থক্য খুবই সূক্ষ্ম, কিন্তু উদাহরণ-স্বরূপে বলা যাইতে পারে,—'মাথা কাটা যাওয়া', 'মাথা খাওয়া', 'মাথা মুণ্ডু', 'মাথা কেনা', 'মাথা বাঁধা দেওয়া', 'মাথা খোঁড়া বা মাথা কোটা', 'মাথা হেঁট হওয়া', 'মাথা ঘামানো', 'মাথা চুলকানো', 'মাথা কাড়া দেওয়া', 'মাথায় চড়া', 'মাথায় ক'রে নাচা', 'মাথায় হাত', 'মাথায় ঝিকুট নড়া', 'মাথায় হাত বুলানো', 'মাথায় পা দেওয়া', 'মাথার ঘাম পায়ে ফেলা', 'মাথায় বুদ্ধি গজানো', প্রভৃতি অসংখ্য চল্‌তি কথা সাধারণ বাক্যগত idiom মাত্র; কিন্তু 'মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালা', 'মাথায় ক'রে এনে পা দিয়ে ছানা', 'মাথার মণি, মাথার ঠাকুর, মাথার চুড়ো', 'মাথায়

লাথি মেরে পায়ে গড় করা', 'কার ঘাড়ে দুটো মাথা' 'মাথায় শকুনি ওড়া', 'মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া' প্রভৃতি প্রবাদ-মূলক চল্‌তি কথা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। সাধারণ প্রবাদ-সংগ্রহের অন্তর্ভূত এই ধরণের বাক্যগুলিকে কোন বিচক্ষণ লেখক **'a heterogenous conglomeration of sayings, colloqualisms, idioms, slangs, bon mots, rhymes, riddles'** বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন। হয়ত এরূপ অসহিষ্ণুতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; কিন্তু যখন বাংলা চল্‌তি কথার যথোচিত সংগ্রহ আজ পর্য্যন্ত সঙ্কলিত হয় নাই, তখন আশা করা যায়, এ বিষয়ে যদি বাহুল্যদোষ ঘটিয়া থাকে তবে তাহা মার্জ্জনীয় হইবে।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, শুধু প্রবাদ-বাক্য বা বাক্যাংশের সংগ্রহে নয়, নির্ব্বাচনেও বিশেষ যত্নের আবশ্যক। পূর্ব্বের সংগ্রহগুলি যথাযোগ্য ব্যবহৃত হইলেও, আমাদের বর্ত্তমান সংগ্রহ যে পুরাতন সংগ্রহের পুনরুক্তি মাত্র নয়, তাহা মিলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। ইহাতে যেমন অনেক নূতন প্রবাদ আছে, তেমনই অনেক পুরাতন প্রবাদ বর্জ্জিত হইয়াছে। পূর্ব্বের সংগ্রহে ধৃত প্রবাদ যে স্থলে নিরর্থক, রসিকতাশূন্য, ভ্রান্তিমূলক, অথবা তুচ্ছ ইয়ারকি, গালগল্পের জের, বা প্রাদেশিক কৌতুক-মাত্র বলিয়া মনে হইয়াছে, সে স্থলে তাহা গৃহীত হয় নাই। নিছক প্রাদেশিক প্রবাদগুলিও সব সময় ধরা হয় নাই, কারণ ইহাদের নিজস্ব ভাষা-ভঙ্গী অথবা স্থানীয় বৈশিষ্ট্য পরিবর্ত্তন করিয়া দিলে তাহাদের আর কোন মূল্য থাকে না।

যে সমস্ত সংস্কৃত বাক্য বা বাক্যাংশ (যেমন, 'শুভস্য শীঘ্রম্') অথবা তথাকথিত হিন্দী প্রবাদ (যেমন, 'বাপকা বেটা, সিপাহীকা ঘোড়া') বাংলা প্রবাদের সামিল হইয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে যেগুলি সুপরিচিত বা নিত্য ব্যবহারে প্রচলিত, কেবল সেইগুলি চয়ন করিয়া দেওয়া

হইয়াছে। কিন্তু এগুলির সংখ্যা যাহাতে বেশি না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।

প্রবাদগুলি বহু বর্ষ ধরিয়া বহু লোকের মুখফেরতা হইয়া, অথবা রচনার প্রস্তাবানুযায়ী রূপান্তরিত হইয়া, অনেক সময় বহু বিচিত্র আকার ধারণ করিয়াছে। সেই জন্য পাঠান্তর অবশ্যম্ভাবী, এবং সব সময়ে ইহাদের আদিম বা যথার্থ রূপ নির্ণয় করা সহজ নয়। যেখানে সম্ভব হইয়াছে, সেখানে পুরাতন সংগ্রহ বা সাহিত্যিক প্রয়োগের উপর নির্ভর করিয়া, যে রূপটি অধিকতর প্রামাণ্য অথবা সুপরিচিত, তাহাই গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু বিশেষ পাঠান্তরগুলিও সঙ্গে সঙ্গে চয়ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। একই ধরণের প্রবাদ যেখানে ভাষায় বা ভাবে স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে, সেখানে অবশ্য সেগুলিকে স্বতন্ত্রভাবেই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। প্রবাদগুলি সাধারণত চলতি ভাষায় পাওয়া যায়, সেই জন্য সাধু ভাষায় অযথা পরিবর্ত্তিত করিয়া দিবার চেষ্টা করা হয় নাই। প্রবাদগুলি প্রায়ই সহজবোধ্য, এবং প্রয়োগ অনুসারে তাৎপর্য্যেরও বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে; সেই জন্য বিস্তৃত ব্যাখ্যা আবশ্যক বলিয়া মনে হয় নাই। এই উপলক্ষ্যে একটি বিদেশী প্রবাদ উল্লেখযোগ্য—When a fool is told a proverb, the meaning of it has to be explained to him! কিন্তু স্থানে স্থানে অপ্রচলিত বা দুরূহ শব্দাদির, কিংবদন্তীর অথবা মূলগত ধারণার সামান্য টিপ্পণী দেওয়া হইয়াছে।

রুচির খাতিরে কোন প্রবাদ বাদ দেওয়া যায় না। প্রবাদগুলির ভাষা, ভাব ও ভঙ্গী তাহাদের নিজস্ব; বদলাইয়া দিলে, প্রবাদগুলি আস্ত থাকে না, তাহাদের রূপ ও রসের বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হয়, ঐতিহাসিক মূল্যও নষ্ট হয়। কোন কোন লেখক বা সংগ্রাহক এরূপ করিয়াছেন; তাহাতে

সাময়িক রুচির মুখ রক্ষা পাইয়াছে বটে, কিন্তু তথ্য ও তত্ত্বের অপলাপ করা হইয়াছে।

প্রবাদগুলি সাজাইবার পদ্ধতি সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলা প্রয়োজন। আমাদের সংগ্রহে প্রবাদগুলি প্রথম শব্দের বর্ণের অনুক্রমে সঙ্কলিত হইয়াছে। এই পদ্ধতি যে সম্পূর্ণ সন্তোষজনক তাহা নয়; কারণ, দেখা যায় অনেক প্রবাদ লোকমুখে পরিবর্ত্তিত হইয়া বিভিন্ন শব্দের দ্বারা আরব্ধ হইয়াছে, যেমন, 'মাথা নেই, তার মাথাব্যথা', 'যার নেই মাথা, তার কিসের ব্যথা', 'যেমন মাথাও নেই, তেমন ব্যথাও নেই' ইত্যাদি। সব রূপান্তরগুলিকে বর্ণের অনুক্রমে সাজাইলে পুনরুক্তি অনিবার্য্য। এ ক্ষেত্রে, ভাব ও ভাষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন না হইলে, যেটি প্রবাদের প্রামাণ্য বা সুপরিচিত রূপ, কেবল তাহাই একবার গ্রহণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে পাঠান্তরগুলিও ধরা হইয়াছে। অনেক সময় সমগ্র প্রবাদ-বাক্যটি না বলিয়া, তাহার অংশমাত্র বলা হয়, যেমন, 'না আঁচালে বিশ্বাস নেই' (নং ৫৬), 'নিরেনব্বুইয়ের ধাক্কা' (নং ৩১১৮), 'ভবী ভোলবার নয়' (নং ২৮০৬) ইত্যাদি। এ স্থলে কেবল সমগ্র প্রবাদটি দেওয়া হইয়াছে; স্বতন্ত্র না হইলে, অংশের পুনরুক্তি করা হয় নাই। ইহাতে অসুবিধা আছে সত্য, কিন্তু আশা করা যায়, আমাদের শব্দ ও বিষয় সূচীর সাহায্যে প্রবাদটি খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইবে না। প্রবাদের বিষয়বস্তু বা প্রয়োজনীয় শব্দের অনুযায়ী সাজানও সম্ভবপর, কিন্তু ইহাতেও পুনরুক্তির যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। প্রয়োগের সার্থকতা অনুসারে একটি প্রবাদের একাধিক বিষয়বস্তুর কল্পনা করা যাইতে পারে, এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় শব্দ একাধিক হওয়া বিচিত্র নয়। যেমন, বুদ্ধিমান ও মূর্খ একই প্রবাদ-বাক্যে পাশাপাশি থাকিলে প্রবাদটিকে একাধিকবার বিভিন্ন শব্দ বা বিষয়বস্তুর প্রসঙ্গে ধরিতে হয়। এই প্রণালী গৃহীত না হইলেও, গ্রন্থের শেষে যে প্রয়োজনীয় শব্দ ও

বিষয়বস্তুর সূচী দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে এরূপ সাজাইবার উদ্দেশ্য হয়ত অনেকটা সিদ্ধ হইবে।

আমাদের সম্পাদন-পদ্ধতির আদর্শ Oxford Dictionary of English Proverbs (Clarendon Press, Oxford 1936) নামক সুবৃহৎ প্রবাদ-অভিধান হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই অভিধানে প্রত্যেক ইংরেজী প্রবাদ-বাক্যের বিভিন্ন প্রয়োগের দৃষ্টান্ত, বিভিন্ন যুগের ইংরেজী সাহিত্য বা সাময়িক রচনা হইতে কালক্রমে চয়ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে প্রবাদগুলির প্রাচীন রূপ, রূপান্তর, লোকপ্রিয়তা ও প্রয়োগ-পরম্পরার ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। আমাদের সংগ্রহে এই আধুনিক পদ্ধতির অনুসরণ করিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু এরূপ সঙ্কলনের জন্য শুধু সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুশীলন নয়, বিবিধ সাময়িক রচনারও পরীক্ষা প্রয়োজন। আমাদের উদ্দেশ্য প্রবাদের অভিধান রচনা নয়, সংগ্রহ মাত্র। ভবিষ্যতে সংগ্রহটি এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার ইচ্ছা রহিল।

ডাকের বা খনার বচন বলিয়া যে সব বাক্য বা ছড়া প্রচলিত আছে, তাহা প্রবাদের অনুরূপ, কিন্তু সবগুলি প্রবাদ বলিয়া গণ্য হয় নাই। ইহাদের অধিকাংশরই বিষয়বস্তু হইতেছে চাষবাস, জলহাওয়া, শুভক্ষণ বা তিথি-গণনা, শুভযাত্রার লক্ষণ প্রভৃতি বিশিষ্ট প্রসঙ্গ। যথেষ্ট মূল্য থাকিলেও এ পর্য্যন্ত এগুলির সম্পূর্ণ বা প্রামাণ্য সংগ্রহ প্রকাশিত হয় নাই। ডাকের বচনের অধিকাংশ আমাদের প্রবাদ-সংগ্রহের অন্তর্ভূত করা হইয়াছে; খনার বচনের মধ্যে তিথিক্ষণগণনা প্রভৃতি সংক্রান্ত পারিভাষিক বচনগুলি বাদ দিয়া, যেগুলি অধিকতর প্রচলিত ও প্রয়োজনীয়, আমরা পরিশিষ্টে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ দিয়াছি; কারণ, ইহার মধ্যে

অনেকগুলি (যেমন, 'বামুন, বাদল, বান, দক্ষিণা পেলেই যান') সাধারণ প্রবাদ-বাক্যরূপে চলিয়া গিয়াছে।

যাঁহারা এই দুরূহ কার্য্যে সম্পাদককে উৎসাহ দিয়াছেন ও সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই ধন্যবাদের অপেক্ষা রাখেন না। তথাপি তাঁহাদের মধ্যে সুহৃৎসত্তম শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার ও শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের নাম সর্ব্বাগ্রে করিতে হয়। বন্ধুবর ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ গ্রন্থাদি-সংগ্রহে সৌজন্য দেখাইয়া ও ডক্টর সুকুমার সেন তাঁহার ইংরেজী প্রবন্ধ বহুকাল ব্যবহার করিতে দিয়া সম্পাদককে বাধিত করিয়াছেন। ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী পূর্ব্ববঙ্গের প্রবাদগুলির আলোচনায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নানা পুস্তক সংগ্রহ করিয়া দিয়া ও মুদ্রণের খুঁটিনাটি তত্ত্বাবধানের ভার লইয়া সম্পাদকের পরিশ্রম লঘু করিয়া দিয়াছেন।

ব্যবহৃত সাঙ্কেতিক অক্ষর

পা = পাঠান্তর।

সং = সংস্কৃত বাক্য বা বাক্যাংশ।

নং = একই ধরণের প্রবাদের তুলনার জন্য ক্রমিক নম্বর নির্দ্দেশ।

বাংলা প্রবাদ

এক

প্রায় সকল দেশে ও সকল কালে প্রবাদ-বাক্যের প্রচলন আছে, কিন্তু কবে বা কিরূপে প্রবাদের প্রথম উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। নিরর্থক না হইলেও, এই যদৃচ্ছাকৃত খণ্ড তুচ্ছ বাক্যগুলি কবিতা নয়, তত্ত্বকথা নয়, নীতি প্রচারও নয়, অথচ লোকস্মৃতিতে চিরকাল প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। প্রবাদের আদি-কথা যাহাই হউক না কেন, খুব সম্ভব এই প্রবাহের প্রথম উৎস তখনই মানুষের মনে স্বতঃ উৎসারিত হইয়াছিল, যখন তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা অনুভূতি আপন সরস বেগে ও সহজ ভাষায় নিঃসৃত হইয়াছিল। গ্রন্থাদি রচনার বহুপূর্ব্বেও প্রবাদ বা প্রবাদমূলক চলতি কথার অস্তিত্ব ছিল। এগুলি রচনা করিবার জন্য রচিত হয় নাই, মানুষের মনে আপনি জন্মিয়াছে, তাই মানুষের মুখে আপনি প্রচলিত হইয়াছে। প্রথম যিনি, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের জ্বালা-পরম্পরার দুঃসহতা, রথ দেখা কলা বেচার পরস্পরানুষংগিক সন্তোষ, দুধের সাধ ঘোলে মিটানোর অনুপযোগী দুঃসাধ্যতা, অথবা অতিভক্তি রূপ চোরের লক্ষণের সহজ কৌতুক অনুভব করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার প্রত্যক্ষ ভাবটি দৈনন্দিন সাধারণ বুদ্ধির টুকরা হিসাবে বিবৃত করিয়া যে ক্ষিপ্র টিপ্পণী কাটিয়াছিলেন, তাহা ক্রমে অভ্যস্ত বাক্যে, জনশ্রুতিতে বা প্রবাদে পরিণত হইয়াছিল। কালক্রমে এই কথিত বাক্য, যাহা সাক্ষাৎ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছিল, তাহা কোন ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনা বিশেষের উপলক্ষ্যে ব্যবহৃত হইয়া প্রবাদের আর একটি বিশিষ্ট লক্ষণের সৃষ্টি করিল।

তাই মনে হয়, প্রবাদ-বাক্যের আদি-স্রষ্টা ছিল সাধারণ মানুষ, যাহার সাধারণ বুদ্ধির বহুদর্শিতা প্রথম প্রবাদের উপকরণের, পরে প্রবাদের সৃষ্টি ও প্রচলন করিয়াছিল। যাহা পিতার বচন ছিল, তাহা কালক্রমে পুত্রের সম্পত্তি হইল; গৃহিণীর সরস বুলি গৃহের বাহিরেও মেয়েলি ছড়ায় নিত্যতা লাভ করিল; গ্রামের মোড়লের রসিকতা গ্রামের আপ্তবাক্যে পরিণত হইল; শিল্পী বা কারিগরের ধারাবাহিক শিল্প-রহস্য কোন প্রবচনের সংক্ষিপ্ত স্থায়িত্বে স্মরণীয় হইয়া রহিল। প্রবাদের রচয়িতার নাম লুপ্ত হইল বটে, কিন্তু তাহার চটকদার বাক্য

সাধারণের প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা বাস্তব অনুভূতির নির্য্যাস হিসাবে লোকপ্রিয়তার কষ্টিপাথরে উত্তীর্ণ হইয়া লোকপরম্পরায় প্রচলিত হইল। ক্রমে সাহিত্যিক রচনায় উদ্ধৃত বা চলতি কথার অন্তর্ভুক্ত হইয়া ইহাদের রূপ ও রস পরিপুষ্টি ও স্থায়িত্ব লাভ করিল।

কিন্তু সাধারণ মানুষ ছাড়া আর এক ব্যক্তি ছিলেন প্রবাদের উৎপত্তির মূল, যিনি সমাজে বিদ্যা ও বুদ্ধির মর্য্যাদায় জ্ঞানী পুরুষ বা oracle বলিয়া পরিচিত ছিলেন। যাহাদের চিন্তা করিবার সময় বা শক্তি ছিল না, তাহারা জ্ঞানী ব্যক্তির সুবিবেচিত ও স্বল্পাক্ষরে সংক্ষিপ্ত বাক্য-সূত্রগুলিকে জীবনের বিধি বলিয়া মানিয়া লইত। বাইবেলের পূর্ব্ব খণ্ডে সলোমন-সংগৃহীত ১ Proverbs পুস্তকে যে 'words of the wise and their dark sayings' আছে, তাহার অধিকাংশই এই ধরণের অতি প্রাচীন প্রবাদ-বাক্য। কিন্তু এই প্রাজ্ঞ বচন, যাহাকে ল্যাটিন ভাষায় sententia বলে, তাহা সব সময়ে ঠিক প্রবাদ বা proverbium নয়। এগুলি জ্ঞানীর জ্ঞানের নিষ্কর্ষ, সুচিন্তিত, সুব্যক্ত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপদেশমূলক নীতি-বাক্য; কিন্তু প্রবাদে পাণ্ডিত্য, চিন্তা বা উপদেশের প্রয়োজন নাই। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনার উপলক্ষ্যে প্রবাদ-বাক্য বিশিষ্টভাবে অভিব্যক্ত—যেমন, 'হিংসায় ফুটি ফাটা'; জ্ঞানীর বচনে এরূপ কোন উপলক্ষ্য না থাকায় তাহা বিচ্ছিন্ন ও সাধারণভাবে নির্ম্মিত—যেমন, 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম'। একটি, বিচিত্র বহুদর্শিতার স্বতঃপ্রবৃত্ত ও সরস সংক্ষেপ; অন্যটি, জ্ঞান ও চিন্তার পরিপাকে প্রস্তুত। কিন্তু লোকোক্তি ও প্রাজ্ঞোক্তি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সত্ত্বেও ব্যবহারিক জগতে উভয়ই কার্য্যকরী এবং জনসাধারণের দ্বারা প্রবাদ বলিয়া গৃহীত হইলে, উভয়ের সূক্ষ্ম স্বাতন্ত্র্য আর তেমনভাবে লক্ষিত হয় না।

উভয় ক্ষেত্রেই উপর হইতে নীচে, নীচ হইতে উপরে ক্রমিক ব্যাপ্তির প্রক্রিয়া দেখা যায়। এক দিকে যেমন লোকোক্তি প্রাজ্ঞের চিন্তায় ও কর্ম্মে প্রবেশ করে, অন্য দিকে তেমনই প্রাজ্ঞোক্তি লোকের দৈনন্দিন ভাষায় ও জীবনে বিস্তার লাভ করে। উভয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া বিরাজ করে সাহিত্যের চিরন্তন ঘূর্ণ্যমান চক্র, যাহার দ্বারা তাহারা উভয়ই

১ সলোমনের নামে চলিলেও, এই সংগ্রহের মধ্যে দুইটি বিভিন্ন সময়ের স্তর বিশ্লেষিত হইয়াছে; প্রাচীনতম অংশ পারস্য আমলের, কিন্তু ইহার বর্ত্তমান আকার গ্রীক সময়ের। কিন্তু এখানে ইহার বিচার নিষ্প্রয়োজন।

কালে-কালে গৃহীত, পরিত্যক্ত বা পরিবর্ত্তিত হইয়া আসে। অবশেষে যখন পার্থক্যের রেখা মুছিয়া যায়, তখন পরস্পরের সীমা-নির্দ্দেশ আর সম্ভবপর হয় না। অনেক গ্রন্থকারের রচনায় প্রবাদ-বাক্য স্থান পাইয়াছে, কিন্তু সেগুলি তাঁহাদের স্বরচিত অথবা জনশ্রুতি হইতে ধৃত, তাহা সব সময় নির্ণয় করা কঠিন। তেমনই জন-প্রবাদেও এমন অনেক বাক্য দেখা যায়, যাহা শেষ পর্যন্ত গ্রন্থকারবিশেষের রচনায় চিহ্নিত করা যায়।

প্রবাদ-বাক্যের যেরূপেই উৎপত্তি হউক না কেন, ইহা জাতির জীবনের প্রায় সমুদয় স্তরই ব্যাপ্ত করে। কিন্তু প্রবাদের সমস্ত লক্ষণের মধ্যে একটি প্রধান লক্ষণ এই যে, ইহা প্রবাদ বলিয়া লোক-সমাজে গৃহীত হইবে। অর্থাৎ ইহার সাফল্য নির্ভর করে লোক-মনের সরল স্বাভাবিক সমর্থনের উপর; নিজের সঙ্গে নিজের পরিচয়ের যে আকস্মিক বিস্ময় ও আমোদ, তাহাতেই ইহার রসের উপলব্ধি হয়। কোন কালে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা কথিত হইলেও ইহা সাধারণের নির্ব্বিশেষ সম্পত্তি। সেইজন্য ইহার রচয়িতার নাম বা সাল-তারিখ মনে রাখিবার প্রয়োজন হয় নাই। ইহার বা উহার, একালের বা সেকালের নয়, ইহা সর্ব্বকালের ও সর্ব্বজনের। ব্যক্তিগত কিছু নাই বলিয়া ইহা জাতিগত এবং অনেক সময়ে ইহা ব্যক্তির মুখে জাতির সমষ্টি-জ্ঞানের অভিব্যক্তি। বিশিষ্ট আকারে ও প্রকারে প্রকাশিত হইলেও, ইহা সাধারণভাবে প্রযুক্ত; কাহাকেও লক্ষ্য করা নয়, অথচ সকলকেই লক্ষ্য করা ইহার উদ্দেশ্য। একজনের সহজ বুদ্ধিতে সহসা প্রতিফলিত হইলেও, ইহা বহুজনের সুলভ বুদ্ধির উপায় ও ক্ষিপ্র প্রয়োগের অস্ত্র।

সেইজন্য, জাতির মনস্তত্ত্ব বা আচার-ব্যবহার হিসাবে প্রবাদের যথেষ্ট মূল্য রহিয়াছে, কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন নীতি বা তত্ত্বকথা হিসাবে এই মূল্য চিরন্তন বা সার্ব্বজনীন নয়। নীতি-বাক্যের সঙ্গে প্রবাদের পার্থক্য এইখানে যে, উচ্চ আদর্শ, তত্ত্বজ্ঞান বা লোকশিক্ষা প্রবাদের মূল কথা নয়। প্রবাদের মধ্যে চিরন্তনত্ব আছে, কিন্তু চিরন্তন সত্যের নির্দ্দেশক বলিয়া ইহার চিরন্তনত্ব নয়। 'ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে'— নৈতিক জগতের সত্য হইলেও ব্যবহারিক জগতের তথ্য নয়; তেমনই 'জন, জামাই, ভাগনা, তিন নয় আপনা'—ব্যবহারিক জগতের তথ্য হইলেও, নৈতিক জগতের সত্য নয়। নৈতিক জ্ঞান নয়, সাংসারিক জ্ঞান, পরোক্ষ

চিন্তা নয়, প্রত্যক্ষ অনুভূতি, প্রবাদের প্রধান অনুপ্রেরক। যাহা নিত্য দৃষ্ট ও নিতান্ত পরিচিত, তাহা ভূয়োদর্শন, তাহাই যে বিশুদ্ধ সত্য হইবে, এমন নয়; কিন্তু তাহাই অধিকাংশ প্রবাদের খোরাক যোগায়। প্রবাদের মধ্যে যে সত্য নিহিত থাকে, তাহা প্রায়ই আপেক্ষিক সত্য, তত্ত্বের সত্য নয়, তথ্যের সত্য। প্রবাদের অনেক দিক আছে, কিন্তু প্রবাদ মুখ্যত বাস্তব-ঘেঁষা,—ইহা পথঘাটের প্রাজ্ঞতা, প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ। তাই ইহা চট্ করিয়া মনে লাগিয়া যায়, এবং প্রয়োজন হইলে চট্ করিয়া বাহিরে লাগানো যায়। এমন খুব কম প্রবাদ-বাক্য আছে, যাহা বর্দ্ধমান রাজবাটীর মহাভারতের মত বুঝাইয়া না দিলে বুঝিতে পারা যায় না। সহজবোধ্যতা ও সহজপ্রয়োগ প্রবাদের লোকপ্রিয়তার ও লোকস্মৃতিতে লুপ্ত না হইবার একটি প্রধান কারণ।

কিন্তু প্রবাদের মধ্যে যে সত্য বা তথ্য নিহিত থাকে, তাহা অনেক সময়ে শুধু নিরতিশয় সহজ নয়, নিতান্ত সাধারণ ও সামান্য, যাহাকে ইংরেজীতে platitude বলে। অনেকের ধারণা, এই বিষয়বস্তুর দৈন্যের জন্যই প্রবাদের পটু ও কটু রসিকতা, ছড়ার ছন্দ, মিলের পারিপাট্য ও অনুপ্রাস প্রভৃতি শব্দালঙ্কারের ভঙ্গিমা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য তাঁহারা প্রবাদ-বাক্যকে মস্করা, ভাঁড়ামি বা চাষাড়ে ইয়ারকির চটকদার রূপান্তর বলিয়া মনে করেন। পরে আমরা এই মনোভাবের আলোচনা করিব; এখানে এইটুকু বলিলেই চলিবে যে, এরূপ ধারণার মূলে রহিয়াছে বাঙালী জাতির ভাব, ভাষা ও রসিকতা সম্বন্ধে জ্ঞানদৈন্য, মর্ম্মগ্রাহিতার অভাব, অথবা উৎকট সূক্ষ্মাচার-বিলাসিতা। ইহা সত্য যে, প্রায় অনেক বাংলা প্রবাদেই স্বতঃস্ফূর্ত্ত কৌতুক বা ঝাঁঝালো রসিকতার আমেজ আছে, কিন্তু সকল প্রবাদই যে রঙদার হইবে এমন নয়; এবং অনুপ্রাস, মিল প্রভৃতি ইহাকে লোকপ্রিয় করিলেও, এগুলি প্রবাদের অপরিহার্য্য অঙ্গ নয়। এ কথাও ঠিক নয় যে, প্রবাদ-বাক্য গ্রাম্য ইতরতার সামিল। গ্রামের জীবন হইতে আসিয়াছে বলিয়া, যাহাকে bucolic wit বলে, তাহা বাংলা প্রবাদে সুস্পষ্ট; কিন্তু প্রায় সকল দেশের প্রবাদেই ইহা অল্পবিস্তর দেখা যায়, এবং যাহা গ্রামের তাহাই গ্রাম্য নয়। অবশ্য, প্রবাদের ভাষা প্রায়ই জোরালো, এবং অনেক সময় অনেক কথা খুব খোলাখুলিভাবেই বলা হইয়াছে; কিন্তু ইহার ভাষা দৈনন্দিন ব্যবহারের শক্তিশালী ভাষা, এবং জীবনের ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা হইতে ইহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না। এ কথা মনে রাখিতে হইবে

যে, প্রবাদের সাফল্য নির্ভর করে না ইহার বিষয়বস্তুর উপর, নির্ভর করে ইহার সহজ প্রকাশ-ভংগীর উপর, ইহার সাধারণ বুদ্ধির সরস চমৎকারিত্বের উপর, ইহার সংক্ষিপ্ত ও সাভিপ্রায় প্রয়োগের সার্থকতার উপর। শব্দের স্বল্পতা ও অর্থের আধিক্য প্রবাদের একটি সাধারণ লক্ষণ, কিন্তু epigram বা লঘু বাক্‌সূত্রের যে সংহত বাক্-চাতুর্য তাহাই ইহার একমাত্র সম্বল নয়। প্রবাদের উপযোগিতার মূল কথা এই যে, যাহা বলা হয় তাহা এত সহজ ও সুজ্ঞাত যে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রয়োগের অভিপ্রায় বা সংকেত মর্মে আসিয়া প্রবেশ করে। যখন আমরা বলি—'একে কাটে ধারে, আরে কাটে ভারে', তখন ধারে-কাটা ও ভারে-কাটা দুইটি নিতান্ত পরিচিত বস্তুর তুলনায় আমরা ইহাই ইংগিত করি যে, শুধু গুণীর গুণ নয়, নির্গুণের সহায়সম্পত্তিও সমান শক্তিশালী, তবে গুণই আসল জিনিস। যে বিষয়ের উপলক্ষ্যে প্রবাদের প্রয়োগ তাহা অব্যক্ত থাকিলেও অস্পষ্ট নয়, এবং চুম্বকে প্রকাশিত ব্যঞ্জনা ও দৃষ্টান্তের সহজ সার্থকতার উপরই প্রবাদের মূল্য ও সমাদর নির্ভর করে। সংস্কৃত কোষ-কাব্যে যাহাকে অন্যাপদেশ (এক বস্তুর উপলক্ষ্যে অন্য বস্তুর বর্ণনা) বলে, অথবা সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের যাহা উপমা-ধ্বনি, অপ্রস্তুত-প্রশংসা বা ব্যাজস্তুতি, প্রবাদের মধ্যেও সেই ধরণের সংকেত অনুপ্রবিষ্ট থাকে।

সকল প্রবাদের ছাপ ও পোশাক ঠিক একরকম নয়; কিন্তু মনে হয়, প্রাচীনকালের প্রবাদগুলি ছিল সংক্ষিপ্ত, বাস্তব-নিষ্ঠ ও উপদেশমূলক, এবং অতি সাধারণভাবে সাধারণ কথাই প্রকাশ করিত। পরে, দেশ, কাল ও পাত্রের উপযোগী সাভিপ্রায় রসভাষণ প্রবাদের একটি প্রয়োজনীয় লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইল। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে—

Wickedness proceedeth from the wicked

বাইবেলের এই যে বাক্যটি, সলোমনের প্রবাদ-সংগ্রহে নয়, সামুয়েলের প্রথম-ভাগে (1 Sam. 24. 13) পাওয়া যায়, তাহাই নাকি সবচেয়ে প্রাচীন প্রবাদ-বাক্য।২ কিন্তু যাঁহারা একথা বলেন, তাঁহারা হয়তো বৈদিক বা সংস্কৃত সাহিত্যের খবর রাখেন না। বৈদিক বা সংস্কৃত সাহিত্যে কতটা প্রবাদের

---

২ কিন্তু মিশর দেশের Book of the Dead পুস্তকে যে সব প্রবচন আছে, তাহা অন্তত খ্রীষ্টপূর্ব ৩৭০০ সালে প্রচলিত ছিল এবং Ke'gemni ও Ptah-Hotep-এর রচনায় যে সব প্রবাদতুল্য বাক্য রহিয়াছে, তাহার তারিখ অন্তত খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫৫০!

প্রয়োগ ছিল, তাহার কোন আলোচনা এ পর্য্যন্ত হয় নাই কিন্তু অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় উক্ত প্রবাদ-বাক্যের চেয়ে প্রাচীনতর দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের সাহিত্যে পাওয়া যাইবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ঋগ্বেদের একটি প্রসিদ্ধ সংবাদ-সূক্তে (১০।৯৫।১৫) উর্ব্বশীর যে উক্তি—

> ন বৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি সন্তি
> সালাবৃকাণাং হৃদয়ান্যেতা॥৩

অথবা, অন্য একটি সাধারণ অশ্বিনাসূক্তে (১০।৪০।২) ঘোষা-কাক্ষীবতীর যে সরস উপমা—

> কো বাং শয়ুত্রা বিধবেব দেবরং
> মর্য্যং ন যোষা কৃণুতে সধস্থ আ॥৪

তাহা প্রবাদ-বাক্যের অতি প্রাচীন সাহিত্যিক প্রয়োগ বলিয়াই মনে হয়। ব্রাহ্মণে ও বৌদ্ধ ত্রিপিটকেও এই শ্রেণীর বাক্য বিরল নয়।

উল্লিখিত কারণগুলি ছাড়া, আর একটি কারণেও প্রবাদ-বাক্য সফল ও সমাদৃত হইয়াছে। বিভিন্ন যুগের লেখকদের রচনাতেও প্রবাদবাক্য বাক্যালঙ্কার হিসাবে আদর ও আভিজাত্য লাভ করিয়াছে। ব্যাখ্যা বা দৃষ্টান্ত হিসাবে, কোন বিষয়বস্তুকে স্থাপিত বা পল্লবিত করিবার জন্য, অথবা অল্প কথায় অনেক কথা বলিবার উদ্দেশ্যে যে প্রবাদের উপকারিতা আছে, তাহা একালের ও সেকালের লেখকেরা অল্পবিস্তর অনুভব করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে কতটা এবং কিভাবে প্রবাদ বা প্রবাদমূলক চল্‌তি কথা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার সবিস্তর আলোচনা এ পর্য্যন্ত হয় নাই; কিন্তু চর্য্যাপদ ও কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল পর্য্যন্ত সাহিত্যে যে অসংখ্য প্রবাদ-বাক্য প্রযুক্ত বা সৃষ্ট হইয়া আসিয়াছে, তাহার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। সাহিত্যিক রচনায় ধৃত প্রবাদের রূপের স্থিরতা নাই, প্রস্তাবানুযায়ী অথবা বিশিষ্ট লেখকের মনোমত পরিবর্ত্তন অস্বাভাবিক নয়। এমন কি, কোন্‌গুলি প্রবাদ এবং কোন্‌গুলি লেখকের স্বরচিত, তাহাও সব সময়ে ঠিক করিয়া বলা যায় না। কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলির অনুরূপ

---

৩ নারীর সঙ্গে সখ্য নাই, নারীর হৃদয় হইতেছে সালাবৃকের হৃদয়।

৪ বিধবা যেমন দেবরকে, নারী যেমন পুরুষকে শয্যায় আহ্বান করে।—ইহা উল্লেখযোগ্য যে উভয় বচনই 'মেয়েলি' কথা।

প্রবচন বর্ত্তমান কালেও প্রচলিত রহিয়াছে, এবং এগুলি যে মূলত জনশ্রুতি হইতে গৃহীত, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

চর্য্যাপদে অন্তত ছয়টি প্রবাদবাক্য পাওয়া যাইতেছে, যাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত পরবর্ত্তী বা বর্ত্তমান কালেও পাওয়া যাইবে—

আপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী ॥৫ (ভুসুকু)

গুরু বোব সে সীসা কাল ॥ (ভুসুকু)

বর সুণ গোহালী কি সো দুঠ্ট বলন্দেঁ ॥ ৬ (সরহ)

হাথেরে কাঙ্কাণ মা লোউ দাপণ ॥৭ (সরহ)

দুহিল দুধু কি বেণ্টে সামাঅ ॥ ৮ (ঢেণ্ঢণ)

হাঁড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী ॥ (ঢেণ্ঢণ)

বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন লোক-সাহিত্যের প্রভাবে অধিকতর প্রবাদ-বাক্যের ব্যবহার করিয়াছে—

ললাট লিখিত খণ্ডন না জাএ ॥ (প্রথম সং, ১৩২৩, পৃ. ৩৮)
দেখিল পাকিল বেল গাছের উপরে।
আরতিল কাক তাক ভখিতেঁ না পারে ॥ (পৃ. ৪৫)

জরুয়া দেখিআঁ যেহ্ন রুচক আম্বল ॥ (পৃ. ৪৯)

লাজে সে হারায়ি কাজে ॥ (পৃ. ৫৩)

পরধন দেখিলেঁ কি পাএ ভিখারী ॥ (পৃ. ৫৯)

মাকড়ের হাথে যেহ্ন ঝুনা নারীকল ॥৯ (পৃ. ৭২)

চারি পাস চাহোঁ যেন বনের হরিণী ল
নিজ মাঁসে জগতের বৈরী ॥১০ (পৃ. ৭৮)

৫ পরে কৃষ্ণকীর্ত্তনের দৃষ্টান্তে ইহার পুনরুক্তি রহিয়াছে। বিদ্যাপতি—'হরিণী জাগায় ভাল কুটম্ব বিবাদ'।

৬ 'দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল'—আধুনিক প্রবচন।

৭ 'হাতের শাঁখা দর্পণে দেখা'—আঃ প্রঃ।

৮ 'দোয়া দুধ বাঁটে সেঁধোয় না'—আঃ প্রঃ।

৯ পরে চণ্ডীদাসের পদ হইতে উদ্ধৃত অনুরূপ প্রবচন দ্রষ্টব্য।

১০ কবিকঙ্কণ—'জগত হৈল বৈরী আপনার মাংসে'।

আপনার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী॥ (পৃ. ৮৮)

আপনা গাএর মাসেঁ হরিণী বিকলী॥ (পৃ. ১০০)

বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী॥ (পৃ. ৩৯২)

এভোঁহো নাহি ঘুচে তোর মুখে দুধবাস॥ (পৃ. ৯৫)

তোহ্মে রাখোআল জনে কড়া চারি কড়ি ধনে
আপণাক জাণহ ঈশরে॥ (পৃ. ১০৬)

জুড়ায়লেঁ সোআদ লাগে তপত দুধ॥ (পৃ. ১১৮)

ভুখিল হয়িলেঁ কাহ্নাঞিঁ দুই হাথে না খাইএ॥১১ (পৃ. ১১৮)

মাকড়ের যোগ্য কভোঁ নহে গজমুতী॥ (পৃ. ১২২)

ভাতের ভোখ কাহ্নাঞিঁ ফলেঁ না পালাএ॥ (পৃ. ১২৮)

আপণা রাখিএ আপণে॥ (পৃ. ১৩৭)

মুদিত ভাণ্ডার তাতে না সাম্বায়ে চুরী॥ (পৃ. ৯৮, ১৫০)

হাথ বাড়ায়িলেঁ কি চান্দের লাগ পাই॥ (পৃ. ১৮০)

গোপত কাজত কাহ্নাঞিঁ ছয় আখি বারী॥১২ (পৃ. ১৮৫)

আলপ কাম কৈলেঁ হৈব বড় কাজ॥ (পৃ. ১৯৭)

দেখিআঁ সাধুর ধন চোর পড়ি মরে॥ (পৃ. ১৯৮)

পাত পাতিআঁ কেহো নাহিঁ দেহ ভাত॥ (পৃ. ২১৩)

বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী॥১৩ (পৃ. ২৯৪)

কাটিল ঘাঅত লেম্বু রস দেহ কত॥ (পৃ. ৩৯৮)

---

১১ সংস্কৃত সুভাষিত—'বুভুক্ষিতঃ কিং দ্বিকরেণ ভুংক্তে'। 'ক্ষিদে পেলে কি দুহাতে খায়'—আঃ প্রঃ।

১২ বারী=বৈরী।

১৩ পণী=পোআন, চুল্লী। 'বন পোড়ে সবাই দেখে, মন পোড়ে কেউ দেখে না'—আঃ প্রঃ।

ভাত না খায়িলি তবেঁ তাহার কারণে।
শাক রখহিতেঁ তোহ্মে আদরাহ কেহ্নে॥ ১৪ (পৃ. ৩৯৭)

সোনা ভাঙিগলেঁ আছে উপাএ জুড়িএ আগুনতাপে।
পুরুষ নেহা ভাঙিগলেঁ জুড়িএ কাহার বাপে॥ (পৃ. ৩৬৭)

ভাঁগিল সোনার ঘট যুড়ীবাক পারি।
উত্তম মনের নেহা তেহেন মুরারী॥

যে পুণি অধম জন আন্তরে কপট।
তাহার সে নেহা যেহ্ন মাটির ঘট॥১৫ (পৃ. ৩৯৭)

এইরূপ মঙ্গল-কাব্যসমূহে, কৃত্তিবাস ও কাশীরামের রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে প্রবাদের টুকরার অভাব নাই। কাশীরাম দাসের

চোরা নাহি শোনে কভু ধর্ম্মের কাহিনী॥

কতক্ষণ জলের তিলক রহে ভালে।
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে॥

কিংবা কৃত্তিবাসের

আপ্ত ছিদ্র না জানিস্ পরকে দিস্ খোঁটা॥

অথবা কবিকঙ্কণের

জামাতা ভাগিনা জন আপনার নয়॥

জানু, ভানু, কুশানু, শীতের পরিত্রাণ॥১৬

প্রভৃতি বাক্য এখনও জনশ্রুতিতে লুপ্ত হয় নাই। কতকগুলি প্রবাদ আবার লেখক-পরম্পরায় পুনরুক্ত হইয়া আসিয়াছে। কৃত্তিবাসের

শিরে কৈলে সর্পাঘাত কোথা বাঁধিবি তাগা॥

---

১৪ যখন তাহার জন্য অন্ন ত্যাগ করিলে, তখন সামান্য শাকে আদর কেন?

১৫ আঃ প্রঃ—'ভালর পিরীত সোনার বাসন, ভাঙলে বানান্ যায়।
খলের পিরীত মাটির হাঁড়ি, ফাট্‌লে ফেলায়॥'
বিদ্যাপতি—'সুজনক প্রেম হেম সমতুল।
দহিতে কনক দ্বিগুণ হয়ে মূল॥'

১৬ বুকে হাঁটু দিয়া, রোদে বসিয়া ও আগুন পোহাইয়া শীত হইতে আত্মরক্ষা।

বাক্যের অনুরূপ আমরা পাইতেছি কবিকঙ্কণে

লোচনে দংশিলে অহি কোনখানে দিব তাগা॥

এবং রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে

কোথা বান্ধিবেক তাগা শিরে সর্পাঘাত॥

আবার, কবিকঙ্কণের

কুপুত্র হইলে মা না হয় বিমুখ॥

বাক্যটি মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলেও দেখিতে পাই—

কুপুত্র হইলে তাকে মায়ে নাহি ফেলে॥

ধারাবাহিক উদাহরণ হিসাবে আমরা দেখিতে পাই, কৃত্তিবাসের

পিপিড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে॥

এই প্রবচনটি প্রতিধ্বনিত হইয়া আসিয়াছে কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে

কিবা মৃত্যুহেতু পাখ উঠে পিপিড়ার॥

মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলে

পিপীলা পালক বাঁধে মরিবার তরে॥

এবং রামেশ্বরের শিবায়নে

পিপীলিকার পাখ দক্ষ মরিবারে উঠে॥

বৈষ্ণব পদাবলী গীতধর্ম্মী, কিন্তু পদাবলীর মধ্যেও যথেষ্ট প্রবাদের প্রয়োগ রহিয়াছে। চণ্ডীদাসের

চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া ফুকারি কাঁদিতে নারে॥

পদের মত বিদ্যাপতিতে রহিয়াছে—

চোর রমণী জনি মনে মনে রোয়ই
অম্বরে বদন ছপাই॥

এবং জ্ঞানদাসের একটি বাক্যও তাহার অনুরূপ—

চোরের রমণী যেন ফুকারিতে নারে॥

এগুলি যে প্রবাদ-বাক্য, তাহা বিভিন্ন রচয়িতার পুনরুক্তি হইতে বুঝা যায়, এবং বর্ত্তমান কালেও এই ধরণের প্রবাদ সুপরিচিত। বড়ু চণ্ডীদাসের সম্পাদক দেখাইয়া দিয়াছেন যে, উপরে উদ্ধৃত

মাকড়ের হাতে যেহ্ন ঝুনা নারীকল॥

এই বাক্যটি চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত একটি অপ্রকাশিত পদেও পাওয়া যায়—

মাকড়ের হাতে নারিকল।
খাইতে সাধ ভাঙ্গিতে নাহি বল॥

উদাহরণস্বরূপ আরও বলা যাইতে পারে যে, বিদ্যাপতির

বানর-কণ্ঠে কি মোতিমমাল॥

চৌরী-পিরীতি হোয় লাখগুণ রঙ্গ॥

চণ্ডীদাসের

যাহারে মরমী কহি সে বাসয়ে পর॥
ননদিনী দেখয়ে চোখের বালি॥
বাহিরে বাতাসে ফাঁদ পাতে ননদিনী॥
ননদী বিষের কাঁটা বিষমাখা দেয় খোঁটা॥

জ্ঞানদাসের

বরাকের দানী সোনায় সাধ॥

অথবা গোবিন্দদাসের

কাকর অঙ্গনে কোন পুন নাচে॥

হাতক লক্ষ্মী চরণপরে ডারনু॥

না কহিলে মরি কহিলে খাঁকারি॥

প্রভৃতি নিছক প্রবাদ বা প্রবাদের সামিল বলিয়াই মনে হয়।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে ভারতচন্দ্রে প্রযুক্ত বা স্বরচিত প্রবাদের ছড়াছড়ি রহিয়াছে—

হাভাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়॥

কড়ি ফট্‌কা চিঁড়ে দই বন্ধু নাই কড়ি বই
কড়িতে বাঘের দুধ মিলে॥

কড়িতে বুড়ার বিয়া কড়ি লোভে মরে গিয়া॥

যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে॥

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন॥

যদি দেখে আঁটাআঁটি কাঁদিয়া ভিজায় মাটি॥

ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন॥

সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর॥

এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥

হায় বিধি, পাকা আম দাঁড়কাকে খায়॥

মুখে এক মনে আর ॥

এক ভস্ম আর ছার, দোষগুণ ক'ব কা'র ॥

মিছা কথা সিঁচা জল কতক্ষণ রয় ॥

লোকে বলে—পাপ কাপ ক'দিনে লুকায় ॥

রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন ॥

সুয়া যদি দেয় নিম সেই হন চিনি।
দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি ॥

সাপের বাসায় ভেকেরে নাচায় ॥

অসার সংসারে সার শ্বশুরের ঘর ॥

রাবণের দোষে যেন সিন্ধুর বন্ধন ॥

আলোতে কিঞ্চিৎ ভাল, প্রমাদ আঁধারে ॥

চোরের কথায় কোথা কে করে প্রত্যয় ॥

ক্ষুয়ে তাঁতী হয়ে দেহ তসরেতে হাত ॥

সোনা ফেলি কেবল আঁচলে গিরা সার ॥

বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাহার অর্দ্ধেক চাষ ॥

লক্ষ্মী হইল লক্ষ্মীছাড়া ॥

মাটিমুঠা ধর যদি সোনামুঠা হবে ॥

উলটিয়া চোর গৃহী বান্ধে বুঝি শেষে ॥

বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ ধ'রে দিতে পারি চাঁদ ॥

ওঝার ঘাড়ে বোঝা ॥

স্ত্রীলোকের মত পাঁড় মারি খেতে পারে ॥

যার ঘরে সিঁদ সে কি যায় নিদ ॥

রসিকের স্থানে হয় রসের বিস্তার ॥

আটে পিঠে দড় যেই সেই দড় হবে ॥

নারী যার স্বতন্তরা সে জন জীয়ন্তে মরা ॥

কার ঘাড়ে দু'টা মাথা এ কর্ম্ম করিবে॥
অন্তরে না সহে ব্যাজ বাহিরে বাড়ায় লাজ॥
অরণ্য-রোদনে কিবা ফল॥
স্ত্রীলোক করিতে নারে শ্রুতির বিচার॥
দৈব বিনা কোন কর্ম্ম না হয় ঘটনা॥
মঙ্গল কলস হায় চরণে ঠেলিলে॥
পেয়েছ অভাবে ভাল নাতিনীজামাই॥
বুঝ নর যে জান সন্ধান॥
পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরাধার॥
নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে॥
না মিলিল দড়ি, না মিলিল কড়ি, কলসী কিনিতে তোর॥
আদর কাজের বেলা তারপর অবহেলা॥
যেমন আপন নীতি পরে দেখ সেই রীতি॥
চুণকালি দিলি গালে॥
পুরাণে কোরানে দেখ সকলি ঈশ্বর॥
কাছে ভাল বল যারে, পাছে মন্দ বল তারে॥
বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ॥

ইত্যাদি। রামপ্রসাদের গানেও—

পাকা ধানে মই॥
মাথা নাই মাথাব্যথা॥
মার সোহাগে বাপের আদর॥
ছেলের হাতে কলা নয়, মা, ফাঁকি দিয়ে কেড়ে খাবা॥
বিধিলিপি কপালজোড়া॥
বয়ে বেড়াও ভূতের বোঝা॥
কলুর চোখঢাকা বলদের মত॥

নইক আমি আটাশে ছেলে, ভয় পাব না চোখ রাঙালে॥

জাগা ঘরে চুরির কথা॥

জাগরণে ভয়ং নাস্তি॥

ভূতের বেগার মর খেটে॥

কিল খেয়ে কিল চুরি॥

এ সংসার ধোঁকার টাটি॥

প্রভৃতি সুপরিচিত প্রবচনের অভাব নাই। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরেও যথেষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—

বিষম ধনুকভাঙা পণ॥

এক গালে চূণ দিল, আর গালে কালি॥

আজি ঘর কালি কি পান্দাড় ভাব, প্রভু॥

হানিয়া খাঁড়ার চোট ঘসে দিস্ লোন॥

উল্‌টা চোরা গৃহী বান্ধে॥

অশ্বত্থামা হত বাক্যে হত্যা দ্রোণাচার্য্য॥

গলায় আঙুল দিয়া কেন তোল কাশ॥

খুঁড়িতে কেঁচুয়া পাছে উঠে কালসাপ॥

আপনার মান গো আপনি যত্নে রাখি।
লোকে বলে কাটা কান চুল দিয়া ঢাকি॥

গল্প ঝাড়ে বড়ই আঠারমেসে যত॥

ছোঁড়ার হাপানে ছুঁড়ী হল তন্তুসারা॥

আকাশে ফেলিতে ছেপ এসে গায়ে পড়ে॥

অতিবুদ্ধি পোঁদে দড়ি তার ভোগ করি॥

আকাশের চাঁদ সে পায় নিজ হাতে॥

খাও হে বাপের কলা দিয়া ছোলা গুড়॥ ইত্যাদি।[১৭]

---

১৭ রামেশ্বরের শিবায়নেও প্রচুর প্রবাদ ও চল্‌তি কথা রহিয়াছে, কিন্তু বাহুল্যের ভয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না।

এইরূপ প্রাচীন সাহিত্যে প্রবাদের যে যথেষ্ট প্রয়োগ রহিয়াছে, তাহার সযত্ন ও সবিস্তর আলোচনা না হইলে, এগুলির ব্যবহারের পারম্পর্য্য ও প্রাচীন রূপের নির্ণয় করা যাইবে না। Oxford Dictionary of English Proverbs১৮ নামক ইংরেজী প্রবাদের অভিধানে প্রায় দশ হাজার ইংরেজী প্রবাদ সংগৃহীত হইয়াছে, এবং ইংরেজী সাহিত্যের আদি-কাল হইতে আধুনিক সময় পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রবাদ-বাক্যের প্রয়োগের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। সাহিত্যের দিক হইতে, বাংলা প্রবাদেরও এই ধরণের নিতান্ত প্রয়োজনীয় অভিধান সঙ্কলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দুই

পূর্ব্বের আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কোন যুগেই প্রবাদ-বাক্যের প্রয়োগ উপেক্ষিত হয় নাই। কিন্তু এই সাহিত্য ছিল মোটামুটি গম্ভীর প্রকৃতির রচনা, যাহা দেবদেবীর উপাখ্যান, কিংবদন্তী ও শক্তিবর্ণনার বাহুল্যে, অথবা বাৎসল্য, ভক্তি ও প্রীতির সঙ্গীত-মাধুর্য্যে পর্য্যবসিত ছিল। জনসাধারণের সাহিত্য বলিয়া প্রবাদের অবসর ছিল, এবং যেখানে সম্ভব সেখানে প্রবাদের টুকরাগুলি যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয় নাই, তাহা নয়; কিন্তু এই প্রাচীন সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি ঘরোয়া প্রবাদ-কৌতুকের ঠিক অনুকূল ছিল না। পরবর্ত্তী সময়ে ভারতচন্দ্র প্রভৃতির রচনাবলীতে প্রবাদের যে অধিকতর প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ, লৌকিক সাহিত্যের বাস্তবতা, আমোদ ও রসিকতা এই ধরণের রচনায় অধিকতর আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। বাক্য-রীতিকে সরস, সহজ ও সতেজ করিবার জন্য ইহাতে যে লৌকিক প্রবাদ বা প্রবাদমূলক বাক্যাংশ আপনা-আপনি আসিয়া পড়িবে, তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। তাহা ছাড়া, ভারতচন্দ্র ছিলেন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের স্বল্পাক্ষর গাঢ়রচনার রসজ্ঞ। সংস্কৃতের আদর্শে বাক্-সংহতি ও বাক্-চাতুর্য্যের যে চমৎকারিত্ব ভারতচন্দ্রকে প্ররোচিত করিয়াছিল, তাহার

---

১৮ জগতের বিভিন্ন জাতি ও দেশের প্রবাদের সংখ্যার ইয়ত্তা নাই। ইংলণ্ড, জর্ম্মানি, সুইডেন, রুশিয়া, ফিন্‌ল্যাণ্ড ও এস্টোনিয়া, ইউরোপের কেবলমাত্র এই ছয়টি দেশের লিপিবদ্ধ প্রবাদের সংখ্যা প্রায় বিশ লক্ষ!

সঙ্গে প্রবাদের সংক্ষিপ্ত ও সাভিপ্রায় রসিকতার অনৈক্য ছিল না। এমন কি, তাঁহার অনেকগুলি সরস প্রবচন সংস্কৃত বাক্যের ভাবানুবাদ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ও রামেশ্বরের রস-রচনায় যে প্রবাদ-প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার জের উনবিংশ শতাব্দীতেও চলিয়াছিল; কিন্তু আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রবাদ-প্রয়োগের সর্বাধিক প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ পাদ পর্য্যন্ত। ভবানীচরণ, হুতোম ও টেকচাঁদ হইতে আরম্ভ করিয়া দাশু রায়, দীনবন্ধু ও অমৃতলাল পর্য্যন্ত বাংলা ভাষায় যে বিচিত্র বেগবান রস-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা প্রবাদ ও চলতি কথার সরস খণ্ডগুলিকে বাংলা বাক্য-রীতির ও রসিকতার খাঁটি নিদর্শন হিসাবে সাদরে ও স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিয়াছিল। এই সকল রচনায় প্রবাদ-বাক্যের যেরূপ অবাধ ও নিরবচ্ছিন্ন প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয়, ইহাই ছিল বাংলা সাহিত্যে প্রবাদের যুগ। তখনকার দিনে নিতান্ত অচল চলিত ভাষার স্বপক্ষে ও নিতান্ত অসাধু সাধুভাষার বিপক্ষে যে আন্দোলন সুরু হইয়াছিল, তাহার দ্বারা প্রবাদ-বাক্যের প্রবেশের দ্বার অবারিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ইহার কিছু পূর্ব্বেও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তাঁহার প্রবোধ-চন্দ্রিকায় মুখ্যত সাধুভাষা প্রয়োগ করিলেও, প্রবাদ-বাক্যের যথেষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী মৃত্যুঞ্জয় সংস্কৃত রীতিকে যথাসম্ভব প্রাধান্য দিয়াছেন, কিন্তু খাঁটি বাংলা রীতিকেও তিনি উপেক্ষা করেন নাই। কিন্তু ইহার কিছু পরে, যখন বাংলা রস-রচনায় বাংলার নিজস্ব ভাব ও ভঙ্গীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও স্বচ্ছন্দ উপযোগিতার প্রথম উপলব্ধি হইয়াছিল, তখনই সাহিত্যে প্রবাদের বহুল প্রচলন পুনরায় আরব্ধ হইয়াছিল।

ইহা সম্ভব ও সুসাধ্য হইয়াছিল কারণ, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের রচনা হইতে দেখিতে পাই যে, একালের চেয়ে সেকালে প্রবাদের যথেষ্ট রেওয়াজ ছিল। প্রত্যেক দশটি বাক্যে একটি প্রবাদ বা প্রবাদমূলক বাক্যের ব্যবহার বাংলা বাক্য-রীতির বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এখনও এমন অনেক বয়স্ক লোক আছেন, যাঁহাদের ইহা চিরাগত অভ্যাস। সুতরাং এই অভ্যাস বা কথাবার্ত্তার ধারা যে রস-সাহিত্যে প্রতিফলিত হইবে, তাহা বিচিত্র নয়। যাঁহারা লেখক তাঁহারা নিছক কল্পনা-ব্যবসায়ী বা তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন না; তাঁহারা ছিলেন সংসারাভিজ্ঞ বাস্তব-সচেতন রসজ্ঞ শিল্পী।

বিদেশী ভাব ও ভঙ্গীর আমদানি সত্ত্বেও বাঙালীর রস-জীবন যে বাঙালীর ভাব ও ভাষা হইতে দূরে থাকিতে পারে না, তাহা তাঁহারা বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলেন। তাঁহারা যে-চিত্র আঁকিতেন, তাহা নিখুঁত ও সম্পূর্ণ করিয়াই আঁকিতেন; সূক্ষ্মাচারনিষ্ঠার খাতিরে কোন কিছু বাদ দিয়া তাহাকে কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক করিতে পারিতেন না। তাই তাঁহাদের চিত্রে সাধারণ মানুষ, তাহার দৈনন্দিন কথাবার্ত্তা, ভাবভঙ্গী, আচার-ব্যবহার, সমস্ত লইয়াই, সহজ ও সমগ্রভাবে আবির্ভূত হইয়াছে; এমন কি, তাহাদের যথেচ্ছ-প্রযুক্ত প্রবাদ-বাক্য ও চল্‌তি কথার মধ্য দিয়াই তাহারা যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। অনেক প্রবচন এখন বহু ব্যবহারে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তখনকার দিনে তাহাদের নূতনত্ব ও সার্থকতা ছিল। শুধু তাহাই নয়, 'আলালের ঘরের দুলাল', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ' 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়', 'সধবার একাদশী', 'কৃপণের ধন', 'তাজ্জব ব্যাপার', 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল', 'যেমন রোগ তেমনি রোঝা' প্রভৃতি গ্রন্থের নামকরণ হইতেই গ্রন্থকারদের প্রবাদ-ব্যবহারের পক্ষপাতিত্ব কিরূপ ছিল, তাহা বুঝা যাইবে।

এইরূপে, শুধু প্রাত্যহিক জীবনে নয়, সাহিত্যিক নিবন্ধেও, প্রবাদ বা প্রবাদমূলক বাক্যাংশ বাঙালীর ভাব ও ভাষার ভিত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রয়োগের সার্থকতা হইতেছে প্রবাদের লোকপ্রিয়তার একটি কারণ, কিন্তু আর একটি সাধারণ ও বহুবিস্তৃত কারণ হইতেছে—গতানুগতিকতা। যাহা সহজে সিদ্ধ হয়, তাহার জন্য কষ্টস্বীকার করা মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ। একজন যাহা বলিয়া গিয়াছে ও পাঁচজনের মুখে যাহা চলিয়া আসিতেছে, তাহা আপ্ত-বাক্যের সামিল; কার্য্যক্ষেত্রে ব্যবহার করিলে তাহা নিরর্থক পুনরুক্তি নয়। মুখফেরতা হইলে চল্‌তি কথার কদর বাড়িয়া যায়, রস তো নিশ্চয়ই বাড়ে; এবং তাহাতে সুবিধাও অনেক। পুরাতন কথা আবার নূতন করিয়া চিন্তা করিবার ও নূতন ভঙ্গীতে প্রকাশ করিবার আয়াস হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা ভাল করিয়া বা জোরের সহিত বুঝানো কঠিন, অথবা বুঝাইতে হইলে অনেক বাক্যব্যয় করিতে হয়। সেখানে যদি হাতের কাছে তৈয়ারি দুই-চারিটি প্রবাদ-বাক্য থাকে ও তাহার সমর্থ ও সংক্ষিপ্ত ব্যঞ্জনা কার্য্যকরী হয়, তবে এত মাথা ঘামাইবার বা মুখ নাড়িবার প্রয়োজন কি? প্রবাদের

বাঁধা রাস্তায় চিন্তার বা প্রকাশ-প্রয়াসের বালাই নাই; বরং লোকমান্য বলিয়া প্রমাণ, রূপক, দৃষ্টান্ত বা নজির হিসাবে, প্রবাদের সদ্য ও শক্তিশালী গুরুত্ব এবং হৃদয়গ্রাহিতা লোকপ্রত্যয়ের ক্ষিপ্র অস্ত্র হইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু প্রবাদের লোকপ্রিয়তা ও উপকারিতা সত্ত্বেও এ কথা বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, সাহিত্যে বা দৈনন্দিন ব্যবহারে প্রবাদের অত্যধিক অথবা অবিচারিত প্রয়োগ সকল সময়ে বাঞ্ছনীয় নয়। নিত্যদৃষ্ট বস্তুর মত যাহা চিরাগত জনশ্রুতিতে অত্যন্ত পরিচিত, অথবা ভাড়াটিয়া গাড়ির মত যাহা সাধারণের কার্য্যে নিতান্ত জীর্ণ ও অবসন্ন, তাহার চমৎকারিত্ব কমিয়া আসে। সচরাচর ব্যবহৃত প্রবাদ-বাক্য কালক্রমে অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ ও নিষ্ফল হইয়া যায় এবং তাহার প্রয়োগ, বুদ্ধির নয়, বুদ্ধিহীনতার, পরিচয় দেয়। Wise men make proverbs and fools repeat them—এ কথাও প্রবাদ-বাক্য হইয়া গিয়াছে। অভ্যস্ত প্রবাদের যথাতথা ব্যবহার মৌলিক চিন্তা বা ভাবপ্রকাশের পরিচয় দেয় না, অক্ষম ও অলস মনের সুলভ উপায় বা আবরণ হইয়া দাঁড়ায়। সাহিত্যের বা শিক্ষা-বিস্তারের যে-যুগে বিচার-বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি, ভাব-ভূয়িষ্ঠতা, অথবা সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য্য দেখা যায়, সে-যুগে বাক্যালঙ্কার হিসাবে প্রবাদের নিত্য-নৈমিত্তিক বা সাহিত্যিক মূল্য অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। গত শতাব্দীতে যখন নূতন যুগের নূতন শিক্ষা, শুধু আত্মসাৎ নয়, আত্মস্থ হইল এবং সাহিত্যিক আদর্শের ও শিক্ষিত জীবনের মোড় ফিরাইয়া দিল, তখন বাংলা সাহিত্যের ভাব, ভাষা ও ভঙ্গী নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিল। ব্যক্তিগত ভাবুকতা ও কল্পনার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকসাহিত্য ও লোকের বৃহত্তর দৈনন্দিন জীবনের প্রভাব আর তেমন শক্তিশালী হইয়া রহিল না। নিত্যনূতন প্রেরণায় অধিকতর প্রতিভাশালী লেখকদের নিজস্ব উদ্ভাবনী-শক্তি নিত্যনূতন বাক্য-রীতির সৃষ্টি করিতে লাগিল; তখন আর প্রবাদের মামুলী ভাব ও ভাষার অবকাশ রহিল না। কল্পনার প্রাচুর্য্য, ভাবের সমৃদ্ধি, ভঙ্গীর নূতনত্ব ও ভাষার ঐশ্বর্য্য যতই উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, ততই প্রচলিত প্রবাদ-বাক্যের পুরাতন প্রয়োজন বাতিল হইয়া যায়। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য-বোধের সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনেও মানুষ নিজের অভিজ্ঞতা নিজেই অর্জ্জন করিতে চায়, নিজের ভাব নিজের ভাষায় ব্যক্ত করা

শ্রেয়স্কর মনে করে। কিন্তু প্রবাদগুলি অচল হইয়া আসিলেও, প্রবাদমূলক বাক্যাংশগুলি থাকিয়া যায় এবং ভাষার অস্থিমজ্জাগত হইয়া তাহার সরস বাক্য-রীতির অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, প্রত্যেক যুগের একটি বিশিষ্ট মনোধর্ম্ম থাকিলেও, যখন মানুষের মন বস্তুগত বিশেষ হইতে ভাবগত নির্ব্বিশেষে পেঁছায়, তখনই তাহা প্রবাদের ব্যবহার হইতে অব্যবহারে চলিয়া যায়। অন্য সাহিত্যের ইতিহাসেও ইহার উদাহরণ পাওয়া যায়। ইংরেজী সাহিত্যে মধ্যযুগের প্রবাদ-মনস্কতার উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, চসার ও এলিজাবেথীয় সাহিত্যিকগণ; কিন্তু শেক্সপীয়র ও মিল্‌টনের আবির্ভাবের পর, প্রবাদ-প্রয়োগ এতই জীর্ণ ও বিস্বাদ হইয়া গিয়াছিল যে, লর্ড চেষ্টারফিল্ড তাঁহার পুত্রকে শিষ্ট আদর্শের উপদেশ দিয়া লিখিয়াছিলেন ঃ 'A man of fashion never has recourse to proverbs and vulgar sayings !'

আমাদের দেশে, সাহিত্যের আদর্শ ও রুচি পরিবর্ত্তনের ফলে, আধুনিক কালের ভাব-বিলাসী সাহিত্যে, এমন কি রস-রচনাতেও, প্রবাদের ব্যবহার বিরল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু গত শতাব্দীতে শুধু সাহিত্যে নয়, দৈনন্দিন জীবনেও, প্রবাদের প্রচুর প্রচলন ছিল। এমন দিন ছিল, যখন আমাদের দেশের মেয়েরা কথায় কথায় ছড়া কাটিত; এবং কথায় কথায় প্রবাদের অবতারণা পুরুষের রসিকতার অঙ্গ ছিল। এখনও হয়তো দুই-একজন প্রাচীন কালের রসিক পুরুষ আছেন, যাঁহারা প্রবাদের সংবাদ রাখেন; কিন্তু এক বর্ষীয়সী মহিলা ভিন্ন আজকালকার ছেলে বা মেয়েদের কাছে ইহা শুনিবার প্রত্যাশা নাই; তাহারা ইহা জানে না এবং জানিবার কৌতূহলও রাখে না।

উপরে জাতির চিন্তায় ও সাহিত্যে যে মৌলিকতা-বুদ্ধির কথা বলা হইয়াছে, তাহা সাধারণ কারণ হইলেও, বাংলা প্রবাদের প্রতি বাঙালীর অশ্রদ্ধা বা উদাসীনতার কয়েকটি বিশেষ কারণ আছে। অসংখ্য বাংলা প্রবচনের মধ্যে বাঙালীর যে তীক্ষ্ণ রসবুদ্ধির পরিচয় আছে, তাহা আমরা এখন জানি না বা বুঝিতে পারি না, তাহার একটি কারণ হইতেছে যে, আমরা শিক্ষায়, ভাবে ও চিন্তায় বাঙালী হইয়াও অবাঙালী হইতে বসিয়াছি। আমরা নূতন আদব-কায়দায় অভ্যস্ত হইয়াছি, নূতন ধরণের ভদ্রতা শিখিয়াছি; চাপা হাসি ও মাপা কথার কৃত্রিম সৌজন্যে আমরা সুস্থ ভাব ও সবল ভাষার স্বাভাবিক স্বচ্ছতা স্বীকার

করি না; নিছক মনোবিলাসের মোহে প্রাণের সহজ অনুভূতি ও আনন্দটুকু প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি। তাই একদিন বিদেশী কেতায় স্বদেশী আন্দোলন সুরু করিয়া বিজাতীয় ভাবে স্বজাতিকে ভালবাসিবার ভান করিয়াছি। ইহার ফলে যে সূক্ষ্ম সৌখিন দেশ-কাল-নিরপেক্ষ, কালচার-বিলাসী মনোভাবের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা নবশিক্ষিত বাঙালীর রস ও রুচির অনুভবকে জনসাধারণের জীবন হইতে অনেক দূরে লইয়া গিয়াছে। সে জীবন যত সত্য, যত স্বাভাবিক, যত আন্তরিক হউক না কেন, আধুনিক সভ্যতার ভদ্রসমাজে তাহার গ্রাম্যতা ও অর্দ্ধনগ্নতার স্থান নাই। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসকে জামা-কামিজ পরিয়া তবে তাঁহার বৈঠকখানায় আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আধুনিক ড্রয়িংরুমের আবহাওয়াতে, যাহা কথাবার্ত্তায় বেশভূষায় কেতাদুরস্ত নয়, তাহার অসভ্য উপস্থিতিতে যে রুচিবিলাসী বাঙালী শিহরিয়া উঠিবেন, তাহা কিছুই বিচিত্র নয়।

কিন্তু গত যুগের বাঙালীর দেহ ও মনের স্বাস্থ্য অটুট ছিল, তাই তাঁহাদের বলিষ্ঠ উপলব্ধিতে সহজ জীবনের স্বাভাবিক গ্রাম্যতার আবিষ্কার ভয় বা লজ্জার কারণ ছিল না। প্রাণ ছিল বলিয়াই তাঁহারা প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারিতেন, প্রাণ খুলিয়া কথা বলিতে পারিতেন; এবং তাঁহাদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রাণের আনন্দ সূক্ষ্ম বা কৃত্রিম রুচির অপেক্ষা রাখিত না। ঠেঁটামি, নোংরামি বা ভাঁড়ামি রসিকতা নয়, কিন্তু যাহা বাঙালীর জীবনের স্বতঃসিদ্ধ ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, যাহা তাহার চিরন্তন ভাবভঙ্গী, চালচলন, রীতিবিধির স্বভাবত অনুকূল ও উপযোগী, বাঙালীর সেই প্রাণখোলা কথাবার্ত্তা ও জীবনযাত্রার অনাড়ম্বর প্রণালী, আজকাল বিজাতীয় শিষ্টাচারের কৃত্রিম ও প্রাণশূন্য আবরণে ঢাকা পড়িয়াছে। সনাতন জ্যাঠামি দেহ ও মনের যোগ রাখিত, কিন্তু অধুনাতন ন্যাকামি নিজ্জীব ও অসার। পূর্ব্বকালের ভাবভঙ্গী, হাস্যকৌতুক সবই যে ভাল ছিল তাহা নয়; কিন্তু সেকালের রঙ্গ-তামাসা, শ্লেষ, গালিগালাজ, এমন কি আদিরসাত্মক উক্তির মধ্যেও একটি স্বাভাবিক সবল ও খাঁটি বাংলা সুর ছিল, যাহা আধুনিক ভাবগদগদ বিলাতী-বাংলা গৎ-এর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিতেছে না,—সেইটুকুই ছিল বাঙালীর প্রাণের জিনিস। বর্ত্তমান কালে এই সুস্থ প্রাণধর্ম্মের সহজ রসজ্ঞানের পরিবর্ত্তে আমরা মার্জ্জিত রুচির

শুচিবাইগ্রস্ত হইয়াছি। পরের মুখে ঝাল খাইয়া পুঁথিপড়া কালচারের উত্তাপে আমরা অতীন্দ্রিয় রসের রসিক হইয়াছি, তাই রসিকতা জিনিসটি কি তাহাও বুঝাইয়া দিতে হয়! ভাব-সর্ব্বস্ব সাহিত্যের ভিতর দিয়া রবীন্দ্র-যুগ যে মার্জ্জিত রুচির প্রবর্ত্তন করিয়াছে, তাহা উৎকট রুচি-বাগীশতায় আসিয়া পেঁাছিয়াছে বলিয়া, অনেকে ইহাকে ব্রাহ্ম মনোভাবের যুগ বলিয়াছেন; কিন্তু ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, এই যুগের আধিপত্যের সময় হইতেই আমাদের রুচিধ্বজিত্ব চরমে উঠিয়াছে।

এরূপ মনোভাবের আওতায় বাংলার নিজস্ব প্রবচনগুলি যে লুপ্ত-প্রায় হইয়া যাইবে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এগুলি একদিন সর্ব্ব-সমাজের ও সর্ব্বশ্রেণীর সম্পদ ছিল; পুরাতন হইলেও অপরিবর্ত্তনীয় পুরাতন। যাঁহারা এগুলি বাস্তব জীবনে অনুভব করিয়াছিলেন, তাঁহারা একালের নন, সেকালেরও নন, সর্ব্বকালের বাঙালী। যেমন গানে, উপাখ্যানে ও মঙ্গলকাব্যে, তেমনই প্রবাদের মধ্যেও বাঙালীর বাঙালীয়ানা নানারূপে, নানাভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে; ইহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে হইলে বাঙালী হইয়া বাঙালীকে বুঝিতে হইবে। ইহার রস-প্রেরণা আসিয়াছে দেশের আলো-বায়ু-জল হইতে, জাতির জীবিত চেতনা হইতে। উচ্চ ভাবুকতা ও কল্পনা ব্যতিরেকেও এগুলি রস-সংপৃক্ত হইয়া উঠে; কারণ যাহা অস্ফুট ও অতীন্দ্রিয় তাহা নহে, যাহা প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ, বাঙালীর সেই রস-জীবনই এগুলিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙালীর এই জীবনের সনাতন সংস্কার ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক হারাইয়া, বর্ত্তমান শিক্ষিতম্মন্য বাঙালী তাহার বাঙালীত্বটুকুও হারাইয়াছে, সস্তায় পরের ধনে বড়মানুষি করিতে গিয়া নিজের ঘরের পুঁজির কথা ভুলিয়া গিয়াছে; সুতরাং বাঙালীর চিরন্তন প্রবচনগুলিও যে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই, দুঃখিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে।

এরূপ মনোভাবের আর একটি আনুষঙ্গিক কারণ আছে। প্রবাদ-বাক্যগুলি যে জীবন্ত ভাষায় রচিত, সে ভাষা আমরা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি, সে ভাষার রস ও রহস্য এখন আর তেমন করিয়া আস্বাদ করিতে পারি না। আধুনিক অভিজাত সাহিত্যের বা জীবনের যে ভাষা, তাহা আর যাহাই হউক, বাঙালীর বাংলা নয়। যাঁহাদের বাংলা দেশ ও বাঙালী জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় নাই, তাঁহাদের বাংলা ভাষাজ্ঞান যে কিরূপ হইবে, তাহা না বলিলেও চলে। কিন্তু তাঁহারা স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন, বিশ্ব-সাহিত্যের আওতায় সৃষ্ট তাঁহাদের অতীন্দ্রিয়-রস-গ্রাহী যে বিশ্বভাষা,

তাহার নাকি কোন ভৌগোলিক পর্দ্দা নাই, জাতিগত সংস্কৃতির সংস্কার নাই, রীতি-বিশুদ্ধির বালাই নাই! সুতরাং বাংলা ভাষার নিজস্ব বাণী-ভঙ্গীর অথবা ইহার বহুসাধনালব্ধ চিরাগত রূপ ও রসের কোন খবর রাখিবার বা আয়ত্ত করিবার প্রয়োজন তাঁহারা স্বীকার করেন না! ইহা সত্য যে, লেখক-বিশেষের ব্যক্তিগত ভাষার রীতি তাহার বিশিষ্ট পরিকল্পনা বা অন্তর্গত ভাব-প্রবাহের উপর নির্ভর করে; কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, ভাষার সাধারণ ভাব-প্রকাশের যে পদ্ধতি, বাক্য-রীতির যে চিরন্তন ভঙ্গী, তাহার গুপ্তমূল কেবল ব্যক্তির মনোভূমিতে নয়, জাতির রসচেতনার মধ্যেও বিস্তৃত। প্রত্যেক ভাষার একটি সনাতন ও সার্ব্বজনীন বৈশিষ্ট্য আছে, যাহাকে ইংরেজীতে ইহার genius বা ভাব-প্রকৃতি বলে। ভাষার এই স্বভাবধর্ম্মের নিখুঁত লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যায় না, কারণ ইহা যুগে যুগে বহু মনীষীর সাধনার বৈচিত্র্যে পরিপুষ্ট। কিন্তু ইহা কেবল ব্যাকরণ, অভিধান বা অলঙ্কার মান্য করিয়া শব্দ-বিন্যাসে পর্য্যবসিত নয়; ইহা জাতির আত্মচৈতন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার স্বকীয় চিন্তার ধারা, রীতি-নীতি, চাল-চলন, রাগ-বিরাগ, ভাব-কল্পনার স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশ-পদ্ধতি। বাংলা ভাষারও এইরূপ একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী আছে, যাহাতে শুধু ব্যক্তিগত ভাবনা নয়, সমষ্টিগত প্রাণের চেতনাও নিজস্ব রূপ ধারণ করে। সাধু বা কথ্য ভাষার প্রশ্ন নিরর্থক, কারণ যাহা বাংলার প্রকৃত ভাষা তাহা সাধুও নয়, কথ্যও নয়, তাহাই ইহার একমাত্র সুস্থ সুন্দর প্রাণবান ভাষা, ইহার স্বাভাবিক প্রকাশধর্ম্মের ও ঐতিহাসিক পরিণতির সহজ বিকাশ।

জাতির যে রসচেতনার উপর বাংলা ভাষার এই অধুনা-বিরল প্রকাশ-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত, তাহার একটি বিশিষ্ট রূপ আমরা দেখিতে পাই বাংলা প্রবাদগুলির মধ্যে। ইহা এত সহজ ও স্বভাবানুগত যে অসংখ্য প্রবাদ বা প্রবাদের টুকরা বাংলা idiom বা বাক্য-রীতিতে অবাধে মিশিয়া গিয়া ভাষার ভিত্তিমূল গঠিত করিয়াছে। সেইজন্য ভাষার দিক হইতেও এই প্রবাদগুলির যথেষ্ট মূল্য রহিয়াছে। গত যুগে যাঁহারা বাংলা সাধুভাষা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহারা সংস্কৃতের মোহে ইহার পাশ কাটাইয়া গিয়া একটি অশ্রদ্ধেয় ও অসাধু ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অধিকতর অজ্ঞতার বশে, অথবা নূতন শিক্ষার প্রবলতর মোহে, আধুনিক শিক্ষিত-নামধেয় নাগরিকেরা প্রবাদের সনাতন ভাষাকে গ্রাম্যতাদোষ-দুষ্ট মনে করেন,

ইহার নাকি কোন আভিজাত্য নাই! তাঁহাদের ধারণায় বাংলা প্রবাদ-বাক্যগুলি সমাজের নিম্নস্তরে নামিয়া গিয়াছে, কদাচিৎ শিক্ষিত লোকের মুখে শোভা পায়। কিন্তু তাঁহারা একথা জানেন না বা মানেন না যে, জাতির ভাষা ও জীবন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না। আধুনিক তথাকথিত অভিজাত সাহিত্যের ভাষায় মনের সৌখিনতা আছে, কিন্তু জীবনের স্পন্দন নাই। বাংলা প্রবাদের ভাষা সেই স্পন্দনে স্পন্দিত, যাহা বাঙালীর বাস্তব জীবনের নিজস্ব। ইহার আভিজাত্য পরমুখাপেক্ষী ভদ্রতানুকরণ নয়, জাতির প্রাণের পরম্পরাগত সম্পদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিজাতীয় ভাব ও ভঙ্গীর পাকে প্রস্তুত অতি-আধুনিক ভাষায় যাঁহারা অভ্যস্ত, তাঁহারা ইহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন না, মর্য্যাদাও বুঝেন না।

প্রবচনগুলির ভাষা মার্জ্জিত ও ভদ্রসমাজের উপযোগী নয় বলিয়া যে উপেক্ষার প্রবৃত্তি দেখা যায়, তাহাও এই বিকৃত, বিজাতীয়ভাবাপন্ন, ভদ্রতানুকারী মনোভাবের ফল। এ কথার উল্লেখ আমরা পূর্ব্বেই রুচি সম্পর্কে করিয়াছি; কিন্তু এই ভাষার স্থান-কালোপযোগী সরসতা ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত সরলতাকে যেসব কালচার-পন্থী রুচিবাগীশেরা গ্রাম্যতার নামান্তর বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, বাস্তব-পরায়ণতা ইহার গুণ, দোষ নয়। ভাষার অসংযম ভাবের প্রাবল্যই সূচিত করে, কারণ এ ভাষার জন্ম হইতেছে জাতির অতি-জাগ্রত বাস্তব-অনুভূতির স্বাভাবিক রসপ্রেরণায়। হয়ত কথাগুলি আরও সূক্ষ্ম ও মার্জ্জিত করিয়া বলা যাইতে পারিত, কিন্তু তাহা তত খাঁটি হইত না। ভাবে, ভঙ্গীতে, বর্ণনায়, সর্ব্বত্র কৃত্রিমতার একান্ত অভাব হইতেছে এই ভাষার একটি প্রধান গুণ। ইহার মধ্যে অযথা ন্যাকামি বা কৃত্রিম ভাব-কল্পনার সূক্ষ্ম শিষ্টাচার নাই। আধুনিক মাপকাঠিতে অশিষ্ট ও অমার্জ্জিত হইলেও, ইহা প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও ভাষার প্রকৃতিগত সহজ সামর্থ্যে স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দ।

আজকাল আমরা সভ্য হইয়াছি, সেইজন্য সহজ কথা সহজ করিয়া বলিতে পারি না। কৃত্রিম সভ্যতার একটি অঙ্গ হইতেছে—ইহার বাহিরের ফিটফাট চাকচিক্য। ভিতরে ছুঁচোর কীর্ত্তন হউক না কেন, বাহিরে কোঁচার পত্তন থাকিলেই হইল। ভাষাগত কুরুচিতে আমরা শিহরিয়া উঠি, কিন্তু ভাবগত কুরুচি, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে, আকারে ও ইঙ্গিতে, গোপন বিষবিসর্পের মত ওতপ্রোত থাকিলে আমাদের রুচিধ্বজিতার ব্যাঘাত হয় না। রাস্তার নীচে প্রচ্ছন্ন পূতিগন্ধময় শৌচস্রাব থাকিলে কি হইবে,

আধুনিক সভ্য নগরীর উপরে ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট পার্ক-ময়দান, ইলেকট্রিক আলো ও ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ড রহিয়াছে। সেকালে রাস্তার উপরেই একধারে পয়ঃপ্রণালী থাকিত, যাহারা পথ চলিত তাহারা ইহাকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়াই পরিহার করিত। কিন্তু এখন আমরা সভ্যতার উৎকর্ষে উঠিয়া, সমস্ত বিষস্রাবকে, মুক্ত জগতের আলো ও বাতাস হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, গুপ্তভঙ্গীর সুড়ঙ্গে চালাইয়া দিয়া, আরও ভয়াবহ রোগের আমদানি করিয়াছি। সেকালের রসিকতা, বাঙালীর বারওয়ারী-তলায়, অন্য রসের মধ্যে বা পশ্চাতে, অনেক সময় উলঙ্গ হইয়া নামিত, অথবা আসরে নামিয়া নাচিতে নাচিতে উলঙ্গ হইত। কিন্তু আজকালকার রুচিসম্মত রসিকতা, বিনয়াভিমানী সূক্ষ্মাচারনিষ্ঠতার আবরণে, ড্রয়িং-রুমের আদব-কায়দার গূঢ়তায়, অর্দ্ধনগ্নতার ভঙ্গী ও ইঙ্গিতে, লোভয়িত্রী বিষকন্যার মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। প্রবাদের cynic বলিয়াছেন—'সবাই জানে সব তত্ত্ব, কাপড়খানা মধ্যস্থ'। কিন্তু আধুনিক সভ্যতা, কাপড়খানি নহে, কাপড়ের ভগ্নাংশটুকু, কিভাবে মধ্যস্থ রাখে তাহা সর্ব্বজনবিদিত।

আধুনিক ভদ্রসমাজে ও ভদ্রসাহিত্যে বাংলা প্রবাদগুলি প্রত্যক্ষভাবে নিন্দিত না হইলেও পরোক্ষভাবে উপেক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু প্রবাদের যাহা সার ও বৈচিত্র্য, তাহা রসবোধহীন কালধর্ম্মে বিস্বাদ বা বিতাড়িত হইলেও কোনদিন একেবারে ক্ষুণ্ণ হইবার নয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রবাদগুলি বর্জ্জিত হইলেও, প্রবাদমূলক বাক্যাংশগুলি বাংলা ভাষার সনাতন idiom বা সরস বাক্য-রীতির মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে; তাহার পরিত্যাগে ভাষার অঙ্গহানি হয়। এ পর্য্যন্ত বাংলা ভাষার Dictionary of Phrases and Idioms বা বাক্য-পদ্ধতির অভিধান সংকলিত হয় নাই। খাঁটি বাংলার idiomগুলি আমরা প্রায় ভুলিতে বসিয়াছি; ইহার সংরক্ষণের জন্য প্রবাদ-বাক্য বা বাক্যাংশের সংগ্রহ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তাহা ছাড়া, সাহিত্যেও প্রবাদের সুবিচারিত, সার্থক ও অনতিরিক্ত প্রয়োগ, ব্যঞ্জনে লবণের মত, চিরকালই বাক্যালঙ্কার হিসাবে স্থান পাইয়াছে ও পাইবে, যদিও ভাবালুতার মিষ্টতালোলুপ আধুনিক সৌখিন পাঠক তাহার আস্বাদ বরদাস্ত করিতে পারেন না। আর্ট-সর্ব্বস্ব ভদ্রসাহিত্য ও রুচি-সর্ব্বস্ব ভদ্রসমাজ যতই ভ্রূকুটি বা নাসিকা-কুঞ্চন করুক না কেন, বাংলা প্রবাদগুলি বাঙালী জনসাধারণের নিতান্ত নিজস্ব ও চিরন্তন সম্পদ, যাহা তাহাদের প্রাত্যহিক ভাষায়, সুলভ জ্ঞান ও সহজ

রসিকতার উপায় হিসাবে, অন্তর্ভূত হইয়া গিয়াছে। সাধারণ প্রবাদ-গুলির অধিকাংশই বাংলা গ্রামের ছবির, বাংলা গ্রামের স্মৃতির অপেক্ষা রাখে, কিন্তু আধুনিককালে গ্রামের জীবনেও পরিবর্ত্তন আসিয়াছে; কৃত্রিম নাগরিক মনোবৃত্তি তাহার নূতন সভ্যতার দ্রব্যসামগ্রী, চালচলন, ভাবভাষা লইয়া গ্রামের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি বাংলা সাহিত্যে গ্রামের ও জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন করাইবার চেষ্টা দেখা যায়। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, যে সকল আধুনিক শক্তিশালী লেখকের এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অনুভূতি আছে, তাঁহাদের মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগুলিতে যথেষ্ট প্রবাদ-বাক্যের প্রয়োগ দেখা যায়, যাহা অপ্রাসঙ্গিক বা নিরর্থক হয় নাই।

তিন

যাঁহারা বাংলা প্রবাদগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, বাংলা প্রবাদগুলির একটি বিশেষ রূপ এবং বাঙালীর কাছে একটি বিশেষ রস আছে, যাহা গভীর ও অক্ষয়। কিন্তু যেমন সঙ্গীতের রূপ ও রস তাহার সুরের অভিব্যক্তিতে, না শুনিলে তাহার মাধুর্য্যের উপলব্ধি হয় না, তেমনই প্রবাদের রূপ ও রস তাহার বলিবার ভঙ্গীতে; চাক্ষুষ না দেখিলে বা কানে না শুনিলে, তাহার সম্পূর্ণ আস্বাদ পাওয়া যায় না। যাঁহারা প্রাচীনাদের মুখে

> অবাক করলে নাকের নথে, কাজ কি আমার কানবালাতে॥
>
> আয়েশ লুকুবি বয়েস লুকুবি, গালভাঙা তোর কোথায় থুবি॥
>
> কোথা থেকে এল শাঁখ, শাঁখের মেক্‌মেকানি দেখ॥
>
> আহ্লাদী যায় মরতে, তিনকুল যায় ধরতে।
> ও আহ্লাদী মরিস নি, লোক-হাসানো করিস নি॥
>
> কারে এলি শেখাতে, কাঁচকলা দিয়ে কান বেঁধাতে॥
>
> ওদের বউ নথ পরেছে, সাত সাঙাতে বয়, কানে কেমন রয়,
> না, ওরাই শুধু কয়॥

প্রভৃতি সরস মেয়েলী টিপ্পনীগুলি, অনুরূপ মুখ, স্বর ও অঙ্গভঙ্গীর সহিত শুনিয়াছেন, তাঁহারাই ইহাদের রস-ব্যঞ্জনা স্পষ্ট অনুভব করিতে

পারিবেন; পুরুষ লেখক শুধু প্রবন্ধ লিখিয়া তাহা বুঝাইতে পারিবে না।

কারণ, বাংলা প্রবাদের একটি বৈশিষ্ট্য বা বিশেষ রূপ এই যে, আমাদের অধিকাংশ প্রবাদ বা চল্‌তি কথার ভাষা মেয়েদের ভাষা, যাহা এখন পুরুষদের ভাষাতেও নির্বিবাদে চলিয়া গিয়াছে। 'ফোড়ন দেওয়া', 'তেলে বেগুনে চ'টে ওঠা', 'মাছের তেলে মাছ ভাজা', 'মুখে খই ফোটা', 'ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো', 'কুলোর বাতাস দিয়ে তাড়ানো', 'শত্রুর মুখে ছাই দেওয়া', 'বুকে ব'সে ভাত রাঁধা', 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে' প্রভৃতি নিতান্ত ঘরোয়া কথার মধ্যে রহিয়াছে রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর অথবা ঢেঁকিশালের মেয়েলী অভিজ্ঞতার সরস প্রকাশ। প্রবাদগুলি প্রায়ই ছড়ার আকারে ব্যক্ত, কিন্তু এগুলি ঠিক কবিতার চরণ নয়। তবে পদের মিল, শব্দের অনুপ্রাস, নিত্যদৃষ্ট ও নিতান্ত পরিচিত সামগ্রীর তুলনা, সহজ প্রকাশের ভঙ্গী, ও সংক্ষিপ্ত ব্যঞ্জনার সরসতা ইহাদিগকে লোকপ্রিয় করিয়া, ইহাদের ভাষাকে অন্তঃপুরের সংকীর্ণ গণ্ডি হইতে বৃহৎ জনসমাজে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে। এই সব প্রবাদের শব্দগুলি বেশ জোরালো, বিশেষণগুলিও ঝাঁজালো। নিজেদের লজ্জাশীলা বা 'অবোলা' বলিলেও, রচয়িত্রীদের মুখে কোন বোলই আটকায় না, ভাষাতেও সংযমের বালাই নাই। মেয়েলী ভাষার একটি সাধারণ লক্ষণ এই যে. ইহা রক্ষণশীল। ঘরের ভিতরের ভাষা বলিয়া বাহিরের সম্পর্কে বা নূতনত্বের আকর্ষণে ইহা খুব কমই রূপান্তরিত হইয়াছে। ভাষাতত্ত্বের দিক হইতে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন বাংলা মেয়েলী ভাষার আলোচনা করিয়াছেন, এবং সেই সম্পর্কে তিন শতের উপর প্রবাদের উদাহরণ দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, ইহার সনাতন বাক্য-রীতি বাংলা চল্‌তি ভাষার মেরুদণ্ড, এবং গতানুগতিকতার জন্য ইহাতে এমন অনেক শব্দ ও বাক্যপদ্ধতি পাওয়া যায়, যাহা প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে রস-সমৃদ্ধ করিয়াছে।

এই সব মেয়েলী ছড়ায় বাংলার মেয়েদের চিরন্তন মনস্তত্ত্বের এমন একটি আভাস পাওয়া যায়, যাহা অন্যত্র দুর্লভ। বাংলা ছেলেভুলানো ছড়ার আলোচনা উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ ছড়াগুলিকে টুকরা জগৎ বা আস্ত জগতের ভাঙা টুকরা বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন। প্রবাদের ছড়াগুলিও সেইরূপ; কিন্তু ছেলে-ভুলানো ছড়াতে রবীন্দ্রনাথ বাংলার

মায়েদের যে কল্পনাবহুল ও স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার উলটা দিকের বাস্তব চিত্রই প্রবাদের অনতিরঞ্জিত ছড়ার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে মূর্ত্তিমান হইয়াছে। ইহা ভাবের সৃষ্টি নয়, আদর্শের কথা নয়, একান্ত ঘরের কথা, সাংসারিক ঘটনা, প্রত্যক্ষ অনুভূতির অকৃত্রিম প্রকাশ। প্রায় প্রত্যেক ছড়ার টুকরায়, প্রত্যেক তুচ্ছ কথায়, বাঙালী-ঘরের বহু বিচিত্র বিস্মৃত সুখ দুঃখ ও হাস্য কৌতুকের কণা শতধা বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু ইহাতে বাংলাদেশের প্রাত্যহিক গৃহস্থালীর দ্বন্দ্ব কলহ, দ্বেষ হিংসা, উত্তেজনা অবসাদ, দৈন্য সংকীর্ণতা, অক্ষমা অসহিষ্ণুতা, পানাপুকুরের ঘাট হইতে পিছনের আঁস্তাকুড় পর্যন্ত, কোন কিছুই বাদ পড়ে নাই। এখানে মানুষ দেবতা নয়, তাহার ভাল মন্দ লইয়া রক্তমাংসে-গড়া নিতান্ত দুর্ব্বল মানুষ, কিন্তু বাঙালীর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের এমন নিখুঁত ঘরোয়া চিত্র অন্যত্র পাওয়া যায় না।

এই বাস্তবপরায়ণতার জন্য বাংলা প্রবাদের পরিহাস ও ব্যঙ্গ নিরতিশয় কটু ও তিক্ত, এবং ভাষাও সেইরূপ স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ। মানুষের ভাল দিকের প্রতি যে দৃষ্টি নাই, তাহা নয়, কিন্তু অধিকাংশ বাংলা প্রবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা ঘোরতর cynical। মনুষ্য-বিদ্বেষ নয়, মনুষ্য-বিদ্রূপ হইতেছে ইহার মূল কথা। অতিজাগ্রত বাস্তব-চেতনা হইতে, প্রতিদিনের সংকীর্ণ জীবনের তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্রতার সংস্পর্শ হইতে যে তীক্ষ্ণ সাংসারিক জ্ঞান, তাহাই ইহার তীব্র রসিকতায় উৎসারিত হইয়াছে। প্রায় সব দেশের জন-প্রবাদেই এইরূপ দেখা যায়, কিন্তু মনে হয় বাংলা মেয়েলী ছড়ায় ও প্রবাদে ইহা অতিমাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছে। তথাপি, যে শিষ্টতা, সদ্ভাব ও কল্যাণ মানুষের জীবন ও চরিত্রের মূলগত বিধি, তাহার প্রতি বিশ্বাস অন্তর্হিত হয় নাই; এবং এই বিশ্বাসের প্রেরণা যতই গভীর, মানুষের ভড়ং ও ভণ্ডামি, ন্যাকামি ও নোংরামির উপর বিদ্রূপ ততই প্রবল হইয়াছে।

বাংলার মায়েদের স্নেহ-সুকোমল মর্মগ্রাহী অন্তরের কথা যে এ প্রবাদগুলিতে নাই, তাহা নয়। অনেকগুলি ছড়ায় তাহা অতি সহজভাবে বলা হইয়াছে—

পিঠে বল, মিঠে বল, ভাতের বাড়া নেই।
পিসী বল, মাসী বল, মায়ের বাড়া নেই॥

কিসের মাসী, কিসের পিসী, কিসের বৃন্দাবন।
মরা গাছে ফুল ফুটেছে, মা বড় ধন॥

মা নেই যার, না' নেই তার॥

হাটে মাঠে ঘুরে এলাম, ঘাটে নেই না'।
রণে বনে ফিরে এলাম, ঘরে নেই মা॥

অশথের ছায়াই ছায়া, মায়ের মায়াই মায়া॥

মোরে বল কালো কালো, যার ছেলে তার মায়ের ভালো॥

মায়ের চেয়ে দরদ যার, তারে বলি ডান॥

কিন্তু মায়ে পোয়ের সংঘর্ষ, অথবা বউয়ের সোহাগে মাকে অবহেলা বাস্তব সংসারের দুর্গ্রহ। তাই শুনিতে পাই—

মায়ের গলায় দিয়ে দড়ি, বউকে পরাই ঢাকাই শাড়ি॥

মায়ের পেটে ভাত নেই, বউয়ের গলায় চন্দ্রহার॥

গিন্নীর হাতে রাঙা পলা, বউয়ের হাতে সোনার বালা॥

বাছার কি দিব তুলনা,
মায়ের হাতে তুলার দাঁড়ি, মাগের কানে সোনা॥

এরূপ নিতান্ত স্ত্রৈণ পুত্রের প্রতি অস্বাভাবিক নয় মায়ের সতর্ক দৃষ্টি, পাছে বত্রিশনাড়ী-ছেঁড়া ধন আপন সন্তান পর হইয়া যায়, কারণ—

যতক্ষণ দুধ, ততক্ষণ পুত॥

মায়ের পুত নয়, শাশুড়ীর জামাই॥

আজকের মাগ তুমি রেঁধো না, রেঁধো না।
চাল চিবিয়ে খাব আমি, ভেবো না, ভেবো না॥

মাগ মাগ মাগ, মাগ আগে থাক।
মাগ মাগ মাগ, মাগ মাথার পাগ॥

মা বাপ ঢেওঢেক্‌না, শালাশালাজ নে' ঘরকন্না।
ঘরে আছেন সিদ্ধেশ্বরী, তার কথা নে' কর্ম করি॥

বেটা বিয়লাম বউকে দিলাম, ঝি বিয়লাম জামাইকে দিলাম।
আপনি হলাম বাঁদী, পা ছড়িয়ে ব'সে কাঁদি॥

সুতরাং, শাশুড়ীর বাক্য-যন্ত্রণা গিয়া পড়ে পিতৃগৃহ হইতে সদ্যো-বিচ্ছিন্না নববধূর উপর—

মাগের ইচ্ছা ভাতারটি॥

শুন ভাই কলির অবতার।
কোণের বউড়ী বলে—ভাতার ভাতার॥

মা চায় আঁত পানে, মাগ চায় ভাত পানে॥

অতএব সুন্দরী বধূ না আনাই ভাল—

গাই কিনবে ঝাপ্‌ড়ী, বউ আনবে ফেতড়ী॥

ঘর বাঁধো খাটো, গরু কেনো ছোটো।
বিয়ে কর কালো, তাই গেরস্থের ভালো॥

কিন্তু যারে 'দেখতে নারি তার চলন বাঁকা', সুতরাং উঠিতে বসিতে বউয়ের চালচলনের ব্যাখ্যার অবধি নাই; মাতৃহৃদয়ের স্নেহের ধারা যেন এই বচনগুলির মধ্যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে—

বউয়ের চলন-ফেরন কেমন, তুর্কী ঘোড়া যেমন।
বউয়ের গলার স্বর কেমন, শালিখ কেঁকায় যেমন॥

সেই কড়ি ক্ষয়, তবু বউ সুন্দর নয়॥

কোনকালে বউ রূপসী,
জাড়কালে বউয়ের জাড়-কাঁটা, গরমকালে ঘামাচি॥

বউ নয়, বোবা, বউ নয়, বাবা॥

অকেজো নয়, কাজের বউ লাউ কুটতে দড়॥

বউটি ভাল বটে, ঠোকনা খেয়ে বাটনা বাটে॥

মিড়মিড়ে পিদ্দিম, নিড়বিড়ে বউ॥

ছোট শরাটি ভেঙে গেছে, বড় শরাটি আছে।
নাচ-কোঁদ কেন, বউ, আমার হাতের আটকাল আছে॥

বউ নয় তো হীরে, কাল দিয়েছি পাটের শাড়ি আজ দিয়েছে ছিঁড়ে॥

কাল এল নেড়ী, আজ ভাঙল হাঁড়ি॥

গিন্নীর ওপর গিন্নীপনা, ভাঙা পিঁড়েয় আল্‌পনা॥
একে বউ নাচুনী, তায় খেম্‌টার বাজনী॥

বউ উঠতে ঠাঁই পায় না, উঠানজোড়া দাসী॥

আপনি থাকতে নেই ঠাঁই, বউয়ের সংগে সাতটা ধাই॥

নরম বিবির খড়ম পা, হাঁটতে বিবির নড়ে না গা॥

লাজে বউ হাঁ না করে, চালতা হেন গেরাস ধরে॥

মেঘে মেঘে বেলা যায়, কনে-বউ সাতবার খায়॥

শুনলে কথার ছন্দ, হাঁড়ি ভেঙে মাছ পালাল ঝোল রইল বন্ধ॥

শাকেই এত নাড়া, ডাল হ'লে ভাঙত হাঁড়ি, ভাসত পাড়া-পাড়া॥

নোলা করে সক্‌সক্‌, ও নোলা তুই সামাল কর।
আগে যাবি, নোলা, বাপের ঘর, তবে খাবি, নোলা, দুধসর॥

মেয়ে চিরকালই ভাল, বউ মন্দ, তাই মায়ের আক্ষেপ—

পদ্মমুখী মেয়ে আমার পরের ঘরে যাবে।
খেঁদানাকী বউ এসে বাটায় পান খাবে॥

সুতরাং শাশুড়ী-বউয়ের কুরুক্ষেত্রে ননদের খোঁটা ও পড়শীদের বচন বউয়ের গায়ে হুল বিঁধিতে ছাড়ে না—

যেমন দাদা গুণমণি, তেমনি বউ রাসমণি॥

মায়ে বিয়লে, মাগে পেলে, কার ধন কার॥

গরু আর হাল বেচে ভাতার, কিনলেন মাগের গলার হার॥

আদর বিবির চাদর গায়, ভাত পায় না, ভাতার চায়॥

কাঁখে কলসী চড়কপাক, গিন্নী হবার বড় জাঁক॥

বউ গিন্নী হ'লে তার বড় ফরফরানি।
মেঘভাঙা রোদ্দুর হ'লে বড় চড়চড়ানি॥

কলির কথা কই গো দিদি, কলির কথা কই।
গিন্নীর পাতে টক আমানি, বউয়ের পাতে দই॥

শ্বশুরকে ভাত দিয়ে পড়ল মনে, আমানি নিয়ে বউ ছোঁচাল কোণে॥

দেখে দেখে লাগল ধাঁধা, পেত্নীর পোঁদ পেতলবাঁধা॥

ঠাকরুণ গো ঠাকরুণ, তুমি কোট চাল্‌তা, আমি কুটি লাউ।
আর গতরকুড়ী বউকে বল ধান ভানতে যাউ॥

সুতরাং এ কথা নিরর্থক নয় যে

লোহা জব্দ কামারবাড়ি, বউ জব্দ শ্বশুরবাড়ি॥

তবে, অভিজ্ঞ পাড়াপড়শীরা জানে শাশুড়ী, না, বউ দজ্জাল—

বউ ভাঙলে শরা, গেল পাড়া-পাড়া।
গিন্নী ভাঙলে নাদা, ও কিছু নয় দাদা॥

তেলের ভাঁড়ে তেল নেইক, পলায় মারে ঘা।
এতদ্দেশের বউকাট্‌কী ছিদাম তেলীর মা॥

কিন্তু 'কাটকুটা আনে চুলার মুখ, শ্বাশুড়ী আনে বউয়ের মুখ', সুতরাং 'কলির বউ ঘরভাঙানী' সব সময়ে চুপ করিয়া থাকিবার পাত্র নয়—

জা-জাউলী আপনাউলী, ননদ মাগী পর।
শাশুড়ী মাগী গেলে পরে হব স্বতন্তর॥

ভাতারের মা শাশুড়ী তারেই বড় মানি।
কোথা থেকে এলেন আমার খুড়শাশঠ কুরাণী॥

শ্বাশুড়ী ম'লো সকালে, খেয়ে দেয়ে বেলা থাকে তো
কাঁদব আমি বিক'লে॥

ননদেরও ননদ আছে॥

দিও না ননদ-নাড়া, এর পর শুনবে বাড়া॥

সব কাজ ত যত্ন ক'রে শিখিয়েছিল মায়ে।
পিঁড়ে ভেঙে গেল তবু বাতাসের ঘায়ে॥

ননদিনী রায়বাঘিনী, দাঁড়িয়ে আছে কালসাপিনী॥

ননদিনী রায়বাঘিনী পাড়ায় পাড়ায় কুচ্ছ গায়।
ননদিনী যদি মরে সুখের বাতাস বইবে গায়॥

আউশ ধানের চিঁড়ে আর ঠাকুরঝির গাল॥

কাজকম্মে আমি নেইক, ঠাকুরঝি,
চেপে চেপে ভাত বেড়ো, আমি বালশ পোয়াতী॥

শেষোক্ত ছড়ার উপভোগ্য ন্যাকামিটুকু কখনো কখনো হৃদয়হীনতার চরমে উঠে। ননদকে ঘাট হইতে কুমীরে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, তবুও

যেন এমন কিছু দুর্ঘটনা হয় নাই, এইভাবে শাশুড়ীর কাছে বউয়ের ব্যাজোক্তি শুনিতে পাই—

ভাল কথা মনে পড়ল আঁচাতে-আঁচাতে।
ঠাকুরঝিকে নিয়ে গেল নাচাতে-নাচাতে।
ঠাকরুণ গো ঠাকরুণ,
জলের ভেতর তোমাদের কি কুটুম আছে॥

দেওয়ের সঙ্গে স্পষ্ট রসিকতার মধ্যেও ননদকে খোঁটা দেওয়া বাদ পড়ে না—

দেওরা রে দেওরা এর বেওরা কি।
নন্দাইএর কোলে কেন শোয় না ঠাকুরঝি॥

সুতরাং শাশুড়ী-ননদহীন নিরঙ্কুশ ঘরসংসারই সকল বধূর কাম্য—

একলা ঘরের গিন্নী হব, চাবিকাঠি ঝুলিয়ে নাইতে যাব॥

কিন্তু দাম্পত্য-জীবনের বিঘ্ন ও অন্তরায় শুধু ইহাই নয়, আরও রহিয়াছে—এক দিকে, নির্বোধ স্বামীর অপদার্থতা, অন্য দিকে, সতীন ও সতীন-কাঁটার জ্বালা। নূতন প্রেমে নূতন মধু, কিন্তু পুরাতন হইলে—

নূতন নূতন তেঁতুলের বীচি, পুরানো হলে আতায়-বাতায় গুঁজি॥

নয়া নয়া বাঁশীটি নয়া নয়া ঢঙ্,
পুরান হলে বাঁশীটি গলা ঢঙ্ ঢঙ্॥

পিরীত যখন জোটে, ফুট্‌কলাই ফোটে।
পিরীত যখন ছোটে, ঢেঁকিতে ফেলে কোটে॥

অবশ্য সব দোষই স্বামীর, সুতরাং সতীলক্ষ্মীদের উক্তিগুলি খুবই স্পষ্ট—

পুরুষের ভালবাসা, মোল্লার মুরগী পোষা॥

যার কাছে ব্যবস্থা, সেই করে তিন অবস্থা॥

এত ক'রে করি ঘর, তবু মিন্‌সে বাসে পর॥

যার জন্যে বুক ফাটে, সে আমারে এঁকে কাটে॥

যার জন্যে করলাম জো, সেই বলে পৈথানে শো॥

যার জন্য বনবাসী, সেই দেয় গলায় ফাঁসি ॥

মিন্‌মিনে পিদ্দিম, আর পিট্‌পিটে ভাতার ॥

ঠাকরুণের গর্ভ চমৎকার, বিইয়েছেন বাঁদর অবতার ॥

কাজে কুড়ে খেতে দেড়ে, বচনে মারে তেড়ে-ফুঁড়ে ॥

ঢেঁড়ো শাক সিজাব কত, হাবা ভাতারকে বোঝাব কত ॥

অবুঝে বুঝাব কত, বুঝ নাহি মানে।
ঢেঁকিরে বুঝাব কত, নিত্য ধান ভানে ॥

ভাতারে কিবা সুখ, পোষ মাসে ভাতের দুখ ॥

ভাত দেয় না ভাতারে, ভাত দেয় গতরে ॥

ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল মারবার গোঁসাই ॥

উপোসের কেউ নয়, পারণের গোঁসাই ॥

মাগের কাছে পাগের বড়াই ॥

এক তোলো কচুশাক, এক তোলো পানি।
বাপে-পুতে সলা ক'রে পেয়েছ রাঁধুনি ॥

দরবারে মুখ না পায়, ঘরে এসে মাগ ঠেঙায় ॥

খোঁড়া ভাতার, বুড়ো বেহাই, কোন দিকে সুখ নাই ॥

পড়েছি দজ্জালের হাতে, জঞ্জাল জড়ায় দিনে রাতে ॥

পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে বলে সাথে ॥

ভাতারে পোঁছে না, মোর নাম সোহাগী ॥

মাগ কাটে কাট্‌না, ভাতারের দেখ্‌ নাচনা ॥

কিন্তু 'যেমন হাঁড়ি তেমনি শরা', 'রাজার রাণী, কানার কানী', 'যেমন রাধা তেমনি কানু'; সুতরাং স্বামীটিও দু-চার কথা শুনাইতে ছাড়েন না—

বুঝলাম তোমার গিন্নীপনা, তেল থাকে তো নুন থাকে না ॥

ভাল দেখে বউ আনলাম ঘরে, বাঁশ দেখে বউ বাজি করে ॥

পান থেকে চুন খসে না, এমনি হল গিন্নীপনা ॥

আপনি গিন্নী স্বয়ংবরা, কি বিলায় মোর খই কলা ॥

রান্নায় জুড়োয় প্রাণ, গা-ময় হলুদ॥

ছিঁড়ে-কুটে কাটুনী, পুড়ে-ঝুড়ে রাঁধুনী॥

ঘর-সর্বস্ব তোমার, চাবিকাঠিটি আমার॥

বেঁচে থাক মোর চুড়ো-বাঁশী, মিলবে রাধা হেন দাসী॥

মা নয় যে তাড়িয়ে দেব, বাপ নয় যে ভাত দেব না,
পরের মেয়ে রাখি কোথা?

প্রতিকার যে স্ত্রীর হাতে নাই, তাহা নয়, কারণ, যেমন 'দেবা তেমনি দেবী', 'যেমন নেড়া, তেমনি নেড়ী', 'বনপুঁই শাক ছড়া হাঁড়ি,' সুতরাং—

কুড়ে ভাতারের পাটকেল শিথান॥

ওরে আমার তুমি, তোমার জন্যে চাল ভিজিয়ে চিবিয়ে মরি আমি॥

পান্তাভাত ভক্ষণ, এই ত পুরুষের লক্ষণ।
আমি অভাগী তপ্ত খাই, কোন্ দিন বা ম'রে যাই॥

ঈশ্বর যদি করেন, কর্তা যদি মরেন, তবে ঘরে ব'সেই কেত্তন শুনব॥

তবুও সব ঝগড়াঝাঁটির মধ্যেও

যারে যেমন গড়েছে বিধি, সেই ভাতারের পরম নিধি॥

যেন বাহিরের দ্বন্দ্বকলহ না থাকিলে ভিতরের প্রীতি জমে না, তাই দাম্পত্য-প্রহসনেরও অভাব নাই—

বর-সোহাগী নাচন চায়, মাগ-সোহাগী ঝাঁটা খায়॥

যে ঘাটেতে জল নেই, পাথর কেন ভাসে।
যার সংগে ভাব নেই, সেই বা কেন হাসে॥

ভাবের ঘটাঘটি, না দেখলে থাকতে নারি, দেখলে চটাচটি॥

ওলো আমার কমলীলতা, জল শুকোলে রইবি কোথা॥

এইরূপ স্বামীস্ত্রীর সুখে-দুঃখে দিন কাটিলেও, স্বামীর জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ ভ্রাতা চিরকালই শ্রদ্ধা ও স্নেহের পাত্র। 'দেবর লক্ষ্মণ' কথাটি ব্যংগোক্তি হিসাবে প্রযুক্ত হইলেও, দেবরের প্রতি নিঃসংগ ভ্রাতৃবধূর পক্ষপাতিত্বের নিদর্শন। কিন্তু 'কুমড়োকাটা বট্ঠাকুর' নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইলেও,

এত ডাল দিয়েছি ভাতে, তবু নেই বট্ঠাকুরের পাতে॥

এই ছড়াটি বাড়ির বউয়ের যত্নের উদাহরণ। তেমনই আবার অন্য দিকে—

ভাসুর মেগেছেন ভাত, সে তত্ত্বে আছি।
সকালবেলায় তুলি শাক, সন্ধ্যেবেলায় বাছি॥

ভাসুর-ভাদ্রবউয়ের সাক্ষাৎ কথাবার্ত্তা নিষেধ, কিন্তু মাঝখানে 'কাঁথখান' (দেওয়াল) আড়াল রাখিয়া বউ বলিতেছেন—

কাঁথখান, কাঁথখান, বট্‌ঠাকুর কি পাঁকাল মাছ খান॥

বট্‌ঠাকুর জবাব দিতেছেন—

খান, খান, খান, খান পাঁচ ছয় খান।
এখন একটু তেল পেলে নাইতে যান॥

তেমনই কৌতুককর হইতেছে একটি ছড়ায় বাড়ির বড় বউ হইতে ছোট বউয়ের ব্যাখ্যামূলক বর্ণনা—

বড় বউ বড়ালের ঝি, কোণে ব'সে কর কি?
মেজ বউ মেঝের মাটি, সকল কথায় ঝিকরে উঠি।
সেজ বউ সেজুনী, সব কাজেতে এগুনী।
ন' বউ নত্তা, সকল ঘরের কত্তা।
নূতন বউ ন্থনী, শেওড়াগাছের পেত্নী।
ছোট বউ আতরের শিশি, ছোট্‌ঠাকুরপোর গোঁফে ঘষি॥

তেমনই বউয়ে বউয়ে কোঁদলের নমুনা খুবই বাস্তব—

কি বলব ভাসুর ঘরে, নইলে তোর ছেলে মোর মারে॥

কিন্তু সতীনের জ্বালা হইতেছে সবচেয়ে বড় জ্বালা। বৈদিক যুগ হইতেই সতীনের ঘর করা আমাদের দেশের মেয়েদের দুর্ভাগ্য ও অভিশাপ। সপত্নীর প্রতি স্বামীর পক্ষপাত এবং আনুষঙ্গিক সপত্নী-বিদ্বেষের মর্ম্মন্তুদ বেদনা ও গৃহের অশান্তি অসংখ্য প্রবাদ-বাক্যে চিরন্তন হইয়া রহিয়াছে। বাংলা রূপকথার সুয়ো রাণী দুয়ো রাণীর বিবাদ প্রবাদে বাস্তব দুঃখের রূপ ধরিয়াছে—

একচির পান দুচির হ'ল, সোনার পাটে ভাগ বসল॥

সুয়োর সোনার দুধের বাটি, দুয়ো মাগের ওচ্‌লা মাটি॥

সুয়ো হ'ল রাজরাণী, দুয়ো হ'ল ঘুঁটেকুড়ানী॥

অভিমানী সুয়ো, নেটিপেটি দুয়ো॥

সুয়ো যদি নিম দেয়, সেই হয় চিনি।
দুয়ো যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি॥ ১৯

সুয়ো মাগের ষোল আনা, দুয়োর নাম নাই।
একচোখো ভাতারের মুখে বাসি আখার ছাই॥

---

১৯ উপরে ভারতচন্দ্র দ্রষ্টব্য।

রেঁধেবেড়ে ম'লো দুয়ো, হাত নেড়ে পরসাল সুয়ো॥

ছোট মাগ পাটরাণী, বড় মাগ ধানভানানী॥

আন মাগীর আন চিন্তে, দুয়ো মাগীর ভাতার চিন্তে॥

দুই সতীনের ঘরকন্না, ঘরে গিন্নী ভাত পান না॥

দুই সতীনের ঘর, খোদায় রক্ষা কর॥

দিন গেল হেলা-ফেলায়, রাত হ'ল সতীনের জ্বালায়॥

সাত সতীনে নড়িচড়ি, বেড়া আগুনে পুড়ে মরি॥

যে নারী সতীনে পড়ে, তারে বিধি ভিন্ন গড়ে॥

একমেগোর পাতে ভাত, দুইমেগোর গালে হাত॥

সতীনের চেয়ে সতীনের ছেলে—সতীন-কাঁটা— এমন কি, সতীনের আত্মীয়বর্গও আরও অসহ্য—

সতীনের ঘা সওয়া যায়, সতীন-কাঁটা চিবিয়ে খায়॥

জ্বালা দিতে নেই ঠাঁই, জ্বালা দেয় সতীনের ভাই॥

ইহার উপর যদি বোন-সতীন হয়, তাহা হইলে ত কথাই নাই—

আন-সতীনে নাড়ে-চাড়ে, বোন-সতীনে পুড়িয়ে মারে॥

নিম তেতো, নিসিন্দা তেতো, আর তেতো খ'র।
তার চেয়ে অধিক তেতো বোন-সতীনের ঘর॥

সুতরাং, সপত্নী-বিদ্বেষ যে চরমে উঠিবে তাহা বুঝা যায়—

যমকে ভাতার দিতে পারি, সতীনকে তবু দিতে নারি॥

তাই 'সতীনের বাটিতে গু গুলিয়া খাওয়া' হইতেছে, 'নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গের' মত, এই হিংসাপ্রবৃত্তির অপরূপ অভিব্যক্তি। হাজার ভাল হইলেও, সতীনকে কোনদিন বিশ্বাস নাই—

সতীনের হাত সাপের ছোঁ, চিনি দিলে তুলে থো।
সতীনের ডাক নিশির ডাক, তিন ডাকে চুপ ক'রে থাক॥

এবং সপত্নী-বিনাশের উৎকট আনন্দের তুলনা নাই—

অশথ কেটে বসত করি, সতীন কেটে আলতা পরি॥

বাঙালী-ঘরের এই যে দুঃখের জীবন, তাহার চিত্র প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও বিরল নয়। সুতরাং ভারতচন্দ্র নারীদের কথায় যে বলিয়াছেন—'সতিনী বাঘিনী, শাশুড়ী রাগিণী, ননদী নাগিনী বিষের ভরা', তাহা একেবারেই অতিরঞ্জিত বা নিরর্থক নয়।

সৎমা ও সৎমায়ের ব্যবহার উপলক্ষ্য করিয়া যে সব প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাও ইহার সঙ্গে ধরিতে হইবে। 'বাপের উপরোধে সৎমার পায়ে গড়' করিতে হইলেও, 'বিমাতা বিষের ঘর'—

সৎমার ছেন্দা পান্তা ঘি, মাথাটা মুড়িয়ে এস তেল-পলাটা দি॥

যাহারা দোজবরে, তাহাদের 'নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরা' নির্ব্বোধ আসক্তিও কৌতুকের বিষয়—

ছেঁড়া কচুর পাত, এক মাগকে ভাত দিল না, আবার মাগের সাধ॥

দোজবরে ভাতারের মাগ, চতুর্দ্দশীর চোদ্দ শাক॥

একবরের মাগ হেলা-ফেলা, দোজবরের মাগ গলার মালা॥

দোজবরের মাগ গজরা হাতী, ভাতারকে মারে তিন লাথি॥

এবং যাহারা তৃতীয় বা চতুর্থ বার বিবাহ করেন, তাহাদেরও ব্যাখ্যা শুনিতে পাই—

একবরে ভাতারের মাগ চিংড়িমাছের খোসা।
দোজবরে ভাতারের মাগ নিত্যি করেন গোসা।
তেজবরে ভাতারের মাগ সঙ্গে ব'সে খায়।
চারবরে ভাতারের মাগ কাঁধে চ'ড়ে যায়॥

সুতরাং 'বুড়ো বয়সে দুধতোলানি' যেমন বিসদৃশ, তেমনই হইতেছে বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা—

বুড়ো বয়সে নবীন নারী, জ্বর বিকারে বিলের বারি।
আধমরা হয় নয়নবাণে, দেখতে পায় না চোখে কানে॥

ঝড় গিয়ে ঝাঁপি, বয়স গিয়ে বিয়ে॥

প্রবাদের আর একটি চিরন্তন কৌতুকের বিষয় হইতেছে 'পুষ্যি এঁড়ে' বা পোষ্যপুত্রের সামিল মেরুদণ্ডহীন হতভাগ্য ঘর-জামাই—

পহেলা কুত্তা কুত্তা বোলে, দোসরা কুত্তা ঘর-ঘর বুলে।
তিসরা কুত্তা জরুকা ভাই, চৌথা কুত্তা ঘরজামাই॥

ঘরজামাইয়ের নাম নাই, লোকে বলে ফলনীর জামাই॥

বাইরের জামাই মধুসূদন, ঘরের জামাই মোধো।
ভাত খাওসে মধুসূদন, ভাত খেসে রে মোধো॥

যা ছিল আমানি পান্ত, মায়ে-ঝিয়ে খেলাম।
ঘরজামাই রামের তরে ধান শুকোতে দিলাম॥

রুইয়ের মুড়ো কেঠো-মুড়ো, দাও আমার পাতে।
আড়ের মুড়ো ঘিয়ের মুড়ো, দাও জামাইয়ের পাতে ॥

কারণ, নিজের মর্য্যাদা নিজে না রাখিলে অন্যে তাহা রাখে না—

শ্বশুরবাড়ী মধুর হাঁড়ি, তিন দিন পরে ঝাঁটার বাড়ি ॥

শ্বশুরবাড়ী জামাইয়ের বাসা, একজনেরে মারলে তিন জন গোঁসা ॥

জামাই এল কামাই করে, বসতে দাও গো পিঁড়ে।
জলপান করতে দাও গো সরু ধানের চিঁড়ে ॥

যাচলে জামাই খান না পিঠে, শেষে মরেন ঢেঁকশাল চেটে ॥

যাচলে জামাই খান না, শেষে আমানিও পান না ॥

যাচলে জামাই কাঁঠাল খান না, শেষে জামাই ভোঁতাও পান না ॥

সুতরাং ঘরজামাই পড়িয়াছে সংসারের অবাঞ্ছিতদের পর্য্যায়ে—

কালো বামুন, কটা শুদ্দুর, বেঁটে মোছলমান।
ঘরজামাই, পুষ্যিপুত্তুর—পাঁচ বেটাই সমান ॥

সন্তান-স্নেহ জীবনের সৌভাগ্য; 'ঘরের গাছা পেটের বাছা'—দুই সমান প্রিয়, তাই 'কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন' বা 'গোগা ছেলের নাম তর্কবাগীশ' হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এক সন্তান দুর্ভাবনার বিষয়—

এক পুতের আশা, বালুর তীরে বাসা ॥

এক পুত পুত নয়, এক কড়ি কড়ি নয়, এক চোখ চোখ নয় ॥

এক সন্তান—'আলালের ঘরের দুলাল'—কিরূপ 'আদরে বাঁদর' হইতে পারে, তাহাও অজ্ঞাত নয়—

পুত, না ভূত ॥

হয় ত পুত, না হয় ত ভূত ॥

এক মায়ের এক পুত, খায় দায় যমের দূত ॥

একলা মায়ের ঝি, গরব করব না ত কি ॥

অপদার্থ সন্তানের প্রতি মর্ম্মান্তিক বিদ্রূপও বিরল নয়—

অনেক কালের ছিল পাপ, ছেলে হল সতীনের বাপ ॥

বাছা আমার ছিরিখণ্ডী, বসে আছেন বড়াই-চণ্ডী ॥

বাছার কিবা মুখের হাঁই, তবু হলুদ মাখেন নাই ॥

বাছার আমার কিবা রূপ, ঘুঁটে ছাইয়ের নৈবিদ্য খেংরাকাঠির ধূপ ॥

বাছার গুণে নেইক ঘুম, কব কত লীলা।
বাপের গলায় শিকল দিয়ে মায়ের ভাঙে পিলা॥
কিবা মেয়ের ছিরি, বাঁশবনের প্যারী॥
বাছার আমার বাড়াবাড়ি, ছ' আনা কাপড়ে ন' আনা পাড়ি॥

যাহার অনেকগুলি সন্তান তাহার জ্বালাও অনেক—

অভাগীর দুটা পুত, একটা দানা, একটা ভূত॥

এক ছেলে তার ফুলের শয্যা, পাঁচ ছেলে তার কাঁটার শয্যা॥

যে করে পাপ, সে হয় সাত বেটার বাপ॥

কারণ, 'পাঁচ আঙুল সমান নয়', তাই—

এক লাউয়ের বীচি, কেউ বা করে কচর-কচর, কেউ বা আছে কচি॥

এক ঝাড়ের বাঁশ, কোনটিতে হয় দুর্গার কাঠামো, কোনটিতে হয় হাড়ির ঝুড়ি॥

কিন্তু আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতেই ছেলের আদর, মেয়ের অনাদর—

পুতের মুতে কড়ি, মেয়ের গলায় দড়ি॥

গাইয়ের বেটী, বউয়ের বেটা, তবে জানবে কপাল গোটা॥

পুত্র ও কন্যার মধ্যে তারতম্য থাকিলেও, উভয়কে মানুষ করার দায়িত্ব সমান—

ঝিয়ের জ্বালা বুকের খোঁচা, পুতের জ্বালা ভূতের বোঝা॥

ছেলে নষ্ট হাটে, ঝি নষ্ট ঘাটে॥

আবালে না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ট্যাঁশ-ট্যাঁশ॥

পাখ, পায়রা, পাঁচালি—তিনে ছেলে মজালি॥

পড়াবি ত পড়া পো' না পড়াবি ত সভায় থো॥

কিন্তু কন্যা আমাদের গৃহে একটি মস্ত দায়—

মেয়ে মেয়ে মেয়ে, তুষ করলে খেয়ে।
হরিভক্তি উড়ে গেল মেয়ের পানে চেয়ে॥

সুতরাং 'মেয়ের মায়ের পাঁচটা প্রাণ' এই প্রবাদ-বাক্য তাহার সহিষ্ণুতার নিদর্শক। মেয়েকে যত শীঘ্র পাত্রস্থ করা যায়, তত শীঘ্র এই দায়িত্ব হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, কারণ 'মেয়েমানুষের বাড়, না, কলাগাছের বাড়'। কিন্তু কন্যাকে অপাত্রে দানের মত আর পারিবারিক দুর্ঘটনা নাই। অতএব

অন্ন দেখে দেবে ঘি, পাত্র দেখে দেবে ঝি॥

ভাল মেয়ে হইলেই যে ভাল ঘরে পড়িবে, এমন নয়—

অতিবড় ঘরণী না পায় ঘর, অতিবড় সুন্দরী না পায় বর॥

অতিচতুরের ভাত নেই, অতিসুন্দরীর ভাতার নেই॥

যেমন কন্যা রেবতী, তেমনি পাত্র গদাহাতী (=বলরাম)॥

গৌরী লো ঝি, তোর কপালে বুড়ো বর আমি করব কি॥

সকল মেয়ের সুখ-সমৃদ্ধি সমান নয়—

সকলেই ত মেয়ে, কেউ যাচ্ছে পাল্কি চ'ড়ে, কেউ রয়েছে চেয়ে॥

কিন্তু বিবাহের পর মেয়ের বাপের বাড়ি থাকাও বিপজ্জনক ও অযশস্কর—

বাপের বাড়ি ঝি নষ্ট, পান্তাভাতে ঘি নষ্ট॥

কথায় কথা বাড়ে, জলে বাড়ে ধান।
বাপের বাড়ি থাকলে মেয়ের বাড়ে অপমান॥

তথাপি মেয়ে নিজের নয়, পরের। মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো নিশ্চিন্ত হইবার উপায় হইলেও, আমাদের দেশের একটি চিরন্তন অন্তবেদনা—

মেয়েছেলে কাদার ঢেলা, ধপাস্ করে জলে ফেলা॥

মেয়ের নাম ফেলী, পরে নিলেও গেলি, যমে নিলেও গেলি॥

কিন্তু 'যথা স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জনো জনঃ'—মেয়ের সুখ্যাতি জীবদ্দশায় নাই, মৃত্যুর কঠিন নিকষে তাহার যাচাই হয়—

মরবে মেয়ে উড়বে ছাই, তবে তার গুণ গাই॥

ঘরের মধ্যে, ভাইয়ে ভাইয়ে যেমন ভাব—

মা'র পেটের ভাই, কোথা গেলে পাই॥

ভাই ভাই, মেরে যাই ত ফিরে চাই॥

ভাইয়ের ভাই, বাঁ হাত দিলে ডান হাত পাই॥

রাম লক্ষ্মণ দুটি ভাই, রথে চ'ড়ে স্বর্গে যাই॥

তেমনই আবার দ্বন্দ্ব—

ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই॥

রামের ভাই লক্ষ্মণ আর কি॥

ঘরের শত্রু বিভীষণ॥

ভাইয়ের তুল্য মিত্র নেই, ভাইয়ের তুল্য শত্রু নেই॥

ভাই-বোনের টান স্বাভাবিক, কিন্তু তাহাতেও পার্থক্য আছে—

শশা খেয়ে যেমন জলকে টান, তেমনি ভাইয়ের বোনকে টান।
গুড় খেয়ে যেমন জলকে টান, তেমনি বোনের ভাইকে টান॥

ভাইয়ের প্রতি বোনের দরদ বেশি হইলেও, ভাইয়ের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা বাঞ্ছনীয় নয়—

ভাই রাজা ত বোনের কি?

ভ্রাতৃজায়ার হাততোলা হইয়া থাকা আরও কষ্টকর—

ভাইয়ের ভাত, ভাজের হাত॥

তবে অনেক সময়ে যেমন ভাই, তেমন বোনও হয়—

আমার ভাই রাবণ রাজা, আমি শূর্পণখা।
ধরামাঝে এমন জোড়া পারিস্ যদি দেখা॥

বাংলা গার্হস্থ্য-জীবনের এই সুখদুঃখের চিত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, যদি পাড়ার প্রতিবেশী, বিশেষত প্রতিবেশিনীর, কথা এখানে না বলা হয়। বিপদে-আপদে প্রতিবেশীর প্রয়োজনীয়তা আছে। 'পাড়া-পড়শীর গুণে বেঁড়ে গরুও বিকিয়ে যায়'; কিন্তু

এক ঝিকরে মাছ বেঁধে না, সেই বা কেমন বঁড়শি।
এক ডাকেতে সাড়া দেয় না, সেই বা কেমন পড়শী॥

তথাপি ইহাদের অপরিসীম কৌতূহল প্রবাদের কৌতুকদৃষ্টি এড়ায় নাই—

পড়শী নয়, বঁড়শি।
পড়শী নয়, আরসি॥

খল পড়শী নাতান ভাই, তার সাথে বসত নাই॥

সব ঘরের সব কিছুর খবর রাখা, 'পরের ভাতে কাটি দেওয়া' ইহাদের জীবনধারণের একমাত্র উপায়—

ঘাটে গেছল জায়ের মা, দেখে এল বাঘের পা।
সে দেখল, আমি শুনলাম, মরি বাপ্তি বাঘ দেখলাম॥

যার ঝি তার জামাই, পাড়াপড়শীর কাটনা কামাই॥

মা বিয়ল, না, বিয়ল মাসী, ঝাল খেয়ে ম'ল পাড়াপড়শী॥

মায়ের পোড়ে, না, মাসীর পোড়ে, পাড়াপড়শীর ধবলা ওড়ে॥

যার ভাতার তার ভাতার, কেঁদে মরে হরে ছুতার॥

খাইয়ে পরিয়ে রাখলাম দাসী, কিন্তু সে হ'ল পাড়াপড়শী॥

আমি খাই ভাতারের ভাত, তোর কেন গালে হাত॥

ইহাদের মধ্যে নাকি জ্ঞাতি-শত্রুই বড় শত্রু—

থাকলে জ্ঞাতি ভাতে খায়, মরলে জ্ঞাতি কাঁধে যায়।

তাই 'আপনি মরিয়া জ্ঞাতির হাঁড়ি ফেলান' স্বজন-প্রীতির উৎকট উদাহরণ!

এহেন শুভানুধ্যায়ী পাড়াপড়শীর সকল বিষয়ে মাথা গলানো সত্ত্বেও

আটে-কাটে দড় বড় শক্ত মেয়ে যেই।
পাড়াপড়শীর বুকে ব'সে ঘর করছি তেই॥

Love thy neighbour—অতি উচ্চ আদর্শ, কিন্তু প্রাত্যহিক জগতে

হলুদ জব্দ শিলে, বউ জব্দ কিলে।
পাড়াপড়শী জব্দ হয় চোখে আঙুল দিলে॥

এই সব প্রতিবেশিনীদের মধ্যে যিনি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তিনি হইতেছেন পাড়াকুঁদুলী; তাঁহার চিত্র খুবই পরিস্ফুট—

মিনসের কোলে ছেলে দিয়ে মাগী যায় লড়ায়ে ধেয়ে॥

তিনি কোঁদল ভিন্ন থাকিতে পারেন না। যদিও 'কোঁদলে জাত নষ্ট, রোগেতে রূপ নষ্ট' তবুও

কুঁদুলে নাড়ী কোঁ-কোঁ করে, কোঁদল নইলে থাকতে নারে॥

নিয়ে আয় ত বউ নোড়া, যাই কোঁদলের পাড়া।
আর চাই না বউ নোড়া, পেয়েছি কোঁদলের গোড়া॥

পেয়েছি কোঁদলের গোড়া, আর যাব না উত্তর পাড়া॥

কি দিব কি দিব খোঁটা, গয়াতে মরেছে বাপবেটা॥

গেছলাম তোর বাপের দেশ, দেখে এলাম তোর মায়ের বেশ॥

কোঁদলের অন্ত নাই, কারণ

ঝগড়াটে লোক যারা ঝগড়া নাহি পায়।
বেনাগাছে পোঁদ চুলকে গড়াগড়ি যায়॥

চার

শুধু পারিবারিক সম্বন্ধ নয়, বাঙালীর গৃহের ও সামাজিক জীবনের এমন দিক নাই, যাহা হইতে বাংলা প্রবাদ-বাক্যের উপকরণ আহৃত হয় নাই এবং গৃহস্থালির এমন কোন বস্তু নাই যাহা উপেক্ষিত

হইয়াছে। নেকড়া কানি, ছেঁড়া চেটাই, কাণা কড়ি, ভাঙা কুলো, ছাইয়ের গাদা, ঘটি বাটি, হাঁড়ি শরা, ঘড়া কলসী, থালা কাঁসি, ঢেঁকি চরকা, ছুঁচ চালুনি, ধান চাল, ভাত কাপড়, নুন তেল, শাক মাছ, ঘি বড়ি, পিঠে আসকে, খই কলা, মুড়ি মিছরি, লাউ কুমড়ো, আম কাঁঠাল, ওল ঘোল, তেঁতুল আমড়া, আদা সুপারি, শালুক শামুক, তামা তুলসী, দা কাটারি, বঁটি ঝাঁটা, কুড়ুল কোদাল, ঢাক ঢোল, জাঁক জমক, কোঁচা কামিজ, হাট বাজার, চাষ বাস, কাটনা কাটা বাটনা বাটা, ঘরদোর, চাল-চুলো, পথ ঘাট,—এমন কি গৃহপালিত গরু মোষ, ভেড়া ছাগল, হাতী ঘোড়া, কুকুর বেড়াল হইতে কাক বক, ছুঁচো ইঁদুর, সাপ ব্যাং পর্য্যন্ত নিখুঁতভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়া বাস্তব ভাব ও ভাষায়, শ্লেষ কৌতুক, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, জ্ঞান ও গর্হার নিরবিচ্ছন্ন খোরাক যোগাইয়াছে।

সবগুলির বিস্তৃত উদাহরণ এখানে দেওয়া সম্ভবপর নয়। আমরা শুধু আমাদের নিত্যপরিচিত ঢেঁকির কথা উল্লেখ করিব। পূর্ব্বের অনেকগুলি উদ্ধৃত প্রবাদে ঢেঁকির কথা আছে, কিন্তু তাহা ছাড়া অসংখ্য প্রবাদে আমাদের ঘরের ঢেঁকি লোকসমাজে মূর্ত্তিমান হইয়াছে। ঢেঁকি অনেক প্রকার—'বুদ্ধির ঢেঁকি, 'আমড়া কাঠের ঢেঁকি,' 'নারদের ঢেঁকি', 'ঢেঁকি অবতার', 'ঘরের ঢেঁকি কুমীর'; তেমনই আবার 'ঢেঁকির আঁকশলী', 'ঢেঁকির কচকচি ও ঢাকের বাদ্যি', 'ঢেঁকি ভজে স্বর্গে যাওয়া', 'উপরোধে ঢেঁকি গেলা', 'ঢেঁকশেল দিয়ে কটক যাওয়া', 'ফোঁপরা ঢেঁকির পাড়ে উমর', 'বুকে ঢেঁকির পাড় পাড়া' ইত্যাদি প্রবাদ বা চলতি কথা হইতে ঢেঁকির গুরুত্ব বুঝা যাইবে। তাহা ছাড়া—

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে॥

অবুঝে বোঝাব কত বুঝ নাহি মানে, ঢেঁকিরে বোঝাব কত নিত্য ধান ভানে॥

ওঠ্ কলসী, জলকে চল্, ঢেঁকি কুটুক ধান॥

ঢেঁকির নয় ছয়, কুলোর উনিশের বন্ধ॥

উঠলে ঢেঁকি, বসলে পাট, সাত পাথর আমানি, যত পার ভাত॥

ঢেঁকি কেন গাঁ বেড়াক না, গড়ে পড়লেই হ'ল॥

ঢেঁকশেলে যদি মাণিক পাই, তবে কেন পর্ব্বতে যাই॥

ঢেঁক্‌শেলে না উঠতে পায়, হাবলে-হাবলে কুঁড়ো খায়॥

আসল ঘরে মশাল নেই, ঢেঁক্‌শেলে চাঁদোয়া॥

ঢেঁকি আড় কাটে, আপনার ক্ষয় করে॥

ছিল ঢেঁকি, হ'ল শূল, কাটতে কাটতে নির্ম্মূল॥

চাল না চুলো, ঢেঁকি না কুলো, বিধাতা করেছে দোর বুলো-বুলো॥

এক গাঁয়ে ঢেঁকি পড়ে, আর গাঁয়ে মাথাব্যথা॥

পরের ফোড়া, ঢেঁকি দিয়ে গালে॥

লাথির ঢেঁকি চড়ে ওঠে না॥

লাথির ঢেঁকি মাথায় চড়ে॥

যার ঘরে নেই ঢেঁকি মুষল, সে বউঝির নেই কুশল॥

ভারি বাড়ি, তার ঢেঁকিশালা॥

হেদী কয় পেঁদীরে— বোঝা লো, ঢেঁকি দিয়ে কান বেঁধা লো॥

বামুনে দক্ষিণা ধ'রে, ঢেঁকির নামেও চণ্ডী পড়ে॥

মা ডাকলে, খেলাম না, বাপ ডাকলে, খেলাম না।
সাতপুরুষের ঢেঁকি বলে—পান্তা খা, পান্তা খা॥

পিরীত যখন ছোটে, ঢেঁকিতে ফেলে কোটে॥

ইত্যাদি সর্ব্বত্র ঢেঁকির মহিমা বিরাজমান।

যেমন গৃহস্থালির নানা দিক ও দ্রব্যের, তেমনই সামাজিক জীবনের নানা শ্রেণী, সংস্থান ও সম্পদের টুকরা ছবি অসংখ্য প্রবাদ-বাক্যে পাওয়া যায়। এমন নিত্যদৃষ্ট বিষয় নাই, যাহা ইহার কৌতুক ও বিদ্রূপের পরিধির মধ্যে আসে নাই। চাষা গয়লা, তাঁতী নাপিত, কলু কামার, বেণে সেকরা, ন্যাকা বোকা, বামুন বোষ্টম, কায়েত বৈদ্য, কাজী পেয়াদা, পীর বাঁদী, গুরু চেলা, হিন্দু মোছলমান, প্রজা জমিদার, চোর ছ্যাঁচড়, ছোট বড়, ধনী কৃপণ, গরিব কাঙাল, আপন পর, বেকার বেগার, নেয়ে মেয়ে, ভূত পেত্নী, বুড়ো বুড়ী, মরদ মাগী, কাণা খোঁড়া, হাগুন্তী নাচুন্তী, ভড়ং ভণ্ডামি, চুরি বাটপাড়ি, নষ্টামি দুষ্টামি. আয়েশ আর্মিরি, অনাচার অনাসৃষ্টি, স্বাস্থ্য সুখ, রোগ শোক, পর-চর্চ্চা পরনিন্দা, ঘোঁট দলাদলি, গঙ্গাস্নান তীর্থযাত্রা চড়ক গাজন, দুর্গোৎসব ঘেঁটুপূজা, মনসা শীতলা, ষষ্ঠী সুবচনী, পানাপুকুর ভাঙা বেড়া, খাল বিল, খানা নর্দ্দামা, গু গোবর, ভাগাড় আঁস্তাকুড়, ক্ষেত খামার, বাগান বাঁশবন,—কোন কিছুই বাদ পড়ে নাই। সমস্তগুলির

আলোচনার স্থান আমাদের নাই; কেবল উদাহরণস্বরূপ দুই-চারিটি বিষয়ের কথা বলিব।

ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইলেও, জন্মফলারে যজমানী 'কলির ব্রাহ্মণে'র লোভ, মূর্খতা ও অনাচার কিরূপ কঠিন বিদ্রূপের বিষয় ছিল, তাহা প্রবাদের 'গলায়-দড়ে জাত' এই অভিধান হইতেই সুস্পষ্ট হইবে। ব্রাহ্মণ দক্ষিণা পাইলে ঢেঁকির নামেও চণ্ডীপাঠ করে, তাহা কোন পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রবাদে দেখিয়াছি। আমরা আরও শুনিতে পাই—

বামুন, বাদল, বান, দক্ষিণা পেলেই যান॥

বামুন, বাক্স, বাঁশ তিনে বাস্তুনাশ॥

বামুন, মুচ্ছুদ্দী, ধোপা, গোমস্তা, তার নেই কোন বুঝ-ব্যবস্থা॥

লাখ টাকায় বামুন ভিখারী॥

যারে না বামুন বলি, তার গায়ে নামাবলী॥

কালির অক্ষর নেইক পেটে, চণ্ডী পড়েন কালীঘাটে॥

ভট্‌চায্যের খুঁটের খুঁট, স্বস্ত্যয়নে সবংশে লুট॥

ব্রাহ্মণের উদর, ছিটে বেড়ার ঘর॥

বারো নারকেল তেরো বামুনের ঘাড় ভাঙে॥

মুখচোরা বামুন, আর কেশোরোগী চোর॥

চোর মরে কাশে, বামুন মরে আশে॥

জপের সঙ্গে খোঁজ নেই কপালজোড়া ফোঁটা।
বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যের পূজার বড় ঘটা॥

কপালে দীর্ঘ ফোঁটা, দর্শনী চোদ্দ টাকা॥

দেখাও পৈতে, মারো ভাত॥

মাগ্‌নার ওপর টাক্‌না, তার ওপর ভিখারী বামনা॥

বামুন ঘরে খাবে ভাত, গোবর দেবে আড়াই হাত॥

পোঁদে গু বড়বড় করে, আলোচালের হবিষ্যি মারে॥
কলির বামুন ঢোঁড়া সাপ, যে না মারে তার পাপ॥

'শতমারী ভবেদ্‌ বৈদ্যঃ', সুতরাং বৈদ্যের আনাড়ী চিকিৎসার বিদ্রূপও যথেষ্ট রহিয়াছে—

লাথি চড়ে নাহি লাজ, আমার নাম কবিরাজ॥

আমার এমনি হাতযশ, এ-পাড়ায় যদি ওষুধ খাওয়াই ও-পাড়ায় মরে গণ্ডা দশ॥

মরণ নেই মরবি কিসে, আমার কাছে ওষুধ নিসে॥

বৈদ্যের বড়ি, ছুঁলেই কড়ি॥

ঘরামির ভাঙা ঘর, বদ্যির বউয়ের নিত্যি জ্বর॥

হরি বাঁচান প্রাণ, বদ্যির বড় মান॥

নামে ধন্বন্তরি, কাজে যম॥

নাপিত, বদ্যি, ধোপা, চোর, যুগী বৈরেগীর নেইক ওর॥

আধুনিক ডাক্তারির কথাও একটি প্রবাদে স্থান পাইয়াছে—

জল, জোলাপ, জোচ্চোরি, এই তিন নিয়ে ডাক্তারি॥

কায়স্থের মুন্শীয়ানার সঙ্গে তাহার ধূর্ত্ততা প্রবাদে প্রসিদ্ধ হইয়াছে—

কলমে কায়স্থ চিনি, গোঁফে রাজপুত।
বৈদ্য চিনি তারে, যার ওষুধ মজবুত॥

কায়েতের ছেলের কলমের আগায় ভাত॥

কায়েতের মূর্খ, কলুর বলদ॥

কায়েতের ঘরের বেরালটাও আড়াই অক্ষর পড়ে॥

কাক ধূর্ত্ত, আর কায়েত ধূর্ত্ত।

কায়েতের বুড়া হীরার ধার, নাপিতের বুড়া ছারের ছার॥

কায়েতের বুদ্ধি আঁতে, বাঁদরের বুদ্ধি দাঁতে॥

কায়েতের মড়া কাকেও ঠোক্রায় না॥

কায়েতের হাড়া, বেগুনের খাড়া॥

দাঁত থাকে না ব'লে, কায়েত মায়ের পেটের মাংস খায় না॥

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, শাক্তের কথা বড় একটা শোনা যায় না, কিন্তু বোষ্টম বৈরাগীর নষ্টামি প্রবাদের একটি উপাদেয় বিষয়—

পাঁঠা ম'রে বোষ্টম॥

বোষ্টম হবার বড় সাধ, তৃণাদপি [২০] শুনে শুনে লেগে গেছে বাদ॥

---

২০ চৈতন্যের বৈষ্ণব-লক্ষণের শ্লোক—"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

সাধ যায় বোষ্টম হ'তে, পোঁদ ফাটে মোচ্ছোব ২১ দিতে॥

জাত হারালে বোষ্টম॥

তেলক কাটলেই বোষ্টম হয় না॥

ভক্তিহীন ভজন, লবণহীন ব্যঞ্জন॥

ভজনের সঙ্গে খোঁজ নেই, ভোজন ছত্রিশ জাতে॥

বৈরাগীর রাগটুকুও আছে, সুখটুকুও আছে॥

হরি বড় দয়াময়, কথায় বটে কাজে নয়॥

ব্রজের রজে গড়াগড়ি॥

রসের ঘরেই গৌর নাচে॥

গৌর হতে বাকি ক'দিন॥

শুধু গৌর নয়, গৌরহরি॥

আগে বেশ্যে, পরে দাস্যে, মধ্যে মধ্যে কুট্‌নী।
সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যজ্য, এখন বোষ্টমী॥

মাছ খাই না মাংস খাই না, ধর্ম্মে দিয়েছি মন।
বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী যাচ্ছি বৃন্দাবন॥

আগে ছিলাম ছোঁচা বেরাল, ধর্ম্মে দিয়েছি মন।
তুলসীমালা গলায় দিয়ে যাচ্ছি বৃন্দাবন॥

দেখে এলাম, শ্যাম, তোমার বৃন্দাবন-ধাম, কেবল নামই আছে॥

তুমি রাধা, আমি শ্যাম, এই কাঁধে বাড়ি বলরাম॥ ২২

শুধু চৈতন্যধর্ম্মী বৈষ্ণব নয়, রঘুনন্দনপন্থী গোঁড়া স্মার্ত্ত, বলরাম ভজা প্রবর্ত্তিত নেড়ানেড়ীর দল, সকলকেই সমানভাবে উপলক্ষ্য করিয়া একটি সামাজিক ইতিহাসমূলক প্রবাদও প্রচলিত আছে, যাহা এই সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

রঘু, চৈতা, বলা, এ তিন কলির চেলা॥

হিন্দু সম্প্রদায়ের মত, মুসলমান সম্প্রদায়ও যুগে-যুগে বাংলা প্রবাদ-সাহিত্য পরিপুষ্ট করিয়া আসিয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায়ের

২১ বৈষ্ণবের মহোৎসব।

২২ হুতোম পেঁচার নকশায় বারোয়ারী পূজা নিবন্ধে গুরুপ্রসাদীর বিবরণ দ্রষ্টব্য।

মত শেষোক্ত সম্প্রদায় এবং তাহার পীর-মোল্লাও ব্যঙ্গবিদ্রূপের উপলক্ষ্য হইয়া প্রবাদের মধ্যে আসিয়াছে—

নেড়ে নয় ইষ্টি, তেঁতুল নয় মিষ্টি॥

ধানের মধ্যে আগুনবাণ ২৩, মানুষের মধ্যে মোছলমান॥

হাটের নেড়ে হুজুগ চায়॥

নেড়ে খোঁজে ঈদ্ পরব॥

পীর-বরাবর নেড়ে, সোনার-ক্ষুরে এঁড়ে॥

মোল্লার দৌড় মস্‌জিদ তক॥

পীর, না, পয়গম্বর॥

পাঁচে পূজলে পাথরে, সেও পীর হয়ে পড়ে॥

বাজারে আগুন লাগলে পীরের ঘরও বাঁচে না॥

পীরের কাছে মামদোবাজি॥

ডুব দিয়ে পানি খাই, সারাদিন রোজা থাই॥

মুরগীর পোঁদে তেল হ'লে মোল্লার দোর দিয়ে রাস্তা॥

আরের সঙ্গে যেমন তেমন, পীরের সঙ্গে মস্‌করী করণ॥

একটি প্রবাদে ধর্মপরিবর্তনেরও ইঙ্গিত রহিয়াছে—

এক একাদশী ছাড়াই, ত্রিশ রোজা বাড়াই॥

মুসলমান ভায়ারাও যে ছাড়িয়া কথা কহিত, তাহা নহে—যেমন

হিঁদুদের দুর্গোপুজো, উপরে চিকণ-চাকশ, ভেতরে খড়ের বুজো॥

সমাজের নানা শ্রেণীর কাজকর্ম 'ইস্তক জুতা সেলাই নাগাদ চণ্ডীপাঠ' পর্য্যন্ত, অথবা বিবিধ ক্রীড়াকৌতুক হইতে বিবিধ প্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছে; কিন্তু সেগুলি সব এখানে বিস্তারিতভাবে আলোচনার স্থান নাই। তাস, পাশা বা দাবা খেলা হইতে 'হাতের পাঁচ', 'পোয়া বারো', 'উঠসার কিস্তিতে মাত' প্রভৃতি স্পষ্টই গৃহীত হইয়াছে। 'হালে পানি পায় না' 'হাল যদি ধরে ঠেসে, তুফানে নাও যায় কি ভেসে', 'দাঁড়িকে মাঝি করা, মাঝগাঙে ডুবে মরা',—নৌকার মাঝির উক্তি; 'এক হেঁসেলে তিন রাঁধুনী, পুড়ে মরে তার ফেন-গালুনী', 'কি বা করে ঝালে তেলে, কি বা না হয় দম্‌কা জ্বালে', 'ধুঁয়া যার সয় না, সে রাঁধুনী হয় না'—পাকা রাঁধুনীর বিদ্রূপ;

২৩ এক রকম নিকৃষ্ট ধান।

'এলো শ্রাদ্ধের গুতো দক্ষিণা'—শ্রাদ্ধের পুরোহিতের আক্ষেপ; 'সেকরার ঠুক্‌ঠাক্‌, কামারের এক ঘা', 'শাঁখের করাত, আসতেও কাটে, যেতেও কাটে', 'কুদের মুখে বাঁক থাকে না', 'কামার বুড়োলে লোহা শক্ত', 'ক্ষুয়া তাঁতীর তসরে হাত',—শ্রমজীবীর অভিজ্ঞতা; 'কোন্‌ কালে বা চুরি করেছি, ঘরে ভাত নেই তাই এসেছি'—চোরের সাফাই; 'চাকুরি. না, গুখোরি'—চাকুরিজীবীর মন্দভাগ্য; 'গাইতে গাইতে গায়েন বাজাতে বাজাতে বায়েন', 'আতি-চোর পাতি-চোর হতে হতে সিঁধেল চোর', 'ছিঁড়ে কুটে কাটুনী, পুড়ে ঝুড়ে রাঁধুনী'—অভ্যস্ত কার্য্যের বহুজ্ঞতার ফল; 'উঠন্ত মুলো পত্তনেই চেনা যায়', দেখাদেখি চাষ, লাগালাগি বাঁশ', 'ক্ষেতের কোণা, বাণিজ্যের সোনা', 'নোট খেটে আড়ায়ে, সজনন বারো মাস', 'আছে গরু বয় না হাল, তার দুঃখ সর্ব্বকাল' প্রভৃতি—চাষবাসের কথা; 'আসলের চেয়ে সুদ মিষ্টি'—সকল সুদখোরই জানে; 'হাকিম ফেরে ত হুকুম ফেরে না', 'জামিন দেয় মরতে গাছে উঠে পড়তে', 'ঘুষ পেলে আমলা তুষ্ট' প্রভৃতি আইন-আদালতের বিচিত্র পদ্ধতি; 'বাপ পোয় বরতি, মায় পোয় এয়োতি', 'বাপ পুরুত মা এয়ো, ঘরের জিনিস বাইরে না যেও'—যজমানী বামুনের পেশা সম্বন্ধে উক্তি; 'রেওর স্বর্গেও চিঁড়ে দই'—রেওভাটের দুর্ভাগ্যের কথা; 'গুড়ের ঘরে ডেঁয়ো কর্ত্তা'—ভাঁড়ারীর কথা; 'সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে', 'সাপের কাছে বেঁজি নাচে, তবে জানি রোজা আছে'—প্রভৃতি সাপুড়ের কেরামতের বিবৃতি। নিজ নিজ জাত-ব্যবসাই যে সবচেয়ে ভাল, তাও বলা হইয়াছে—'জাত-ব্যবসা নরের ভূষা, আর সব ফাসাফুসা'।

কেবল সমাজের কোন বিশেষ শ্রেণী বা বিশেষ আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া নয়, সাধারণভাবেও সমাজের নানা কৌতুককর বিষয় লইয়া অসংখ্য বাংলা প্রবাদ প্রচলিত আছে; তাহার দুই-চারিটি নমুনা দিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের শেষ করিব। সংসারে 'কাছাখোলা' ন্যাকা ও বোকার অভাব নাই, কিন্তু

ন্যাকা, বোকা, ঢলঢলে কাছা, তিনে প্রত্যয় ক'রো না, বাছা॥

ন্যাকা, আজুলে, চাল্‌শে কাণা, জল ব'লে খায় চিনির পানা॥

কারণ, অনেক সময় ন্যাকামি ও বোকামি ভাণ মাত্র—তাই

কুলোয় শুয়ে তুলোয় দুধ খান॥

ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানেন না॥

নাচতে কি আমি জানি নে, মাজার ব্যথায় পারি নে॥

ঘোমটার ভেতর খেমটার নাচ॥

বড় ভাইয়ের মাগ নেই, সেই ভাবনায় ঘুম নেই॥

খেতে পারি না সকে না (রুচি হয় না), মুখে দিলে থাকে না॥

আবিয়ন্তীর ঠুন্‌কোর ব্যথা॥

নাচতে নেমে ঘোমটা॥

নাচতে জানি নে, আমায় ধ'রে এনেছে।
যদি নাচি, তবে আমার ছেলে নেবে কে॥

খাব না খাব না অনিচ্ছে, তিন রেক চাল এক উচ্ছে॥

প্রভৃতি এই শ্রেণীর লোকদের প্রতি প্রযুক্ত। কিন্তু সংসারে নিতান্ত হাস্যকর ও অযৌক্তিক ঘটনা বা আচরণ নিত্যই দেখা যায়—

দেখে ঘোর কলি, হাড়ে মাসে জ্বলি॥

অবাক্ করলি, ভবি, অম্বলে দিলি আদা॥

অবাক্ কলি অঘোরে, গুড়ছোলা খেলে গা ঘোরে॥

অবাক্ কলি বাক্ সরে না, গুড় দিয়ে মুড়ি পেট ভরে না॥

অবাক্ কিবা কলিকাল, মণ্ডায় লাগে বড় ঝাল॥

অবাক্ কলির অবতার, ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার॥

কালে কালে কতই হ'ল, পুলিপিঠের লেজ গজাল॥

আ মরি, মিন্‌সে লোক হাসালে, গোঁফ রেখেছে তোবড়া গালে॥

আ মরি, আ মরি বালাই যাই, গুড় দিয়ে তোর গাল চেটে খাই॥

বিয়ের কনে বলে—হাগব॥

আমার হাগা পেলে জাগিয়ে দিও॥

খ্যাঁদা নাকে নথ, আর গোদা পায়ে মল॥

চালুনিতে ঘোল বিলান॥

কোন্ কালে হবে পো ন্যাকড়াকানি তুলে থো॥

হাগুন্তীর লাজ নেই দেখুন্তীর লাজ॥

এ'ড়ে গরু, না, টেনে দো॥

আমানি খেয়ে দাঁত ভেঙেছে, সিঁদুর পরবি কিসে?

মা আইবুড়ো, বেটী শ্বশুরবাড়ি যায়॥

রথ দেখতে ভাতার ম'লো, দোল দেখতে যাই॥

বুনলাম ধান, তুললাম তিল, ফলল রুদ্রাক্ষ, খেলাম কিল॥

কিসে নেই কি, পান্তা ভাতে ঘি॥

হাতী ঘোড়া গেল তল, বেতো বলে হাঁটু-জল॥

কত শত গেল রথী, শেওড়াতলার চক্কোত্তি॥

মানুষের যোগ্যতার চেয়ে আশা বেশি, তাই সাধের অন্ত নেই—

মনে বড় সাধ, চড়ব বাঘের কাঁধ॥

কত সাধ যায় রে চিতে, মলের আগায় চুট্‌কি দিতে॥

কত সাধ যায় রে চিতে, ফোগলা দাঁতে মিশি দিতে॥

কত সাধ যায় রে চিতে, বেগুন গাছে আঁক্‌শি দিতে॥

সাধ করেছেন কাও, পাকলে খাবেন ডাঁও॥

সাধ যায় বাদশা হতে, খোদা মেগে দেয় না খেতে॥

সাধ করে বেধ'লাম কান, কাঠি দিতে যায় প্রাণ॥

চন্দ্র সুর্য্য অস্ত গেল, জোনাকির পোঁদে বাতি।
মোগল পাঠান হদ্দ হ'ল ফারসী পড়ে তাঁতী॥

বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি॥

বারো হাত কাপড়ের তেরো হাত দশী॥

ছেলের চেয়ে ছেলের গু ভারী॥

বাহিরে জলুস ভিতরে ফাঁকা, ব্যর্থ আত্মম্ভরিতা বা হাম্‌বড়াই—ইহাও এক শ্রেণীর ন্যাকামি, বোকামি, ভণ্ডামি বা ভড়ং, যাহা বিবিধ প্রকারে দেখা দেয়; তাই এ সম্বন্ধে বিবিধ প্রকারের প্রবাদের শেষ নাই,—

বাইরে কোঁচা লম্বা, ভেতরে অণ্ডরম্ভা॥

বাইরে কোঁচার পত্তন, ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন॥

ভেতরে ফাঁক যত যার, বাইরে ঢাকা তত তার॥

ঘরে নেই ভাত, কোঁচা তিন হাত॥

ঘরে নেই ঘটিবাটি, কোমরে মেলাই চাবিকাঠি॥

ঘরে নেই ভাজাভুজা, নিত্য করেন গোঁসাই-পূজা॥

ঘরে নেই ভাত, দোরে চাঁদোয়া॥

ইটে নেই, ভিটে নেই, চৌধুরীর পুত॥

ইটে নেই, ভিটে নেই, বাইরে মর্দ্দানি॥

পোঁদে নেই চাম, চৌধুরী নাম॥

চৌধুরী চৌধুরী বড় নাম, ছাগলে চিবায় পোঁদের চাম॥

পোঁদে নেই ইন্দি, ভজ রে গোবিন্দি॥

উদ্ খেতে ক্ষুদ নেই, নেউলে বাজায় শিঙে॥

আলা এলে, ডালা এলে, মুই পুতের মা।
পাইক এলে, পেয়াদা এলে, মুই কিচ্ছু না॥

জপের সঙ্গে খোঁজ নেই ফটিকে রাঙা থোপ॥

ফুটানির মামা, ভিতরে কপনি উপরে জামা॥

পেটে ভাত নেই, ঠোঁটে আল্‌তা॥

ছুঁচোর গোলাম চামচিকে, তার মাইনে চোদ্দ সিকে॥

ফেন দিয়ে ভাত খায়, গল্পে মারে দই।
মেটে হুঁকোয় তামাক খায়, গড়গড়াটা কই॥

খ'ড়ো ঘরে ঝাড় টাঙান॥

মেটে দেওয়ালে পাঁকীর কাজ॥

ঘরে শাকসজনা, বাইরে বাবুয়ানা॥

পরের ঘরে খায় দায়, আঠারো মাসে বছর যায়॥

পেট ভরে না ভাতে, সোনার আংটি হাতে॥

পরবার নেঙ্‌টি নেই, দরগায় যেতে যায়॥

বাঁচতে পায় না ভাত কাপড়, মরতে হ'ল দানসাগর ॥

যার মোটে বিয়ে হয় নি, তার ঠাকুরঝি বলবার সাধ ॥

চাল নেই, তার ধুচ্‌নি নাড়া, নাক নেই, তার নথ নাড়া ॥

খেতে পায় না শাকসজনা, ডাক দিয়ে বলে ঘি আন না ॥

তপ্ত ভাতে নুন জোটে না, পান্তা ভাতে ঘি ॥

ভাত পায় না কুঁড়োর নাগর, আমানি খেয়ে পেটটা ডাগর ॥

ভাত পায় না, মল প'রে নাচে ॥

ক্ষুদের জাউ পায় না, ক্ষীরের জন্য কাঁদে ॥

ক্ষুদ পায় না, মলুকারে কাঁদে ॥

পোঁদ নেঙ্‌টা মাথায় ঘোমটা ॥

ফোগলা দাঁতে মিশি, জিল দেখিয়ে হাসি ॥

গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল ॥

ছাতার বলে—গাঁ আমার ॥

চাল নেই, চুলো নেই, হাটের মাঝে রাজত্ব ॥

ঢাল, না তলবার, নিধিরাম সর্দ্দার ॥

নিনুর পিরানে আত্মারাম সরকার ॥

কুকুর কি জানে তুলসী বন, ঠেঙ তুলে মুততে মন ॥

যত ছিল নাড়াবুনে, হ'ল সব কীর্ত্তুনে ॥

বাপ মেরেছে উকুন তাই ছেলে ধনুর্দ্ধর ॥

মায়ের নাম পোঁটাচুন্নী, ছেলের নাম চন্দনবিলাস ॥

ঘুঁটেকুড়ুনীর বেটা ভাঙাগাঁয়ের মোড়ল ॥

কোন কালে নেইক গাই, চালুনি নিয়ে দুইতে যাই ॥

চুল নেই, তার পেটো পাড়া ॥

চুলের সঙ্গে খোঁজ নেই, তার বোঝা পাঁচ ছয় দড়ি ॥

ছাই পায় না, মুড়কি জলপান ॥

মা পায় না ছেঁড়া কাঁথা সেলাই করবার সুতো।
বেটার পায়ে দেখ গিয়ে চোদ্দ সিকের জুতো॥

মা বেচে খায় কলমিশাক, বেটার মাথায় ফরমেসে পাগ॥

বড় গাঁ, তার মাঝের পাড়া, বড় নাক তার নথনাড়া॥

বড় বাড়, তার ঢেঁকিশালা॥

বাড়ির মধ্যে একটি ঘর, তার আবার সদর অন্দর॥

কালি নেই, কলম নেই, বলে—আমি মুনশী॥

আমি কি নেড়ী-ভেড়ী, আমার পাঁচখানা কাপড় ধোপার বাড়ি॥

কানকাটা কই তালগাছ বায়, কালামুখ নিয়ে দরবারে যায়॥

ছাঁচের জলে খাবি খায়, সমুদ্দর পার হতে চায়॥

ভাত রোচে না, রোচে মোয়া, চিঁড়ে রোচে পোয়া-পোয়া॥

বড় নাক, তার গোঁফের বাহার॥

ভারি বিয়ে, তার দুপায়ে আলতা॥

গাজনের নেই ঠিক ঠিকানা, তবু বলে ঢাক বাজা না॥

শিবের সঙ্গে খোঁজ নেই, গাজনের ঘটা॥

ছিল নাক ঘেঁটুপুজো একেবারে দশভুজো॥

তিন দিনের যুগী, তার পা পর্য্যন্ত জটা॥

খুস্‌কিতে তেল নেই, কলাবড়ার সাধ॥

বাপের বয়সে কলমা নেই, পাঁজা ভরা দাড়ি॥

বাপ বলবার নাম নেই, হিদে জোলার নাতি॥

বিষহারা ঢোঁড়া, তার গর্জ্জন দেশজোড়া॥

আরশুলা আবার পাখী॥

তেলাপোকা আবার পাখী, ভেরণ্ডা আবার গাছ॥

বিষ নেই কুলোপানা চক্কর॥

হেলে ধরতে পারে না, কেউটে ধরতে চায়॥

হায় রে আমড়া, আঁটি আর চামড়া ॥

আপনি গেলে ঘোল পায় না, বেঁশোকে পাঠায় দুধের তরে ॥

আপনি পায় না শঙ্করাকে ডাকে ॥

আমি বেহায়া পেড়েছি পাত, কোন্ বেহায়া না দেয় ভাত ॥

দুর্গাপুজোয় শাঁক বাজে না, ষষ্ঠীপুজোয় ঢোল ॥

ঘণ্টা বাজিয়ে দুর্গোৎসব, ইতুপুজোয় ঢাক ॥

নিত্য চাষার ঝি, বেগুন-ক্ষেত দেখে বলে—এ আবার কি ॥

ছিল ঘুটে-কুড়োনী, পেয়েছে রাজপুত্তুর বর।
মুড়ি মুড়কি দেখে বলে—কি গাছের ফল ॥

কাঠ-কুড়োনীর মেয়ে, রাজা আনলে ঘরে।
খাট পালঙ্গ দেখে দেখে হেসে হেসে মরে ॥

সুতরাং মরদের মুরদের বলিহারি প্রায়ই শোনা যায়—

মরদ চলেছে পথে, দুব্বার কোস্তা হাতে ॥

মরদ বড় তেজী, তাড়া করেছে বেঁজি ॥

মরদ বড় ভারী, তার তেড়া পাগড়ি ॥

মরদ বড় হেঙ্গা, তার শনকাঠিখান ঠেঙ্গা ॥

মুরদ বড় মান, তার ছেঁড়া দুটো কান ॥

তিনি আছেন রাজপথে, দুব্বো ঘাসের কোঁৎকা হাতে ॥

গজপৃষ্ঠে যে বা যায়, ফেউ দেখে সে ডরায় ॥

মুরদের নেই সীমে, রথ দিয়েছে নিমে ॥

জন্মের মধ্যে কর্ম্ম নিমুর চৈত্র মাসের রথ ॥

বড় বড় বানরের বড় বড় পেট, লঙ্কা ডিঙোতে সব মাথা করে হেঁট ॥

মরদ বটি, চিঁড়ে কুটি, যখন যেমন তখন তেমন ॥

একশ কোঁড়া গুণে খান, ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান ॥

কচুর বেটা ঘেঁচু, বড় বাড়েন ত মান ॥

আমার নাম রণরঘু, ভিটাতে চরাই ঘুঘু ॥

আমার নাম নিতাই, এক খাই এক থিতাই॥

পূর্ণিমার চাঁদ দেখে তেঁতুল হ'ল বঙ্ক,
গেঁড়ি গুগলি বলে এরা—আমরা শঙ্খ।

ডেংরা কাক বলে—আমি করব একাদশী,
লেজকাটা কুকুর বলে—যাব বারাণসী॥

পরচ্ছিদ্রের অন্বেষণ মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা, কিন্তু আত্মচ্ছিদ্রের কথা মনে থাকে না—

চালুনি বলে—ছুঁচ, তোর পোঁদ কেন ছেঁদা।
আপন দোষ দেখেন না যার সর্ব্বাঙ্গেই বেঁধা॥

পরের দোষ আকাশ জোড়া, আপন দোষ ছোটো।
চালুনি বলে—ধুচনি ভায়া, তুমি বড় ফুটো॥

চালুনির পোঁদ ঝর ঝর করে, চালুনি ছুঁচের বিচার করে॥

ওল বলে—মানকচু ভায়া, তুমি নাকি লাগ॥

গুয়ে বলে—গোবরদাদা, তোর গায়ে বড় গন্ধ॥

রসুন বলে—কাঁচকলা ভাই, তোর বড় খোসা॥

আনারস বলে—কাঁঠাল ভাই, তোর গা বড় খস্‌খসে॥

পেঁচা পিঁপড়েকে বলে—সর লো সর, থেবড়ামুখী॥

আপ্তচ্ছিদ্র ন জানাতি, পরচ্ছিদ্র পদে পদে॥

পরের ছিদ্র বেল, নিজের ছিদ্র সরষে॥

ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে, সবার একদিন আছে শেষে॥

আজ খেয়ে নেড়া নাচে, কালকে গোবিন্দ আছে॥

সুতরাং, আপন ও পর এই পার্থক্যের প্রতি মানুষের মন খুবই সজাগ। এ সম্বন্ধে বহুসংখ্যক প্রবাদ আছে, তাহার কতকগুলি এখানে চয়ন করা যাইতে পারে—

আপনি রাঁধি, আপনি খাই, আপনি তার বলিহারি যাই॥

আপন বেলা আঁটাআঁটি, পরের বেলা দাঁত-কপাটি॥

আপন বেলা চাপন-চোপন, পরের বেলা ঝুরঝুরে মাপন॥

পরের ভিটায় জরিপ এলে—মাপ রে মাপ।
নিজের ভিটায় জরিপ এলে—বাপ রে বাপ॥

আপনার বেলায় ছ কড়ায় গণ্ডা, পরের বেলায় তিন কড়ায় গণ্ডা॥

আপনারটিতে খোদার দোহাই, পরেরটিতে আন্ খাই॥

তোরে, না, মোরে, প্রতি ঘরে ঘরে॥

আপন চোখে সোনা বর্ষে, পরের চোখে রূপা।
যত লোকে কথা কয় গাপা আর গুপা॥

আপন ছাগল বেঁধে রাখি, পরের ছাগল ছেড়ে দিই॥

আপন ঘোল কেউ টক বলে না॥

আপন কোলে ঝোল সবাই টানে॥

আপন কোটে পাই, চিঁড়ে কুটে খাই॥

আপনি বড় ভালো, তাই পরকে বলে কালো॥

আপন বগলে গন্ধ নেই, পরের বগলে গন্ধ॥

আপনার পানে চায় না শালী, পরকে বলে টেবো-গালী॥

আপনার হাতে পড়লে হাঁড়ি, ভাত রেখে আমানি বাড়ি॥

তোর ঢাকা থাক্, মোর বিকিয়ে যাক্॥

কাঁঠালটি আমায় দাও, বীচি গুণে কড়ি নাও॥

পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা॥

পরের মাথায় হাত বুলান॥

পরের গোয়ালে গোদান॥

পাসরে পাসরে মরি, পরের হাঁড়ির ভাত নিয়ে নিজের হাঁড়ি ভরি॥

আপনার কথা পাঁচ কাহন॥

পরের মাথা কেটে নাপিত॥

পরের মাথায় দিয়ে হাত, কিরা করে নির্ঘাত॥

পরের জিনিস পায়, হেগো পোঁদে খায়॥

পরের ধন, আপন ছালা, যত ইচ্ছা ভরে ফেলা॥

পরের ভাত, আপন হাত ॥

আপনি নেঙাই, পরকে ভেঙাই ॥

আমার নাম যমুনাদাসী, পরের খেতে ভালবাসি।
পরকে দিতে জ্বরে গা', পরের নিতে সরে গা' ॥

আমার দইয়ের এমনি গুণ, এক সের দইয়ে তিন সের নুন ॥

আপন ঘরের ধোঁয়ায় নিজের চোখ কাণা ॥

পরের ধনে পোদ্দারগিরি, লোকে বলে লক্ষ্মীশ্বরী ॥

পরের ধনে বরের বাপ ॥

পরের পিঠে বড় মিঠে ॥

পরের ভাতে কুকুর পোষা ॥

পরের কাপড়ে ধোপার নাট ॥

পরের ঘোল খাবার লোভে নিজে গোঁফ কামান ॥

পরের ঘি পেলে, প্রদীপ দেয় মেলে ॥

পরের ডাল, পরের চাল, নদে করেন বিয়ে ॥

পরের ছেলে ছেলেটা, খায় দেখ এতটা, বেড়ায় যেন বাঁদরটা।
নিজের ছেলে ছেলেটি, খায় শুধু এতটি, বেড়ায় যেন লাটিমটি ॥

পরের ফোড়া, ঢেঁকি দিয়ে গালা ॥

পরের ধন, আপনার পরমায়ু, কেউ অল্প ক'রে দেখে না ॥

পরের লেজে পা পড়লে তুলোপানা ঠেকে।
নিজের লেজে পা পড়লে কেঁক করে ডাকে ॥

কিন্তু পর আপন হয় না, পরকে বিশ্বাস নাই, পর-প্রত্যাশী হওয়া বা পরহিংসা বিড়ম্বনামাত্র—

পর আর পরমেশ্বর ॥

পরচিত্ত, অন্ধকার ॥

পরের মন, আঁধার কোণ ॥

আপন বুদ্ধিতে ফকির হই, পরবুদ্ধিতে বাদশা নই ॥

আপন বুদ্ধিতে তর, পরবুদ্ধিতে মর ॥

নিজের বুদ্ধিতে ভাত, পরের বুদ্ধিতে হাভাত ॥

পর-প্রত্যাশী নর, উপোস ক'রে মর ॥

পর-প্রত্যাশী ধন, পর নিয়ে গমন ॥

পর রেখে ঘর নষ্ট ॥

পরে দেবে চেয়ে, পেট ভরবে খেয়ে ?

পরের কথায় লাথি চড়, নিজের কথায় ভাত-কাপড় ॥

পরের ঘর ঢুকতে ডর, নিজের ঘর হেগে ভর ॥

পরের ছেলে খায়, আর পথ পানে চায় ॥

পরের সোনা দিও না কানে, কেড়ে নেবে হেঁচকা টানে ॥

পরের দুধে দিয়ে ফুঁ, পুড়িয়ে এলেন আপন মু' ॥

পরের দেখে তোলে হাই, যা ছিল তাও নাই ॥

নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ ॥

নিজে ম'রে জ্ঞাতির হাঁড়ি ফেলান ॥

পরের হাতে ধন, পেতে অনেকক্ষণ ॥

পরের মুখে ঝাল খাওয়া ॥

আপন চরকায় তেল দাও ॥

আপন ঘরে সবাই রাজা ॥

আপন কোটে কুকুরও বড় ॥

আপন মান আপনি রাখি,' কাটা কান চুল দিয়ে ঢাকি ॥

আপন মুখ আপনি দেখ ॥

আপনার কামার, আপনার খাঁড়া, যেখানে পড়াবি, সেইখানেই পড়া ॥

ছিঁড়ি কুটি নিজের সুত, মারি ধরি নিজের পুত ॥

আপন বোন ভাত পায় না, শালীর তরে মোণ্ডা ॥

আপনার আপনি, ডোর আর কপনি ॥

আপনার হাত জগন্নাথ, পরের হাত এঁটোপাত॥

আপন ধন পরকে দিয়ে, দৈবকী বেড়ায় মাথায় হাত দিয়ে॥

আপন পাঁজি দিয়ে পরকে দৈবজ্ঞ বেড়ায় পথে-পথে॥

আপনি বাঁচলে বাপের নাম।
নিজে আগে সামাল কর, পরে গিয়ে পরকে ধর॥

নিজের আছে ত খাও, নইলে ফেলফেলিয়ে চাও॥

সময় গুণে আপ্ত পর, খোঁড়া গাধার ঘোড়ার দর॥

ফেল কড়ি, মাখ তেল॥

দয়া আছে, মায়া আছে, গলা ধরে কাঁদি।
আধ পয়সার আটটি কলা, পরাণ গেলেও না দি'॥

চাচাই বল, কাকাই বল, কলাটি পাঁচ কড়া॥

ফেল কড়ি, ত দেব বড়ি॥

ভালবাসার বিচিত্র পদ্ধতি ও নারী জাতির ভালমন্দ সম্বন্ধে প্রবাদের অভাব নাই, কিন্তু অধিকাংশরই বিদ্রূপ তীক্ষ্ণ ও তিক্ত। দাম্পত্য-প্রীতি ও দাম্পত্য-প্রহসনের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে, এখন প্রেম সম্বন্ধে সাধারণ কয়েকটি প্রবাদ তুলিয়া দেওয়া হইল—

যার ইষ্টি তার মিষ্টি॥

চোখে চোখে যতক্ষণ, প্রাণ পোড়ে ততক্ষণ॥

কাছে আছে যতক্ষণ, আমার আমার ততক্ষণ।
পথে গেলে পোড়ে মন, বাড়ি গেলে ঢন্ ঢন্॥

ভালবাসার এমনি গুণ, পানের সঙ্গে যেমন চুণ।
বেশি হ'লে পোড়ে গাল, কম হলে লাগে ঝাল॥

পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ, সে পিরীতে কিবা কাজ॥

মনেরে পাথর করে যেই, পিরীত-পথের পথিক সেই॥

যার সঙ্গে যার মজে মন, কিবা হাড়ী কিবা ডোম॥

যারে যেমন গড়েছে বিধি, সেই ভাতারের পরম নিধি॥

পিরীতের নৌকা পাহাড়েও চলে॥

চেতনেতে অচেতন, পিরীতে যার টানে মন॥

পিরীত যখন জোটে, ফুট্‌কড়াই ফোটে।
পিরীত যখন ছোটে, ঢেঁকিতে ফেলে কোটে॥

পিরীত আর গীত, জোরের কাজ নয়॥

পিরীত থাকলে তেঁতুলপাতায় দু'জন শোয়া যায়।
অপিরীতে মানপাতায় জায়গা না কুলায়॥

পিরীত, আগুন, কাশ, রয় না অপ্রকাশ॥

পিরীতের কত খেলা বুঝে ওঠা ভার।
চুলের সাঁকোয় তুলে দিয়ে করল সাগর পার॥

পিরীতের পেত্নীও ভাল॥

মিষ্টির মধু, ইষ্টির বধু॥

অতিভাব যেখানে, নিত্যি যাবে সেখানে।
যদি যাবে নিত্যি, ঘটবে একটা কীর্ত্তি॥

যেখানে কম জোর, সেখানে ছেঁড়ে ডোর॥

যেখানে নেই আসল মায়া, সেইখানেই বেশি আহা॥

পুরুষ আর স্ত্রী, আগুন আর ঘি॥

ভাবে ডগ্‌মগ্‌ তেলাকুচো, হেসে মরে যত কালো ছুঁচো॥

যেখানে গুড়, সেখানে পিঁপড়ে॥

মধুপান করতে পারি, মাছির কামড় সইতে নারি॥

কিন্তু যাঁহারা পুরুষের ব্যাখ্যা করেন ও বলেন—'পুরুষের ভালবাসা, মোল্লার মুরগী পোষা'—সেই মেয়েদের স্বরূপ ও গুণ কীর্তন. অনেক সময় মেয়েদেরই মুখে, কিছু কম যায় না, বরং মাঝে মাঝে ভব্যতার বাহিরে চলিয়া যায়—

গড় করি মেয়েদের পায়, ধানভানা চাল ঠাকুরে খায়॥

নারীর বল, চোখের জল॥

তুফানে যে হাল ধরে না, সেই বা কেমন নেয়ে।
পড়লে কথা বুঝতে নারে, সেই বা কেমন মেয়ে॥

ধার বোঝে না, চর বোঝে না, সেই বা কেমন নেয়ে।
টিপ বোঝে না, টাপ বোঝে না, সেই বা কেমন মেয়ে॥

তিন মাইয়া যেখানে, কাজীর বিচার সেখানে॥

নদী, নারী, শৃঙ্গধারী—এ তিনে না বিশ্বাস করি॥

সিঁড়ি, তুমি কার? যে যায় তার॥

ঝাল, টক আর কড়া ভাতার॥

ছাঁদন-দড়ি গোদা-বাড়ি, যে আমার আমি তারি॥

নাও, ঘোড়া, নারী, যে চড়ে তারি॥

মেয়ে চিনি হাসে, পুরুষ চিনি কাশে॥

যার হাতে খাইনি, সে বড় রাঁধুনী।
যার সঙ্গে ঘর করিনি, সে বড় ঘরণী॥

গরবের গরবিনী, এই পরেন নাকে নথ, এই পরেন কানে॥

সতী হ'লি কবে? না, সে মরেছে যবে॥

জন্ম গেল ছেলে খেয়ে, আজ বলে ডান॥

সব জন্তু মোট বয়, ধরা পড়েছে গাধা।
সবাই সতী কবলায়, ধরা পড়েছে রাধা॥

সবে মিলে খাবে ননী, বাঁধা পড়বে নীলমণি॥

শনিবারেও হাট, রবিবারেও হাট।
সহজে রাধা কলঙ্কিনী, বুক চিতিয়ে হাঁট॥

মাগ ভাতারে দেখা নেই, ষষ্ঠীপুজোর ধুম॥

যতই কর শিব-সাধনা, কলঙ্কিনী নাম যাবে না॥

নষ্টনারীর পরিচয়, বুদ্ধিগুণে সতী হয়॥

মাছ খায় না যত্নী, পাতে তিনটে খল্‌সে।
কি করে না যত্নী, কোণে তিনটে মিন্‌সে॥

সকল ব্রত করলে যশী, বাকি আছে ভীম একাদশী॥

সকল পাখীতে মাছ খায়, মাছরাঙার কলঙ্ক॥

বার করলাম, ব্রত করলাম, স্বর্গে দিলাম বাতি।
যুবকালে রঙ্গ করে বৃদ্ধকালে সতী॥

বেরিয়ে এলাম, বেশ্যা হলাম, কুল করলাম ক্ষয়।
এখন কিনা ভাতার শালা ধমকে কথা কয়॥

বারো কাঁদি নারকেল, তের কাঁদি কলা।
আজ আমাদের রাণীর উপবাসের পালা॥

ভবী হ'ল বনবাসী, বাসনকোসন একরাশি॥

ভাবুনী লো ভাবুনী, তোর ঘর পুড়ে যায়।
যাক্‌গে মোর ঘর পুড়ে, মোর ভাবন বয়ে যায়॥

মিষ্টি লাগল ছাঁই (=পিঠের পুর), স্বামী-পুতকে নাই॥

লাজের বুড়ী আগে হাঁটে॥

লোকলজ্জায় রাঁধি-বাড়ি, পেটের জ্বালায় খাই।
লজ্জাসরম আছে ব'লে কাপড় প'ড়ে যাই॥

সাত রাঁড়, এক এয়ো, যার কাছে যাই সেই বলে—আমার মত হয়ো॥

সাতভাতারী সাবিত্রী॥

ভাবনা কি তোর, হাবী, তোর পেটের তলায় যে ধন আছে
তাই ভাঙিয়ে খাবি॥

ভাল ভাল ক'রে গেনু কালোর মার কাছে।
কেলের মা বলে—আমার বেটার সঙ্গে আছে॥

ভালমানুষের কাছে ব'সে খাই গুয়াপান।
অমানুষের কাছে গিয়ে কাটাই দুটি কান॥

কপালে ছিটে-ফোঁটা, তুম্ব ঝুলি হাতে।
মাইরি দিদি, তোর মাথা খাই, কিছু নেইক তাতে॥

দেখে গেছ সেই, নিয়ে বসেছি এই, তবু আবাগীরা বলে কতই খাই॥

কাঁকালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে কে, কাল মঙ্গলবার করবে যে।
ও ত বরং দাঁড়িয়ে আছে, আমার শুনে কাঁকাল ভেঙে গেছে॥

দেখে যা পাড়ার লোক চোরের দাগাদারি।
যে ঘরেতে রাঙা বউ, সেই ঘরেতে চুরি॥

নাক নেই বেটীর নথের সখ, ফেল্‌না বেটীর কত ঠমক॥

মরদের জিদে বাদশা, মাইয়ার জিদে বেশ্যা॥

এইরূপ সাংসারিক জীবনের বিবিধ বিষয়ের বিবিধ প্রবাদ প্রচলিত আছে। উপরের উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে যে, একই ধরণের বা মূলত একই বিষয়বস্তু লইয়া, নানা অভ্যস্ত পদার্থের চিত্র অবলম্বন করিয়া, একাধিক প্রবাদ-বাক্য রচিত হইয়াছে। আগে আমরা ছুঁচ ও চালুনি সম্বন্ধে সুপরিচিত প্রবাদের বিভিন্ন রূপান্তর দেখিয়াছি, তেমনই—

উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ॥

এই সুপ্রসিদ্ধ প্রবচনটি বিবিধ সরস রূপে দেখিতে পাই—

হাটে কলা, নৈবেদ্যায় নমঃ॥

গাছে ফুল, শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ॥

ফাটলে পড়ল নাড়ু, গোপালায় নমঃ॥ ইত্যাদি

অল্প যে তুচ্ছ নয় বা অল্পেও বৈশিষ্ট্য আছে, এ সম্বন্ধে অনেকগুলি একই ধরণের প্রবাদ আছে— .

অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী॥

অল্প আগুনে শীত হরে, বেশি আগুনে পুড়িয়ে মারে॥

অল্প বৃষ্টিতে কাদা হয়, অনেক বৃষ্টিতে সাদা হয়॥

অল্প মারে কাঁদে বাঁদী, অল্প বোঝায় ফাটে চাঁদি॥

বোঝার ওপর শাকের আঁটি॥

অল্প শোকে কাতর, অনেক শোকে পাথর॥

অল্প জলের মাছ, ফরফরানি বেশি॥

আধ গাগরী জল, করে ছলছল॥

অল্প আগুনে তামাক খাওয়া, আর ছোট লোকের খোসামোদ করা॥

অনেক খাবে ত অল্প খাও, অল্প খাবে ত অনেক খাও॥

ধানি লঙ্কা॥

সরষের দানা ছোট হ'লেও, ঝাল কম নয়॥

ছোট কলসীর বড় কানা॥

সজনে শাক বলে—আমি সকল শাকের হেলা।
আমার খোঁজ পড়ে কেবল টানাটানির বেলা॥

ছোট কাঁটাটি ফোটে পায়, তুলে ফেল, নইলে দায়॥ ইত্যাদি।

একধর্মী লোকের পরস্পর সাঙ্গত্য প্রবাদ-প্রসিদ্ধ কৌতুকের বিষয়—

চোরে চোরে মাসতুতো ভাই॥

চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা, শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল॥

আমে দুধে এক হয়, আদাড়ের আঁটি আদাড়ে যায়॥

যেমন উনোনমুখো দেবতা, তেমনি ঘুঁটে ছাই নৈবেদ্য॥

যেমন গুরু তেমনি চেলা, টক ঘোল তার ছেঁদা মালা॥

যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল॥

যেমন হাঁড়ি তেমনি শরা, যেমন নদী তেমনি চড়া॥

এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ কব কার॥

সুতরাং বিপদের ঘরে ব্যাথার ব্যথীর অভাব নাই—

কান কাঁদেন সোণা রে, সোণা কাঁদেন কান রে॥

তুই খল্‌সে, মুই খল্‌সে, একই বিলের মাছ।
তোর মরণে মরব আমি, আমার কোমর ধ'রে নাচ॥

কিন্তু পরস্পরের চালাকি পরস্পরের অবিদিত নয়—

কানের সোণা কান কাটে॥

তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে।
তুমি ফের ডালে ডালে, আমি ফিরি পাতে॥

আমায় না দিয়ে খাবে ননী, কত ধন বাঁধবে, ধনী॥

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কতকগুলি জনশ্রুতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য,

যাহার মধ্যে সহজ প্রাত্যাহিক অভিজ্ঞতা স্বল্প কথায় ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে—

আঁতে তেতো, দাঁতে নুন, পেট খালি এক কোণ।
এবেলা ওবেলা শৌচে যায়, তার কড়ি কি বৈদ্যে খায়॥

খেয়ে হাগে, শুয়ে জাগে, তার গত্তি কভু না লাগে॥

খায় না খায় সকালে নায়, হয় না হয় তিনবার যায়।
তার কড়ি কি বৈদ্যে খায়॥

সকাল বিকাল নিকাল দেয়, তার কড়ি কি বৈদ্যে খায়॥

একবার যায় (=শৌচে যায়) যোগী, দুবার যায় ভোগী,
তিনবার যায় রোগী॥

সকালে শুয়ে সকালে উঠে, তার কড়ি না বৈদ্যে লুঠে॥

কানে কচু, চোখে তেল, তার বাড়ী না বৈদ্য গেল॥

নিমনিসিন্দা যেথা, মানুষ মরে না সেথা॥

তাল, তেঁতুল, দই, বৈদ্য বলে ওষুধ কই॥

পুঁই, কচু, ঘেসো, তিন আমাশার মেসো॥

কখনো খেও না ওলে আর ঘোলে, কখনো ভুলো না ঢেমনার বোলে॥

মুড়ি আর ভুঁড়ি, সব রোগের গুঁড়ি॥

শাক, অম্বল, পান্তা, তিন ওষুধের হন্তা॥

তেমনই অভিজ্ঞতার নির্যাস-স্বরূপ অবাঞ্ছিত ব্যক্তির বা অযশস্কর কার্যের কতকগুলি উপাদেয় ফিরিস্তি পাওয়া যায়। ইহার দুই চারটি পূর্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে, আরও কয়েকটি যথেষ্ট কৌতুকজনক—

ছেঁদা ঘটি, চোরা গাই, পাপ পড়শী, ধূর্ত্ত ভাই।
মূর্খ ছেলে, মাগ নষ্ট, এ ছয়টি বড় কষ্ট॥

নদীর ধারে চাষ, বালির ওপর বাস।
সু-অদৃষ্টের আশ, নারীর মুখের হাস।
এর ওপর যার বিশ্বাস, তার সাতপুরুষে কাটে ঘাস॥

তাস, তামাক, পাশা, এ তিন কর্ম্মনাশা॥

আহার, নিদ্রা, ভয়, যত কর তত হয়॥

চোর, ছিনার, চোপায় দড়, আগে যায় শীতলা মাড় (=মন্দির)॥

টাক, প্রকৃতি, গোদ, ম'লে হয় শোধ॥

তাল, তেঁতুল, মাদার, তিনে দেখায় আঁধার॥

তাল, তেঁতুল, কুল, তিনে বাস্তু নির্ম্মূল॥

ঘোল, কুল, কলা, তিনে নষ্ট গলা॥

আগে হাঁটে, পাঁটা কাটে, পিদ্দিম উস্‌কোয়, দই বাঁটে।
ভাণ্ডারী, কাণ্ডারী, রাঁধুনী বামুন, যশ পায় না এই সাতজন॥

আগে হাঁটুনী, পান-বাঁটুনী, বউয়ের ধাই, এ তিনের যশ নাই॥

টেরা চোখ, মাথায় টেরি, পিঠে কুঁজ, গলায় গড়গড়ি।
দুচোখ ডাঁসা, এক চোখ কাণা, বজ্জাতের এই নিশানা॥

ওল, কচু, মান, এ তিন সমান॥

জন, জামাই, ভাগনা, তিন নয় আপনা॥

উই, ইঁদুর, কুজন, ভাল ভাঙে তিনজন॥

সাপ, শালা, জমিদার, এ তিন নয় আপনার॥

কানা, খোঁড়া, কুঁজো, তিন চলে না উজো॥

কানা, কুঁজো, খোঁড়া, তিন অসতের গোড়া॥

কানা, খোঁড়া, একগুণ বাড়া॥

ঘরের পাপ বুড়ী, পেটের পাপ মুড়ি॥

ঘরের শত্রু কানা, পুকুরের শত্রু পানা॥

পেঁয়াজ, ধুম, নষ্ট নারী, চক্ষে আনে অশ্রুবারি॥

রোগের শেষ, আগুনের শেষ, শত্রুর শেষ, ঋণের শেষ রাখতে নেই॥

তেমনই হেমন্তকালে প্রশস্ত হইতেছে—

তেল, তামাক, তপন, তুলা, তপ্তভাতে ঘি।
পাছুড়ি (=উত্তরীয় বস্ত্র), খিচুড়ি, আর শ্বাশুড়ীর ঝি॥

সব সময়ে ভাল যাহা, তাহারও তালিকা পাওয়া যায়—

উচ্ছের কচি, পটোলের বীচি, শাকের ছা, মাছের মা॥

শাকের মধ্যে পুঁই, মাছের মধ্যে রুই।
ধানের মধ্যে কট্‌কী, বউয়ের মধ্যে ছোট্‌কী॥

মাছের মধ্যে রুই, শাকের মধ্যে পুঁই, মানুষের মধ্যে মুই॥

কুটুমের মধ্যে শালা, গয়নার মধ্যে বালা।
সাজের মধ্যে মালা, বাসনের মধ্যে থালা॥

কচি পাঁটা, পাকা মেষ, দইয়ের আগা, ঘোলের শেষ॥

কালি, কলম, মন, লেখে তিন জন॥

ছুঁচ, সোহাগা, সুজন, ভাঙা গড়ে তিনজন॥

জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে, তিন বিধাতা নিয়ে॥

জল জল ইন্দ্রের জল, বল বল বাহুর বল॥

ফলের মধ্যে আম্রফল, জলের মধ্যে গঙ্গাজল॥

দুগ্ধ, শ্রম, গঙ্গাবারি, এ তিন বড় উপকারী॥

ইষ্টকালয়, শ্যামা নারী, বটচ্ছায়া, কূপবারি॥

পাঁচ

অনেকগুলি সংস্কৃত বাক্যাংশ এত প্রচলিত যে সেগুলি প্রায় বাংলা প্রবাদ হইয়া গিয়াছে; যেমন—'শুভস্য শীঘ্রম্', 'মধুরেণ সমাপয়েৎ', 'গতস্য শোচনা নাস্তি', 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ', 'নারাণাং মাতুলক্রমঃ', 'স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ংকরী', 'অন্নচিন্তা চমৎকারা' ইত্যাদি। কিন্তু কতকগুলি বাক্য আবার সংস্কৃত হইতে বাংলায় আসিবার সময় কিঞ্চিৎ বেশ-পরিবর্তন করিয়া লইয়াছে; যেমন 'কা কস্য পরিদেবনা' বাক্যটি 'কা কস্য পরিবেদনা' হইয়া অধিকতর সুবোধ্য ও সচল হইয়াছে। আরও কৌতুককর পরিবর্তনের উদাহরণ হইতেছে—'একেন পাপ, শতেন পাপ', 'আপ্তাচ্ছিদ্র ন জানাতি পরচ্ছিদ্র পদে পদে', 'মুখেন মারিতং জগৎ',

'ন চাষা সজ্জনায়তে', 'গয়ংগচ্ছরূপে চলা', 'মূর্খস্য নাস্ত্যৌষধম্' স্থলে 'মূর্খস্য লাঠ্যৌষধম্', 'কতরং বা ভাবষ্যাতি' স্থলে 'কত রম্ভা ভবিষ্যতি, আরো কিবা আছে গতি' প্রভৃতি আধা-সংস্কৃতের টুকরা, অথবা সংস্কৃত ও বাংলার অপূর্ব ও সরস খিচুড়ি। আবার কতকগুলি বাংলা প্রবাদ স্পষ্টই সংস্কৃতের অনুবাদ, যেমন—

মাথা নেই তার মাথাব্যথা,—শিরো নাস্তি শিরোব্যথা॥

দুর্ভিক্ষ অল্পকাল, স্মরণ থাকে চিরকাল,—
দুর্ভিক্ষমল্পং স্মরণং চিরায়॥

আশা আশা পরম সুখ, নিরাশাই পরম দুখ,—
আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরম সুখম্॥

বৃহন্নলা সারথি যার, পরাজয় কোথা তার,—
বৃহন্নলা রথী যস্য কুতস্তস্য পরাভবঃ॥

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা,—কণ্টকেনৈব কণ্টকম্॥

কুপুত্র যদিও হয়, কুমাতা কখনো নয়,—
কুপুত্রাঃ কুত্রচিৎ সন্তি ন কদাপি কুমাতরঃ॥

এক চাঁদে জগৎ আলো,—একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি॥

এক চাকায় রথ চলে না,—যথা হ্যেকেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ॥

ঘি দিয়ে ভাজ নিমের পাত, নিম ছাড়ে না আপন জাত,—
পয়সা সিঞ্চিতো নিত্যং ন নিম্বো মধুরায়তে॥

এই ধরণের কতকগুলি প্রবাদ, ঠিক অনুবাদ না হইলেও, প্রাচীন ভাবের প্রতিধ্বনি করে। যেমন—

জামাইয়ের জন্যে মারে হাঁস, গুষ্টি শুদ্ধ খায় মাস॥

এই প্রবাদ-বাক্যে 'জামাত্রর্থং শ্রপিতস্য সূপাদেরতিথ্যুপকারকত্বং' এই লৌকিক ন্যায়ের ২৪ প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। কিন্তু মনে হয়, অপেক্ষাকৃত

---

২৪ সংস্কৃত লৌকিক ন্যায় ঠিক প্রবাদ নয়। যেমন, আধুনিক Hobbesian রাজনীতি war of every man against every man in a state of nature প্রতিফলিত হইয়াছে 'মাৎস্য ন্যায়ে'—এক মাছ অন্য মাছকে খাইয়া ফেলে,—কিন্তু ইহা প্রবাদ নয়।

আধুনিক সময়ে পণ্ডিতেরাও যেমন কতকগুলি সংস্কৃত বাক্যকে বাংলা করিয়াছেন, তেমনই কতকগুলি বাংলা বাক্যকেও চলতি সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়াছেন। যেমন—

চালে ফলে কুষ্মাণ্ড, হরির মায়ের গলগণ্ড॥

এই প্রবাদ-বাক্যকে বেবাক্ পণ্ডিতী সংস্কৃতে করা হইয়াছে—

চালে ফলতি কুষ্মাণ্ডং হরিমাতুর্গলে ব্যথা॥

এইরূপ হিন্দী, মৈথিলী প্রভৃতি ভাষা হইতেও অনেক প্রবাদ-বাক্য হয়ত বাংলায় গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু তাহা কতদূর বা কিভাবে হইয়াছে, তাহার আলোচনা হয় নাই। তবুও মনে হয়, এমন অনেক বাংলা প্রবচন আছে, যাহা ভাষান্তর হইতে আপন বেশে বা ছদ্মবেশে আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে বাংলা প্রবাদের আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা যাইতে পারে। পরিচিত পৌরাণিক ঘটনা, বস্তু বা ব্যক্তি উপলক্ষ্য করিয়া বাংলায় বহুসংখ্যক প্রবাদ-বাক্য বা বাক্যাংশ প্রচলিত আছে, যাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রবাদের মধ্যে আমরা পাই—রামায়ণ-বিষয়ক—

একা রামে রক্ষা নেই, সুগ্রীব তার দোসর॥

আজ মরে লক্ষণ, ওষুধ দেয় কখন॥

রাম মারলেও মারবে, রাবণ মারলেও মারবে॥

রাম না হতে রামায়ণ॥

এক নিঃশ্বাসে সাতকাণ্ড রামায়ণ॥

সাতকাণ্ড রামায়ণ প'ড়ে সীতা কার ভার্য্যা॥

কালনেমির লঙ্কাভাগ॥

কোথায় রাম রাজা হবে, কোথায় রাম বনবাসে যাবে॥

বড় বড় বানরের বড় বড় পেট।
লঙ্কা ডিঙোতে সব মাথা করে হেঁট॥

সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই॥

যে যায় লঙ্কায়, সে হয় রাবণ॥

রাবণের দোষে সমুদ্র-বন্ধন॥

রাম লক্ষ্মণ দুটি ভাই, রথে চ'ড়ে স্বর্গে যাই॥

রামের বাণে মরি সেও ভাল, বাঁদরের দাঁতখিঁচুনি সয় না॥

রামের ভাই লক্ষ্মণ আর কি॥

ঘরের শত্রু বিভীষণ॥

লঙ্কায় সোণা সস্তা॥

লঙ্কায় গেলেন দরিদ্রা, নিয়ে এলেন হরিদ্রা॥

আমারি ভাই রাবণ রাজা, আমি শূর্পনখা।
ধরামাঝে এমন জোড়া পারিস যদি দেখা॥

লঙ্কা বহুদূর॥

লঙ্কায় রাবণ ম'লো, বেহুলা কেঁদে রাঁড় হলো॥

লঙ্কায় বাণিজ্য ক্ষেতের কোনা॥

কাঠবিড়ালের সাগর বাঁধা॥

রাবণের পুরী ছারখার॥

ঘরসন্ধানে রাবণ নষ্ট॥

যাবৎ সীতা তাবৎ দুঃখ, মরবে সীতা ঘুচবে দুঃখ॥

রাজ্য পেল রামচন্দর, কলা খেল যত বান্দর॥

এই যদি তোর ছিল মনে তবে সাগর বাঁধলি কেনে॥

তেমনই মহাভারত ও পুরাণ অবলম্বনে—

যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে॥

মহাভারত অশুদ্ধ হবে না॥

সখা যার জনার্দ্দন, তার সঙ্গে সাজে রণ?

বৃহন্নলা সারথি যার, পরাজয় কোথা তার॥

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ গেল, শল্য হ'ল রথী।
চন্দ্র-সূর্য্য অস্ত গেল জোনাকি ধরে বাতি॥

এক পালি ধানে মহাভারত॥

তোমারে মারিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে॥

কানু ছাড়া গীত নেই॥

না বিইয়ে কানাইয়ের মা॥

কত দুঃখের নীলমণি, জানে তা দিদি রোহিণী॥

রাজার নন্দিনী প্যারী, যা করে তা শোভা পায়॥

নিজের ধন পরকে দিয়ে, দৈবকী বেড়ায় মাথায় হাত দিয়ে॥

যশোদা কি ভাগ্যবতী, পরের পুত্রে পুত্রবতী॥

নাম কিনলেন যশোদারাণী, কুঁতিয়ে ম'ল দৈবকী॥

সবে মিলে খাবে ননী, ধরা পড়বে নীলমণি॥

সবাই সতী কবলায় ধরা পড়েছে রাধা॥

দেবতার বেলা লীলাখেলা, পাপ লিখেছে মানুষের বেলা॥

শিবের ষাঁড়কে কি বাঘে ধরে না॥

শিব গড়তে বাঁদর॥

সাপ মারলে শিবকে লাগে॥

শনির দৃষ্টি নাহি নড়ে, গণেশের মাথা খসে পড়ে॥

শবের দুঃখে শিব কাঁদে॥

থাকে যদি চূড়ো বাঁশী, রাধা হেন মিলবে দাসী॥

কেষ্ট বিষ্টুর মধ্যে একজন॥

যেমন দেবা, তেমনি দেবী॥

লক্ষ্মী হলেন লক্ষ্মীছাড়া, শঙ্কর ভিখারী॥

কৃষ্ণ কেমন? যার মনে যেমন॥

লক্ষ্মীর ঘরে কালপেঁচা॥

যেমন দেবী, তেমনি বাহন॥

শালগ্রামের ওঠা-বসা॥

তুলসীগাছে কুকুর মুতে, তবু পূজা হয় জগতে॥

রাখালসভাতে যা, রাজসভাতেও তা॥

লক্ষ্মীর মা ভিক্ষা পায় না॥

রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী॥

প্রবাদ-বাক্যাংশ হিসাবে কয়েকটি উদাহরণ—

অগস্ত্যযাত্রা। হরিহর-আত্মা। কংসমামার আদর। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড। লঙ্কাকাণ্ড। কুম্ভকর্ণের নিদ্রা। কুব্জার মন্ত্রণা। খাণ্ডবদাহন করা। গরবিণী রাই। সবেধন নীলমণি। গোকুলের ষাঁড়। চতুর্ভুজ হওয়া। জড়ভরত। জরাসন্ধ বধ। ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ। দক্ষযজ্ঞ। ত্রিভঙ্গ মুরারি। দর্পহারী মধুসূদন। লক্ষ্মীর পেঁচা। গোবর-গণেশ। ময়ূর-ছাড়া কার্তিক। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। দাতা কর্ণ। শকুনি মামা। দেবর লক্ষ্মণ। দুর্যোধনের মত জলস্তম্ভ ক'রে থাকা। লক্ষ্মণের ফল ধরা। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। বক-ধার্মিক। ধনুক-ভাঙা পণ। পিতামহ ভীষ্ম। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। পূতনা রাক্ষসী। শিব-রাত্রের সলতে। বিদুরের ক্ষুদ। বিন্দে দূতী। বিশ্বকর্মার ছুঁচ গড়া। বিশকর্মার বেটা বেয়াল্লিশকর্মা। ব্যাস-কাশী। ভূশণ্ডির কাক। নারদের ঢেঁকি। শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ। মুষল পর্ব্ব। যজ্ঞের ঘোড়া। রামের হনুমান। উদ্যোগ পর্ব্ব। রাবণের চিতা। সদাশিব। রাবণের বোন শূর্পনখা। ব্রজের দুলাল। নাড়ুগোপাল। ঠুঁটো জগন্নাথ। রামরাজ্য। হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গ। ইন্দ্রের ভুবন। কুরুক্ষেত্র। পরশুরামের কুঠার। কীচক বধ। গন্ধমাদন আনা। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ। কানায়ে ভাগনে। জটায়ু পক্ষীর রথগেলা। মতলব দ্বৈপায়ন হ্রদে ডুবিয়ে রাখা। গজকচ্ছপের যুদ্ধ।

অনেকগুলি প্রবাদে জাতীয় ইতিহাসের টুকরা রহিয়া গিয়াছে, যাহা অন্যত্র পাওয়া যায় না। যেমন—

হুসেন শাহের আমল॥

ধান ভানতে মহীপালের গীত॥

কানু ছাড়া গীত নেই॥

পিঁড়েয় ব'সে পেঁড়োর (=পাণ্ডুয়ার) খবর॥

মগের মল্লুক॥

হিল্লী দিয়ে দিল্লী যাওয়া॥

মোষের শিং ভেড়ার শিং, তারে বলি কি শিং।
সিংএর মধ্যে সিং ছিল এক গঙ্গাগোবিন্দ সিং॥

দিনে ডাকাতি॥

রাজা নবকৃষ্ণ আর কি॥

ঘোড়ার ক্ষুরে উড়ে গেল পলাশী পরগণা॥

নবাব খাঞ্জা খাঁ॥

তেমনই স্থানীয় ঘটনা, প্রথা বা ব্যক্তিবিশেষের কথা অনেক প্রবাদে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—

হরি ঘোষের গোয়াল॥

গোপাল সিংহের বেগার॥

লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন॥

রমানাথের এঁড়ে, বইবে না বইতে দেবেও না॥

দেড়বুড়ির ভাড়ানী, চাটগাঁয়ে বরাত॥

একে রামানন্দ, তায় ধুনার গন্ধ॥

কালে বাণুও পণ্ডিত হ'ল॥

ভুঁইশূন্য রাজা ক্ষেত্রমোহন॥

কুকুরের বিয়ের লাখ টাকা খরচ॥

উঠল বাই ত কটক যাই॥

নুনের ভাঁড়, তেলের ভাঁড়, তাকে কি বলি ভাঁড়।
ভাঁড়ের মধ্যে ছিল এক নদের গোপাল ভাঁড়॥

উদুখলে ক্ষুদ নেই, চাটগাঁয়ে বরাত॥

কালীঘাটের কাঙালী॥

কালীঘাটের চণ্ডীপাঠ॥

কুড়ের বাথান বৈদ্যনাথ॥

জগন্নাথের আটকে বাঁধা ॥

কালো হাঁড়ি, কেয়াপাত, তবে যাবি জগন্নাথ ॥

হাতে কড়ি, পায়ে বল, তবে চলি নীলাচল ॥

গৌরচন্দ্রিকা ॥

সামাজিক ইতিহাস, স্থানীয় গাল-গল্প বা রসিকতা—যাহাকে ফরাসী ভাষায় বলে blasons populaires,—অথবা প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যের কৌতুককর বর্ণনা বা বিদ্রূপ অনেক প্রবাদে স্পষ্ট পাওয়া যায়—

সাজা, বাজা, বেশ, বাংলা দেশে বেশ ॥

হুনুরে চীন, হুজ্জুতে বাঙ্গাল ॥

বাঙ্গাল মনুষ্য নয়, উড়ে এক জন্তু ॥

উত্তুরের মেয়ে, পূবের নেয়ে ॥

পশ্চিমে সাধু, পূবে বাবু, মাঝে মাঝে আছে কেবল কতকগুলি হাবু ॥

হিঁদুর বাড়ী, মোছলমানের হাঁড়ি ॥

মুখুটি কুটিল বর, বন্দ্যঘটি সাদা।
এদের মাঝে বসে আছেন চট্ট হারামজাদা ॥

ঘোষ, বোস, মিত্র, এরা কুলের অধিকারী।
অভিমানে বালীর দত্ত যান গড়াগড়ি ॥

উলোর মেয়ে কুলুজী, অগ্রদ্বীপের খোঁপা।
শান্তিপুরের হাতনাড়া, গুপ্তিপাড়ার চোপা ॥

আমড়া, কুমড়া, ধান, এই তিন নিয়ে বর্দ্ধমান ॥

লম্বা কোঁচা, কাছা টান, তবে জানবে বর্দ্ধমান ॥

কলাপাতা, কাঠের আঁটি, এই নিয়ে বৈদ্যবাটি ॥

বেটী, মাটি, মিথ্যাকথা, এই তিন নিয়ে কলকাতা ॥

কলকাতার ছিষ্টি, গুড়ে নেই মিষ্টি, তেঁতুলে নেই টক, কলকাতার ঢপ ॥

আঁকুড়া বাঁকুড়াবাসী, মুড়ি খায় রাশি রাশি ॥

পোস্ত, টক, কলাইয়ের ডাল, এই তিন বীরভূমের চাল ॥ ৮

ধান, খুন, খাল, তিন নিয়ে বরিশাল॥

চাল, চিঁড়ে, গুড়, তিন নিয়ে দিনাজপুর॥

কুমড়া, কাওয়ারী, নুর, এ তিন নিয়ে মেদিনীপুর॥

মুখে পান, হাতে চুণ, তবে জানবে মানভূম॥

তরকারিতে দেয় না নুন, বাড়ি কোথা না আমারুণ॥

কালো কাপড়, মাথায় চুল, বাড়ি কোথা না ভাটাকুল॥

দাঁতে মিশি, কাপড় বাসি, বাড়ি কোথা না কুড়মন পলাসী॥

বাঁকা সিঁথে, লম্বা ছোট, তবে জানবে পঞ্চকোট॥

তেল থাকতে রুখু গা, খরসান খাবি ত সামন্তভূম যা॥

রাঁড়, ষাঁড়, সন্ন্যাসী, তিন নিয়ে বারাণসী॥

কতকগুলি এমন প্রবাদ আছে যাহা সাময়িক আচার-ব্যবহার, লোকপ্রথা বা বিশ্বাস না জানিলে বোঝা যাইবে না। যেমন—'কুড়ে কৃষাণ অমাবস্যা খোঁজে'—এই বাক্যটি অমাবস্যায় হলচালনের নিষেধ হইতে প্রচলিত হইয়াছে।

আষাড়ে না হ'লে সুত, হা সুত জো সুত।
ষোলতে না হলে পুত, হা পুত জো পুত॥

কারণ, আষাড়ান্ত বেলা দীর্ঘকালস্থায়ী, তাই সুতা কাটিবার উপযুক্ত ও যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। অতিশয় অলস ব্যক্তিকে বুঝাইতে 'গোঁফ-খেজুরে', বা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দশজনে ষড়যন্ত্র করিলে 'দশচক্রে ভগবান্ ভূত', নির্ব্বুদ্ধিতার উদাহরণস্বরূপ 'খইয়ে বন্ধনে পড়া' প্রভৃতি প্রবাদ কোন কৌতুককর কাহিনী বা কিম্বদন্তী হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। পেটভাতায় বেগার দেওয়ার রেওয়াজ হইতে

বেকারের চেয়ে বেগার ভাল॥

বেগার-ঠেলা কাজ॥

অরাজ্যে বামুন বেগার॥

বেগারের দৌলতে গঙ্গা স্নান॥

দিল্লী ও-পার, ত নেই বেগার॥

প্রভৃতি বহু প্রবাদ রচিত হইয়াছে। মুসলমান আমলের কাজী ও কাজীর বিচার সম্বন্ধে প্রবাদগুলি সুপরিচিত। 'চাষা না জানে মদের সোয়াদ'—এই প্রবচন হইতে মনে হয় যে, তখনও ধান্যেশ্বরীর খোলা ভাটির আস্বাদ গ্রামের মধ্যেও বিস্তৃত হয় নাই। সতীদাহ প্রথা উপলক্ষ্য করিয়াও দুই-একটি প্রবাদ আছে। যেমন, মরণে দৃঢ়সংকল্প মেয়ের সম্বন্ধে—

মেয়ে যেন আমের ডাল ধরেছে॥

এই প্রবাদটির উৎপত্তি হইয়াছে, সতীদাহে দৃঢ়সংকল্প গতভর্ত্তৃকার একটি আমের ডাল ধরিয়া দাঁড়াইবার প্রথা হইতে। ভুল করিয়া কোন কলু বউকে অন্যের চিতায় দাহ করিবার উপলক্ষ্যে, বলপূর্ব্বক সতীদাহের নিষ্ঠুর প্রথার নিদর্শন রহিয়াছে একটি প্রবাদে—

কার আগুনে কে বা মরে, আমি জাতে কলু॥

মা আমার কি পুণ্যবতী, বলছে—দে' উলু॥

চারিটি প্রধান একাদশী (শয়ন, উত্থান, পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও ভীম) এবং শিবচতুর্দ্দশী ও দুর্গাষ্টমী পালন সম্বন্ধে প্রবাদ রহিয়াছে—

শয়ন উত্থান পাশমোড়া, তার মধ্যে ভীমে ছোঁড়া।

ক্ষেপাব চোদ্দ, ক্ষেপীর আট, এই ধ'রে বছর কাট॥

এইরূপ বহু প্রবাদে পুরাতন স্মৃতির বা লোকাচারের চূর্ণ অংশ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

বাংলা প্রবাদের বিশেষ রূপ ও রসের কিঞ্চিৎ আভাস উল্লিখিত আলোচনা ও দৃষ্টান্ত হইতে পাওয়া যাইবে, কিন্তু বাংলা প্রবাদের এত বিভিন্ন দিক আছে যে, সামান্য বিবরণও এখানে সম্ভবপর নয়। জাতির আভ্যন্তরীণ বাস্তব বিবরণ, তাহার ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও রসিকতা, তাহার জীবন্ত ভাষা ও বিচিত্র ভূয়োদর্শন, তাহার ধর্ম্মকর্ম্ম, বিদ্যাশিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষবাস, আচার-ব্যবহার, শাসন-শিক্ষা, সমাজের সকল শ্রেণীর ও সকল স্তরের বৈশিষ্ট্যের যথেচ্ছ চিত্র প্রবাদগুলিতে ব্যাপ্ত হইয়া আছে—যাহা কল্পনার রঙে রঙিন বা ভাব-মাধুর্য্যে অতীন্দ্রিয় নয়, নিতান্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বাস্তব-বুদ্ধির ঈক্ষণে সরস ও সজীব।

সর্ব্বপ্রথম বাংলা প্রবাদ-পুস্তক, বোধ হয়, ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ও উইলিয়াম মর্টন সংগৃহীত 'দৃষ্টান্ত-বাক্য-সংগ্রহ'। ইহাতে ৮০৩টি বাংলা প্রবাদ আছে, কিন্তু এগুলি বর্ণ বা বিষয়ের অনুক্রমে সাজানো হয় নাই, যদৃচ্ছাক্রমে দেওয়া হইয়াছে। ইংরেজী অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাও আছে, কিন্তু ব্যাখ্যার অনেক স্থলে ভুল দেখা যায়। শেষের দিকে ৭০টি সংস্কৃত বাক্যও আছে। ইহার পূর্ব্বে, ১৮২৫ সনে বঙ্গদূত-সম্পাদক নীলরত্ন হালদার তাঁহার 'কবিতা-রত্নাকর' পুস্তকে ২০৫টি সংস্কৃত নীতি-বাক্য বা প্রবচনের সংগ্রহ করিয়াছিলেন; এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৩০) জন মার্শম্যান সাহেব বাক্যগুলির ইংরেজী অনুবাদ সংযোজন করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার সবগুলি বাংলায় প্রবাদ বলিয়া গৃহীত নয়। ইহার পর ১৮৬৮ সনে পাদরী জেম্‌স্ লঙ্ সাহেব দুই খণ্ডে যে 'প্রবাদমালা' প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহাতে মর্টনের প্রায় সবগুলি প্রবাদ-বাক্যই ধৃত হইয়াছে, কিন্তু সংগ্রহ হিসাবে ইহা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। প্রথম খণ্ডে লঙ্ সাহেবের নাম নাই, কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় আছে। প্রথম খণ্ডে ২৩৫৪টি বাংলা প্রবাদ বর্ণানুক্রমে দেওয়া আছে, কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডের উদ্দেশ্য অন্যবিধ। সংগ্রহকারের বিশ্বাস যে বিভিন্ন জাতির চিন্তার যাহা বৈশিষ্ট্য, তাহা তাহাদের প্রবাদগুলিতেই প্রতিফলিত হয়, সেইজন্য দ্বিতীয় খণ্ডে এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন প্রধান ভাষা হইতে সঞ্চয়িত প্রবাদগুলি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সরস বাংলায় অনূদিত হইয়াছে।

পরবর্ত্তী বাংলা প্রবাদ-সংগ্রহগুলি অল্পবিস্তর লঙের বা নিজেদের পূর্ব্ববর্ত্তী সংগ্রহগুলিকে অবলম্বন করিয়া সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে—১৮৯৩ সনে দ্বারকানাথ বসু প্রণীত 'প্রবাদ-পুস্তক' এবং বর্ত্তমান সময়ে (সপ্তম সংস্করণ ১৯৩৬) সুবলচন্দ্র মিত্রের বাঙ্গালা অভিধানের পরিশিষ্টে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সহিত সঙ্কলিত "প্রবাদ ও প্রবচন।" উভয় সংগ্রহই বর্ণানুক্রমে সজ্জিত, কিন্তু কোনটিতে প্রবাদের ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া নাই। আমাদের গণনায় প্রথমটিতে ২২৭৯ ও দ্বিতীয়টিতে ৩২০৯ প্রবাদ আছে। দ্বিতীয় সংকলনটিতে প্রবাদগুলির তাৎপর্য্য দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু একই প্রবাদ বিভিন্ন বর্ণের অনুক্রমে অনেকস্থলে পুনরুক্ত হইয়াছে। তথাপি এই সংগ্রহটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও মূল্যবান। আশুতোষ দেবের অভিধানে যে প্রবাদ-সংগ্রহ রহিয়াছে, তাহা সংক্ষিপ্ততর এবং দু-দশটি ভিন্ন অধিকাংশ প্রবাদ উপরোক্ত

গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়—প্রবাদ-সংখ্যা ১৮৩০। বাকি সংগ্রহগুলির মধ্যে, ১৮৯০ সনে কানাইলাল ঘোষাল সংকলিত 'প্রবাদ-সংগ্রহ' ও মধুমাধব চট্টোপাধ্যায় রচিত 'প্রবাদ-পদ্মিনী' প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত সংগ্রহগুলির অতিরিক্ত খুব কমই নূতন প্রবাদ আছে। প্রথম পুস্তকে কতকগুলি নিষ্প্রয়োজন হিন্দী ও সংস্কৃত প্রবচন দেবনাগর অক্ষরে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে; এগুলি বাদ দিয়া আমাদের গণনায় কেবল বাংলা প্রবাদের সংখ্যা মাত্র ১২১৮। সংকলয়িতা ভূমিকায় লিখিয়াছেনঃ "স্ত্রীলোক ও গ্রামবাসীর নিকট শুনিয়া সংগ্রহ করিয়াছি এবং তাহারা কিভাবে তাহার ব্যবহার করিয়াছে, তাহা দেখিয়াই ভাবার্থও লিখিয়াছি"; কিন্তু প্রবাদ-গুলির উপর যে সংক্ষিপ্ত টিপ্পনী আছে, তাহা সর্ব্বত্র নির্ভুল নয়, এবং অনেকগুলি প্রসিদ্ধ প্রবাদের রূপও যথাযথভাবে দেওয়া হয় নাই। দ্বিতীয় বিচিত্র রচনাটি ঠিক প্রবাদ-সঙ্কলন নয়, কতকগুলি প্রবাদ লইয়া রসিকতা মাত্র। গ্রন্থটি ১৮৯৮ হইতে ১৯০৩ সন পর্য্যন্ত চার খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রবাদ-সংখ্যা মোট ১০৪, এবং একটিও নূতন নয়। সংগ্রহের চেয়ে এক একটি প্রবাদের উপর গদ্যে ও পদ্যে উদ্ভট ব্যাখ্যার বহরই বেশি। গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য এইরূপ বিবৃত করা হইয়াছেঃ "অশ্লীল অংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বকপোলকল্পিত এবং তন্ত্র-পুরাণাদি হইতে উদ্ধৃত করিয়া নানা উদাহরণ ও গদ্য-পদ্যাদি ছন্দে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধে রচনা দ্বারা পরিপুষ্ট করতঃ সাহিত্য-সরোবরে প্রবাদ-পদ্মিনীকে প্রস্ফুটিত করিয়াছি।" প্রত্যেক খণ্ডে রচয়িতার ছবি ও স্বাক্ষর আছে।

ইহা ছাড়া, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ত্রয়স্ত্রিংশ ভাগে (১৩৩৩ সালে) এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Journal of the Department of Letters অষ্টম খণ্ডে (১৯২৮ খৃীষ্টাব্দে), যথাক্রমে 'বাঙ্গালায় নারীর ভাষা' ও 'Women's Dialect in Bengali' শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ের পরিশিষ্টে, ডক্টর সুকুমার সেন ভাষাতত্ত্বের উপলক্ষ্যে অনেকগুলি মেয়েলী ছড়া ও প্রবাদের দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে, তাঁহার বাংলা প্রবন্ধে মাত্র বিশটি প্রবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু ইংরেজী প্রবন্ধে প্রায় ৩১০টি প্রবাদ বিষয়ানুক্রমে সজ্জিত ও ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছে; এবং শেষে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য হইতেও পঁচিশটি প্রবাদ অনুবাদ সহিত চয়ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৩৩৭-৩৮ সালের 'পঞ্চপুষ্প' পত্রিকায় ছড়া শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ইন্দুবিকাশ বসু মোট

৭০০ প্রবাদ-ছড়া, বিষয় বা বর্ণানুক্রমে নয়, যদৃচ্ছাক্রমে, সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। উপরোক্ত দুইটি রচনাতেই অনেকগুলি নূতন প্রবাদের সংবাদ পাওয়া যায়।

স্থানীয় বা প্রাদেশিক বাংলা প্রবাদের দুই-একটি ইতস্তত সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু এ বিষয়ে এ পর্যন্ত কাজ বেশি হয় নাই। ১৮৭৩ সনে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল Captain T. H. Lewin সাহেবের Hill proverbs of the Chittagong Hill Tracts। কিন্তু ১৮৯৭ সনে জে. ডি. অ্যান্ডার্সন সাহেব 'Some Chittagong Proverbs' নাম দিয়া যে বিশেষ অনুশীলন করিয়াছিলেন, তাহাতে ৩৫২টি প্রবাদ ইংরেজী অনুবাদ ও টিপ্পনীর সহিত দেওয়া হইয়াছে। তাহার অনুসরণ করিয়া ডক্টর এনামুল হক ১৯৩৫ সনে প্রকাশিত তাঁহার 'চট্টগ্রামী বাঙগালার রহস্যভেদ' নামক পুস্তিকার পরিশিষ্টে দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রায় এক হাজার স্থানীয় প্রবচন সংগ্রহ করিয়া বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে সাজাইয়া দিয়াছেন। রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার অষ্টম ভাগে (১৩২০ সালে) শ্রীযুত তারাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী স্থানীয় প্রবাদগুলি ক্রমশ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ হয় নাই; মাত্র ৬৫টি প্রবাদ সংগৃহীত হইয়াছে। ১৩২০ হইতে ১৩২৩ সাল পর্য্যন্ত ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের 'প্রতিভা' পত্রিকার তৃতীয় হইতে পঞ্চম খণ্ডে, "পূর্ব্ববঙ্গের মেয়েলি শেলাক" শীর্ষক নিবন্ধে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত ও গোপীনাথ দত্ত ঢাকা অঞ্চলের সহস্রাধিক প্রবাদ ও ছড়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন; পরে এগুলি উক্ত পরিষদ কর্ত্তৃক পুস্তকাকারেও মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার পর ১৩৪৩ সালে (ইং ১৯৩৭) ঢাকা হইতে মুহম্মদ হানীফ পাঠান 'পল্লী-সাহিত্যের কুড়ান মাণিক' এই নাম দিয়া ঢাকা অঞ্চলের ২৫৩টি প্রবচন সংগ্রহ করিয়া সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। এই সংগ্রহগুলিতে লিপিবদ্ধ অনেক প্রবাদ সাধারণ প্রবাদের প্রাদেশিক রূপান্তর মাত্র, কিন্তু অধিকাংশই স্থানীয় ভাষায় ও ভাবে রচিত, যাহা সাধারণ্যে বাংলা প্রবাদ বলিয়া গৃহীত হয় নাই। তথাপি, নানা দিক হইতে এরূপ সঙ্কলনের আবশ্যকতা আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীসুশীলকুমার দে

১ অকাজে বউড়ী দড়।

২ অকালকুষ্মাণ্ড।

[ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের কুষ্মাণ্ডরূপে জন্মের কাহিনী হইতে]

৩ অকালে বাড়ে সকালে মরতে।

৪ অকালে বাদলা।

৫ অকালের তাল বড় মিষ্টি।

৬ অকেজো নাপিতের বোঝাভরা ক্ষুর।[১]

[১ নং ১২০৪]

৭ অকেজো বউ লাউ কুটতে দড়।

৮ অকেজোর তিন কাজ বড়, ভোজন নিদ্রা ক্রোধ দড়।

৯ অকূল পাথারে ভাসা।

১০ অকূলে কূল পাওয়া।

১১ অগস্ত্যযাত্রা।

১২ অগ্নি, ব্যাধি, ঋণ, এ তিনের রেখো না চিন[১]।

[১ চিহ্ন]

১৩ অঘটন ঘটায় বিধি।

১৪ অঘটির ঘটি হ'ল, জল খেতে খেতে প্রাণ গেল।

১৫ অচেনা পথ আর জঙ্গল সমান।

১৬ অজগরের দাতা রাম।

[স্থাণুবৎ নিশ্চল অজগরের আহারের উপায় করেন ভগবান রামচন্দ্র।—প্রবোধচন্দ্রিকা]

১৭ অজাত পুত্রের নামকরণ।[১]

[১ নং ৬২৯২]

১৮ অজার যুদ্ধে আঁটুনি সার।[১]

[১ সং—অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বরে।
দম্পত্যোঃ কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া ॥]

১৯ অজ্ঞানে করে পাপ, জ্ঞান হ'লে মনস্তাপ।

২০ অজ্ঞানে করে পাপ, জ্ঞান হ'লে সরে।
সজ্ঞানে করে পাপ, সঙ্গে সঙ্গে ফেরে ॥

২১ অজ্ঞানে বাপান্ত করে, জ্ঞানবানে কি তাই ধরে।

২২ অজ্ঞানের করলে[১] জানে না, অমানুষের করলে[১] মানে না।

[১ পা—কালে]

২৩ অজ্ঞানের পাপ জ্ঞানে যায়, জ্ঞানের পাপ তীর্থে যায়।

২৪ অতি-চতুরের ভাত নেই, অতি-সুন্দরীর ভাতার নেই।

২৫ অতি-চালাকের গলায় দড়ি, অতি-বোকার পায়ে বেড়ি।

২৬ অতিদর্পে হতা লঙ্কা।

[সং—অতিদর্পে হতা লঙ্কা অতিমানে চ কৌরবাঃ।
অতিদানে বলির্বদ্ধঃ সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্ ॥]

২৭ অতিদানে বলির পাতালে হইল ঠাঁই।

২৮ অতি দীঘলী হয় রাঁড়ী, নির্ধন হয় নাড়ামুড়ী।[১]

[১ ডাকের বচন]

২৯ অতিদোসর হয়, গালে তুলে দেয়, ঢিক্‌লে[১] ত হয়।

[১ পা—গিল্‌লে]

৩০ অতিপিরীতে অনেক বিচ্ছেদ।

৩১ অতিবুদ্ধির পোঁদে[১] দড়ি।[২]

[১ পা—হাতে; গলায়। ২ অথবা, 'অতিবুদ্ধির হাভাত']

৩২ অতিভক্তি চোরের লক্ষণ।

৩৩ অতিভাব যেখানে নিত্যি যাবে সেখানে।
যদি যাবে নিত্যি ঘটবে একটা কীর্ত্তি॥

৩৪ অতিবড় ঘরণী[1] না পায় ঘর, অতিবড় সুন্দরী[2] না পায় বর।

[১ পা—অতিঘরন্তী। ২ পা—অতিবরন্তী]

৩৫ অতিবাড় বেড়ো না ঝড়েতে উড়াবে।[1]
অতিনিম্নু[2] হ'য়ো না ছাগলে মুড়াবে॥[3]

[১ পা—ঝড়ে ভেঙে যাবে; ঝড়ে ভাঙে মাথা। ২ পা—অতিছোট। ৩ পা—ছাগলে খায় পাতা]

৩৬ অতি মন্থনে বিষ ওঠে।

৩৭ অতি মেঘে অনাবৃষ্টি।

৩৮ অতিলোভে তাঁতী নষ্ট।

['খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে' (নং ১৫৩৫) ইত্যাদি ইহার জ্ঞাপক প্রবাদ]

৩৯ অত্যন্তে পাপান্ত পাপান্তে বাপান্ত।

৪০ অদন্তের দাঁত হ'ল, কামড় খেতে প্রাণটা গেল।

৪১ অদন্তের হাসি দেখতে ভালবাসি।

৪২ অদৃষ্ট[1] ছাড়া পথ নেই।

[১ পা—কপাল]

৪৩ অদৃষ্ট[1] যদি মন্দ হয়, দূর্ব্বা-ক্ষেতে বাঘের ভয়।

[১ পা—কপাল]

৪৪ অদৃষ্টে করলা ভাতে, বীচি কচ্‌কচ্ করে তাতে, পড়ল বীচি বুড়োর পাতে।

৪৫ অদৃষ্টের কিল পুতেও কিলায়।

৪৬ অদৃষ্টের ফল, কে খণ্ডাবে বল।

৪৭ অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ।[1]

[১ হিতোপদেশের গল্প হইতে]

৪৮ অদ্য যুদ্ধং ত্বয়া ময়া।[১]

[১ প্রাগুক্ত পুস্তকের গল্প হইতে]

৪৯ অধিক খেতে করে আশা, তার নাম বুদ্ধিনাশা।

৫০ অধিকং তু ন দোষায়।

৫১ অন্‌কি কামড়ালে চুলকোয় গা', একটু তেল দে' অমর্ত্তর মা।
তেল আছে, নেই পলা, কাল এস দুপুরবেলা॥

৫২ অনটনের দুনো ব্যয়।

৫৩ অনন্ত দেবের অনন্ত লীলা, ছকু দাদার আঠারো লীলা।

৫৪ অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়্‌চড়্‌ করে।

৫৫ অনাথের দৈব সখা।[১]

[১ সং—অনাথো দেবরক্ষকঃ]

৫৬ অনাহ্বানের[১] নিমন্ত্রণ[২], আঁচালে বিশ্বাস।[৩]

[১ পা—বেল্লিকের ; কল্লার। ২ পা—জোচ্চোরের বাড়ী ফলার।
৩ পা—আঁচালেই সিদ্ধি ; না আঁচালে বিশ্বাস নেই]

৫৭ অনেক কাঠখড় লাগবে।

৫৮ অনেক কালের ছিল পাপ, ছেলে হ'ল সতীনের বাপ।

৫৯ অনেক খাবে ত অল্প খাও, অল্প খাবে ত অনেক খাও।

৬০ অনেক গর্জ্জনে ফোঁটা বৃষ্টি।

৬১ অনেক[১] জলের মাছ।

[১ পা—অগাধ, গভীর।—নং ১৩৭]

৬২ অনেক দুর্ভাগ্য যার ঘরে নেই মা।
অনেক দুর্ভাগ্য যার নেই অন্ন ছা'॥

৬৩ অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

৬৪ অনেক সন্তান যার, পাপের সাজা তার।[১]

[১ নং ৫৩৪৯]

৬৫ অন্তরে না সহে ব্যাজ, বাহিরে বাড়ায় লাজ।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

৬৬ অন্ধকারে[১] ঢিল ছোঁড়া।

[১ পা—আঁধারে]

৬৭ অন্ধের[১] কিবা রাত্রি কিবা দিন।

[১ পা—অন্ধ জাগো, না,]

৬৮ অন্ধের নড়ি[১], কাঙালের কড়ি।

[১ পা—যষ্টি]

৬৯ অন্ধের হাতে[১] দর্পণ।

[১ পা—অন্ধকে]

৭০ অন্ন অধিক নাহি দান, তা ছাড়িয়া না দিহ আন।[১]

[১ ডাকের বচন]

৭১ অন্নচিন্তা চমৎকারা[১], ঘরে ভাত নেই জীয়স্তে মরা।

[১ সং—দরিদ্রস্য গুণাঃ সর্ব্বে ভস্মাচ্ছাদিতবহ্নিবৎ।
অন্নচিন্তা চমৎকারা কাতরে কবিতা কুতঃ॥]

৭২ অন্ন দেখে দেবে ঘি, পাত্র দেখে দেবে ঝি।

৭৩ অন্ন[১] নেই ঘরে, তার মানে কিবা করে।

[১ পা—ভাত।—নং ৪৫৪৪]

৭৪ অন্নপূর্ণা যার ঘরে, সে কাঁদে অন্নের তরে।

৭৫ অন্নবল নেই, অগ্নিবল[১] আছে।

[১ জঠরাগ্নির জোর]

৭৬ অন্ন বিনা চর্ম্ম দড়ি, তৈল বিনা গায়ে খড়ি।

৭৭ অন্ন বিনা ছন্নছাড়া।

৭৮ অন্নের জ্বালা বড় জ্বালা, এক দিনে কানে লাগে তালা।

৭৯ অন্য লোকে ভুরা[১] দেয়, ভাগ্যে আমি চিনি।[২]

[১ নিকৃষ্ট গুড়। ২ ভারতচন্দ্র]

৮০ অন্যে পরে কা কথা।

৮১ অপব্যয়ে লক্ষ্মী ছাড়ে।

৮২ অপমানের পরাণ, সম্মানকে ডরান্।

৮৩ অপরং বা কিং ভবিষ্যতি।[১]

[১ নং ৯৩২]

৮৪ অপ্রবাসী অঋণী, পুণ্যবান্ তারে চিনি।

৮৫ অবলার মুখে বল।

৮৬ অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।[১]

[১ পা—'যার যেমন অবস্থা, তার তেমন ব্যবস্থা']

৮৭ অবস্থারই পূজা হয়।

৮৮ অবাক্ করলি[১], ভবী, অম্বলে দিলি আদা।

[১ পা—কাল করলি]

৮৯ অবাক্ করলে নাকের নথে, কাজ কি আমার কানবালাতে।

৯০ অবাক্ করলে বেগুনে, ফুঁ দিতে মুখ পুড়ে গেল তুষের আগুনে।

৯১ অবাক্ কলি অঘোরে, গুড়ছোলা খেলে গা' ঘোরে।

৯২ অবাক্ কলি পাপে ভরা।

৯৩ অবাক্ কলি বাক্ সরে না, গুড় দিয়ে মুড়ি পেট ভরে না।

৯৪ অবাক্ কলি বোঝা ভার, গুপ্তলীলা চমৎকার।

৯৫ অবাক্ কলির অবতার, ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার।[১]

[১ নং ১২৭২]

৯৬ অবাক্ কিবা কলিকাল, মণ্ডায় লাগে বড় ঝাল।

৯৭ অবিয়স্তীর ঠুন্‌কোর[১] ব্যথা।

[১ প্রসূতির স্তনের রোগ]

৯৮ অবোধের[১] গোবধে আনন্দ।

[১ পা—পাগলের]

৯৯ অবোলা বলে বড়, অফলা ফলে দড়।

১০০ অবুঝে[১] বোঝাব কত, বুঝ নাহি মানে।
ঢেঁকিরে বোঝাব কত নিত্য ধান ভানে॥

[১ পা—আবরে]

১০১ অভদ্রা বরষা কাল, হরিণী চাটে বাঘের গাল।
শোন্ রে হরিণী, তোরে কই—সময়গুণে সবই সই॥

১০২ অভাগা চোর যে বাড়ী যায়, হয় কুকুর ডাকে নয় রাত পোহায়।

১০৩ অভাগার[১] ঘোড়া মরে, ভাগ্যবানের[২] মাগ মরে।

[১ পা—বক্তার। ২ পা—কমবক্তার]

১০৪ অভাগার যমও নেই।

১০৫ অভাগারে পায় ভূতে, ঘর ছেড়ে বাইরে শুতে।

১০৬ অভাগীর[১] দুটো পুত, একটা দানা[২], একটা ভূত।

[১ পা—ভাগ্যবানের। ২ পা—বাঁদর]

১০৭ অভাগীর বক্ত[১] ফাটা, তিন ঠাঁই তার ইঁদুরকাটা।

[১ ভাগ্য]

১০৮ অভাগীর মুখ নড়ে চড়ে, চড়ের গুঁতা গালে পড়ে।

১০৯ অভাগীর লগ্নে, চাঁদ ওঠে দখ্নে[১]।

[১ দক্ষিণে]

১১০ অভাবে নাতজামাই ভাতার।[১]

[১ 'অভাবে পেয়েছ ভাল নাতিনীজামাই'—ভারতচন্দ্র]

১১১ অভাবে স্বভাব নষ্ট, মুখ নষ্ট বরণে[১]।
ঝরায় ক্ষেত নষ্ট, স্ত্রী নষ্ট মারণে[২]॥

[১ ব্রণে। ২ মারধর করিলে]

১১২ অভিমানী সুয়ো[১], নেটিপেটি দুয়ো[২]।

[১ পা—দুয়ো। ২ পা—সুয়ো]

১১৩ অভুক্তা বড়ই, ভুক্তা বেল, ডাক বলে[১] পরাণ গেল।

[১ ডাকের বচন]

১১৪ অভেদাত্মা হরিহর।

১১৫ অভ্যাসে সয়, অনভ্যাসে নয়।

১১৬ অমাবস্যার চাঁদ।

১১৭ অমাবস্যার পিদ্দিম টিপ্ টিপ্ করে।

১১৮ অমৃতং বালভাষিতম্।

১১৯ অমৃতে অরুচি।

১২০ অযোধ্যার রঘু, আর বাঁশবনের[১] ঘুঘু।

[১ পা—সুন্দরবনের]

১২১ অ'র গুণ নেই ব'র গুণ আছে[১], শিঙা নেই ডুগ্‌ডুগি[২] আছে।

[১ একের গুণ নেই, অন্যের আছে। অথবা, অর্‌গুণ=অন্তর্গুণ, বর্‌গুণ=বহির্গুণ, এরূপ পাঠ ও অর্থও করা হইয়াছে। 'আর গুণ নেই, ছার গুণ আছে' এরূপ পাঠও পাওয়া যায়। ২ পা—ডম্বরু]

১২২ অরণ্যে রোদন।

১২৩ অরণ্যের ছরাত[১]।

[১ অথবা, ছারত ('স্রোত' হইতে) শরীর ; বিস্তৃতি]

১২৪ অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্।

১২৫ অর্থ-ই অনর্থ।

১২৬ অর্দ্ধেক আচার, অর্দ্ধেক বিচার।

১২৭ অরাজ্যে বামুন বেগার[১]।

[১ বিনা বেতনে কর্ম্মকারী]

১২৮ অরাঁধুনীর হাতে প'ড়ে রুই মাছ কাঁদে।
না জানি রাঁধুনী মোরে কেমন ক'রে রাঁধে ॥

১২৯ অরুচির অম্বল, শীতের কম্বল[১]। বর্ষার ছাতি, ভট্চাযের পুঁথি ॥

[১ নং ২৫৫০, ৫৬৩৪]

১৩০ অলকাতিলকা[১] সার।

[১ অঙ্গরাগ]

১৩১ অলক্ষ্মীর দ্বিগুণ ক্ষিদে।[১]

[১ নং ৫৬৫২, ৬৪৩৪]

১৩২ অলক্ষ্মীর নিদ্রা বেশি, কাঙালের ক্ষুধা বেশি।

১৩৩ অলঙ্কারও ভার হয়।

১৩৪ অলাভের[১] বাণিজ্য, কচ্কচিই সার।

[১ পা—লাভ নেই]

১৩৫ অল্প আগুনে তামাক খাওয়া, আর ছোটলোকের খোসামোদ করা।

১৩৬ অল্প আগুনে শীত হরে, বেশি আগুনে পুড়িয়ে মারে।

১৩৭ অল্প জলের মাছ।[১]

[১ নং ৬১]

১৩৮ অল্প বয়সে শোথে তরে[১], বুড়ো বয়সে শোথে মরে।

[১ বাঁচিয়া যায়]

১৩৯ অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী।

১৪০ অল্প বৃষ্টিতে কাদা হয়, অনেক বৃষ্টিতে সাদা হয়।

১৪১ অল্প মারে কাঁদে বাঁদী, অল্প বোঝায় ফাটে চাঁদি।

১৪২ অল্প শোকে কাতর, অনেক শোকে পাথর।

১৪৩ অলি অলি অলি, দম্কা জ্বালে চিতৈ পিঠা, নিভা জ্বালে পুলি।

১৪৪ অশথ কেটে বসত করি, সতীন কেটে আল্তা পরি।[১]

[১ পল্লীগীতি হইতে]

১৪৫ অশথের[১] ছায়াই ছায়া, মায়ের মায়াই মায়া।

[১ পা—বটের]

১৪৬ অশ্বতরী[১] গর্ভ ধরে আপন মরণে।

[১ কাঁকড়া]

১৪৭ অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ।

১৪৮ অষ্টম-খষ্টম আগে মিটিয়ে নষ্ট কোষ্ঠী-উদ্ধার।[১]

[১ 'আলালের ঘরের দুলাল' (পৃ. ১৯৩) হইতে। ১৮১৯ খ্রীঃ অঃ অষ্টম আইন (Regulation VIII of 1819) অনুসারে নির্দ্দিষ্ট দিনে সরকারী রাজস্ব দাখিল না করিলে জমিদারি নিলাম হয়। খষ্টম = নিরর্থক সহচর শব্দ]

১৪৯ অসইরণ[১] সইতে নারি, পোঁদ দিয়ে শিকেয় ঝুলে মরি[২]।

[১ অসহ্য ব্যাপার। ২ পা—থালার জলে ডুবে মরি]

১৫০ অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ।

১৫১ অসার সংসারে সার শ্বশুরের ঘর।[১]

[১ ভারতচন্দ্র। সং—অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুরমন্দিরম্। হিমালয়ে হরঃ শেতে হরিঃ শেতে মহোদধৌ।]

১৫২ অসারে জল সার[১]।

[১ বৃক্ষাদির উর্ব্বরতাসাধক বস্তু]

১৫৩ অস্থানে তুলসী, অপাত্রে[১] রূপসী।

[১ পা—অজাতে]

১৫৪ অস্থির পঞ্চানন।[১]

[১ ব্যস্তবাগীশ অর্থে]

১৫৫ অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ।

১৫৬ আইবুড়ো নাম ঘোচান। আইবুড়ো পথ বদলান[১]।

[১ যে পথ দিয়া বিবাহ করিতে যায়, তাহার অন্য পথ দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়]

১৫৭ আইল[১] অন্তর শশা, যার যেমন দশা।

[১ ক্ষেত্রের আলি বা সীমা]

১৫৮ আইল[১] কাটা নয়, খুনের দায়।

১৫৯ আউলে[১] বাঘ জালে পড়ে।

[১ অস্থির, বিশৃঙ্খল]

১৬০ আউশ ধানের চাল দড়, গোদা পায়ের লাথি দড়[১]।

[১ নং ১৮৮৩]

১৬১ আউশ ধানের চিঁড়ে, আর ঠাকুরঝির গাল।

১৬২ আউশ ফুরালে আমন।[১]

[১ নং ৫০৯৯]

১৬৩ আও যাও ঘর তোম্‌রা, খানে মাঙ্গো দুশমন্ হাম্‌রা।

১৬৪ আওয়াজ করতে চিত হয়ে পড়ে।

১৬৫ আকন্দে যদি মধু পাই, তবে কেন পর্ব্বতে যাই।

১৬৬ আকরে[১] টানে।

[১ আধার বা সঞ্চিত দ্রব্য]

১৬৭ আকাটা[১] নায়ের সাজ বেশি (বা, তিনটা গলুই)।

[১ ফোঁপরা কাঠের, বা যাতে কাঠের সার বেশি নাই।]

১৬৮ আকাঁড়া[১] চালের মাঝের[২] দোকান।

[১ অপরিষ্কৃত। ২ হাটের মাঝখানে স্থাপিত।]

১৬৯ আকাল[১] গেল, সুকাল এল, কত দোষ দিয়ে বোন্‌পো গেল।

[১ দুর্ভিক্ষ]

১৭০ আকাল গেল, স্থকাল এল, খেলে কাঁঠালের কোষ।
এখন কি ব'লে পালাবে, বোন্‌পো, দিলে মাসীর দোষ॥

১৭১ আকালে কি না খায়।

১৭২ আকালের বারি, মায়ে আর ঝিয়ে মরি জল পিয়ে।

১৭৩ আকালের[১] ভাত যুগের খোঁটা।

[১ পা—অকালের]

১৭৪ আকাশ-কুস্থম।

১৭৫ আকাশ থেকে পড়া।

১৭৬ আকাশ পাতাল[১] তফাৎ।

[১ পা—আস্‌মান জমীন]

১৭৭ আকাশ বা আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া।

১৭৮ আকাশে খুঁটি দেওয়া।

১৭৯ আকাশে গুড়্‌গুড়ে পাখী, উড়লেই চিল হয় নাকি ?

১৮০ আকাশে থুথু ফেল্‌লে নিজের গায়ে[১] পড়ে।[২]

[১ পা—মুখে। ২ 'আকাশে ফেলিলে ছেপ এসে গায়ে পড়ে'—রামপ্রসাদ। সং—পঙ্কো হি নভসি ক্ষিপ্তঃ ক্ষেপ্তুঃ পততি মূর্ধনি।—নং ২৮৫৯]

১৮১ আকাশে ধূলো ছোঁড়ে, আপন চোখে এসে পড়ে।

১৮২ আকাশে[১] ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরা।

[১ পা—বাতাসে।—নং ৪১০৬]

১৮৩ আকাশের চাঁদে আর বানরের ভালে।
শ্বেতচামরে আর ঘোড়ার বালে॥

১৮৪ আকুড়া বাঁকুড়াবাসী, মুড়ি খায় রাশি রাশি।

১৮৫ আঁকে কেটে ব্রহ্মোত্তর।

১৮৬ আক্কেল গুড়ুম। আক্কেল-সেলামি।

১৮৭ আক্কেলে সকল বন্দী, জালে বন্দী মাছ।
স্ত্রীর কাছে পুরুষ বন্দী, ছালে বন্দী গাছ॥

১৮৮ আখ আর সরষে, না পিষলে রস কিসে।

১৮৯ আখ হোক্ মিষ্টি, শেকড় নয় ইষ্টি।

১৯০ আগ নাঙ্লা[১] যে দিকে যায়, পাছ নাঙ্লা[১] সে দিকে ধায়।

[১ পা—নাঙ্গলে। কৃষির লাঙ্গল]

১৯১ আগ নায়ে দরখাস্ত, পাছ নায়ে বরখাস্ত।

১৯২ আগাছার বড় বাড়।

১৯৩ আগুন খাবে যে, আঙরা[১] হাগবে সে।[২]

[১ অঙ্গার। ২ পাঠান্তর—'আগুণ (বা কাঠ) খায়, আঙরা হাগে'। 'যে আগুণ (বা কাঠ) খাবে, সে আঙরা বর্ষাবে'।]

১৯৪ আগুন চাপা থাকবার নয়।[১]

[১ নং ১১৯৮]

১৯৫ আগুন দেওয়া চরকিবাজি।

১৯৬ আগুন নিয়ে খেলা।

১৯৭ আগুন পোহাতে গেলে ধোঁয়া সইতে হয়।

১৯৮ আগুন লাগলে কুয়ো খোঁড়া।

১৯৯ আগুনের কাছে ঘি, পুরুষের কাছে স্ত্রী।[১]

[১ নং ৩৭৭২]

২০০ আগুনের ফিন্‌কি শেষ হয় নি।

২০১ আগুনের ফুল্‌কি, যার চালে পড়বে তার ভিটেয় ঘুঘু চরাবে।

২০২ আগে আপন সামাল কর, শেষে পরকে গিয়ে ধর।

২০৩ আগে এক পণ, পরে দেড় দিস্তে।

২০৪ আগে কয় রাধাকৃষ্ণ, বেড়ালে ধরলে টেঁও-টেঁও।

২০৫ আগে কাট্ পাঁঠা, তবে নাচবি বেটা।

২০৬ আগে খায় না রাগে-বাগে, পরে খায় সবার আগে।

২০৭ আগে গরু ওষুধ খায় না, মরণকালে জিহ্বা মেলে।

২০৮ আগে গেলেও[১] ভেড়ের ভেড়ে[২], পাছে গেলেও[৩] ভেড়ের ভেড়ে।[২]

[১ পা—এগুলেও। ২ পা—নির্ব্বংশে; নির্ব্বংশের বেটা। ৩ পা—পেছুলেও]

২০৯ আগে গেলে বাঘে খায়, পরে গেলে সোনা পায়।

২১০ আগে ছিলাম ছোঁচা বেরাল, ধর্ম্মে দিয়েছি মন।
তুলসীমালা গলায় দিয়ে যাচ্ছি বৃন্দাবন॥[১]

[১ নং ৪৮১৫, ৪২৫]

২১১ আগে[১] জামাই কাঁঠাল খান্ না, শেষে[২] জামাই ভূঁতিও[৩] পান্ না।

[১ পা—সাধলে, বা যাচলে। ২ পা—পরে। ৩ পা—না সাধলে (বা না যাচলে) ভোঁতাটাও।—নং ৬১১৪-৬১১৮]

২১২ আগে তুলা দিয়ে সহাই, পরে লোহা দিয়ে বহাই।

২১৩ আগে তেতো, শেষে মিঠে।[১]

[১ আহারের নিয়ম]

২১৪ আগে[১] দর্শন ডারি[২], শেষে[৩] গুণ বিচারি[৪]।

[১ পা—এগুতে। ২ পা—ডালি; দর্শনধারী। ৩ পা=পেছুতে। ৪ পা—গুণবিচারী]

২১৫ আগে দাও কড়ি, পিছে দেব বড়ি।

২১৬ আগে দুঃখ, পরে সুখ।

২১৭ আগে দেয় জলের ছিটা, পরে খায় লগির গুঁতা।[১]

[১ নং ২৪৭৭]

২১৮ আগে দেয় না একটু দুধ, পরে দেয় গাই বাছুর।

২১৯ আগে দেখ, পরে লও, শেষে দাও কড়ি।

২২০ আগে[১] না বুঝিলে[২], বাছা[৩], যৌবনের জোরে।
এখন[৪] কাঁদিতে হ'ল[৫] নয়নের ঝোরে॥

[১ পা—এখন। ২ পা—শুনিলে। ৩ পা—বঁধু। ৪ পা—পশ্চাতে বা তখন। ৫ পা—হবে।—নং ১৬৯৭]

২২১ আগে ফাঁসি, পরে বিচার।[১]

[১ পা—'ফাঁসির পর বিচার']

২২২ আগে পাছে লণ্ঠন, কাজের বেলা ঠন্‌ঠন্।

২২৩ আগে বেশ্যে, পরে দাস্যে, মধ্যে মধ্যে কুটনী।
সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যজ্য এখন বোষ্টমী॥[১]

[১ সং—আদৌ বেশ্যা পুনর্দাসী পশ্চাদ্ ভবতি কুট্টিনী।
সর্ব্বোপায়পরিক্ষীণা বৃদ্ধা নারী পতিব্রতা॥]

২২৪ আগে ভাল ছিল জেলে জাল দড়া বুনে।
কি কাল করিল জেলে এঁড়ে বাছুর কিনে॥[১]

[১ নং ১৫৩৫]

২২৫ আগে যায় পরে পায়।

২২৬ আগে রামনাম, পরে সব কাম।

২২৭ আগে সঞ্চয়, পরে ব্যয়।

২২৮ আগে হলাম আমি, পিছে হ'ল মা।
হাস্‌তে হাস্‌তে দাদা হ'ল, বাবা হ'ল না।[১]

[১ অর্থহীন অসম্ভব কথা। বা, হেঁয়ালি]

২২৯ আগে-হাঁটুনী, পান-বাটুনী, বউয়ের ধাই। এই তিনের যশ নাই॥

২৩০ আগে হাঁটে, পাঁঠা কাটে, সল্‌তে[১] উস্‌কোয়, দই[২] বাঁটে।
ভাণ্ডারী[৩], কাণ্ডারী[৪], রাঁধুনী[৫] বামুন, যশ পায় না এই সাত জন॥

[১ পা—পিদ্দিম। ২ পা—প্রসাদ। ৩ পা—ভাঁড়ারী। ৪ পা—খাঁড়ারী। ৫ পা—রসুয়ে]

২৩১ আঙুল ঘুরিয়ে পাঁচিল দেওয়া।

২৩২ আঙুল ফুলে কলাগাছ।

২৩৩ আঙুল মট্‌কে গাল দেওয়া।

২৩৪ আঁচলে সোনা থাকলে বচনে দেখা যায়।

২৩৫ আচারে রাঁধে, বিচারে খায়, শাশুড়ী বউয়ের কাজ না ফুরায়।

২৩৬ আচারে লক্ষ্মী, বিচারে পণ্ডিত।

২৩৭ আছাড় খেয়ে[১] পড়ে গেল জন পাঁচ সাত।
যার যেখানে ব্যথা তার সেখানে হাত ॥

[১ পা—উপর থেকে, বা, গাছ থেকে]

২৩৮ আছি ঘরে, নেই দেশে।

২৩৯ আছে কাজ,[১] ত সকাল সকাল সাজ।

[১ পা—থাকে যদি কাজ ; যদি আছে]

২৪০ আছে[১] গরু, না বয় হাল, তার দুঃখ সর্ব্বকাল।[২]

[১ পা—থাকতে। ২ খনার বচন]

২৪১ আছে বস্তু, নেই[১] বিচার।

[১ পা—নিয়ে ; 'He who has money may ask for judgment'—Morton]

২৪২ আছে যথেষ্ট, নেই অদৃষ্ট।

২৪৩ আজ আমাদের রাঁধন-বাড়ন, কাল আমাদের খাওন।
আমার আজও থাকন, কালও থাকন, পরশু আমার যাওন[১] ॥

[১ পা—আজ কাল পরশু আছি, তরশু আমার যাওন। প্রবাদটি অন্য রূপেও পাওয়া যায়—
আজ থাকব গল্পেসল্পে, কাল থাকব শুয়ে।
পরশু করব নাওয়া ধোয়া, পরদিন যাব খেয়ে ॥]

২৪৪ আজকের[১] মাগ তুমি, কেঁদো না, কেঁদো না[২]।
চাল চিবিয়ে খাব আমি,[৩] রেঁধো না, রেঁধো না[৪] ॥

[১ পা—আহ্লাদের। ২ পা—রেঁধো না রেঁধো না। ৩ পা—চিঁড়ে খেয়ে থাকব শুয়ে। ৪ পা—ভেবো না, ভেবো না।

২৪৫ আজ খেয়ে নেড়া নাচে, কালকে গোবিন্দ আছে।

২৪৬ আজ ঘর, কাল পাঁদাড়[১]।

[১ কানাচ, ছাই ফেলিবার পিছনের দরজা]

২৪৭ আজ নগদ, কাল ধার।

২৪৮ আজ বুঝলি না, বুঝবি কাল, পোঁদ চাপড়াবি, পাড়বি গাল।

২৪৯ আজ বেনে, কাল পোদ্দার।

২৫০ আজ মরে লক্ষণ, ওষুধ দেব কখন[১]।

[১ পা—ছ'মাসের পথ ওষুধ।—নং ৫৬৩৩, ৫৬৩৫]

২৫১ আজ রাজা, কাল ভিখারি, ফুটানি[১] করে দিন দু'চারি।

[১ জাঁক]

২৫২ আজ রেঁধেছে কে? এড়ানে[১]। তবে যে ভাল হয়েছে? বড় বউয়ের নাড়ানে॥

[১ যে বউ কাজ এড়ায় বা পরিহার করে]

২৫৩ আজ রোজে, কাল ঠিকে।

২৫৪ আজু গোঁসাই আর কি[১]!

[১ অর্থাৎ, ক্ষেপা পাগল]

২৫৫ আট আনার ফলার ক'রে দু'টাকার ঘটি হারানো।

২৫৬ আটখানার পাটখানাও[১] হয় নি।

[১ আট ভাগের এক ভাগও। পাট=প্রথম]

২৫৭ আটঘাট বেঁধে বসা।

২৫৮ আঁট নেই না'য়ের ঠাট বেশি।

২৫৯ আটার মধ্যে ঘুণ পেষা।

২৬০ আটাশে ছেলে।[১]

[১ গর্ভের অষ্টম মাসে প্রসূত, সুতরাং দুর্বল, অক্ষম সন্তান 'নইক আমি আটাশে ছেলে, ভয় পাব না চোখ রাঙালে'—রামপ্রসাদ। —নং ২৪০৫]

২৬১ আঁটি চোষাই সার।[১]

[১ নং ৪২১]

২৬২ আঁটুনি-কস্‌নি সার।

২৬৩ আটে-কাটে দড় বড় শক্ত মেয়ে যেই।
পাড়াপড়শীর বুকে ব'সে ঘর করছি তেই ॥

২৬৪ আটে-পিটে[১] দড়, তবে ঘোড়ার ওপর চড়।

[১ পা—আটে-কাটে]

২৬৫ আটে-পিটে নেয়ো[১], নিত্যি নিত্যি খেয়ো।

[১ কষ্টসহিষ্ণু হইয়া স্নান ক'রো]

২৬৬ আঠার মাসে বছর।[১]

[১ নং ৩৫৩৪। 'গল্প ঝাড়ে বড়ই আঠার-মেসে মত'—রামপ্রসাদ]

২৬৭ আড় দিক যার ঠিক নেই, সুতো ধরে হাতে।

২৬৮ আড় নয়নে বাঁকা ভুরু, সে জন হয় নাটের গুরু।

২৬৯ আড়াই আঙুল দড়ি, সৃষ্টি জুড়ে বেড়ি।

২৭০ আড়াই কড়ার কাসুন্দি, হাজার কাকের গোল।

২৭১ আড়াই টাকা গচ্ছা যাক্, নিজের কথা ওপরে থাক্।

২৭২ আড়া কাঁদে, পাড়া কাঁদে, চালের বাতা ধ'রে[১]।
ভাইয়ের বউ অভাগী কাঁদে চোখে মরিচ ভ'রে[২] ॥

[১ পা—বাপ কান্দে, মা কান্দে আছাড়-বিছাড় খেয়ে।
২ পা—চোখে মরিচ দিয়ে]

২৭৩ আড়ে নেই, ফাঁড়ে আছে।

২৭৪ আড়ে হাতে লাগা।

২৭৫ আঁত[১] পাওয়া ভার।

[১ অন্ত্র হইতে ; নাড়ী, গূঢ়াভিপ্রায়]

২৭৬ আতরওয়ালীর বাঁদী ভাল, তবু মেছুনীর পদ্মিনী নয়।

২৭৭ আতর নিতে বোক্‌না আনা।

২৭৮ আতি চোর, পাতি চোর, হ'তে হ'তে সিঁদেল চোর।

২৭৯ আঁতুড় আগলানো।

২৮০ আঁতুড়-ঘরে ছেলেকে নুন খাইয়ে মারা।

২৮১ আতুরে নিয়মো নাস্তি।

২৮২ আঁতে তেতো, দাঁতে নুন[১], পেট ভরে তিন কোণ।
এবেলা ওবেলা শৌচে যায়, তার কড়ি কি বৈদ্যে খায়॥

[১ পা—কানে কচু, চোখে তেল। প্রবাদের পাঠান্তর—আঁখে হরিতকী, দাঁতে নুন, খালি রাখ এ* চোথা কোণ। খাও গরম, শোও বাঁও, কাহে গাঁওমে বৈদ বৈঠাও॥—নং ১১৮৮, ২২৪৩]

২৮৩ আঁতে পড়ল ঘা, ড্যামডেমিয়ে চা'।

২৮৪ আত্মকোঁদলে পর-সেয়ানা।

২৮৫ আত্মবন্মন্যতে জগৎ।[১]

[১ সং—আশ্রমান্তর্গতা বেশ্যা ঋষ্যশৃঙ্গো ঋষেঃ সুতঃ। তপস্বিনস্তু তা মেনে আত্মবন্মন্যতে জগৎ॥]

২৮৬ আত্মসুখ পরবৈরাগ্য।

২৮৭ আত্মানং সততং রক্ষেৎ।[১]

[১ সং—আত্মানং সততং রক্ষেদ্ দারৈরপি ধনৈরপি]

২৮৮ আদর কাজের বেলা, তারপর অবহেলা।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

২৮৯ আদর-বিবির চাদর গায়, ভাত পায় না, ভাতার চায়।

২৯০ আদরমণি সাধের ঝি, বাজনা হ'ল না।
তিন কাহারে তুলে নে' গেল, দেখতে পেলাম না॥

২৯১ আদরে পায়ে দরদ।

২৯২ আদরে গোবরে থাকা।

২৯৩ আদরে বাঁদর।

২৯৪ আদরে ভোজন, কি করে ব্যঞ্জন।

২৯৫ আদরের কলা, তার খোসাটাও ভালা।

২৯৬ আদা আন্‌তে মুড়ি ফুরোয়।[1]

[১ নং ৩৪১০]

২৯৭ আদা, ওষুধের আধা।

২৯৮ আদা খেলে, গাঁট্‌টা তো রইল।

২৯৯ আদা-চুর্ণীর মনে কামড়[1]।

[১ অস্বস্তি]

৩০০ আদা জল খেয়ে লাগা।

৩০১ আদা বেচে গাধা[1], মিঠা বেচে হারামজাদা[2]।

[১ কারণ, আদা শীঘ্র শুকাইয়া ওজনে কম হয়। ২ কারণ, গুড়ে ভেজাল দেওয়া সহজ]

৩০২ আদাড়[1] গাঁয়ে[2] শিয়াল বাঘ[3]।

[১ জঞ্জাল ফেলিবার স্থান; তুচ্ছ। ২ পা—উজাড় বনে। ৩ পা—রাজা]

৩০৩ আদায় কাঁচকলায় সম্বন্ধ।[1]

[১ একসঙ্গে সিদ্ধ হয় না; স্বভাব-শত্রুতা]

৩০৪ আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর কেন?

৩০৫ আদা শুকোলেও ঝাল যায় না।

৩০৬ আদি অন্ত ভুজসি, ইষ্ট দেবতা যেই পূজসি।
মরণের যদি ডর বাসসি, অসম্ভব কভু না খায়সি ॥[1]

[১ ডাকের বচন]

৩০৭ আদি অন্ত পাওয়া ভার।

৩০৮ আদুরে গোপাল।

৩০৯ আদেখলায় দেখছে, পুঁটী যাছে লেখছে।

৩১০ আদ্যি[১] কইলে[২] দেবতা তুষ্ট, আদ্যি কইলে[২] মানুষ রুষ্ট।

[১ আদি কথা, কুলের ব্যাখ্যা। ২ পা—বল্‌লে]

৩১১ আধ গাগরী জল, করে ছল্‌ছল্‌।[১]

[১ নং ৪১১, ৫৮৬০]

৩১২ আধা খায় নিরামিষ, তারে বলে হবিষ্য।

৩১৩ আঁধার ঘরের মাণিক।

৩১৪ আঁধার ঘরের সাপ কি সকল ঘরে।

৩১৫ আন্ কথায় কান ভার, ভেজাল কথায় মন বেজার।

৩১৬ আন্ কাপাস, নে' তুলো।

৩১৭ আন্ মাগীর আন্ চিন্তা, দুয়ো মাগীর ভাতার চিন্তা।

৩১৮ আন্‌লায় কাপড়, টেনাও[১] সাজে।

[১ ছিন্ন মলিন বস্ত্র]

৩১৯ আন্ সতীনে নাড়ে চাড়ে, বোন সতীনে পুড়িয়ে মারে।

৩২০ আনাড়ির ঘোড়া লয়ে[১] বুদ্ধিমানে চড়ে।
ধনবানে[২] কেনে বই জ্ঞানবানে পড়ে॥[৩]

[১ পা—ধনবানে কেনে ঘোড়া। ২ পা—মূর্খ লোকে। ৩ প্রবাদের পাদ-বিপর্য্যয়ও দেখা যায়]

৩২১ আনারস বলে—কাঁঠাল ভাই, তোর গা' বড় খস্‌খসে।

৩২২ আপন আপন, পর পর, যে না চেনে সে বর্ব্বর।

৩২৩ আপন* কুচ্ছ আপনি গাওয়া।

---

* নীচের প্রবাদগুলিতে অনেক স্থলে 'আপন' 'আপনি' 'আপনার' পরিবর্ত্তে 'নিজের' ও 'নিজে' পাঠও পাওয়া যায়। শেষোক্ত শব্দ পরে দ্রষ্টব্য।

৩২৪ আপন কুকুর[১] পথ্যি পায় না।

[১ পা—বেরাল]

৩২৫ আপন কোটে[১] কুকুরও বড়।

[১ কেল্লা, ঘর, অধিকার]

৩২৬ আপন কোটে পাই, চিঁড়ে-কুটে খাই।

৩২৭ আপন কোলে ঝোল টানে।

৩২৮ আপন গাঁয়ে কুকুর রাজা।

৩২৯ আপন ঘরে সবাই রাজা।

৩৩০ আপন ঘরের ধোঁয়ায় আপন চোখ কানা।

৩৩১ আপন ঘোল কেউ টক বলে না।

৩৩২ আপন চরকায় তেল দাও।

৩৩৩ আপন চেয়ে পর ভাল, পরের চেয়ে জঙ্গল ভাল।

৩৩৪ আপন চোখে সোনা বর্ষে, পরের চোখে রূপা।
যত লোকে কথা কয়[১] গাপা আর গুপা॥

[১ পা—তারপর যত দেখ]

৩৩৫ আপন ছাগল[১] বেঁধে রাখি[২], পরের ছাগল[১] ছেড়ে দিই[৩]।

[১ পা—পাগল। ২ পা—বাঁধি-ছাঁদি। ৩ পা—হাততালি দিই]

৩৩৬ আপন ছিদ্র জানে না, পরের ছিদ্র খোঁজে।[১]

[১ নং ৪০১]

৩৩৭ আপন ঢাক আপনি বাজান।

৩৩৮ আপন দোষে খেয়েছি মাটি, বাপে পুতে কামিলা[১] খাটি।

[১ মজুর]

৩৩৯ আপন দোষ ঝুড়ি-ঝুড়ি, পরের দোষে দিই তুড়ি।

৩৪০ আপন ধন পরকে দিয়ে, দৈবকী বেড়ায় মাথায় হাত দিয়ে।

৩৪১ আপন ধন পরকে দিয়ে, মর এখন পান্ত কুড়িয়ে।

৩৪২ আপন ধান বিশ পসুরি, পরের ধান এক পসুরি।

৩৪৩ আপন ধান পেকেছে, এখন মারুক খরা[১]।

[১ আত রৌদ্র]

৩৪৪ আপন পাঁঠা লেজে কাটি।[১]

[১ পা—যার পাঁঠা সে লেজের দিকে কাটে]

৩৪৫ আপন পাঁজি দিয়ে পরকে[১], দৈবজ্ঞ বেড়ায় পথে-পথে[২]।

[১ পা—পরকে দিয়ে। ২ পা—মাথায় হাত দিয়ে]

৩৪৬ আপন পায়ে কুড়ুল মারা।

৩৪৭ আপন পোঁদে ন' মন গু, পরকে বলে—তোর পোঁদে থু।[১]

[১ পা—'যার পোঁদে যত গু, সেই করে তত থু'।—নং ৫২৩০]

৩৪৮ আপন পোলা খায়, ঘর পানে চায়। পরের পোলা খায়, বনপানে চায়।[১]

[১ নং ৩৫৩৯]

৩৪৯ আপন বুদ্ধি ছিল ভাল, পরবুদ্ধিতে পাগল।
বাঁচাতে গিয়ে হাঁসের ডিম, গলায় পড়ল ছাগল॥

৩৫০ আপন বুদ্ধিতে তর, পর বুদ্ধিতে মর।

৩৫১ আপন বুদ্ধিতে ফকির হই, পর বুদ্ধিতে বাদশা নই।

৩৫২ আপন বুদ্ধিতে ভাত, পর বুদ্ধিতে হাভাত।

৩৫৩ আপন বুদ্ধিতে রাজা, পর বুদ্ধিতে খাজা।

৩৫৪ আপন বেলা আঁটা-আঁটি[১], পরের বেলা দাঁতকপাটি[২]।

[১ পা—আঁটি-সাঁটি। ২ পা—চিমটি কাটি]

৩৫৫ আপন বেলা চাপন-চোপন, পরের বেলা ঝুরঝুরে মাপন।

৩৫৬ আপন বোন ভাত পায় না, শালীর তরে মোণ্ডা।[১]

[১ 'বাপের বেটী মুড়কি পায় না শালীর মোণ্ডা মোজ'—রূপচাঁদ পক্ষী। প্রবাদের রূপান্তর—আপন বোন ভাত না পায় শালীর তরে মোণ্ডা যোগায়]

৩৫৭ আপন ভাল[১] পাগলে বোঝে।

[১ পা—বুঝ]

৩৫৮ আপন মান আপন ঠাঁই[১]।

[১ পা—হাতে]

৩৫৯ আপন মান আপনি রাখি, কাটা কান চুল দিয়ে ঢাকি।

৩৬০ আপন মুখ আপনি দেখ।

৩৬১ আপন শাশুড়ী সেলাম না পায়, নানীর শাশুড়ীর পীঁড়া বায়।

৩৬২ আপন হাত জগন্নাথ, পরের হাত এঁটো পাত।

৩৬৩ আপনাকে আগে সামাল কর, পরে গিয়ে পরকে ধর।

৩৬৪ আপনার আছে তো খাও, নইলে ফেলফেলিয়ে চাও।

৩৬৫ আপনার আঁটে না, পরকে দেবে।

৩৬৬ আপনার আপনার কিছু নয়, জগৎ কেবল মায়াময়।

৩৬৭ আপনার আপনি, ভোর আর কপ্‌নি।

৩৬৮ আপনার কথা পরকে কই, সাধ করে পথে বই[১]।

[১ বসি]

৩৬৯ আপনার কথা পাঁচ কাহন।

৩৭০ আপনার কামার, আপনার খাঁড়া, যেখানে পড়াবি সেখানেই পড়া।

৩৭১ আপনারটা ষোল আনা, পরেরটা কিছুই না।

৩৭২ আপনারটিতে খোদার দোহাই, পরেরটিতে আন্ খাই।

৩৭৩ আপনার ঢাকা থাক্, পরের বিকিয়ে যাক্।[১]

[১ নং ২৮৩২]

৩৭৪ আপনার নয় ঠাকুর, পরে করবে কি ?

৩৭৫ আপনার নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ।

৩৭৬ আপনার পানে চায় না[১] শালী[২], পরকে বলে টেবো[৩] গালি।

[১ পা—আপনার কথা কয় না। ২ পা—খালি। ৩ পা—চাল্‌দা]

৩৭৭ আপনার বগলে গন্ধ নেই, পরের বগলে গন্ধ।

৩৭৮ আপনার বেলায় ছ'কড়ায় গণ্ডা, পরের বেলায় তিন কড়ায় গণ্ডা।

৩৭৯ আপনার মন দিয়ে পরের মন জানা।

৩৮০ আপনার মন্দ, পরের ভালা, তারে কয় বোকার শালা।

৩৮১ আপনার মা রাঁধুনী, বারোমাস সুখ।

৩৮২ আপনার রান্না ভাল তিন জনের—আপনার, কুকুরের, ঠাকুরের।

৩৮৩ আপনার হাতে পড়লে হাঁড়ি, ভাত রেখে আমানি বাড়ি।[১]

[১ দ্বিতীয় পাদ কখনও কখনও অধিক দেখা যায়—'পরের হাতে পড়লে হাঁড়ি, আমানি রেখে ভাত বাড়ি']

৩৮৪ আপনার হারা, আর স্ত্রীর মারা।

['A defeat and a beating from a wife alike'—people are always careful to conceal—Morton]

৩৮৫ আপনি করলে লীলাখেলা, পাপ লিখলে পরের বেলা।[১]

[১ নং ৩০৭৬]

৩৮৬ আপনি গিন্নী স্বয়ংবরা, কি বিলায় মোর খই কলা।

৩৮৭ আপনি[১] গেলে ঘোল পায় না, বেঁশোকে[২] পাঠায় দুধের তরে।

[১ পা—কর্ত্তা। ২ পা—চাকরকে]

৩৮৮ আপনি থাকতে নেই ঠাঁই, বউয়ের সঙ্গে সাতটা ধাই।

৩৮৯ আপনি নোঙাই, পরকে ভেঙাই।

৩৯০ আপনি পাগল, ভাতার পাগল, পাগল তার চেলা।
এক পাগলে রক্ষা নাই, তিন পাগলের মেলা ॥[১]

[১ নং ৭১০]

৩৯১ আপনি পায় না[১] জা'গা, কুত্তা আনে বাঘা।

[১ পা—জিরোবার নেই]

৩৯২ আপনি পায় না[১], শঙ্করাকে ডাকে।

[১ বিবিধ পা—আপনি খেতে ভাত পায় না, আপনি পায় না খেতে, আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, ইত্যাদি]

৩৯৩ আপনি বড় ভাল, তাই পরকে বলে কালো।

৩৯৪ আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

৩৯৫ আপনি ভেঙেছে মন, উপায় কিবা তার।
ভাঙা মন কখনো কি জোড়া লাগে আর ॥

৩৯৬ আপনি ম'রে জ্ঞাতির হাঁড়ি ফেলানো।

৩৯৭ আপনি যেমন, জগৎ তেমন।

৩৯৮ আপনি যেমন ঢেমন, জগৎ দেখি তেমন।[১]

[১ পা—'আপনি যেমন তেমন, জগৎ দেখি কেমন']

৩৯৯ আপনি রইলেন ডরপানিতে, পোলাকে পাঠালেন চর।

৪০০ আপনি রাঁধি, আপনি খাই, আপনি তার বলিহারি যাই।

৪০১ আপ্তচ্ছিদ্র ন জানাতি, পরচ্ছিদ্র পদে পদে।[১]

[১ কৃত্তিবাস—'আপ্তছিদ্র না জানিস পরকে দিস খোঁটা'। —নং ৩৩৬]

৪০২ আপ্ত রেখে ধর্ম্ম, তবে পিতৃলোকের কর্ম্ম।[১]

[১ পা—'আগে ধর্ম্ম, পরে পিতৃলোকের কর্ম্ম']

৪০৩ আপ্ ভলা ত জগ্ ভলা।

৪০৪ আপ-রুচি খানা, পর-রুচি পর্‌না।

৪০৫ আবর তাঁতী গোবর খায়, মাগের বোলে[১] মরতে যায়।

[১ পা—কথায়]

৪০৬ আবাগার বেটা ভূত।

৪০৭ আবাতি কালে[১] অনন্তের ব্রত।

[১ অল্পবয়সে]

৪০৮ আবাদের ধানে ধন।[১]

[১ পা—ধানের আবাদে ধন]

৪০৯ আবার ডোমকে ধারে মদ।

৪১০ আবালে[১] না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ট্যাঁশ ট্যাঁশ।

[১ পা—আগে, বা, কাঁচায়]

৪১১ আভরা কলসীর ঢকঢকানি বেশি।[১]

[১ নং ৩১১, ৫৮৬০]

৪১২ আম, আমড়া, কুজড়া[১] ধান[২], এই তিন নিয়ে বর্দ্ধমান।

[১ দেশজ। ২ পা—আমড়া, কুমড়া, ধান।—নং ৫৬৭৫]

৪১৩ আম খেয়ে খায় পানি, পোঁদ বলে—আমি না জানি।

৪১৪ আমড়া কাঠের[১] ঢেঁকি।

[১ মজবুত নয়, অপদার্থ]

৪১৫ আমড়াগাছি করা। আম্‌তা আম্‌তা করা।

৪১৬ আমড়াগাছে আম হয় না।

৪১৭ আমড়াতলায়[১] আম পাই, আমতলায় কেন যাই।

[১ পা—শাঁড়াতলায়]

৪১৮ আমড়ায় আর আমে।

৪১৯ আম পড়বে বাতাসে, কাউয়া রইল প্রত্যাশে।

৪২০ আম ফুরোলে আম্‌সী খাবে।

৪২১ আম ফেলে[১] আঁটি-চোষা।

[১ পা—না পেয়ে।—নং ২৬১]

৪২২ আ মরি, আ মরি, বালাই যাই, গুড় দিয়ে তোর গাল চেটে খাই।

৪২৩ আ মরি, মিন্‌সে লোক হাসালে[১], গোঁফ রেখেছে তোবড়া গালে।

[১ পা—দেখব কত কালে-কালে; দাড়ি নেই কোন কালে।
—নং ১৮৯২]

৪২৪ আম শুকোলে আম্‌সী, বয়স গেলে কাঁদ্‌তে বসি।

৪২৫ আম শুকিয়ে আম্‌সী, জল শুকিয়ে পাঁক।
বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী[১], আগুন ম'রে খাক্[২]॥

[১ সং—অশক্তস্তস্করঃ সাধুঃ কুরূপা চেৎ পতিব্রতা। রোগী চ দেবতাভক্তো বৃদ্ধবেশ্যা তপস্বিনী॥ ২ ভস্ম।—নং ২১০, ৪৮১৫]

৪২৬ আম শুন্‌তে জাম শুনেছে, চাঁদ লিখতে ফাঁদ লিখেছে।

৪২৭ আমানি খেয়ে দাঁত ভেঙেছে, সিঁদুর পরবি কিসে।

৪২৮ আমায় না দিয়ে ননী, কত ধন বাঁধবে, ধনী।

৪২৯ আমার আমার যত কর, চিনির বলদ ব'য়ে মর।

৪৩০ আমার এমনি হাতযশ,
এ পাড়ায় যদি ওষুধ খাওয়াই ওপাড়ায় মরে গণ্ডা দশ।

৪৩১ আমার[১] ছেলে ছেলেটি, খায় শুধু[২] এতটি, বেড়ায় যেন গোপালটি[৩]।
ওদের[৪] ছেলে ছেলেটা, খায় দেখ[২] এতটা, বেড়ায় যেন বাঁদরটা॥

[১ পা—আপন, বা, নিজের। ২ পা—ভাত খায়। ৩ পা—লাটিমটি। ৪ পা—পরের]

৪৩২ আমার ঠাকুর খান্ কি? ঘি-ভাত। না পেলে? শুধু ভাত॥

৪৩৩ আমার দইয়ের এমনি গুণ, এক সের দইয়ে তিন সের নুন।

৪৩৪ আমার ধান পায়রায় খায়, আমার রাম বাণিজ্যে যায়।

৪৩৫ আমার নাম নিতাই, এক খাই এক থিতাই।

৪৩৬ আমার নাম ময়না, তবুও তো হয় না।

৪৩৭ আমার নাম যমুনা দাসী, পরের খেতে ভালবাসি।
পরকে দিতে জ্বরে গা', পরের নিতে সরে গা' ॥

৪৩৮ আমার নাম রণরঘু, ভিটাতে চরাই ঘুঘু।

৪৩৯ আমার নাম রাম দত্ত, আমি জানি সকল তত্ত্ব।

৪৪০ আমার পেটের ছাও, আমারে খ'রে খেতে চাও।

৪৪১ আমার বঁধুয়া আন্ বাড়ী যায় আমারি আঙিনা দিয়া।[১]
[১ বৈষ্ণব গীতি]

৪৪২ আমার বুদ্ধি শোন, ঘরদোর ভেঙে ফেলে নোটেশাক বোন।

৪৪৩ আমার ভাই রাবণ রাজা, আমি শূর্পণখা।
ধরামাঝে এমন জোড়া পারিস্ যদি দেখা ॥

৪৪৪ আমার হয়েছে, হায়, হিতে বিপরীত।
কোঁদল করিয়া শেষে কেঁদে কর জিত ॥

৪৪৫ আমার হ'ল বুকে ঘা, আমারে বলে রসুন খা'।

৪৪৬ আমার হাগা পেলে জাগিয়ে দিও।

৪৪৭ আমিই বা কই কি, সরকারে বা লেখে কি।

৪৪৮ আমি এমনি দম লাগাই, ভেল্কিতে ভেড়া বানাই,
দিনের বেলায় তারা দেখাই।

৪৪৯ আমিও ফকির হলাম, দেশেও আকাল এল।[১]
[১ নং ৬৪৬০]

৪৫০ আমি করি ভাই ভাই, দাদার কিন্তু মনে নাই।

৪৫১ আমি কি তেমনি চাঁপা রাই,
যমের হাতে খূর্প দিয়ে দুব্বোঘাস ছোলাই।

৪৫২ আমি কি নাচতে[১] জানি নে, মাজার ব্যথায় পারি নে।
[১ পা—নাচতে কি জানি]

৪৫৩ আমি কি নেড়ী-ভেড়ী, আমার পাঁচখান কাপড় ধোপার বাড়ী।

৪৫৪ আমি কি ভেসে এসেছি,
কাল সকালে কেলে সোনার কোলে বসেছি।

৪৫৫ আমি খাই ভাতারের ভাত, তোর কেন গালে হাত।

৪৫৬ আমি ঘরভাঙানী, সই, পরের মন্দকারী নই।
কথা কই আপন রেখে, গুছি দিই দু'দিক থেকে।

৪৫৭ আমি ছাড়ি তো কম্‌লী ছাড়ে না।[1]

[১ পা—'হাম ছোড়া, কমলী নেই ছোড়তা'।—ভাল্লুককে কম্বল বলিয়া জড়াইয়া ধরিবার গল্প হইতে]

৪৫৮ আমি জানি না, দাদায় জানে, বড় বড় জনকে বেঁধে আনে।

৪৫৯ আমি জানি না চুল বাঁধতে, আমাকে বলে আরেক বাড়ী রাঁধতে।

৪৬০ আমি বেহায়া পেড়েছি পাত, কোন্ বেহায়া না দেয় ভাত।

৪৬১ আমি ভানি পরের বারা[1], আমার বারা যায় দখিনপাড়া।

[১ ঢেঁকতে ধান কোটা]

৪৬২ আমি মরি আমার জ্বালায়, সবাই এসে আগুন উস্‌কায়।

৪৬৩ আমি যার করি আশ, সেই করে সর্ব্বনাশ।

৪৬৪ আমি যে ভেবে মরি, তুমি কার না'য় যাবে চড়ি।

৪৬৫ আমে বান, তেঁতুলে ধান।[1]

[১ খনার বচন]

৪৬৬ আমে দুধে এক হয়, আদাড়ের আঁটি আদাড়ে যায়।

৪৬৭ আয় বুঝে ব্যয়।[1]

[১ পা—'বুঝে আয় কর ব্যয়', 'যেমন আয় তেমন ব্যয়']

৪৬৮ আয়, হরশে, মোরে ধরসে।

৪৬৯ আয়ুর্যাতি দিনে দিনে।[1]

[১ সং—লোকঃ পৃচ্ছতি সদ্বার্ত্তাং শরীরে কুশলং তব। কুতঃ কুশলমস্মাকম্ আয়ুর্যাতি দিনে দিনে।]

৪৭০ আয়ে ছুতার, ব্যয়ে কামার।

৪৭১ আয়েস লুকোবি বয়েস লুকোবি, গালভাঙা তোর কোথায় থুবি।

৪৭২ আর আটটা গরু মেলে, হারানো গরুটি মেলে না।

৪৭৩ আর কাঠে আগুন নেই, মাদার-কাঠে আগুন।

৪৭৪ আর কাজে নয়কো দড়, লাউ কুটতে ফালা দেন।

৪৭৫ আর কি আছে সেদিন, এখন এক খিলি পান দু'দিন।

৪৭৬ আর কি ছকুর সেকাল আছে।

৪৭৭ আর গাব খাব না, গাবতলা দিয়ে যাব না।
গাব খাব না তো খাব কি, গাবের মতন আছে কি॥

৪৭৮ আর যেন নাহি লাগে তোমার বাতাস।
ফেলেছি ঘাড়ের বোঝা, হয়েছি খালাস॥

৪৭৯ আর রাজ্যে বামুন নেই, কাশী ঠাকুর, চিঁড়ে খাও।

৪৮০ আরশির মুখ, পড়শীর মুখ।[১]

[১ 'পড়শীর মুখ, না, আরশির মুখ,' এইরূপ পাঠও দেখা যায়। —নং ৩৪৭৯]

৪৮১ আরশুলা[১] আবার পাখী।

[১ পা—চামচিকে।—নং ২৮১১]

৪৮২ আর সওদা যেমন তেমন, চাই খোঁপাবাঁধা দড়ি।

৪৮৩ আরে ও গোপালের নাতি, এনেছিলে কেন দুর্গামূর্ত্তি,
করবই তো এই কীর্ত্তি।[১]

[১ স্ত্রীর উক্তি]

৪৮৪ আরে মোর[১] তুমি,
তোমার জন্যে চাল ভিজিয়ে চিবিয়ে মরি আমি।

[১ পা—ওরে আম'র]

৪৮৫ আরের[১] দাঁত আর ছিরে বুড়োর[২] মাড়ি।

[১ অক্তের। ২ পা—খুড়োর]

৪৮৬ আরের মন আর দিকে, চোরের মন বোঁচ্‌কার দিকে।

৪৮৭ আরের সঙ্গে যেমন তেমন, পীরের সঙ্গে মস্করী-করণ।[১]

[১ নং ৩১৩৮]

৪৮৮ আল্‌গা[১] কাছায় পোঁদ বাড়ে।

[১ পা—ঢিলে]

৪৮৯ আল্‌গা চুলে খোঁপা বাঁধা।

৪৯০ আল্‌গা পেলে সন্ন্যাসীও মাতে।

৪৯১ আল্‌গা বেতের বাঁধন, নড়ে চড়ে খসে না।

৪৯২ আল্‌তার স্থুটি।[১]

[১ গুণহীন বস্তু]

৪৯৩ আলস্য হেন ধন থাকতে দুঃখের অভাব কি।

৪৯৪ আলা এলে, ডালা এলে[১], মুই পুতের মা।
পাইক এলে, পেয়দা এলে, মুই কিচ্ছু না॥

[১ পা—ভেট এলে, বেগার এলে]

৪৯৫ আলালের ঘরের দুলাল।[১]

[১ 'আলা ঘরে দুলা'—প্রবোধচন্দ্রিকা]

৪৯৬ আলি লো বাঁশপাতা, বিয়ের রাতে কইলি কথা।

৪৯৭ আলুনা আলুনা খাও, ফোঁটা পানে চাও।[১]

[১ গৃহিণীর উক্তি। ফোঁটা=গৃহিণীর কপালে]

৪৯৮ আলো চাল দেখে ভেড়ার মুখ চুলকোয়।

৪৯৯ আলো চাল, বাক্সের গুড়ি, আপন গরবে ফাঁপা টুরি।

৫০০ আলোতে কিঞ্চিৎ ভাল, প্রমাদ আঁধারে।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

৫০১ আলোর[১] নীচেই আঁধার।

[১ পা—চেরাগের]

৫০২ আলো হাওয়া বেঁধো না, রোগ-ভোগে মেরো না।

৫০৩ আল্লা, ভাতে কাপড়ে একেবারেই মারলা।

৫০৪ আশা আর ফুঁ আছে, দুধ আর বাটি নেই।

৫০৫ আশা আর বাসা, ছোট ক'রে মরে চাষা।

৫০৬ আশা আশা পরম দুখ, নিরাশাই পরম সুখ।[১]

[১ সং—আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্]

৫০৭ আশা[১] করেছেন কাও[২], পাকলে খাবেন ডাঁও[৩]।

[১ পা—মনে, বা, সাধ। ২ কাক। ৩ ডেঁও ফল ('bread-fruit'—Morton)]

৫০৮ আশা বৈতরণী নদী।[১]

[১ সং—ক্রোধো বৈবস্বতো রাজা আশা বৈতরণী নদী]

৫০৯ আশায় খেলেছি পাশা।

৫১০ আশায় পুড়ালাম বাসা, আশায় মুড়ালাম দাড়ি।
ভিক্ষা দাও গো কাঙাল আমি যাচ্ছি বাড়ী-বাড়ী॥

৫১১ আশায় মরে চাষা।

৫১২ আশায় যে ভর করে, অনাহারে সেই মরে।

৫১৩ আশার অর্দ্ধেক ফল।

৫১৪ আশার শেষ নেই।[১]

[১ সং—আশাবধিং কো গতঃ]

৫১৫ আশী বছরেও গয়লা সাবালক হয় না[১]।

[১ পা—গয়লার বুদ্ধি পাকে না। 'গোয়ালা আশী বছরেও' ইত্যাদি অথবা, 'গোয়ালা আশী বছরে সাবালক', এইরূপ পাঠও আছে]

৫১৬ আশীর্ব্বাদ করি মাথার কাটে, মেগে খাওগে চেতলার হাটে।

৫১৭ আশে পাশে কড়ি, তবে বেটার বিয়ে জুড়ি।

৫১৮ আশ্বিন মাসে[1] ঘুঁটে পাতাতেও কড়ি।
[১ দুর্গাপূজার সময়]

৫১৯ আষাঢ়ান্ত বেলা।[1]
[১ দীর্ঘকালস্থায়ী]

৫২০ আষাঢ়ে গল্প।

৫২১ আষাঢ়ে না হ'ল সুত[1], হা সুত যো সুত।
যোলতে না হ'ল পুত, হা পুত যো পুত॥
[১ আষাঢ়ের দীর্ঘ বেলা, সুতরাং সুতা কাটার প্রশস্ত সময়]

৫২২ আষাঢ়ে পান চাষাড়ে খায়, গুয়াবনে পান গড়াগড়ি যায়।

৫২৩ আষাঢ়ে মাটি, চাষাড়ে ঘরের বেটী।

৫২৪ আসন্নকালে বিপরীতবুদ্ধিঃ।

৫২৫ আসল ঘরে মশাল নেই, ঢেঁকিশালে চাঁদোয়া।

৫২৬ আসলের খোঁজ নেই, সুদের খবর।

৫২৭ আসলের চেয়ে সুদ মিষ্টি।

৫২৮ আসি বললেই বাসি হয়।

৫২৯ আসুক না আসুক বর, তবু সীঁথি প'রে মর।

৫৩০ আস্‌কে[1] খায়, তার ফোঁড়[2] গণে না।
[১ পা—পিঠে। ২ আস্‌কে পিঠের অসংখ্য ফোঁড়]

৫৩১ আসতেও একা, যেতেও একা, কার সঙ্গে কার দেখা।

৫৩২ আসতে যেতে গলা কাটা।

৫৩৩ আসতে যেতে হ'ল বেলা, তোমার কাজে কি আমার হেলা।

৫৩৪ আঁস্তাকুড় ঘুরে এসে বিছানায় পা তোলা।[1]
[১ নং ৫৬১০]

৫৩৫ আঁস্তাকুড়েও চাঁদের আলো।

৫৩৬ আহাম্মক যে হয়, পেছনে কথা কয়।

৫৩৭ আহাম্মক—
আহাম্মক এক, যে পরের ঝালে করে সেঁক।
আহাম্মক দুই, যে পরের চালে তোলে পুঁই।
আহাম্মক তিন, যে ঋণ ক'রে দেয় ঋণ।
আহাম্মক চার, যে মধ্যস্থ হয়ে খায় মার।
আহাম্মক পাঁচ, যে পরের পুকুরে দেয় মাছ।
আহাম্মক ছয়, যে একের কথা আরে কয়।
আহাম্মক সাত, যে শ্বশুরবাড়ী খায় ভাত।
আহাম্মক আট, যে আপন মাগকে পাঠায় হাট।
আহাম্মক নয়, যে ঘর থাকতে পরের ঘরে রয়।
আহাম্মক দশ, যে মাগীর কথায় বশ॥

৫৩৮ আহার নিদ্রা[১] ভয়, যত কর তত হয়।
[১ পা—মৈথুন]

৫৩৯ আহ্লাদী যায় মরতে, তিনকুল যায় ধরতে।
ও আহ্লাদী, মরিস নি, লোক-হাসান করিস নি॥

৫৪০ আহ্লাদী পুতুল।

৫৪১ আহ্লাদী লো ডেঁপের[১] খই, এত আহ্লাদ পেলি কই।
[১ ডেঁপলা ফল]

৫৪২ আহ্লাদে আটখানা, লেজো মুড়ো দশখানা।

৫৪৩ আহ্লাদে ফুটকড়াই।

৫৪৪ আহ্লাদের চাঁদ, বুড়া কয়—বুড়ী লো, মোরে কোলে ক'রে বাঁধ।

৫৪৫ আহ্লাদের প্রহ্লাদ।

৫৪৬ ইঁচড়ে[১] পাকা।
[১ পা—এঁচড়ে]

৫৪৭ ইচ্ছা আছে যার, উপায় আছে তার।[১]

[১ ইং অনুবাদ বলিয়া মনে হয়]

৫৪৮ ইচ্ছাপুত্রের মায়ের আদর।

৫৪৯ ইচ্ছার বোঝা ভার নয়।

৫৫০ ইজ্জতের কুঁকড়ী, আণ্ডা পাড়ে ছ'কুড়ি।

৫৫১ ইটটি পড়লে পাটকেলটি পড়ে।

৫৫২ ইটটি[১] মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।

[১ পা—ঢিলটি]

৫৫৩ ইটা[১] দুনিয়ার মিঠা।

[১ এক রকম বড় মাছ]

৫৫৪ ইটে নেই ভিটে নেই, চৌধুরীর পুত।[১]

[১ নং ২৩০১, ৩৮৫১]

৫৫৫ ইটে নেই, ভিটে নেই, বাইরে মর্দ্দানি।

৫৫৬ ইতরের মরণ কাতরে, ডাইনের মরণ চাতরে[১]।

[১ কুহক, চাতুরী]

৫৫৭ 'ইতি' করা।

৫৫৮ ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ ন পূর্ব্ব ন পর।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

৫৫৯ ইত্তিপিত্তি পুড়িয়ে দেয় লাউগাছের গোড়ে।[১]

[১ লাউয়ের গোড়ায় ছাই দেয়]

৫৬০ ইঁদুর গর্ত্ত খুঁড়ে মরে, সাপে এসে দখল করে।

৫৬১ ইঁদুর জানে না যে কাঠের বেরাল[১]।

[১ পা—বেরাল কানা]

৫৬২ ইঁদুর বড় সাঁতারু, তার মাথা ভরা জট।

৫৬৩ ইঁদুর মারবার জন্য ঘর পোড়ান।

৫৬৪ ইঁদুরের কলে পড়া।

৫৬৫ ইঁদুরের কাছে কোরান কি পুরাণ কি।

৫৬৬ ইঁদুরের[১] গোলাম চাম্‌চিকে, তারে বলে—ঘর নিকে[২]।

[১ পা—ছুঁচোর। ২ সম্মার্জ্জনা কর।—নং ২৩৭৩]

৫৬৭ ইনি কেবল শ্রীপঞ্চমী।[১]

[১ লেখাপড়া অনভিজ্ঞ; সরস্বতীপূজার দিন অনধ্যায় হইতে]

৫৬৮ ইয়ারের টেক্কা।

৫৬৯ ইল্লত্[১] যায় না ধুলে, স্বভাব যায় না ম'লে।

[১ ময়লা। পা—কালি]

৫৭০ ইল্লির ধুনুধুমনি বিল্লীর ঘাড়ে।

৫৭১ ইষ্টকালয়, শ্যামা নারী, বটচ্ছায়া, কূপ-বারি।

৫৭২ ইস্তক জুতো-সেলাই[১] নাগাদ চণ্ডীপাঠ[২]।

[১ পা—গরুচুরি। ২ পা—বৈষ্ণববন্দনা]

৫৭৩ ঈদের চাঁদ।[১]

[১ বাঞ্ছিত হ'লেও সহজে দেখা যায় না]

৫৭৪ ঈশ্বর যদি করেন, কর্ত্তা যদি মরেন, তবে ঘরে ব'সে কেত্তন শুনব।

৫৭৫ ঈশ্বর যা করেন সবই মঙ্গলের জন্য।

৫৭৬ উই, ইঁদুর, সুজন, ভাল ভাঙে তিন জন।

৫৭৭ উইয়ের পোঁদে ডানা গজালে, আকাশ ছুঁতে চায়।

৫৭৮ উকিলের দালাল, ঘাপটি মেরে ফেলে জাল।

৫৭৯ উকুনের তাপে মাথা মুড়ান।

৫৮০ উচান বাড়ি[১] বড় ভয়, পড়লে বাড়ি[২] সব সয়।

[১ লাঠি। ২ পা—পিঠে পড়লে]

৫৮১ উচিত কথা কইতে গেলে, তেলে বেগুনে ওঠে জ্ব'লে।

৫৮২ উচিত কথায় দেবতা তুষ্ট, উচিত কথায় মানুষ রুষ্ট।[১]

[১ নং ৩১০]

৫৮৩ উচিত কথায় বন্ধুও বিগ্‌ড়ায়।[১]

[১ নং ৬২৮৪]

৫৮৪ উচিত বলতে পাড়ে গালি, পোয়ে ঝিয়ে হয় বেয়ালি[১]।
কান্না শুনে[২] বাহির না হয়, নাটে গীতে ধেয়ে যায়।
ভাল খায় আয় না বুঝে, বোল্‌ বল্‌তে উত্তর যুঝে।
রৌদ্রে রান্ধে কাঠে খড়ে, বর্ষাকালে চাল আঁচড়ে।
ওদা[৩] হাতে লয় লবণ, গুরু গেরাসে করে ভোজন।
অতিথ দেখলে কুপিত হয়, দাসদাসীকে প্রবল কয়।
না বুঝে প্রাণের হাসিকান্না, সে গিন্নীর কেন ঘরকন্না ॥[৪]

[১ কলহ। ২ লোকের বিপদে। ৩ ভিজা। ৪ পা—এ নারীতে যাহার বাস, তাহার কোন জীবনের আশ।—ডাকের বচন]

৫৮৫ উঁচু নজর, তাজে[১] ভারি, লোকের কথা তুচ্ছ করি।

[১ মস্তকাবরণ]

৫৮৬ উঁচু হবে ত নীচু হও।

৫৮৭ উচোট খেয়ে প্রণাম, বা, উচোটে প'ড়ে সঙ্কটে প্রণাম।[১]

[১ নং ৬৫২২]

৫৮৮ উচ্ছের কচি, পটোলের বীচি, শাকের ছা, মাছের মা—এইগুলি বেছে খা।

৫৮৯ উজানের কই।

৫৯০ উজো[1] কথায় গুঁজো[2] বেজার, গরম ভাতে তুটো বেজার।[3]

[১ ঋজু, সরল। পা—সোজা। ২ যে গোঁজ হইয়া থাকে। পা—গোঁজা। ৩ নং ৬২৮৬]

৫৯১ উট্‌কপালী চিরুণদাঁতী, গোদা পায়ে মারবে লাথি।[1]

[১ নং ১৬০, ১৮৮৩]

৫৯২ উঠন্ত মূলো[1] পত্তনেই[2] চেনা যায়।

[১ পা—গাছ। ২ পা—পাতাতেই]

৫৯৩ উঠল বাই ত কটক যাই।

৫৯৪ উঠলে ঢেঁকি, বসলে পাট, সাত পাথর আমানি যত পায় ভাত।

৫৯৫ উঠসার[1] কিস্তিতে মাত্‌।

[১ দাবাখেলায় বল বা বোড়ে উঠিবার দরুন যে কিস্তি পড়ে]

৫৯৬ উঠে-ধান খুঁটে খায়।

৫৯৭ উঠে-ধানের পথ্যি হয় না।[1]

[১ 'উঠে-ধানের পথ্যি যেন না করিতে পারে'—ঈশ্বর গুপ্ত]

৫৯৮ উঠে প'ড়ে লাগা।

৫৯৯ উটের পিঠে কুঁজ, উট জানে না।

৬০০ উড়কি ধানের[1] মুড়কি আর সরু ধানের চিঁড়ে।

[১ উড়ি ধানের]

৬০১ উড়তে[1] না পেরে পোষ মানে।

[১ পা—পালাতে]

৬০২ উড়তে পারে না, ফর্‌ফর্‌ করে।

৬০৩ উড়নচণ্ডে, বা, উড়নপেকে।[1]

[১ অপব্যয়ী।—নং ৬৩৩]

৬০৪ উড়ে এসে জুড়ে বসা।

৬০৫ উড়ে যায় পাখী, তার ডানা গুনে রাখি।

৬০৬ উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ।

[নং ১৭৫৮, ৩৯০২, ৬৩৪৭]

৬০৭ উড়ো পাখীকে পোষ মানান।

৬০৮ উতোর গাওয়া।[১]

[১ কবিওয়ালাদের উক্তি-প্রত্যুক্তি (বিশেষত খেউড়) হইতে]

৬০৯ উত্তম মধ্যম দেওয়া।

৬১০ উত্তমে উত্তমে মিলে অধমে অধমে।
কোথায় মিলন হয় অধমে উত্তমে॥[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

৬১১ উত্তরে বাগ, দখিণে রাখ।[১]

[১ গৃহনির্ম্মাণের নিয়ম]

৬১২ উত্তুরে মেয়ে, পূবে নেয়ে।

৬১৩ উদ্[১] খেতে ক্ষুদ নেই, নেউলে বাজায় শিঙে।

[১ জল]

৬১৪ উদরসর্ব্বস্ব।

৬১৫ উদরী, বাদুড়ী[১], যক্ষ্মা, এ তিনে নেই রক্ষা।

[১ মুখ দিয়া মল-বমিরূপ রোগ। বাদুড় নাকি মুখ দিয়া মল-ত্যাগ করে]

৬১৬ উদুখলে ক্ষুদ নেই, চাঁটগায়ে বরাত।

৬১৭ উদে[১] মাছ ধরে, খটাশে ভাগ করে।

[১ উদ্‌বিড়াল]

৬১৮ উদোর পিণ্ডী[১] বুদোর ঘাড়ে।

[১ পা—বোঝা]

৬১৯ উননে উথলে ভাত, চল চল চল।

৬২০ উননমুখো দেবতা, তার[১] ঘুঁটের ছাই নৈবেদ্য।

[১ পা—যেমন উননমুখো বা চুলোমুখো দেবতা, তেমনি]

৬২১ উপরি মেরে[১] ফাঁপরে, ভাতার মেরে দেশান্তরে।

[১ ঘুষ লইয়া]

৬২২ উপরে[১] চিকণ-চাকণ, ভেতরে খড়ের নুড়ো[২]।

[১ পা—বাইরে। ২ পা—খ্যাড় (অবজ্ঞাসূচক) ;—নং ৬৪৮৬]

৬২৩ উপরোধে[১] ঢেঁকি গেলা।

[১ পা—অনুরোধে]

৬২৪ উপস্থিত ত্যাগ করা নয়।

৬২৫ উপুড় ক'রেই কাট, আর চিৎ ক'রেই কাট।

৬২৬ উপুড়হস্ত হয় না।[১]

[১ কৃপণ]

৬২৭ উপোস করলে যাবে দিন, ধার করলে হবে ঋণ।

৬২৮ উপোসী ছারপোকা।

৬২৯ উপোসের কেউ নয়, পারণের গোঁসাই।

৬৩০ উভয় সঙ্কট।

৬৩১ উভে নেই, ফেরে আছে।

৬৩২ উরত বেয়ে রক্ত পড়ে, চোখ গেল রে বাবা।[১]

[১ প্রথম লাইন এইরূপ অধিক পাওয়া যায়—'এখান থেকে মারলাম তীর, লাগল কলাগাছে']

৬৩৩ উলুইচণ্ডে[১]।

[১ অপব্যয়ী।—নং ৬০৩]

৬৩৪ উলুবনে[১] মুক্তা ছড়ান।

[১ পা—বেনাবনে]

৬৩৫ উলুবনে সাঁতার পাড়া।

৬৩৬ উলোর মেয়ের কুলজী[১], অগ্রদ্বীপের খোঁপা।
শান্তিপুরের হাতনাড়া, গুপ্তিপাড়ার চোপা ॥[২]

[১ বংশপরিচয়।
২ 'উলোর মেয়ের কুলোবাজান, শান্তিপুরের খোঁপা।
নদের মেয়ের হাতনাড়া, কালীঘাটের চোপা ॥'
'উলোর মেয়ের কলকলানি, শান্তিপুরের চোপা।
গুপ্তিপাড়ার হাতনাড়া, বাগনাপাড়ার খোঁপা ॥'
এইরূপ পাঠান্তরও দেখা যায়]

৬৩৭ উল্‌টা বুঝলি রাম।[১]

[১ অর্থাৎ মরা]

৬৩৮ উল্‌টে চোরা গেরস্থকে বাঁধে।[১]

[১ 'উল্‌টে চোরা গৃহী বান্ধে'—রামপ্রসাদ। 'উলটিয়া চোর গৃহী বান্দে বুঝি শেষে'—ভারতচন্দ্র]

৬৩৯ উল্‌টে চোরা মশান গায়[১]।

[১ মশান=শ্রীমন্তের মশানের পালা, অর্থাৎ ধর্ম্মের কাহিনী। অথবা, মশান গাওয়া=শ্মশানে লইয়া যাইবার সময় চোরের দোষকীর্ত্তন ও শাস্তির উল্লেখ। অথবা, সুন্দরের শ্মশানে কালীস্তুতি]

৬৪০ উস্‌কো[১] মাটিতে বেরাল হাগে।[২]

[১ পা—নরম। ২ নং ৩২৫৯। পাঠান্তর—'শক্ত মাটিতে বেরাল হাগে না]

৬৪১ উস্‌নুন কুঁড়োয়[১] জাল দেওয়া।

[১ পেষণের ভাণ্ড যাহাতে ঘরের চালের বাতা বা ছাঁচের জল ধরা। উস্‌নুন=উর্স্নন্‌, বর্ষণ]

৬৪২ উস্‌লে আবার দণ্ড কি।

৬৪৩ উনপাঁজুরে বরাখুরে।[১]

[১ অলক্ষণযুক্ত গরু, যাহার একটি পাঁজর কম ও বরাহের মত ক্ষুর ; অতএব, অলক্ষণে মানুষ]

৬৪৪ উন পেলেই উনচল্লিশে ধরে।[১]

[১ 'Finding nine he put down nine and thirty' —Morton]

৬৪৫ উন বর্ষায় দুনো শীত।

৬৪৬ উন ভাতে দুনো বল, ভরা ভাতে[১] রসাতল।

[১ পা—বিস্তর ভাতে ; নিত্য উন]

৬৪৭ উনিশ বিশ।

৬৪৮ ঊষা-যোগে যে জন যায়, ডাক বলে—সিদ্ধি সে পায়।[১]

[১ শুভযাত্রার লক্ষণ।—ডাকের বচন]

৬৪৯ ঋণ-ছেঁচড়া।

৬৫০ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি এলেন যেন কৃষ্ণের দূত।

৬৫১ এ আলে পানি, ও আলে যেতে পারে না।

৬৫২ এই ক'রে পাকালাম কেশ, জলে ভাসে জোড়া সন্দেশ।

৬৫৩ এই[১], ডুমুর[২], গর্ব্ব[৩] কর, পাকলে, ডুমুর, খ'সে পড়[৪]।

[১ পা—মিছে। ২ পা—ডুমুরের। ৩ পা—গুমর। ৪ পা—প'ড়ে মর]

৬৫৪ এই দিনও যায়, খ্যাড়[১] দিয়ে যে চুল বাঁধে সেও ভাতার পায়।

[১ ফিতার অভাবে খড়]

৬৫৫ এই পিণ্ডি জনম শোধ।

৬৫৬ এই ফুরালে খাবে কি, ঘরে আছে আইবুড়ো ঝি।

৬৫৭ এই[১] বেরাল বনে গেলে বাঘ[২] হয়।

[১ পা—ঘরের। ২ পা—বনবেরাল]

৬৫৮ এই বেড়া ঘেরা কার লাগি? ঝিয়ের লাগি।
তারে গিয়ে দেখ হাটখোলা॥

৬৫৯ এই মানুষ বনে গেলে বনমানুষ হয়।

৬৬০ এও জানি, সেও জানি, কিছু নেইক বাকি।
সতীনে দিলে সোনার গয়না, মোরে দিলে ফাঁকি॥

৬৬১ এক আঁচড়ে চেনা যায়[১]।

[১ পা—বোঝা যায়]

৬৬২ এক আঙুলে তুড়ি লাগে না।[১]

[১ নং ১৬৫]

৬৬৩ এক একাদশী ছাড়াই; ত্রিশ রোজা বাড়াই।

৬৬৪ এক ওয়াকিবহাল[১], সাত নবিশিন্দা[২]।

[১ পারদর্শী। ২ শিক্ষানবীশ]

৬৬৫ এক কড়ার মুরদ নাই, ভাত মারবার গোঁসাই।

৬৬৬ এক কথায় এত কি, আহ্লাদের ঢেঁকি।

৬৬৭ এককলসী দুধে এক ছিটে[১] চোনা।

[১ পা—ফোঁটা]

৬৬৮ এক কাঠি বাজে না।

৬৬৯ এককানকাটা শহরের বার দিয়ে যায়।
দু'কানকাটা শহরের ভেতর দিয়ে যায়॥

৬৭০ এক কানে শোনে, আর কানে বেরোয়।

৬৭১ এক কিল দিলে শ' কিল খায়, ছুঁচ চুরি করলে কুড়ুল হারায়।

৬৭২ এককে আর, দেখবে বেগার।[১]

[১ বেগারে অর্থাৎ বিনা পয়সায় খাটাইলে এক করিতে অন্য হয়]

৬৭৩ এক ক্ষুরে মাথা মুড়ান।

৬৭৪ এক গঙ্গা জল।

৬৭৫ এক গাছের ছাল আর গাছে জোড়া লাগে না।

৬৭৬ এক গাঁয়ে ঢেঁকি পড়ে, আর গাঁয়ে মাথা ধরে[১]।
[১ পা—মাথাব্যথা]

৬৭৭ এক গালে চুণ, এক গালে কালি। বা, গালে চুণ-কালি দেওয়া।

৬৭৮ একগুণ রামায়ণ, তার তিনগুণ ভ্যাবায়ন।

৬৭৯ একগুণ ছেলের তিনগুণ বিক্রম।

৬৮০ এক গুলিতে দুই বাঘ।

৬৮১ এক গোয়ালের গরু।

৬৮২ এক ঘর পাপে, চল্লিশ ঘর শাপে।

৬৮৩ এক ঘাতে গাছ পড়ে না।

৬৮৪ এক চাকায় রথ চলে না।[১]
[১ সং—যথা হ্যেকেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ]

৬৮৫ এক চাঁদে জগৎ আলো।

৬৮৬ একচির পান দু'চির হ'ল, সোনার পাটে ভাগ বসল।

৬৮৭ এক চুমুকে সমুদ্রপান।

৬৮৮ এক চোখে কাঁদা, আর চোখে হাসা।

৬৮৯ এক ছিলিমে যেমন তেমন, দু' ছিলিমে মজা।
তিন ছিলিমে উজীর আমীর, চার ছিলিমে রাজা ॥[১]
[১ গাঁজাখোরের উক্তি]

৬৯০ এক ছেলে তার ফুলের শয্যে[১], পাঁচ ছেলে তার কাঁটার শয্যে[১]।
[১ পা—সজ্জে]

৬৯১ এক জন ধরলে গান, সবাই তার ধরে তান।

৬৯২ এক জন্মে দিলে, আর জন্মে মিলে।

৬৯৩ এক জায়গায়[১] থাকলে, হাঁড়িতে হাঁড়িতে ঠেকাঠেকি[২] হয়।[৩]
[১ পা—এক সঙ্গে। ২ পা—ঠোকাঠুকি। ৩ 'ঘর করিতে হাণ্ডিতে হাণ্ডিতে হয় ঠেকাঠেকি'—রামেশ্বরের শিবায়ন।—সং ২৯৯৬]

৬৯৪ এক ঝড়ে বর্ষা যায় না।

৬৯৫ এক ঝাড়ের বাঁশ, কোনটিতে দুর্গার কাঠামো, কোনটিতে হাড়ির ঝুড়ি।

৬৯৬ এক ঝিকরে[1] মাছ বেঁধে না[2], সেই বা কেমন বঁড়শী।
এক ডাকেতে সাড়া দেয় না[3], সেই বা কেমন পড়শী॥

[১ পা—ঠোকরে। ২ পা—টোপ ফেললে মাছ খায় না। ৩ পা—পড়লে কথা বুঝতে নারে]

৬৯৭ একটি ভাত টিপলে, হাঁড়ি শুদ্ধ ভাতের খবর মেলে।[1]

[১ পা—'হাঁড়ির ভাত, একটি টিপলে সবার খবর মেলে']

৬৯৮ একটি হাতী একটি ঘোড়া, থৈ-থৈ করে গাছের গোড়া।

৬৯৯ একটু হলুদ নিতে এসে, এখন বলে—আমি বাড়ীর গিন্নী।

৭০০ এক ঢিলে[1] দুই পাখী।

[১ পা—গুবলে ; গুলিতে]

৭০১ একতোলো কচুশাক, একতোলো পানি।
বাপে পুতে সলা ক'রে পেয়েছ রাঁধুনী॥

৭০২ একদিনকার জ্বরে, সব দেখলে পরে।

৭০৩ একদিন[1] ঘি-রুটি, একদিন[1] দাঁত-ছিরকুটি।

[১ পা—কারো]

৭০৪ এক দিন মদ খেয়ে সাত দিন মাথা ঘোরে।

৭০৫ এক দুখের দুখী আমি, গাঙের কূলে বাড়ী।
এক দুখের দুখী আমি, ছেলে-বয়সে রাঁড়ী॥
এক দুখের দুখী হই, আমি ধার করি।
এক দুখের বুড়া আমি, শেষে বিয়া করি॥

৭০৬ এক দেশের বুলি, আর দেশের গালি।

৭০৭ এক দোর মোদা[1], হাজার দোর খোলা।
[১ পা—বন্ধ। ভিখারী সম্বন্ধে উক্ত]

৭০৮ এক নিশ্বাসে সাতকাণ্ড রামায়ণ।

৭০৯ এক পয়সা নেই থলিতে, লাফিয়ে বেড়ায় তবু গলিতে।

৭১০ এক পাগলে রক্ষা নেই, সাত পাগলের মেলা।[১]

[১ নং ৩৯০, ৩৬১৫]

৭১১ এক পা জলে, এক পা স্থলে।

৭১২ এক পাঁঠা, তিনবার কাটা।

৭১৩ এক পা, দু'পা, বামুন বাড়ী কদ্দূর।

৭১৪ এক পারে না, আরেক চায়, ছেলে ধরতে পারে না, কেউটে ধরতে যায়।

৭১৫ এক পালি ধানে মহাভারত।

৭১৬ এক পুত পুত নয়, এক চোখ চোখ নয়, এক কড়ি কড়ি নয়।

৭১৭ এক পুত যার, বাপের ঠাকুর তার।

৭১৮ এক পুত্র অন্ধের নড়ি।

৭১৯ এক পুতের আশ, নদীকূলে বাস, ভাবনা বারমাস।

৭২০ একপুতের আশা, বালুতীরে বাসা।

৭২১ একবরে ভাতারের মাগ চিংড়ি মাছের[১] খোসা।
দোজবরে ভাতারের মাগ নিত্যি করেন গোসা॥
তেজবরে ভাতারের মাগ সঙ্গে ব'সে খায়।
চারবরে ভাতারের মাগ কাঁধে চ'ড়ে যায়॥

[১ পা—কমলানেবুর]

৭২২ একবরের মাগ হেলাফেলা, দোজবরের মাগ গলার মালা।

৭২৩ এক বলিতে দু বোল বলে, স্বামীর শয্যা পায়ে টালে।
কিছু বলিতে পাড়ে গালি, তার স্বামী কেন নয় ভিখারী॥[১]

[১ দুষ্ট স্ত্রীর লক্ষণ।—ডাকের বচন]

৭২৪ একবার থালায়, একবার মালায়। বা, থালায় মালায়।

৭২৫ একবার যায়[১] যোগী, দুবার যায় ভোগী, তিনবার যায় রোগী।

[১ শৌচে যায়]

৭২৬ একবার হাসি, তিনবার ফিরে চাই।

৭২৭ একবারের[১] রোগী, আরবারের[২] রোজা।

[১ পা—আজ; এবারকার; ছিলাম। ২ পা—কাল; সেবারকার; হলাম]

৭২৮ এক বিছানায় শোয়, গায়ে গায়ে লাগে না।

৭২৯ এক বিয়েই দেবতার বরে, আরেক বিয়ে কি গাছে ধরে।

৭৩০ এক বিয়েন না দিলে লজ্জা যায় না।[১]

[১ দীনবন্ধু মিত্র]

৭৩১ এক বুঝা যায় পড়লে[১], আর বুঝা যায় মরলে।

[১ অবস্থা খারাপ হ'লে]

৭৩২ এক বুড়ীর নানা দোষ, নাকের ওপর হ'ল খোস[১]।

[১ পা—নাকের আগায় বিষফোট]

৭৩৩ এক বুদ্ধি ভাল, দুই বুদ্ধি আরো ভাল।

৭৩৪ এক বেঁড়ে[১] যায়, সকল গাঁ তার।

[১ বেঁড়ে গরু]

৭৩৫ এক বেলা ভাগে, এক বেলা ঠিকে।

৭৩৬ এক ব্যঞ্জন ভাত, তাও নুনে বিষ।

৭৩৭ এক ভরি সোনা, ত্রিশ জন সেকরা।

৭৩৮ এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ কব কার।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

৭৩৯ এক মন হ'লে সমুদ্র শুকায়।

৭৪০ এক মাঘে[১] শীত পালায় না।

[১ পা—পৌষে]

৭৪১ এক মাণিকে সাত সাগর আলো।[১]

[১ নং ৬০৯৫]

৭৪২ এক মায়ের এক পুত, খায় দায় যমের দূত।

৭৪৩ এক মুখ সোনা দিয়েও ভরা যায়, পাঁচ মুখ ছাই দিয়েও ভরে না।

৭৪৪ এক মুখে দুই কথা।

৭৪৫ এক মুরগী ক'বার[১] জবাই।

[১ পা—পাঁচ দরগায়]

৭৪৬ এক-মেগোর পাতে ভাত, দুই-মেগোর গালে হাত।

৭৪৭ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

৭৪৮ এক যাত্রায় পৃথক ফল।

৭৪৯ এক যুক্তির পাড়া, গাছে বিয়য় ঘোড়া।

৭৫০ এক রত্তি দড়ি, সকল ঘর বেড়ি।

৭৫১ এক রাস্তায় অনেকে হাঁটে, কেউ ভালয় যায়, কেউ হোঁচট খায়।

৭৫২ একলষেঁড়ে[১]।

[১ আত্মসুখী]

৭৫৩ এক লাউয়ের বীচি, কেউ বা করে কচর-কচর, কেউ বা আছে কচি।

৭৫৪ একলা ঘরে মেকলা[১], খেতে বড় সুখ।
মরতে[২] গেলে ধরতে নেই, এই ত[৩] বড় দুখ॥

[১ পা—একা ঘরের এক ভাই। ২ পা—মারতে। ৩ পা—তাই]

৭৫৫ একলা[১] ঘরের গিন্নী হব, চাবিকাঠি ঝুলিয়ে[২] যাব।

[১ পা—একা। ২ পা—চাবি ঝুলিয়ে নাইতে]

৭৫৬ একলা মায়ের ঝি, গরব করব না ত কি।

৭৫৭ এক লাঠিতে সাত সাপ।

৪

৭৫৮ এক সানকির ইয়ার।

৭৫৯ এক সিউনি[১] জল সেঁচে কাঁকালে দিলে হাত।
এই মুখে খাবে তুমি বাগদিনীর ভাত॥

[১ জলসেচনী পাত্র ; পা—কলসী]

৭৬০ এক সূর্য্যে ধান শুকিয়ে খাওয়া।

৭৬১ এক সের চালে পাঁচখান পিঠে, যার কথা শুনি তার কথা মিঠে॥

৭৬২ এক হাত গাছে সাত হাত লাউ।

৭৬৩ এক হাটে কিনতে পারে, আর এক হাটে বেচতে পারে।

৭৬৪ এক হাত নড়ে না, দু'হাত নড়ে।

৭৬৫ এক হাত লওয়া।

৭৬৬ এক হাতে তালি বাজে না।

৭৬৭ এক হাতে ঢাল, এক হাতে তরওয়াল, দু হাত জোড়া, লড়ব কিসে।[১]

[১ নং ২৬৮৭]

৭৬৮ এক হেঁসেলে তিন রাঁধুনী, পুড়ে মরে তার ফেন-গালুনী।

৭৬৯ একাই একশ'।

৭৭০ একা ছিলাম ঘরের মাঝে মাথার ঠাকুর।
সতীন এল, আঁস্তাকুড়ের হলাম কুকুর॥

৭৭১ একাদশ বৃহস্পতি।

৭৭২ একা দুধে ক্ষীর ছানা ননী।

৭৭৩ একা নদী বিশ ক্রোশ।

৭৭৪ একা, না, বোকা।

৭৭৫ একায় পাপও পাপ, বাহায় পাপও পাপ।

৭৭৬ একা রামে রক্ষা নেই, সুগ্রীব তার দোসর[১]।

[১ পা—মিতা ; দোসর লক্ষ্মণ]

৭৭৭ একারে[১] কাজ দোকর[২] করা।

[১ একাকার করিয়া। ২ দ্বিগুণ]

৭৭৮ এ কি মোর জ্বালা, মেয়ে চামকাটা ডালা।
কানে দুটো ঘুরঘুরে, গলায় মতির মালা॥

৭৭৯ একুশ[১] কোঁড়া[২] গুনে খান, ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান।

[১ পা—একশ', পাঁচশ', ইত্যাদি। ২ জুতা]

৭৮০ এ কূল ও কূল দু কূল নষ্ট।

৭৮১ একেই ত ধড়ফড়ে বুড়ী, তার ওপর ঢোলের তুড়ি।[১]

[১ পা—ধড়ফড়ে বুড়ীর ঢোলে বাড়ি]

৭৮২ একেই নাচুনী বুড়ী, তায় নাতনীর বিয়ে।

৭৮৩ একে[১] কাটে ধারে, আরে[১] কাটে ভারে।[২]

[১ পা—কেউ; কারো। ২ প্রবাদের রূপান্তর—'যা না কাটে ধারে, তা কাটে ভারে', 'ধারে কাটে, না, ভারে কাটে', 'ধারে না কাটে ত ভারে কাটে' ইত্যাদি।]

৭৮৪ একে গুনগুন[১], দুয়ে পাঠ, তিনে গোলমাল[২], চারে হাট।

[১ পা—উন্থুমুন্থু, মিন্‌মিন্‌, বা, ঢুন্থুমুন্থু; নিদ্রা। ২ পা—গল্প]

৭৮৫ একে চায় আরে পায়, এক খায় এক থিতায়[১]।

[১ পা—ভাঙা নৌকা দু' হাতে বায়]

৭৮৬ একে ছেঁড়া তায় কালো, বাঁচার চেয়ে মরণ ভাল।

৭৮৭ একে ত উমা, তাতে তুষের ধুমা।

৭৮৮ একে ত জেলের পো, তাতে পোঁদে গু।

৭৮৯ একে ত মধুপর্কের বাটি, তাতে আবার কাত্‌।

৭৯০ একে ত হনুমান, তাতে আবার রামের বাণ।

৭৯১ একে ধরে যারে, দশে বেড়ে তারে।

৭৯২ একেন পাপ, শতেন পাপ[১]।

[১ পা—কিংবা]

৭৯৩ একে বউ নাচনী, তায় খেমটার বাজনি।

৭৯৪ এ কেবল তুষ কাঁড়ানো।[১]

[১ নিরর্থক কাজ]

৭৯৫ একে বাধা, দুয়ে বিধি, তিনে হয় কার্য্যসিদ্ধি।

৭৯৬ একে বাপ, তায় বয়সে বড়।

৭৯৭ একে বাবা সত্যপীর, পরকে তরাবেন কোথা নিজেই অস্থির।

৭৯৮ একে বেরাল কালো, পাঁশ[১] গড়াগড়ি দিয়ে আরো রূপ বেরিয়ে প'লো।

[১ পা—পাঁচ]

৭৯৯ একে মরে জেদে, আরে মরে বাদে।

৮০০ একে রাঁড়ের ভাত, তায় মসুরের ডাল।

৮০১ একে রামানন্দ[১], তায় ধুনার গন্ধ।

[১ পা—মনসা]

৮০২ এখন আবার ফুঁ[১] ফুটেছে।

[১ পা—বোল]

৮০৩ এখন জানলে না, জানবে পরে, গাঁতিজালে[১] মরবে ঘরে।

[১ জোতদারের ফিকিরে; 'অনেক গাঁতিদারও জাল ও জুলুমে ভাজা ভাজা'—টেকচাঁদ]

৮০৪ এখানেও ঘাস জল, সেখানেও ঘাস জল।[১]

[১ নং ১১০৮]

৮০৫ এখানে নয়, ওখানে ছয়। বা, নয় ছয় করা।[১]

[১ অপচয় করা]

৮০৬ এখানে বাড়ি ওখানে বাড়ি, বুড়োবুড়ীর ঠারাঠারি।

৮০৭ এগুলে রাম, পেছুলে রাবণ।

৮০৮ এঙ[১] উজায়[২], বেঙ্ উজায়[২], খল্‌সে বলে—আমিও উজাই[৩]।

[১ পা—চেঙ (মৎসবিশেষ)। ২ পা—যায়। ৩ পা—যাই; —নং ৫৮৮৮]

৮০৯ এটা ওটা সেটা।

৮১০ এটা ধরি, না ওটা ধরি, হাতের পাঁচ ছাড়তে নারি।

৮১১ এঁটে ধরলে চিঁ-চিঁ করে, ছেড়ে দিলে লঙ্কা মারে।

৮১২ এঁটে[১] মেলে, থোড় মেলে না।

[১ কলাগাছের গোড়া বা গেঁড়। 'কত কষ্টে মিলে এঁটে, নাহি মিলে থোড়'—ভারতচন্দ্র]

৮১৩ এঁটোকুড়ের[১] পাত[২] স্বর্গে যায় না।

[১ পা—আঁস্তাকুড়ের। ২ পা—এঁটো পাতার ধুয়া]

৮১৪ এঁটো খাই মিঠের লোভে।

৮১৫ এড়-এড় ছাড়-ছাড় ভাব।

৮১৬ এড়ায় পর্ব্বত, বেঁধে সরষে।[১]

[১ নং ৩৮৫৯, ১০০৮, ২৫৫৮]

৮১৭ এঁড়ে আনতে বেঁড়ে পালায়।

৮১৮ এড়েও দেয় না, বেড়েও মারে।

৮১৯ এঁড়ে গরু, না, টেনে দো'।

৮২০ এঁড়ে ডাক ডাকা।[১]

[১ 'আমি জানি এমন বিস্তর এঁড়ে ডাক'—ভারতচন্দ্র]

৮২১ এঁড়ে[১] তেল দেওয়া।[২]

[১ অণ্ডকোষ। ২ খোসামোদ করা]

৮২২ এড়ে[১] দিয়ে তেড়ে ধরা।

[১ পা—ছেড়ে]

৮২৩ এঁড়ে লাগা।[১]

[১ জননীর গর্ভাবস্থায় স্তন্য-পান করিয়া শিশুর রোগবিশেষ]

৮২৪ এত ক'রে করি ঘর, তবু মিন্‌সে বাসে পর[১]।

[১ পা—তবু মোরে ভাবে পর।—নং ৫৩৩৪]

৮২৫ এত ক'রে পুষিলাম, না মানিল পোষ।
মানিলাম এ আমার কপালের দোষ॥

৮২৬ এত কলাই ভাতে, ছোট্‌ঠাকুরের পাতে।

৮২৭ এত টাকাই যদি ঋণ, আর এক পয়সার ঘি কিন্‌।

৮২৮ এত ডাল দিয়েছি ভাতে, তবু নেই বট্‌ঠাকুরের পাতে।

৮২৯ এ ত মুলোবাড়ী নয় এ যে বেগুনবাড়ী।[১]

[১ নং ৪৩৭৮। মূলোর চাষ বৎসরে একবার, বেগুনের বারো মাস]

৮৩০ এত যদি ছিল তোর মনে, তবে সাগর বাঁধিলি কেনে।

৮৩১ এত রঙ্গ দেখলাম আমি বলাইয়ের ঘরে এসে।
মেনী বেরাল তুলো পিঁজে কলাবনে ব'সে॥

৮৩২ এত সুখ যদি কপালে, তবে কেন কাঁথা বগলে।

৮৩৩ এদিক নেই ওদিক আছে।

৮৩৪ এঁদোপেটা খায়, নেওপেটার দোষে যায়।[১]

[১ নং ১৪৩৩, ১৫৩১]

৮৩৫ এ ধর্ম্ম তোমার, ভায়া, ধর্ম্মে নাহি সবে।
লোকনিন্দা হয়েছে ত, শেষটা নরক হবে॥

৮৩৬ এনে দাও কাছে মারি, বাপের পুণ্যে নড়তে নারি।

৮৩৭ এ বলে—আমায় দেখ্‌, ও বলে—আমায় দেখ্‌।

৮৩৮ এবার ছকুর ছ'খান লাঙ্গল।

৮৩৯ এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে।[১]

[১ ভারতচন্দ্র। নং ৪৩৩৮]

৮৪০ এমন কথার মুখে ছাই, আমি কি কারো মাথা তামাক খাই।

৮৪১ এমন করলে শেষে, রইতে দিলে না দেশে।

৮৪২ এমন কুটুম কোথা বা পাই, কাঁটাখান থুয়ে লেজাখান খাই।

৮৪৩ এমন ছাইও ভালমানুষে খায়, পান্তা ভাতে ঘি ভেসে যায়।

৮৪৪ এমন ঠাঁই বসবে কেউ না বলে—উঠ।
এমন কথা বলবে কেউ না বলে—ঝুট॥

৮৪৫ এমন দেখি নি বাপের বাপে, মেয়ে হয়ে বলদে চাপে।

৮৪৬ এমন পদার্থ ছেড়ে, মালা জপে কোন্ ভেড়ের ভেড়ে।

৮৪৭ এমনি করেছে বিধি, ঘোল খাবেন রামকৃষ্ণ কড়ি দেবেন নিধি।

৮৪৮ এমনি যায় না মাস, আবার দু' দিন বেশি।

৮৪৯ এ মা, ও মাসী, তবে কেন উপবাসী।

৮৫০ এয়সা দিন নেহি রহেগা।

৮৫১ এয়োর না পড়ল সিঁথায় পানি, রাঁড়ীর[১] হ'ল চাল চাপানি।

[১ বিধবা অর্থে]

৮৫২ এর কথা ওরে, ধরা পড়লে মরে।

৮৫৩ এর চেয়ে কিবা আর আছে কলির কথা।
ভাতার না হতে হ'ল প্রসবের ব্যথা॥

৮৫৪ এর চেয়ে সে ভাল।

৮৫৫ এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে।[১]

[১ সং—নিরস্তপাদপ দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে।—নং ৫৪০৬]

৮৫৬ এর মুণ্ড ওর ঘাড়ে।

৮৫৭ এ রোগের এই ওষুধ।[১]

[অথবা, 'এ রোগের ওষুধ নেই'। নং ২৪৯৩, ৪৬২৩, ৫৪৬২]

৮৫৮ এলাহি[১] কাণ্ড, বা, এলাহি কারখানা।

[১ উচ্চ, বিস্তৃত]

৮৫৯ এলো চুলে তেল দেয় না।

৮৬০ এলো শ্রাদ্ধের গুঁতো দক্ষিণা।

৮৬১ এসে যায়, শিক্ষায় নীত, তারে বলি পুরোহিত।

৮৬২ এস্পার কি ওস্পার।

৮৬৩ ওক্ত[১] বুঝে হাত মারা।

[১ সময়]

৮৬৪ ওঝা আনলাম মাকে ভাল করতে, ওঝা চায় মাকে বিয়ে করতে।

৮৬৫ ওঝার ঘাড়ে বোঝা।[১]

[১ ভারতচন্দ্র।—নং ৫৬৩৯]

৮৬৬ ওঝার বেটা বনগরু।

৮৬৭ ওঠ ছুঁড়ি, তোর বিয়ে, নেকড়ায় আগুন দিয়ে[১]।

[১ পা—বাড়া ভাত খেয়ে, হাতে তালি দিয়ে, ইত্যাদি]

৮৬৮ ওড়-গাঁয়ের ডাঙ্গা।[১]

[১ 'বিপদ্‌কালে কেউ কোথা নাই ঘরবাড়ী ওড়্‌গাঁয়ের ডাঙ্গা—কমলাকান্ত]

৮৬৯ ওড়ন[১] কাড়ে, বলে সানে[২], তারে লয়ে ঘর কেনে।[৩]

[১ আবরণ, ওড়না। ২ ছানি, ইঙ্গিত, ইশারা। ৩ নষ্ট স্ত্রীর লক্ষণ।—ডাকের বচন]

৮৭০ ওদের বউ নথ পরেছে, সাত সাঙাতে[১] বয়।
নাকে কেমন রয়, না, ওরাই শুধু কয়॥

[১ সখী]

৮৭১ ও ভাই থম্‌থম্‌, উলুবনে আছে যে, সেই বা কিসে কম।

৮৭২ ওরে আমার অক্রুর খুড়ো।

৮৭৩ ওরে তোরে যমরাজা ভুলে গিয়েছে।
চিত্রগুপ্ত পাঁজিপুঁথি উল্‌টে ধরেছে ॥

৮৭৪ ওরে নোলা, ভাজনা খোলা।
এটা, নোলা, পরের ঘর, ওরে নোলা, সামাল কর্‌ ॥

৮৭৫ ওরে পাগল, খাবি নে[১], না, হাত ধোব কোথা।[২]

[১ পা—পাগলা ভাত খাবি। ২ নং ৬২১৫]

৮৭৬ ওল, কচু, মান, তিনই সমান।

৮৭৭ ওল খেয়ে গোল।

৮৭৮ ওল ধরেছে নিজের গুণ।

৮৭৯ ওল বলে—মানকচু ভায়া, তুমি নাকি লাগ।

৮৮০ ওলা[১] বাস্তে মলের দায়।

[১ ওলাউঠা, যাতে দাস্ত ও বমি হয়]

৮৮১ ওলো আমার কম্‌লি-লতা[১], জল শুকোলে রইবি কোথা।

[১ পা—কল্‌মি-লতা]

৮৮২ ওলো গোদী, গোদের পানে চেয়ে কথা ক'।

৮৮৩ ওলো রঙ্গী, তোর ঘর পুড়ছে, পুড়ুক গিয়ে ঘর।
আমার ত রঙ্গ পুড়বে নাকো, তাতে কিবা ডর ॥[১]

[১ নং ৪৫৭৭]

৮৮৪ ওষুধ ধরেছে।

৮৮৫ ওষুধ ফেলে খলে কামড়।

৮৮৬ ওস্তাদের মার শেষরাত্রে।

৮৮৭ ঔষধার্থে সুরাপান, পান না বাড়ালেই থাকে মান।

৮৮৮ ক অক্ষর গোমাংস।

৮৮৯ কইতে কইতে মুখ বাড়ে, খাইতে খাইতে পেট বাড়ে[১]।

[১ পা—দিতে দিতে হাত বাড়ে]

৮৯০ কইতে[১] জানলে ঘাটি[২] না, বসতে জানলে উঠি না।

[১ পা—বলতে। ২ ঘাট মানা বা পরাজয় স্বীকার করা পা—ঠকি]

৮৯১ কইবার কথা নয়, না কইলেও নয়।

৮৯২ কইমাছের প্রাণ, অল্পেতে না যান।

৮৯৩ কখনো খেও না গুলে[১] আর ঘোলে।
কখনো ভুলো না ঢেম্‌নার বোলে॥

[১ পা—তালে]

৮৯৪ কখনো বা লাল গামছা, লোকে দেখে ফিরে।
কখনো বা ছেঁড়া গামছা, গণ্ডা দশ গিরে॥

৮৯৫ ক-খ'র সঙ্গে কোমরাকোমরি[১]।

[১ কুস্তি। বিদ্যার পরিচয়]

৮৯৬ কচি খুকী[১], কুলোয় শুয়ে তুলোয় দুধ খান।

[১ পা—খোকা]

৮৯৭ কচি পাঁঠা[১], পাকা মেষ, দইয়ের আগা, ঘোলের শেষ।[২]
শাকের ছা' মাছের মা', ডাক বলে, বেছে খা॥

[১ পা—অজা জালি। ২ উপাদেয় আহার্য্য]

৮৯৮ কচু কাটতে কাটতেই ডাকাত।

৮৯৯ কচুপোড়া খাওয়া।

৯০০ কচুবনের কালাচাঁদ।

৯০১ কচুর নামেই গলা চুলকায়।

৯০২ কচুর বেটা ঘেঁচু, বড় বাড়েন ত মান[১]।

[১ মানকচু—শ্লেষে]

৯০৩ কঞ্চিতে বংশলোচন[১] জন্মান।[২]

[১ সং বংশরোচনা, বংশক্ষীর ঔষধে লাগে। ২ নং ৫৯৯৩]

৯০৪ কচ্ছপ জলে থেকেও ডেঙায় ডিমের ওপর নজর রাখে।

৯০৫ কচ্ছপের কামড়।

৯০৬ ক'টি ছেলে, না, পুড়িয়ে খাব।

৯০৭ কড়িকাট গোনা।

৯০৮ কড়ি কৃষ্ণ দুই ভাই, কড়ি হ'লে কৃষ্ণ পাই।

৯০৯ কড়িতে বুড়ার বিয়া, কড়ি লোভে মরে গিয়া।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

৯১০ কড়ি[১] তোমার, ভোগ আমার।

[১ পা—টাকা]

৯১১ কড়ি থাকলে বেয়াইয়ের বাপের শ্রাদ্ধ হয়, না থাকলে নিজের বাপের শ্রাদ্ধও হয় না।

৯১২ কড়ি দিয়ে কানা গরু কেনা।

৯১৩ কড়ি দিয়ে কিনব[১] দই, গয়লানী মোর কিসের সই[২]।

[১ পা—খাব। ২ পা—কি করবে মোর গয়লা, সই]

৯১৪ কড়ি[১] দিয়ে চিনি নারী, নারী দিয়ে নর।

[১ পা—টাকা]

৯১৫ কড়ি দিয়ে বিয়ে করলাম, জুড়ে রইল ঘর।
আমার পুত, আমার ক্ষেত, আমিই হলাম পর॥

৯১৬ কড়ি দিয়ে হেঁটে নদী পার।[১]

[১ নং ১৬২৪]

৯১৭ কড়ি ধুয়ে কড়ির জলও দেয় না।

৯১৮ কড়ি ফট্‌কা চিঁড়া দই, বন্ধু নাই কড়ি বই[১], কড়িতে বাঘের দুধ মেলে।[২]

[১ পা—কড়ি বিনা বন্ধু কই। ২ ভারতচন্দ্র]

৯১৯ কড়ি লবে গুনে, পথ চলবে জেনে।

৯২০ কড়ির জিনিস পড়িস না।

৯২১ কড়ির মাথায় বুড়ার বিয়া।[১]

[১ নং ৯০৯]

৯২২ কড়ির লোভে কুড়েরও[১] আঙুল চোষে।

[১ কুঠে বা কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোকেরও]

৯২৩ কঠায় তেঁতুল দিলে দই হয়।

৯২৪ কতক্ষণ জলের তিলক রহে ভালে।
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে ॥[১]

[১ কাশীরাম দাস]

৯২৫ কত গণ্ডা এল গেল, বাকি রয়েছে ধনা।

৯২৬ কত জলে কত মসুরি ভেজে।

৯২৭ কত[১] দুঃখের নীলমণি, জানে তা দিদি রোহিণী।

[১ পা—যত]

৯২৮ কত ধানে কত চাল।

৯২৯ কত ভাত কে দুধ দিয়ে খায়।

৯৩০ কত রঙ্গ দেখালি, মাসী।

৯৩১ কত রবি জলে রে, কে বা আঁখি মেলে রে।[১]

[১ গৃহদাহে শয়িত অলস ব্যক্তিদের উক্তি। নং ১৩৮১]

৯৩২ কত রম্ভা ভবিষ্যতি[১], আরো কিবা আছে গতি।

[১ সং—কতরং বা ভবিষ্যতি !]

৯৩৩ কত শত গেল রথী, শেওড়াতলার[১] চকোত্তী[২]।

[১ পা—ভৈরবতলার। ২ চক্রবর্তী]

৯৩৪ কত সাধ[১] যায়[২] রে চিতে, ফোগলা দাঁতে মিশি দিতে।

[১ পা—কত বুড়োর। ২ পা—হয়]

৯৩৫ কত সাধ যায় রে চিতে, বেগুনগাছে আঁকশি দিতে।[১]

[১ নং ৪৩৭৯]

৯৩৬ কত সাধ যায়[১] রে চিতে, মলের আগে চুট্‌কি দিতে।

[১ পা—ছিল]

৯৩৭ কথা কয় যেন মা গোঁসাই, পদ পুরাণ কিছু নাই।

৯৩৮ কথাটা কইলে ব্যথাটা মরে, বিনয়েতে কি না করে।

৯৩৯ কথাতে[১] হাতী পায়, কথাতে[১] হাতীর পায়।

[১ পা—বাতে ; কথায় লোকে।—মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবোধচন্দ্রিকা]

৯৪০ কথা বেচে খাওয়া।

৯৪১ কথায় কারো ঘটে না অভাব।

৯৪২ কথায় কথা বাড়ে, জলে বাড়ে ধান।
বাপের বাড়ী থাকলে মেয়ের বাড়ে অপমান॥

৯৪৩ কথায় কথা বাড়ে, ভোজনে পেট বাড়ে।

৯৪৪ কথায় কথা বাড়ে, মথনে বাড়ে ঘি।
বাপে পুত বাড়ায়[১], মায়ে বাড়ায় ঝি॥

[১ প্রশ্রয় দেয়]

৯৪৫ কথায় গুছি দেওয়া।

৯৪৬ কথায়[১] চিঁড়ে ভেজে না।[২]

[১ পা—আশীর্ব্বাদে ; শুধু (বা, মিষ্টি) কথায়। ২ নং ৪৯৮৩]

৯৪৭ কথায় টলার চেয়ে পায়ে টলা ভাল।

৯৪৮ কথায় মোড়ল চিনি, দাতা চিনি দানে।
গোঁয়ার চিনিতে পারি কর্কশ বচনে॥

৯৪৯ কথায় শুধু হাতে চাঁদ।

৯৫০ কথার কথা, কাজের নয়।

৯৫১ কথার গুণে বার্ত্তা নষ্ট।

৯৫২ কথার চোটে খাদের কেঁচো মোড় দিয়ে ওঠে।

৯৫৩ কথার ধোকড়[১]। কথার তুবড়ি।

[১ ছিন্নবস্ত্র বা থলিয়া]

৯৫৪ কথার নাম মধুবাণী, যদি কথা কইতে জানি।

৯৫৫ কথার নেই মাথা, বেঙে খায় চিঁড়ে দই।

৯৫৬ কথার পেঁচাপেঁচি, কাজের আঁচাআঁচি।

৯৫৭ কথার মারপেঁচ।

৯৫৮ কথায় হাত পা বাহির করা।

৯৫৯ কথা শুনে হরিভক্তি উড়ে যায়।

৯৬০ কদমগাছের কানাই।[১]

[১ লম্পট]

৯৬১ কনের আশা হবে বিয়ে, তিথির লাগি থাক্ গে শুয়ে।

৯৬২ কনের[১] মা কাঁদে, আর টাকার পুটলি বাঁধে।

[১ পা—বরের ; চোরের]

৯৬৩ কনের মা কনে বাখনায়[১]—আমার মেয়েটি ভাল।
ধান-সিজানো হাঁড়ির চেয়ে একটু কিছু কালো॥

[১ ব্যাখ্যা করে]

৯৬৪ কন্যে মাছি, যেখানে থাক সেইখানেই আছি।

৯৬৫ কপট প্রেমে লুকোচুরি, মুখে মধু প্রাণে ছুরি।

৯৬৬ কপালগুণে গোপাল ঠাকুর।

৯৬৭ কপালগুণে গোপাল মেলে।

৯৬৮ কপাল ছাড়া পথ নেই।

৯৬৯ কপাল ভাঙলে জোড়া লাগে না।

৯৭০ কপালে আছে[১] বাঁদী, সুখের[২] লাগি কাঁদি।

[১ পা—ভাত পাই না। ২ পা—মাছ ভাজার]

৯৭১ কপালে আছে বিয়ে, কাঁদলে হবে কি।

৯৭২ কপালে ছিটেফোঁটা, তুম্ব[1] ঝুলি হাতে।
মাইরি, দিদি, তোর মাথা খাই, কিছু নেইক তাতে॥

[১ শুক্‌না লাউয়ের খোল]

৯৭৩ কপালে থাকলে গু, কাকেও এনে দেয়।[1]

[১ পা—'কপালে থাকলে, শাক বেয়েও গু আসে']

৯৭৪ কপালে দীর্ঘ ফোঁটা, দর্শনী চোদ্দ টাকা।

৯৭৫ কপালে নেইক[1] ঘি, ঠক্‌ঠকালে হবে কি।

[১ পা—ভাঁড়ে নেই ; কপালে না থাকলে]

৯৭৬ কপালে পুরুষ।

৯৭৭ কপালে বিয়ে নেই, সুতো হাতে সার।

৯৭৮ কপালে যার মৃত্যু লেখা, তার ঘরে বাঘ দেয় দেখা।

৯৭৯ কপালের এমনি ফের, বিয়ে করতে যাব, না, কাটি শঙ্কর ঘোষের বেড়।

৯৮০ কপালের দোষে ভাত না মিলে, ভিটারে দোষে[1] রাত পোহাইলে।

[১ অর্থাৎ, গৃহের অবস্থার দোষ দেয়]

৯৮১ কপালের লিখন, না যায় খণ্ডন।

৯৮২ কফিনচোরের বেটা মেকমারা[1]।

[১ মেক=খোঁটা বা পেরেক ? অথবা, প্রকৃত পাঠ—'কপীন-চোরের বেটা মাংমারা' : কপীন=কৌপীন বা লেংটি ; 'মাং' অশ্লীলার্থে পায়ু বা যোনি]

৯৮৩ কম্বলের লোম বাছলে থাকে কি।

৯৮৪ কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না। বা, কয়লা ছাড়ে না ময়লা।[1]

[১ সং—অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি]

৯৮৫ কয় শুভঙ্কর মজুদ গোন।

৯৮৬ কয়েদীর আবার বালাখানা।

৯৮৭ কর, গোবিন্দ, বাপের শ্রাদ্ধ, আরো বামুন আছে।

৯৮৮ করতে এসেছেন কোলাকুলি, কাজ নেই আর খোলাখুলি।

৯৮৯ করব কি গুরুর পদ-সেবা, পদ দেখে বলি—আর না বাবা।

৯৯০ কর যদি[১] তাড়াতাড়ি, ভুল হবে বাড়াবাড়ি।

[১ পা—যত কর। নং ৫৯২৮]

৯৯১ করলে যতন, মেলে রতন।

৯৯২ ক'রে হাট, ঘরে গিয়ে নাট।

৯৯৩ করি নি ত ডরি কেন।

৯৯৪ কর্জ্জ ক'রে খাওয়া, আর ভাঁটায় নাও বাওয়া।

৯৯৫ কর্জ্জ করে যে, কষ্ট পায় সে।

৯৯৬ কর্ত্তব্যো নাতিসঞ্চয়ঃ।

৯৯৭ কর্ত্তব্যো মহদাশ্রয়।[১]

[১ সং—হীনসেবা ন কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্যো মহদাশ্রয়ঃ]

৯৯৮ কর্ত্তা[১] পান না, তাই খান না।[২]

[১ পা—দাদা। ২ 'কর্ত্তা মুগের ডাল খান না। কেন খান না? না, পান না', এইরূপও পাওয়া যায়]

৯৯৯ কর্ত্তা যা[১] ঘি খান, তা এক আঁচড়েই মালুম[২]।

(১ পা—বেয়াই যত। ২ পা—বোঝা যায়]

১০০০ কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম[১], উলুবনে[২] নাট[৩]।

[১ পা—নায়কের ইচ্ছা। ২ পা—খেড়বাড়ী। ৩ পা—গোড়; কেত্তন।—নং ১২৯০]

১০০১ কর্ত্তার পাতে মাছের মুড়ো।

১০০২ কর্ত্তার পাদে গন্ধ নেই।[১]

[১ নং ১৮০৮]

১০০৩ কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ।

[সং—'কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধির্ন বুদ্ধ্যা কর্ম্ম বাধ্যতে।']

১০০৪ কর্ম্মের গতিকে ঝোল বুদ্ধি।

১০০৫ কলকাতার ছিষ্টি, গুড়ে নেই মিষ্টি।
তেঁতুলে নেই টক, কলকাতার ঢপ॥

১০০৬ কলমে কায়স্থ চিনি, গোঁফে রাজপুত।
বৈদ্য চিনি তারে যার ওষুধ মজবুত॥

১০০৭ কলসীর জল গড়াতে গড়াতে কত থাকে।

১০০৮ কলা কাটে, খোসায় বাধে।[১]

[১ নং ৮১৬, ২৫৫৮]

১০০৯ কলা খেল যত বান্দর, রাজ্য পেল রামচন্দর।

১০১০ কলাগাছের সঙ্গে বিয়ে।

১০১১ কলা দিয়ে পোলা ভোলানো।

১০১২ কলা দেখানো, বা কলা খাওয়ানো।

১০১৩ কলাপাত, কাঠের আঁটি, এই নিয়ে বৈদ্যবাটি।

১০১৪ কলাবউ।

১০১৫ কলায় দলা[১], হলুদে ছাই, বউরে সেবিলে পুতেরে পাই[২]।

[১ কলাগাছে মাটির দলা। ২ বউয়ের মন রাখিলে ছেলেও বশে থাকে]

১০১৬ কলার ভেলায় সাগর পার।

১০১৭ কলির কথা কই গো দিদি, কলির কথা কই।
গিন্নীর পাতে টক আমানি, বউয়ের পাতে দই॥

১০১৮ কলিকালের পোলাপান[১], বাপেরে কয় তামুক আন্।

[১ পুত্রসন্তান]

১০১৯ কলিকালের ব্রাহ্মণ যেচে লয় দান।
আপনি ত মজে আর মজায় যজমান॥

১০২০ কলিকালের মুন্সী মোল্লা, নামে হবে দড়।
না মানবে কোরান-কেতাব, হুজ্জৎ[১] করবে বড়॥
[১ তর্ক, বচসা]

১০২১ কলির বউ ঘরভাঙানী।

১০২২ কলির বামুন ঢোঁড়া সাপ, যে না মারে তার পাপ।

১০২৩ কলুর ছেলে, গয়লার গাই, গেরস্থের পুষতে নাই।

১০২৪ কলুর ছেলে গায় ভাল ঘানিগাছে শুয়ে।

১০২৫ কলুর[১] বলদ।[২]
[১ পা—ঘানির। ২ অন্য কাজে অনুপযুক্ত। নং ২২৪৭]

১০২৬ কল্লার[১] ঘাড় বল্লায়[২] ভাঙে।
[১ ঝগড়াটে স্ত্রীলোক। ২ বোল্‌তা (প্রাদেশিক)]

১০২৭ কসাইয়ের কুকুর নাড়ীভুঁড়িতেই তুষ্ট।

১০২৮ কষ্ট[১] দিয়ে দান, আর পিত্তি মেরে খাওয়ান, করা না করা সমান।
[১ পা—দুঃখ]

১০২৯ কষ্ট বই ইষ্ট নেই।

১০৩০ কষ্ট বিনা কেষ্ট মেলে না।

১০৩১ কষতে কষতে বাঁধন ছেঁড়ে।

১০৩২ কসবী কেস্‌কি জরু, ভেড়ুয়া কিস্‌কা শালা।

১০৩৩ কংস মামার আদর।

১০৩৪ কংস রাজার বদ্‌ ফরমাশ।

১০৩৫ কাক ও কোকিল একই বর্ণ, কিন্তু স্বরে ভিন্ন ভিন্ন।

১০৩৬ কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ।

১০৩৭ কাক কাঁকুড় জ্ঞান।

১০৩৮ কাক ধূর্ত্ত আর কায়েত ধূর্ত্ত।

১০৩৯ কাক-বন্ধ্যা।[১]

[১ কাকের মত একপ্রসবিনী নারী]

১০৪০ কাক-ভুশুণ্ডি।[১]

[১ অধ্যাত্মরামায়ণে ত্রিকালজ্ঞ অমর কাক]

১০৪১ কাক মনে করে—আমি বড় সেয়ানা।

১০৪২ কাক মরল ঝড়ে, পেঁচা বলে—আমার শাপ লাগল হাড়ে-হাড়ে।

১০৪৩ কাক সকলের মাংস খায়, কাকের মাংস কেউ খায় না।[১]

[১ নং ১০৫৬]

১০৪৪ কা কস্য পরিবেদনা[১]।

[১ সং—পরিদেবনা]

১০৪৫ কাঁকালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে কে ? কাল মঙ্গলবার করবে যে।
ও ত বরং দাঁড়িয়ে আছে, আমার শুনে কাঁকাল ভেঙে গেছে ॥

১০৪৬ কাকী বকী ভস্ম নয়।

১০৪৭ কাকে এলে শেখাতে, কাঁচকলা দিয়ে কান বেঁধাতে।

১০৪৮ কাকে[১] খায় কাঁঠাল, বকের মুখে আঠা।

[১ পা—শেয়ালে]

১০৪৯ কাকে[১] নিয়ে গেল কান, কাকের[২] পিছে ধাবমান।[৩]

[১ পা—চিলে। ২ পা—চিলের। ৩ নং ১১৯৭]

১০৫০ কাকে নূতন গু খেতে শিখেছে।

১০৫১ কাকেরও ডিম সাদা হয়, বিদ্বানেরও ছেলে গাধা হয়।

১০৫২ কাকের ওপর কামানের চোট।

১০৫৩ কাকের ছা' বকের ছা'।[১]

[১ কালোয় সাদায় কদক্ষর লেখা]

১০৫৪ কাকের পিছে ফিঙে লাগা।

১০৫৫ কাকের ভাত রাখা।

১০৫৬ কাকের মাংস কাকে খায় না, জোঁকের গায়ে জোঁক বসে না।[১]

[১ নং ১০৪৩, ২৫৩১]

১০৫৭ কাকের মুখে কৃষ্ণ-কথা।

১০৫৮ কাকের মুখে সিঁদুরে আম।

১০৫৯ কাকের বাসায় কোকিলের ছা', জাত-স্বভাবে কাড়ে রা[১]।

[১ পা—যার ছা' তার রা।—নং ২৪৮৬]

১০৬০ কাকের লুকানো।

১০৬১ কাকের সঙ্গে গিয়ে হাতীও পাঁকে পড়ে।

১০৬২ কাঁখে কুলসী, চড়ক-পাক[১], গিন্নী হবার বড় জাঁক।

[১ চড়কে চক্রভ্রমণের মত ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ানো।—নং ১৮১২]

১০৬৩ কাগা-বগা ভাবে খাওয়া বা কাজ করা।[১]

[১ এখানে এক খাবলা, ওখানে এক খাবলা, উচ্ছৃঙ্খলভাবে]

১০৬৪ কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখানো।

১০৬৫ কাঙাল গরিব গায়ে লাগে না, ভাঙা খড়ম পায়ে লাগে না।

১০৬৬ কাঙাল দেখে ক'রো না হীন, কাঙাল হ'তে হবে একদিন।

১০৬৭ কাঙাল বলে—ধন পাই, ধন বলে—আশমানে ধাই।

১০৬৮ কাঙলা আপনা সামলা।[১]

[১ নং ১২০২]

১০৬৯ কাঙালী মেরে কাছারি গরম।

১০৭০ কাঙালের[১] কথা, ভাল হ'লেও তিতা।[২]

[১ পা—গরিবের। ২ নং ১৭০২]

১০৭১ কাঙালে[১] ক'রো না দয়া, কাঙাল[১] জানে আঠারো মায়া।

[১ পা—ছেঁওড়ে ; ছেঁওড় = অনাথ বালক]

১০৭২ কাঙালের[১] ঘোড়া রোগ।

[১ পা—গরিবের]

১০৭৩ কাঙালের ছেলের রাঙাই নাম[১]।

[১ পা—নাচ]

১০৭৪ কাঙালের ঠাকুর ব্যাধি[১]।

[১ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা ও পূজার দুরাশা]

১০৭৫ কাঙালের দুনো ব্যয়, পান্তা ভাতে লবণ-ক্ষয়।

১০৭৬ কাঙালের বড় ঝাল, সাধুর নেই জঞ্জাল।

১০৭৭ কাঙালের মরণ বিটকেল[১]।

[১ কুৎসিত, অস্বাভাবিক]

১০৭৮ কাঙালের মুড়কিই সন্দেশ।

১০৭৯ কাঙালের রাঙই সোনা, মাচা বেঁধে শোয় বালাখানা[১]।

[১ বাড়ির দোতলা]

১০৮০ কাঙালের শশাও ধন।

১০৮১ কাচঃ কাচো মণির্মণিঃ।

১০৮২ কাচ আর মন এই দুই সম প্রায়।
একেবারে ভাঙে যদি জোড়া লাগা দায়॥

১০৮৩ কাচপোকার তেলাপোকা[১] ধরা।

[১ পা—আরশুলা]

১০৮৪ কাঁচা কড়ি, বা কাঁচা পয়সা।

১০৮৫ কাঁচা খাই, ডাঁসা খাই, আর খাই পাকা।

১০৮৬ কাঁচা-খেকো দেবতা।

১০৮৭ কাঁচা গাঁথুনি, দুনো খাটুনি।

১০৮৮ কাঁচা গুয়ে ঢিল মারা।[১]

[১ পা—শুধু 'গুয়ে ঢিল ছোঁড়া']

১০৮৯ কাঁচা তেঁতুল যেমন তেমন, পুরান তেঁতুল বিকারে।

১০৯০ কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরা।[১]

[১ 'কাচা বাঁশে ঘুণ ধরলে, রক্ষা নেই তার কোন কালে'—এই রূপও পাওয়া যায়]

১০৯১ কাঁচা মাটিতে পা দেওয়া।

১০৯২ কাঁচা শরায় পা দিয়ে বেড়ানো।

১০৯৩ কাচে কাঞ্চনে সমান দর।

১০৯৪ কাছা-আল্‌গা, কাছা-খোলা, বা কাছা-ঢিলে[১], বা কাছায় হাগা[২]।

[১ শিথিল, বিশৃঙ্খল বা বোকা। ২ ভীরু]

১০৯৫ কাছা খুলতে দেরি হয়, কপাল খুলতে দেরি নয়।

১০৯৬ কাছা দিতে কোঁচা আঁটে না, কোঁচা দিতে কাছা আঁটে না।

১০৯৭ কাছা-ধরা।[১]

[১ পরমুখাপেক্ষী, খোশামুদে]

১০৯৮ কাছারিই বা কই, কান মলেই বা কই।

১০৯৯ কাছিমে ডিম পাড়ে, গোসাপে খায়।

১১০০ কাছে থাকে যতক্ষণ, আমার আমার ততক্ষণ।
পথে গেলে পোড়ে মন, বাড়ি গেলে ঢনঢন॥

১১০১ কাছে ভাল বল যারে, পাছে মন্দ বল তারে।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

১১০২ কাজ আটকালে বুদ্ধি যোগায়।

১১০৩ কাজও নেই, কামাইও নেই।

১১০৪ কাজ কর যত পার, ভাত খাও ত আমারে মার।

১১০৫ কাজকর্মে আমি নেই, ঠাকুরঝি।
চেপে চেপে ভাত বেড়ো, আমি বালশ পোয়াতী॥

১১০৬ কাজ করবে গোপনে, অন্যে যেন না শোনে।
যদি না পার একা, দুয়ে মিলে কর তা।
দুয়ের বেশি যদি হয়, সে কাজ আর গোপন নয়॥

১১০৭ কাজ নেই করবার, বাল নেই ছেঁড়বার।

১১০৮ কাজ নেই কাজ করে, ধানে চালে এক করে।

১১০৯ কাজ নেই প্রসাদ পেয়ে, গতর গেল পাথর ধুয়ে।

১১১০ কাজ পড়লে নেড়েও বাপের ঠাকুর।

১১১১ কাজ সারলে বাড়ই[১] শালা।

[১ ছুতোর]

১১১২ কাজ সেরে বসি, শত্রু মেরে হাসি।

১১১৩ কাজীর কাছে হিঁদুর পরব।

১১১৪ কাজীর গাই, কোরানে আছে, কেতাবে নাই।[১]

[১ নং ৪৯৬৩]

১১১৫ কাজীর বিচার।

১১১৬ কাজে এড়া, ভোজনে দেড়া।

১১১৭ কাজে কম, খেতে যম।

১১১৮ কাজে কম ভোজনে ভারি, বাস তার ঠাকুরবাড়ি[১]।

[১ পা—নাম তার অধিকারী]

১১১৯ কাজে কুঁড়ে, ভোজনে দেড়ে[১], বচনে মারে তেড়ে ফুঁড়ে[২]।

[১ দেড়গুণ। ২ পা—পাত পাতে মেঝে জুড়ে]

১১২০ কাজের গুরু কামাই।

১১২১ কাজের নাম নেই, বউ-কিলানোর যম।

১১২২ কাজের নামে নাই কাজী, অকাজেই সবাই রাজি।

১১২৩ কাজের বেলা কাজী, কাজ ফুরোলে পাজী।

১১২৪ কাজের বেলা গলার মালা, কাজ ফুরোলে ঢেম্‌না শালা।

১১২৫ কাজের বেলা ভাগে[১], খাবার বেলা আগে।

[১ পা—পায় না খুঁজে]

১১২৬ কাজের মধ্যে চাষ, রোগের মধ্যে কাস।[১]

[১ দুঃসাধ্য]

১১২৭ কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই।

১১২৮ কাটখোট্টার কথা কড়া।

১১২৯ কাঠকুটা আনে চুলার মুখ, শাশুড়ী আনে বউয়ের মুখ॥

১১৩০ কাটলেও রক্ত নেই, কুটলেও মাংস নেই।

১১৩১ কাটা কইয়ের ছটফটানি।

১১৩২ কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে।

১১৩৩ কাঁটা-গাছের তলায় বাস।

১১৩৪ কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।[১]

[১ সং—কণ্টকেনৈব কণ্টকম্।—নং ২২৬৪]

১১৩৫ কাঁটা বিনা কমল নাই, কলঙ্ক বিনা চাঁদ নাই।[১]

[১ নং ২১৩৩]

১১৩৬ কাটি পাঁশ পেড়ে[১], ভুঁয়ে রক্ত না পড়ে।

[১ পা—পাঁশ পেড়ে কাটি ; ছাই পেতে কাটি]

১১৩৭ কাঠ-কাটুনে, লোহা-পিটুনে, বেনে বিষম জাত।
তাদের সঙ্গে পিরীত করলে ঘর পোড়ে রাতারাত॥

১১৩৮ কাঠকুড়ানীর মেয়ে রাজা আনলে ঘরে।
খাটপালঙ্ক দেখে দেখে হেসে হেসে মরে॥[১]

[১ নং ২৩৫৩]

১১৩৯ কাঠবিড়ালের বাগানভাগ।

১১৪০ কাঠবিড়ালের সাগরবাঁধা।

১১৪১ কাঁঠালটি আমায় দাও, বীচি গুনে কড়ি নাও।

১১৪২ কাঁঠালের আমসত্ত্ব।[১]

[১ 'জান না পরম তত্ত্ব, কাঁঠালের আমসত্ত্ব'—আজু গোঁসাই]

১১৪৩ কাঠের পোকা কাঠেই চরে।

১১৪৪ কাঠের বেরাল হোক, ইঁদুর ধরলেই হ'ল।[১]

[১ নং ৬২৫৫]

১১৪৫ কাঠের ভেতর পিঁপড়ে বলে—চিনি নইলে খাবু নি।
চিন্তামণি চিন্তা ক'রে যোগান তারে আপুনি ॥[১]

[১ নং ৫৩৭৭]

১১৪৬ কাঁড়ান চালে তিন ঘা পাড়[১]।

[১ ঢেঁকির আঘাত]

১১৪৭ কাতরা চোখের ঘুম, লেছড়া কাঁথার উম[১]।

[১ উষ্ম, গরম (প্রা)]

১১৪৮ কাত হয়ে প'ড়ে আছে, তবু তারে লাথি।

১১৪৯ কাঁথখান[১], কাঁথখান, বটুঠাকুর কি পাঁকাল মাছ খান।
খান খান খান, খান পাঁচ ছয় খান,
এখন একটু তেল পেলে নাইতে যান ॥

[১ কাঁথ=মৃণ্ময় ভিত্তি, প্রাচীর। দেওয়াল মাঝে রাখিয়া ভাশুর-ভাদ্রবউয়ের আলাপ।]

১১৫০ কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘি-ভাত খাওয়া।[১]

[১ নং ১১৮৬]

১১৫১ কাদা-উড়োর কাছে কি ধূলো-উড়ো।[১]

[১ পা—'ধুলো-উড়ুনের ওপর কাদা-উড়ুনে আছে']

১১৫২ কাদায় জলে গুণ ফেলা।[১]

[১ কষ্ট সহ্য করা। 'সবুরেতে মেওয়া ফলে উতলায় কি ফল ফলে। থাকতে হয় লো কাদায় জলে গুণ ফেলে।'—গোপাল উড়ে]

১১৫৩ কাঁদি-কাঁদি মন করেছে, কেঁদে না আস্থি মিটছে।
রাজাদের হাতী মরেছে, একবার তার গলা ধ'রে কেঁদে আসি ॥

১১৫৪ কাঁধে কুড়ুল, বনময় খোঁজা।[১]

[১ নং ১১৮৯। পা—বগলে কাস্তে খোঁজে বনময়]

১১৫৫ কানকাটা কই তালগাছ বায়, কালামুখ নিয়ে দরবারে যায়।

১১৫৬ কান কাঁদেন[১] সোনা রে, সোনা কাঁদেন[১] কান রে।

[১ পা—চায়]

১১৫৭ কান ঘুরিয়ে নাক দেখানো।

১১৫৮ কান[১] টানলে মাথা[২] আসে।

[১ পা—নাক। ২ পা—মুখ]

১১৫৯ কানপাতলা মানুষ। কান ভাঙানো, বা, কান ভারি করা।
কানে না তোলা, কানে আঙুল দেওয়া।

১১৬০ কান যায় কথায়, মন যায় তথায়।

১১৬১ কান-সল্লা[১], ভিতর বুঁদে[২], দীঘল-ঘোমটা নারী।
পানা-পুকুরের[৩] শীতল জল, বড় মন্দকারী ॥

[১ কানে যে মন্ত্রণা দেয়। ২ অন্তরে শঠ। পা—দুষ্ট জনের মিষ্ট কথা। ৩ পা—দামের তলের]

১১৬২ কানা কড়ির কেনা গোলাম।

১১৬৩ কানা ক'বার নড়ি হারায়।

১১৬৪ কানা কলসীর জল।

১১৬৫ কানা, কালা, কুঁজো, খোঁড়া, গোদের অন্ত নাই।[১]
তিনশো বিরাশী বুদ্ধি, যার এক চোখ নাই ॥

[১ পা—কুড়ের কুড়ি বুদ্ধি, মুলোর অন্ত নাই]

১১৬৬ কানা কুকুর মাড়েই তুষ্ট।

১১৬৭ কানা, কুঁজো, খোঁড়া, তিন অসতের গোড়া।

১১৬৮ কানা, খোঁড়া, কুঁজো, তিন চলে না উজো[১]।

[১ সোজা, সরল ; 'ঋজু' হইতে]

১১৬৯ কানা, খোঁড়া, একগুণ বাড়া।

১১৭০ কানা গরু বামুনকে দান।

১১৭১ কানা[১] গরুর ভিন্ন গোঠ[২]।

[১ পা—কুড়ে। ২ পা—ভহর (=খাল বা গর্ত্ত)]

১১৭২ কানা ঘোড়া ব'লে কিছু কম খায় না।

১১৭৩ কানা চোখে কুটো পড়ে, খোঁড়া পা খানায় পড়ে।[১]

[১ নং ১৬৪৬]

১১৭৪ কানা চোখে ঘুমও যা, চেতনও তা।

১১৭৫ কানা দেখতে পায় না, কাঙাল দেখতে চায় না।

১১৭৬ কানা পুত পোষে, রাজা-বেটী[১] শোষে।

[১ পা—ঝিয়ে বা বউয়ে]

১১৭৭ কানা পুতের নানা রোগ।

১১৭৮ কানা পুতের[১] নাম পদ্মলোচন।

[১ পা—ছেলের]

১১৭৯ কানা বক শুকনো গেড়ে[১], খায় না খায় আছে প'ড়ে।

[১ ডোবা]

১১৮০ কানা, মনে মনেই জানা।

১১৮১ কানামাছি।[১]

[১ ছেলেদের খেলা]

১১৮২ কানা মেঘের বৃষ্টি, সর্ব্বত্র নয় দৃষ্টি।

১১৮৩ কানায়ে ভাগনে।[১]

[১ কৃষ্ণের মামী রাধার সঙ্গে প্রেম হইতে।—নং ১৮৩৭]

১১৮৪ কানার হাতে লাঠি।

১১৮৫ কানা শুক্কুর (শুক্র)।[১]

[১ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য। একচোখো বা পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তি অর্থে]

১১৮৬ কানি[১] মুড়ি দিয়ে চিনি খাওয়া।[২]

[১ নেকড়া। ২ নং ১১৫০]

১১৮৭ কানু[১] ছাড়া গীত নেই।

[১ শ্রীকৃষ্ণ]

১১৮৮ কানে কচু, চোখে তেল, তার বাড়ি না বৈদ্য গেল।[১]

[১ নং ২৮২, ২২৪৩]

১১৮৯ কানে কলম গুঁজে দুনিয়ায় খোঁজা।[১]

[১ নং ১১৫৪। পা—কানে কলম খোঁজে দেশময়]

১১৯০ কানে কলম গুঁজে হলেন মুনসী।[১]

[১ নং ১২৬৬]

১১৯১ কানে দিয়েছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো।[১]

[১ নং ৪৯৪০]

১১৯২ কানের গুরু, নাকের কে।

১১৯৩ কানের জল জল দিলেই বেরোয়।[১]

[১ পা—'কানে জল গেলে, জল দিলেই খোলে'।—নং ২৪৬২]

১১৯৪ কানের পোকা বাহির করা।[১]

[১ বিকট চীৎকারের দ্বারা ঝালাপালা করা]

১১৯৫ কানের সোনা কান কাটে।[১]

[১ নং ৩৮১৩]

১১৯৬ কানে শুনে কালা হও, চোখে দেখে কানা হও।

১১৯৭ কানে হাত না দিয়েই বলে—কান নিয়ে গেল চিলে।[১]

[১ অথবা, 'কানের সঙ্গে খোঁজ নেই, চিলের পিছে দৌড়'।—নং ১০৪৯]

১১৯৮ কাপড় দিয়ে আগুন ঢাকা।[১]

[১ নং ১৯৪]

১১৯৯ কাপড় নেই, আবার কাছা।

১২০০ কাপড় হ'লে পচা, আঙুল হয় খোঁচা।

১২০১ কাপড়ের দাগ যায় ধুলে, মনের দাগ যায় ম'লে।

১২০২ কাম্‌লা[১] আপনি সামলা।

[১ পিত্তাধিক্যের জন্ম কামল বা কাঁওল রোগ, jaundice।— নং ১০৬৮]

১২০৩ কামাখ্যার মেয়ে।[১]

[১ পুরুষ-ভোলানো যাদুকরী বলিয়া প্রসিদ্ধি]

১২০৪ কামাতে পারে না নাপিত, ধামাভরা ক্ষুর।
কামাতে কামাতে যায় রঘুনাথপুর॥[১]

[১ নং ৬]

১২০৫ কামানো মাথায় ক্ষুর বোলানো।

১২০৬ কামার বুড়োলে লোহা শক্ত।

১২০৭ কামার গড়বে যা, মনে মনে জানে তা।

১২০৮ কামারকে ইস্পাত ফাঁকি।

১২০৯ কামারকে ছুঁচ বেচা।[১]

[১ নং ৪৪১৪]

১২১০ কামারের কাছে লোহা চুরি।[১]

[১ নং ৪৪১৩]

১২১১ কামারের কাছে লোহা জব্দ।[১]

[১ নং ৫৭৩২]

১২১২ কামারের কুমোর-বৃত্তি।

১২১৩ কামারের দা, কামার খারাপ বলে না।

১২১৪ কামারের বেরাল ঠকঠকিতে ভয় পায় না।

১২১৫ কায়েতের[১] ঘরের বেরালটাও আড়াই অক্ষর পড়ে।

[১ পা—কাজীর ; হিঁদুর]

১২১৬ কায়েতের ঘরের ঢেঁকি।[১]

[১ মূর্খ ও বোকা]

১২১৭ কায়েতের ছেলের কলমের আগায় ভাত।

১২১৮ কায়েতের ছোট, বেদের বড়।

১২১৯ কায়েতের বুড়া হীরার ধার, নাপিতের বুড়া ছারের ছার।

১২২০ কায়েতের বুদ্ধি আঁতে, বাঁদরের বুদ্ধি দাঁতে।

১২২১ কায়েতের বুদ্ধি, ঘণ্টার বাড়ি।

১২২২ কায়েতের মড়া কাকেও ঠোকরায় না।

১২২৩ কায়েতের মূর্খ, কলুর বলদ।

১২২৪ কায়েতের হাড়া, বেগুনের থাড়া[১]।

[১ বোঁটা, অর্থহীন বস্তু]

১২২৫ কার আগুনে কে বা মরে, আমি জাতে কলু।
মা আমার কি পুণ্যবতী, বলছে—দে উলু॥[১]

[১ বলপূর্ব্বক সতীদাহে কলুবউকে ভুল করিয়া অন্যের চিতায় পোড়ানো]

১২২৬ কার আঙিনায় কেবা নাচে।

১২২৭ কার কপালে[১] কেবা খায়।

[১ পা—কড়ি]

১২২৮ কার গোয়াল, কেবা দেয় ধোঁয়া।[১]

[১ পা—'কার গোয়ালে কে ধোঁয়া দেয়]

১২২৯ কার ঘরের সোনা কার ঘরে গড়ায়।[১]

[১ নং ১২৩৭, ২০১২]

১২৩০ কার ঘাড়ে দুটো মাথা।

১২৩১ কারণ বই কার্য্য নাই।

১২৩২ কার দুঃখ কেবা বোঝে, যার যার সে পেটে গোঁজে।

১২৩৩ কার মনে কি আছে কে জানে।

১২৩৪ কারবারের হেপায়[১] প'ড়ে আণ্ডিল[২] হয়ে যাওয়া।

[১ প্ররোচনা, ঝোঁক বা দায়। ২ আঢ্য, ধনী]

১২৩৫ কার শ্রাদ্ধ কেবা করে, খোলা কেটে[১] বামুন মরে।

[১ শ্রাদ্ধের জন্য কলাগাছের খোলা কাটা]

১২৩৬ কার সাধ্য কেবা মারে, খোদা থাকে রাজি যারে।

১২৩৭ কার সোনা কেবা পরে।[১]

[১ নং ১২২৯]

১২৩৮ কারে[১] পড়লে আল্লার নাম।

[১ কর্ম্মের বিপাকে, বিপদে]

১২৩৯ কারো ঘর পোড়ে, কেউ আগুন পোহায়[১]।

[১ পা—কেউ ধোঁয়া খায়]

১২৪০ কারো খেয়ে-খেপে বারো, কারো র'য়ে ব'সে তেরো।[১]

[১ নং ২০৫২।—বা, 'খেয়ে খেপে বার, ব'সে মারে তের']

১২৪১ কারো পাতাচাপা কপাল, কারো পাথরচাপা কপাল।

১২৪২ কারো পোঁদে বাঁশ যায়, কেউ পাবে-পাবে[১] গোনে।

[১ বাঁশের পর্ব্বে-পর্ব্বে]

১২৪৩ কারো পৌষ মাস, কারো সর্ব্বনাশ।

১২৪৪ কারো শাকে বালি, কারো দুধে চিনি।

১২৪৫ কার্ত্তিকে ওল, মার্গে বেল, পৌষে কাঞ্জি, মাঘে তেল।
ফাগুনে আদা, চৈত্রে তিতা, বৈশাখেতে নিম নালিতা।
জ্যৈষ্ঠে ঘোল, আষাঢ়ে দই, শ্রাবণে চুড়ান্ত খই।
ভাদ্রে তাল, আশ্বিনে শশা, ডাক বলে এই বারোমাসা ॥[১]

[১ ডাকের বচন।—নং ২২৩৫]

১২৪৬ কার্য্যের সাক্ষী করণ, পুণ্যের সাক্ষী মরণ।

১২৪৭ কাল এল নেড়ী, আজ ভাঙল হাঁড়ি।

১২৪৮ কাল কাজলের মাটি, তার লাগি ছমাস হাঁটি।
সুন্দর ধুতুরার ফুল, তার নাই এক কড়া মূল ॥

১২৪৯ কাল কাপড়, মাথায় চুল, বাড়ি কোথায়, না, ভাটাকুল।

১২৫০ কাল কাপড়, রুক্ষ মাথা, লক্ষ্মী বলেন—থাকব কোথা।

১২৫১ কাল ছিলাম ব'সে স্বর্ণপিঁড়ে, আজ বসেছি আঁস্তাকুড়ে।

১২৫২ কাল নয়নে কেলে সোনা, ইচ্ছা করে কত জনা।[১]

[১ দীনবন্ধু মিত্র]

১২৫৩ কালনেমির লঙ্কাভাগ।[১]

[১ নং ৪৭১৫]

১২৫৪ কাল[১] বললে ধরে কাল[২]।

[১ আগামী কাল। ২ যম]

১২৫৫ কাল বামুন, কটা শূদ্দুর, বেঁটে মোছলমান।
ঘরজামাই[১], পুষ্যিপুত্তুর, পাঁচ বেটাই সমান ॥

[১ পা—খানকীর পুত]

১২৫৬ কাল যায়, না, জল যায়।

১২৫৭ কাল রাম রাজা হবে, আজ বনবাস।

১২৫৮ কালস্য কুটিলা গতিঃ।

১২৫৯ কাল হাঁড়ি, কেয়াপাত, তবে দেখবি জগন্নাথ।[১]

[১ পূর্ব্বকালে হাঁটিয়া শ্রীক্ষেত্র দর্শনের কষ্ট—কাল হাঁড়িতে পথে রাঁধা, ও কেয়াবন দিয়া যাওয়া]

১২৬০ কালা পুরুত, তোতলা যজমান।[১]

[১ নং ২৮১৯]

১২৬১ কালা বলে—গায় ভাল, কানা বলে—নাচে ভাল।

১২৬২ কালা বলে—হাত-পা নাড়ে, ঢাকী ত বাজায় না।

১২৬৩ কালার কানে শোলার বুজো, কালা বলে—মোর লক্ষ্মীপূজো।

১২৬৪ কালা শুনে কাড়ার[১] বাদ্যি, বলে—আমার বিয়ের আদ্যি[২]।

[১ পা—ঢাকের। ২ পা—বাদ্যি]

১২৬৫ কালি, কলম, পাত যেমন, তেমন হাত[১]।

[১ পা—তবে লেখার জাত]

১২৬৬ কালি, কলম, মন, লেখে তিন জন।

১২৬৭ কালি নেই[১], কলম নেই, বলে—আমি মুন্‌সী[২]।

[১ পা—দোয়াত নেই। ২ পা—ফুইম বিশ্বাস মুন্‌সী।—নং ১১৯০]

১২৬৮ কালির অক্ষর নেইক পেটে, চণ্ডী পড়েন কালীঘাটে।[১]

[১ নং ১২৭০]

১২৬৯ কালীঘাটের কাঙালী।

১২৭০ কালীঘাটের চণ্ডীপাঠ।[১]

[১ পয়সা অনুযায়ী।—নং ১২৬৮]

১২৭১ কালে আবজায়, তুলে বেচে, তার বাড়া কি ফসল আছে।

১২৭২ কালে কত দেখব আর[১], ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার।
বেরালের কপালে টীকে, বাঁদর বেড়ায় হলুদ মেখে॥

[১ পা—কতই বা দেখব আর; দেখেছি কত দেখব আর; বাঁচলে কত দেখব আর, ইত্যাদি।—নং ৯৫]

১২৭৩ কালে-কালে কতই হবে, কিছুই এমন নাহি র'বে।

১২৭৪ কালে-কালে কতই হ'ল, পুলি-পিঠের লেজ[১] গজাল[২]।

[১ পা—বেগুনের হাড়। ২ বেরুল]

১২৭৫ কালে-কালে কোলা বেঙ সাপ ধ'রে খায়।
কালে-কালে বাঁদী বেটী মাথায় চ'ড়ে যায়॥

১২৭৬ কালে-কালে গুড়েরও তার গেল।

১২৭৭ কালে[১] ধরলে হাত নেই।

[১ যমে]

১২৭৮ কালে বাণুও পণ্ডিত হ'ল।

১২৭৯ কালের[১] আবার কালাকাল।

[১ মরণের]

১২৮০ কালো জগৎ আলো।

১২৮১ কালোয় কালোয় ধলো হয় না।

১২৮২ কালোর উপর রঙ নেই।

১২৮৩ কাশীতে ভূমিকম্প।[১]

[১ শিবের ত্রিশূলের উপর অবস্থিতি বলিয়া অসম্ভাব্য]

১২৮৪ কাশীধামে কাক মরেছে, কুমিল্লাতে হাহাকার।

১২৮৫ কাশীর কেশেল।[১]

[১ তীর্থের অছিলায় কাশীর পূর্ব্বতন দুষ্কৃতকারী অধিবাসী; অতএব দুর্জ্জন, যাহার বংশের বা চরিত্রের পরিচয় নাই]

১২৮৬ কাষ্টহাসি।

১২৮৭ কাস্তে ভেঙে করতাল গড়ায়।[১]

[১ চাষা কীর্ত্তনীয়া হয়।—নং ৫১৩০]

১২৮৮ কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি, মা তেতো, ছা মিষ্টি।

১২৮৯ কি কথা বললে, হায়, শুনে হাসি পায়।
লেজকাটা কুকুর হয়ে বাঘ হতে চায়॥

১২৯০ কি করবে কীর্ত্তনীয়া লয়েছে বেতন।
কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম তাই উলুবনে কেত্তন॥[১]

[১ নং ১০০০]

১২৯১ কি করবে[১] ঝালে তেলে, কি[২] না হয় দমকা জ্বালে।

[১ পা—কি বা করে। ২ পা—কি বা]

১২৯২ কি করবে ভাল গরু, কি করবে সারে।
দেবতা না দিলে চাষা কি করতে পারে॥

১২৯৩ কি করলাম, ভাই রে, রামায়ণ গেয়ে, বার আনা কামালাম তিন টাকা খেয়ে।

১২৯৪ কি খাওয়ালি মুড়কি মুড়ি, পাগল মোরে করলি ছুঁড়ী।

১২৯৫ কি খেতে কি নেই, বেন্নন[১] খেতে ঝাল নেই।

[১ ব্যঞ্জন]

১২৯৬ কি ছাই[১] বেরালে খেয়েছে।

[১ ছানা, বাচ্চা]

১২৯৭ কিছু আপন কিছু পর, তার সঙ্গে বসত কর।

১২৯৮ কি জানি লেখাজোখা, এক এক পোদ[১] এক এক টাকা[২]।

[১ হিসাবপত্র-বোধহীন পোদ জাতি। ২ পা—তিন চাঁড়ালের তিন টাকা]

১২৯৯ কি দিব কি দিব খোঁটা, গয়াতে মরেছে[১] বাপ বেটা।

[১ অন্যত্র মরিলে গয়ায় উদ্ধার, কিন্তু গয়ায় মরিলে উদ্ধার কোথা ?]

১৩০০ কি দিব কি দিব ছুতা, ভাশুরে মেরেছে গালে গুঁতা।[১]

[১ নং ৩৮৩৪]

১৩০১ কিনতে ছাগল, বেচতে পাগল।[১]

[১ নং ৫৩৯৪]

১৩০২ কিনে খায়, হাগতে ডরায়।

১৩০৩ কি বলব ভাশুর ঘরে, নইলে তোর ছেলে মোর ছেলে মারে।

১৩০৪ কিবা আল্লার কুদ্‌রতি[১], পথে যেতে[২] পেলাম রুটি[৩]।

[১ কুদ্‌রৎ = মহিমা, শক্তি। ২ পা—শুকনো ডাঙ্গায়। ৩ বিষ্ঠায় রুটি ভ্রম।]

১৩০৫ কিবা ছেলের মুখে হাঁই[১], তবু হলুদ মাখেন নাই।

[১ পা—কিবা মুখের ছাঁই]

১৩০৬ কিবা জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ, যেই বুঝে সেই শ্রেষ্ঠ।

১৩০৭ কি বা দেশের গুণ, একই গাছে পানসুপারী, একই গাছে চুণ।[১]

[১ বিক্রমপুর ও শ্রীহট্ট, এই দুই স্থান সম্বন্ধেই ব্যঙ্গে প্রযুক্ত এই প্রবাদ প্রচলিত]

১৩০৮ কিবা বাবুর আশা, শিয়রে ঘুঘুর বাসা।

১৩০৯ কিবা বিয়ার বিয়া, সাতটা জ্বেলেছে দীয়া[১]।

[১ দীপ]

১৩১০ কিবা মেয়ের ছিরি, বাঁশবনের প্যারী।

১৩১১ কিবা মেয়ের মেয়ে, রূপ পড়ে বেয়ে।

১৩১২ কিবা রঙ্গের একাদশী, তাতে আবার মুগের রাশি।

১৩১৩ কিবা রোগ, তার ধনে পলতা।

১৩১৪ কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্।

[১ সং—অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্॥

১৩১৫ কিম্ভূতকিমাকার।

১৩১৬ কি যাতনা বিষে সে বুঝিবে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।[১]

[১ 'সদ্ভাব-শতক' হইতে]

১৩১৭ কিল আর তেল, পড়লেই গেল।

১৩১৮ কিল খায়, গুঁতা যায়, গালে খায় ঠোনা।
ঘরে কোণে ব'সে খায়, তবুও বামনা॥

১৩১৯ কিল খেয়ে কিল চুরি।[১]

[১ নং ৪৫৯৯]

১৩২০ কিল খেয়ে গেলাম আমি দাদার ঘর।
দাদায় কিলায় বেলা আড়াই প্রহর॥

১৩২১ কিল-দগড়ী[১], ওঠ্ ওঠ্, জামাই এল, কিলে কোট্।

[১ মার-ঘেচড়া]

১৩২২ কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো।

১৩২৩ কিলের চোটে বিলের মাছ ওঠে।

১৩২৪ কিলের ভরে বাঁদর নাচে।

১৩২৫ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড।

১৩২৬ কিসে আর কিসে, তামায় আর সীসে।
চাঁদে আর মেনি-বাঁদরের পোঁদে॥

১৩২৭ কিসে নেই কি[১], পান্তা ভাতে[২] ঘি।[৩]

[১ পা—কার নাম কি। ২ বেগুনপোড়ায়। ৩ নং ২৭২২, ৩৪০৯, ৩৬৬৬, ৪১৬৫]

১৩২৮ কিসের মাসী, কিসের পিসী, কিল ছাড়া কি ভাতে বসি।

১৩২৯ কিসের মাসী, কিসের পিসী, কিসের বৃন্দাবন।
মরা গাছে ফুল ফুটেছে[১], মা বড় ধন॥

[১ পা—পথপানে চেয়ে দেখ]

১৩৩০ কিস্তিমাত।

১৩৩১ কি হতে কি হ'ল, ছাতু মাখতে গু হ'ল।

১৩৩২ কি হবে আর লোকের শাপে, পুড়ে মরবে নিজের পাপে।

১৩৩৩ কিংখাপ কেটে ছুরির ধার পরখ।

১৩৩৪ কীচকবধ।

১৩৩৫ কীর্ত্তনীয়ার গুঁড়া[১], কবিরাজের বুড়া।

[১ ছোকরা]

১৩৩৬ কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।

১৩৩৭ কুকাটনী খড়ি[১] খাবার যম।

[১ খড়ি আখ—এক জাতীয় ইক্ষু]

১৩৩৮ কুকাষ্ঠ যদিও থাকে চন্দনের বনে।
কখনো সুগন্ধি নয় চন্দনের গুণে ॥

১৩৩৯ কুকুর কাঁধে ক'রে শিকার করা।

১৩৪০ কুকুর কি জানে তুলসী-বন, ঠেঙ্ তুলে মুত্তে মন।

১৩৪১ কুকুরকে চায় তেল চাটাতে, কুকুর ধায় কাঁটাকুটাতে।

১৩৪২ কুকুরকে দিলেও পিঠে পায়েস, ছাড়ে না তবু গুয়ের আয়েশ।

১৩৪৩ কুকুরকে নাই[১] দিলে মাথায় চড়ে[২]।

[১ নাই=নেহা, স্নেহ, আদর। ২ পা—ঘাড়ে ওঠে; পাতে ব'সে খায়, ইত্যাদি।—নং ৩২৭৯, ৩৬৪৬]

১৩৪৪ কুকুরকে পীঁড়েয় বসালেও গু খায়।[১]

[১ নং ১৩৪২]

১৩৪৫ কুকুর[১] মারে ত হাঁড়ি ফেলে না।

[১ পা—শেয়াল]

১৩৪৬ কুকুর যখন ডাকে তখন কামড়ায় না।[১]

[১ নং ৩৬০০]

১৩৪৭ কুকুর রাজা হ'লেও জুতা খায়।[১]

[১ নং ১৩৪৪]

১৩৪৮ কুকুরে ঘি-ভাত দিলে বমি ক'রে মরে।
গাবুরে[১] পীঁড়া দিলে চিত হয়ে পড়ে ॥

[১ মাঝি, হালিক বা কৈবর্ত্ত]

১৩৪৯ কুকুরে মানুষ কামড়ায়, মানুষে আর কোন্ কুকুর কামড়ায়।

১৩৫০ কুকুরের কামড় হাঁটুর নীচে।

১৩৫১ কুকুরের ঘুম।[১]

[১ সজাগ]

১৩৫২ কুকুরের পেটে ঘি জরে না[১]।

[১ পা—সয় না, হজম হয় না, ইত্যাদি]

১৩৫৩ কুকুরের[১] বিয়ের লাখ টাকা খরচ।[২]

[১ পা—বেরালের। ২ কলিকাতার কোন বড়লোকের শখের গল্প হইতে]

১৩৫৪ কুকুরের মার আড়াই প্রহর।[১]

[১ শীঘ্রই ভুলিয়া যায়।—নং ৪৪২৭]

১৩৫৫ কুকুরের মুগের[১] পথ্যি, কুকুর বলে—কি বিপত্তি।

[১ পা—ঘিয়ের]

১৩৫৬ কুকুরের লেজ ঘি ডললেও সোজা হয় না।

১৩৫৭ কুজড়া, কাওয়ারী, মুর, এ তিন নিয়ে মেদিনীপুর।

১৩৫৮ কুজনের নাহি লাজ, নাহি অপমান।
সুজনেরে এক কথা মরণ সমান ॥

১৩৫৯ কুঁজী, না, ঐ ত পুঁজি।[১]

[১ প্রেমের পাত্রের গুণাগুণ বিচার নাই]

১৩৬০ কুঁজোর ইচ্ছা চিত হয়ে শোয়।[১]

[১ নং ৪৩৮৫]

১৩৬১ কুঞ্জবনে বাজল বাঁশী ঘরে রয় না মন।
শ্যাম রাখি কি কুল রাখি, রাধা ভেবে উচাটন॥

১৩৬২ কুটুমের মধ্যে শালা, গয়নার মধ্যে বালা।
সাজের[১] মধ্যে মালা, বাসনের মধ্যে থালা॥

[১ পা—ফুলের]

১৩৬৩ কুটোও নাড়ে না।[১]

[১ অত্যন্ত অলস]

১৩৬৪ কুটোতে কুটো টানে।

১৩৬৫ কুঠে[১] পাঠায় কড়ি।

[১ পা—কুড়ে (সমার্থক)]

১৩৬৬ কুঠে[১] মুরগীর ঠোঁটে বল[২]।

[১ পা—কুড়ে। ২ পা—বজ্রে ঠোকর]

১৩৬৭ কুঠের পাতে না খেও[১], বেওর[২] কাছে না যেও।

[১ পা—কুড়ের পাতে ব'সে খেও। ২ বাও (bubo) উপদংশ-ঘটিত বাগীগ্রস্ত]

১৩৬৮ কুড়িয়ে নিতে রত্নচয়, সকলেই নত হয়।

১৩৬৯ কুড়ি পেরোলেই বুড়ী।

১৩৭০ কুড়ুলটা একটু দেবে কি? ঘরে নেই, তার দেব কি।
না কর কেন, ওই ত দেখি, তোর গরজে দেব নাকি॥

১৩৭১ কুড়ুলের পরশ বন কেটে।

১৩৭২ কুড়ে কুষাণ[১] অমাবস্যা খোঁজে।[২]

[১ পা—গরু। ২ অমাবস্যায় হলচালন নিষিদ্ধ]

১৩৭৩ কুড়ে গরুর এঁটুলি[১] সার।

[১ লোমকীট]

১৩৭৪ কুড়ে গরুর রাঙা পালান[1]।

[১ পিঠের গদি]

১৩৭৫ কুঁড়ে ঘরে বাস, খাটপালঙ্কের আশ।

১৩৭৬ কুড়ে পাটুনীর[1] মুখে আঁটুনি।

[১ খেয়াঘাটের মাঝি]

১৩৭৭ কুড়ে ভাতারের পাট্‌কেল শিথান[1]।

[১ মাথার বালিশ]

১৩৭৮ কুড়ে যোগী ধ্যানে দড়।

১৩৭৯ কুড়ের বাক্যে পুড়ে মরি।

১৩৮০ কুড়ের বাথান[1] বৈদ্যনাথ[2]।

[১ বাসস্থান, গোষ্ঠ। পা—আটন (=আড্ডা)। ২ বৈদ্যনাথের শিবালয়]

১৩৮১ কুড়ে রে বায় বয়, দোরটা দিলে ভাল হয়।[1]

[১ একজন কুড়ের অন্য কুড়ের প্রতি উক্তি।—নং ৯৩১]

১৩৮২ কুঁড়ো খেয়ে ভুঁড়ো।

১৩৮৩ কুঁতিয়ে ম'ল দৈবকী, নাম্ পাড়াল যশোদা রাণী।

১৩৮৪ কুঁদুলী, কড়াইশুঁটি, চুলে নেইক দড়ির ঝুঁটি।

১৩৮৫ কুঁদুলে[1] নাড়ী কোঁ-কোঁ করে, কোঁদল নইলে থাকতে নারে।

[১ পা—কোঁদলের]

১৩৮৬ কুঁদের মুখে বেঁক থাকে না।

১৩৮৭ কুন্‌কী হাতী।[1]

[১ যে পোষা হস্তিনী বন্য হস্তীদের ভুলাইয়া খেদায় আনে]

১৩৮৮ কুনো ব্যাঙ্‌।

১৩৮৯ কুপুত্র যদিও হয়, কুমাতা কখনো নয়।[1]

[১ সং—কুপুত্রাঃ কুত্রচিৎ সন্তি ন ক্বাপি কুমাতরঃ]

১৩৯০ কুপো কাত।[১]

[১ কুপো বা তৈলাদির পাত্র কাত হইয়া পড়া, ধরাশায়ী, বিপর্য্যস্ত বা বিনষ্ট]

১৩৯১ কুজার মন্ত্রণা।

১৩৯২ কুমড়োকাটা বট্‌ঠাকুর।

১৩৯৩ কুমড়ো গড়াগড়ি।

১৩৯৪ কুমড়োর জাওয়ালি।[১]

[১ কচি কুমড়া, যাহা আঙুল দিয়া দেখাইলে শুকাইয়া যায়]

১৩৯৫ কুমীরের পিঠে চ'ড়ে বাঁদরের পুকুর পার হওয়া।[১]

[১ কাহিনী হইতে]

১৩৯৬ কুমোরের হাপরে কত কি পোড়ায়।
কোনোটা বা থাকে ভাল, কোনোটা বা ফেটে যায়॥

১৩৯৭ কুম্ভকর্ণের নিদ্রা, বা, নিদ্রাভঙ্গ।

১৩৯৮ কুয়া খুঁড়ে ব্যাঙ ভর্ত্তি করা।

১৩৯৯ কুয়া খুঁড়ে স্নান করা।[১]

[১ নং ৩৭৪১]

১৪০০ কুয়ার ব্যাঙ সাঁতারে পড়েছে।

১৪০১ কুয়ার সঙ্গে লড়াই করলে কলসীর মাথা ফাটে।

১৪০২ কুরুক্ষেত্র ব্যাপার।

১৪০৩ কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ।

১৪০৪ কুল আর জল নীচে করে স্থল।

১৪০৫ কুলকাঠের আগুন।[১]

[১ খুব তেজাল]

১৪০৬ কুলগাছ থাকলে অনেকে নাড়া দেয়।

১৪০৭ কুল নয় ত কুলের আঁটি, নরম নয় দাঁতে কাটি।

১৪০৮ কুল পাড়ে, পরে খায়, কাঁদতে কাঁদতে ঘরে যায়।

১৪০৯ কুল নিয়ে কি ধুয়ে খাব।

১৪১০ কুলে কালি দেওয়া, বা, কাঁটা দেওয়া।

১৪১১ কুলোর বাতাস দিয়ে তাড়ানো।

১৪১২ কুশো, কেশে, বেনা, অভাবে সন্না।[১] টাকা পয়সা কড়ি, অভাবে গড়াগড়ি।[২]

[১ শ্রাদ্ধের উপকরণের (কুশ, কাশ, বেনা, চিম্‌টা !) পুরোহিত কর্ত্তৃক ব্যবস্থা। ২ দক্ষিণার অভাবে যজমানের ব্যবস্থা—পুরোহিতকে ধরিয়া আছাড়]

১৪১৩ কুস্থানাদপি কাঞ্চনম্।

১৪১৪ কূপমণ্ডুক।[১]

[১ অল্পজ্ঞ ও সংকীর্ণচিত্ত]

১৪১৫ কৃপণের ধনক্ষয়, চুরি না হয় ত ডাকাতি হয়।

১৪১৬ কৃপণের ধনক্ষয়, রাজা বহ্নি তস্করে হয়।

১৪১৭ কৃপণের ধন তেড়তের ফল[১]।

[১ 'like the fruit of the tal tree, that in falling off, falls far from the tree it grew on'—Morton]

১৪১৮ কৃপণের ধন বর্ব্বরে খায়।

১৪১৯ কৃষ্ণ কেমন, যার মনে যেমন।

১৪২০ কে আছে এমন হিতু[১], অদিনে খাওয়াবে ছাতু।

[১ হিতকারী]

১৪২১ কে আছ গো পুতস্তী, স্নান কর গে রটন্তী।[১]

[১ রটন্তী চতুর্দ্দশীতে পুত্রের কল্যাণে পুত্রবতীর স্নানের রটনা]

১৪২২ কেউ করে দানধ্যান, কেউ করে হাঁতা[১]।
হাড়ির কোদালে তার কাটা যায় মাথা॥

[১ হন্তা, প্রতিবন্ধক। 'একজন করে দান, আর জন হয় হাঁতা'—গোবিন্দচন্দ্রের গীত]

১৪২৩ কেউ গাড়ি চড়ে, কেউ হেঁটে মরে।

১৪২৪ কেউ চুরি ক'রে ত'রে যায়, কেউ দেখতে গিয়ে সাজা পায়।

১৪২৫ কেউটে সাপের লেজ মাড়ানো।

১৪২৬ কেউ ঠেকে[১] শেখে, কেউ দেখে শেখে।[২]

[১ পা—ঠ'কে। ২ অথবা, 'ঠেকে শেখে আর দেখে শেখে'। —নং ২৬৩৪, ২৬৩৬, ৫৮১১-১২]

১৪২৭ কেউ ভেনে-কুটে মরে, কেউ ফুঁ দিয়ে গাল ভরে।

১৪২৮ কেউ মরে, কেউ হরি-হরি বলে।

১৪২৯ কেউ মরে বিল ছেঁচে, কেউ খায় কই।

১৪৩০ কেউ যায় বিয়ে করতে, কেউ যায় সঙ্গে।

১৪৩১ কেউ শশা খায়, কেউ মশা মারে।

১৪৩২ কেও কেটা নয়।[১]

[১ অবজ্ঞার বিষয় নয়। প্রবাদের রূপান্তর—'বড় কেষ্ট নয়, বড় কেটাও নয়']

১৪৩৩ কেঁকাপেটী খায় দায়, নাদাপেটীর নামে যায়।[১]

[১ নং ৮৩৪, ১৫৩১]

১৪৩৪ কেঁচে পত্তন, বা, কেঁচে গণ্ডূষ করা।

১৪৩৫ কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোয়।

১৪৩৬ কেঁচো দিয়ে কাতলা ধরা।

১৪৩৭ কেটে জোড়া দেওয়া।

১৪৩৮ কেতাব নেই, কোরাণ নেই, মন্নু খোন্দকার[১]।

[১ নাম। খোন্দকার=ধর্মোপদেশক]

১৪৩৯ কেত্তনের পরে দশা।

১৪৪০ কেঁদে কেটে এক করা, কেঁদে মাটি ভেজানো, কেঁদে হাট বসানো।

১৪৪১ কেঁদে কেটে মরবি, না, কাটনা কেটে পরবি।

১৪৪২ কেঁদে কেটে পিরীত[১], আর মেজে ঘষে[২] রূপ, দু'দিন পরে চুপ।

[১ পা—ধরে বেঁধে সোহাগ সেধে পেতে ভাব। ২ পা—ঘষে-মেজে। পদবিপর্য্যয়ও দেখা যায়]

১৪৪৩ কেঁদে জেতা।[১]

[১ নং ৪৪৪]

১৪৪৪ কেশেড়াকে[১] আবার ধনুক কাঁড়[২]।

[১ বাঁকুড়া জেলার কোন গ্রামের অধিবাসী। ২ কাণ্ড, বাণ]

১৪৪৫ কেষ্টবিষ্টুর মধ্যে এক জন।

১৪৪৬ কোকিলের বউ, ছেলে ধরতে জানে না।

১৪৪৭ কোথাও যাই নি, ঘরেই আছি।[১]

[১ লাভ হয় নি, লোকসানও হয় নি]

১৪৪৮ কোথাকার কে, আমড়া ভাতে দে।

১৪৪৯ কোথাকার জল কোথায় মরে।

১৪৫০ কোথাকার শ্রাদ্ধ কোথায় গড়ায়।

১৪৫১ কোথা থেকে এল শাঁখ, শাঁখের মেক্‌মেকানি দেখ্।[১]

[১ পূর্ব্ববঙ্গে ইহার রূপান্তর—'আনতে বললাম বামুন, এনে বসেছে শেখ, শেখের মেক্‌মেকানিটা দেখ্'!]

১৪৫২ কোথায় গাঁ, তার আবার ভাগ।[১]

[১ নং ১৭৭৯, ১৭৮১, ১৭৯৮]

১৪৫৩ কোথায় ধানহাটা[১], কোথায় মাঁসকাটা[১]।

[১ অর্থব্যঞ্জক গ্রামের নাম]

১৪৫৪ কোথায় হরিদ্বার, কোথায় গঙ্গাসাগর।

১৪৫৫ কোথায় বিষয় তার আবার বিচার।

১৪৫৬ কোথা রাণী ভবানী, কোথা পাড়ার শেজ-মুতনী[১]।

[১ পা—কোথা ঘুঁটেকুড়ানী]

১৪৫৭ কোথা রাম রাজা হবে, না, কোথা রাম বনবাসে যাবে।

১৪৫৮ কোঁদল আর ফেন, ক্রমে ঘন হয়।

১৪৫৯ কোঁদলে জাত নষ্ট, রোগে রূপ নষ্ট।

১৪৬০ কোন্ বা সাধের বাড়ী, তা নাল্‌তে শাকে আদা।

১৪৬১ কোনও কালে[১] নেইক গাই[২], চালুনী নিয়ে দুইতে যাই।

[১ পা—বাপের কালে। ২ পা—গাই ছিল না, হ'ল গাই]

১৪৬২ কোন্ কালে ঘি খেয়েছি, হাত শুঁকে দেখ।

১৪৬৩ কোন্ কালে বউ[১] রূপসী।
জাড়কালে বউয়ের[২] জাড়কাঁটা, গরমকালে ঘামাচি॥

[১ পা—তুমি। ২ পা—এই শব্দ বাদ]

১৪৬৪ কোন্ কালে হবে পো, নেকড়াকানি তুলে থো'।

১৪৬৫ কোন্ পুরুষকে কুমীরে খেলে, ঢেঁকি দেখলে ভয়।

১৪৬৬ কোনে ছুঁচো ত্রিরাত্র করে, তার উঠানে দোয়া গাই।

১৪৬৭ কোমর-আদুড়ের[১] মাথায় পাগড়ি।

[১ আদুড়=অনাবৃত]

১৪৬৮ কোম্পানিকা মাল, পানিমে ডাল।

১৪৬৯ কোল-আঁধার।[১]

[১ সমুখে আঁধার; সন্ধ্যার পরেই যে অন্ধকার]

১৪৭০ কোলটানা ছ।[১]

[১ ছ অক্ষরের সামনের দিকে টান। নিজের দিকে টানা]

১৪৭১ কোল না পেলে বোল ফোটে না।

১৪৭২ কোল পাত্‌লা, ডাগর গুছি, লক্ষ্মী বলেন—ঐখানে আছি।[১]

[১ ধান্যরোপণ বিধি। খনার বচন]

১৪৭৩ কোল পায় না, পিঠ চায়।

১৪৭৪ কোলপোঁছা[১] ছেলে।

[১ সর্ব্বকনিষ্ঠ]

১৪৭৫ কোল-সোহাগী।

১৪৭৬ কোলে ছেলে, শহরে ঢেঁড়রা[১]।

[১ হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া]

১৪৭৭ কোলে ব'সে কাপড় কাটা।

১৪৭৮ কোলে মরে, তবু পোষাণী[১] দেয় না।

[১ অপরকে প্রতিপালনের ভার]

১৪৭৯ কোলের ছেলে গলে, মাটির ছেলে বলে।

১৪৮০ কোলের ছেলে ফেলে দিয়ে পেটের[১] ভরসায় থাকা।

[১ গর্ভের]

১৪৮১ ক্রোধ হিংসা যেবা করে, আপনি আপনি কেঁদে মরে।

১৪৮২ ক্ষমার বড় গুণ নাই, দানের বড় পুণ্য নাই।

১৪৮৩ ক্ষিদে পেলে কি দু'হাতে খায়।[১]

[১ সং—বুভুক্ষিতঃ কি দ্বিকরেণ ভুংক্তে]

১৪৮৪ ক্ষিদেয় না খেলে, খাওয়াবে কে।

১৪৮৫ ক্ষিদের চেয়ে টাক্‌না নেই।[২]

[২ ইংরেজীর অনুবাদ ?—Hunger is the best sauce]

১৪৮৬ ক্ষিদের চোটে পাট্‌কেলে কামড়।

১৪৮৭ ক্ষিদের নেই চাট্‌নি, ঘুমের নেই শয্যা।

১৪৮৮ ক্ষিদে, রুচি, লবণ, সঙ্গে তিন ব্যঞ্জন।

১৪৮৯ ক্ষীণে কস্যাস্তি গৌরবম্।[১]

[১ সং—বনানি দহতো বহ্নেঃ সখা ভবতি মারুতঃ।
স এব দীপনাশায় ক্ষীণে কস্যাস্তি গৌরবম্।]

১৪৯০ ক্ষীরের ভেতর হীরের ছুরি।

১৪৯১ ক্ষীরের হাঁড়ি মাছি।

১৪৯২ ক্ষুদ খেতে মুখ নেই, টুপিতে জরির কাজ[১]।

[১ পা—ফাটিকে রাঙা খোপ।—নং ২৪৫১]

১৪৯৩ ক্ষুদ খেয়ে পুঁজি করে, দু পুরুষ ভ'রে খরচ করে।

১৪৯৪ ক্ষুদ গলে না বউয়ের ডরে, বেবাক্ ক্ষুদই উথলে পড়ে।

১৪৯৫ ক্ষুদ পায় না, মলুকারে কাঁদে[১]।

[১ 'calling for cleaned rice'—Morton]

১৪৯৬ ক্ষুদে ননদ।

১৪৯৭ ক্ষুদে পিঁপড়ের কামড়।

১৪৯৮ ক্ষুদের জাউ পায় না, ক্ষীরের জন্য কাঁদে।[১]

[১ নং ১৪৯৫]

১৪৯৯ ক্ষুদে রাক্ষস।

১৫০০ ক্ষুধায় চায় না সুধা, পিরীতে চায় না জাতি।
ঘুমে চায় না খাট-পালঙ্, বাহ্যে চায় না বাতি॥

১৫০১ ক্ষুঁয়াতাঁতীর[১] তসরে হাত।

[১ ক্ষুঁয়া=ক্ষুমা, পাট শণ; যে তাঁতী মোটা সুতার কাপড় বোনে। 'খুয়ে তাঁতী' পাঠও দেখা যায়]

১৫০২ ক্ষুয়াঁ তাঁত, বেয়াল্লিশ হাত।

১৫০৩ ক্ষুরে দণ্ডবৎ।

১৫০৪ ক্ষুরের ধার, ছুঁতে কাটে মাছি।

১৫০৫ ক্ষেত তুষ্ট মইয়ে[১], ভোজন তুষ্ট দইয়ে।

[১ জমাট মাটি "মই" দিয়া ঝুরা করা]

১৫০৬ ক্ষেতে আবজে, কপালে ফলে।

১৫০৭ ক্ষেতের[১] কোনা, বাণিজ্যের সোনা।

[১ পা—চারের]

১৫০৮ ক্ষেতের চাষে দুঃখ নাশে।

১৫০৯ ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে।

১৫১০ ক্ষেপই হারে, জনম হারে না।

১৫১১ খইয়ে বন্ধনে পড়া।[১]

[১ তাঁতের শলাকা দুই হাতে বেড়িয়া তাঁতীর ছেলের খই হাতে ধরার নির্বুদ্ধিতার গল্প হইতে]

১৫১২ খইয়ে রাঁড়, বা, খ'য়ে রাঁড়ের দেশ।[১]

[১ যে দেশে বিধবারা খই খাইয়া একাদশী করে, নির্জলা একাদশী করে না। নিন্দার্থে]

১৫১৩ খচ্চরের বড় জাঁক যে পূর্ব্বপুরুষ ঘোড়া ছিল।

১৫১৪ খঞ্জনের নাচ দেখে চড়ুইয়ের নাচ।[১]

[১ নং ৪৭৩২]

১৫১৫ খট্‌মটায়ে হাঁটে নারী, কট্‌মটায়ে চায়।
মাসেক খানের ভিতর তার সীঁথির সিঁদুর যায়॥

১৫১৬ খটর মটর জুতা পায়, দেখ লো দিদি, কেবা যায়,
ভাবরঙ্গীর ভাতার যায়।

১৫১৭ খড়ম পায়ে দিয়ে গঙ্গাপার।

১৫১৮ খড়ে কুটায় আগুন দিয়ে, পেত্নী বসল আলগোছ হয়ে।

১৫১৯ খড়ের আগুন, যেমন জ্বলে তেমনি নেভে।

১৫২০ খড়ো ঘরে ঝাড় টাঙানো।

১৫২১ খয়ের খাঁ।[১]

[১ সম্ভবতঃ, ফারসী 'খয়ের খাহ্' (শুভ ইচ্ছা করা) এই বাক্যের বিকৃত আকার। প্রভুর শুভ-ইচ্ছু মোসাহেব অর্থে]

১৫২২ খর নদীতে চড়া পড়ে।

১৫২৩ খল পড়শী, নাতান[১] ভাই, তার সাথে বসতি নাই।

[১ নাতোয়ান, অক্ষম]

১৫২৪ খল যায় রসাতল।

১৫২৫ খল্‌সে মাছ দিয়ে আজ রাঁধলাম ঝোল।
সতীন আমার রাগ করেছে, মাথা ধ'রে তোল॥

১৫২৬ খাই-দাই, কাঁসি বাজাই, রগড়ের[১] ধার ধারি না।

[১ পা—বায়নার। রঙ্গ বা কলহ]

১৫২৭ খাই-দাই ভুলি নি, তত্ত্বকথা ছাড়ি নি।

১৫২৮ খাইয়ে পরিয়ে রাখলাম দাসী, তবু সে হ'ল পাড়াপড়শী।

১৫২৯ খাই না খাই, বিনা দায়ে বাঁধা যাই।

১৫৩০ খাওয়া-দাওয়ার[১] গন্ধে, জামাই আসে আনন্দে।

[১ পা—চাঁপা ফুলের]

১৫৩১ খাওয়া লওয়া চিমড়ীর, নাম পড়ে ঢিপ্‌সীর।[১]

[১ নং ৮৩৪, ১৪৩৩]

১৫৩২ খাওয়াবে হাতীর ভোগে, দেখবে বাঘের চোখে।

১৫৩৩ খাঁচায় পুরে খোঁচা মারা।

১৫৩৪ খাঁচার ইচ্ছা খাঁচা আছে, বাছা আমার উড়ে গেছে।

১৫৩৫ খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে, কাল করল তাঁতী এঁড়ে বাছুর কিনে।[১]

[১ নং ৩৮, ২২৪, ২১৭৩]

১৫৩৬ খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি[১]।

[১ পা—বাড়ে। আয়ের চেয়ে ব্যয় বা জাঁক অধিক]

১৫৩৭ খাট ভাঙলে খুরো আছে, তার ভাল আরো আছে।

১৫৩৮ খাট ভাঙলে ভূমিশয্যা।

১৫৩৯ খাঁটি সোনা হ'লে আগুন উস্‌কোতে হয় না।

১৫৪০ খাটে খাটায় দুনো পায়, ব'সে খাটায় আধা পায়।[1]

[১ খনার বচন]

১৫৪১ খাটে খাটায় লাভের গাঁতি[1], তার অর্দ্ধেক মাথায়[2] ছাতি।
ঘরে ব'সে পুছে বাত, তার কপালে হা ভাত[3]।

[১ পা—সোনার ক্ষিতি। ২ পা—কাঁধে। ৩ পা—এ বছর যেমন তেমন, আস্‌ছে বছর হা ভাত।—খনার বচন]

১৫৪২ খাটো কাপড় বেড়ে আঁটে না।

১৫৪৩ খাটো পেটে আই-ঢাই, মোটা পেটে দিলেই নাই।

১৫৪৪ খাটো ভাতার দেওর হেন সাজে।

১৫৪৫ খাড়া কুমড়ায় বিবাদ।

১৫৪৬ খাণ্ডবদাহন করা।

১৫৪৭ খাতায় নাম লেখানো।[1]

[১ পণ্যজীবিনীদের পুলিস রেজিষ্ট্রি করানো।—'সধবার একাদশী']

১৫৪৮ খাতির নদারত্।[1]

[১ যথার্থবাদী]

১৫৪৯ খাদ দিতে পারে না, পুকুরের নিন্দা।

১৫৫০ খাদের জল খাদেই যায়, দু দিন কেবল চোখ পাকায়।

১৫৫১ খাঁদা নাকে তিলক পরা, বা নোলক ঝোলানো।

১৫৫২ খাঁদা নাকে নথ, আর গোদা পায়ে মল।

১৫৫৩ খান্‌কী, তার মান কি।

১৫৫৪ খান্‌কীর আবার জাতের বিচার।

১৫৫৫ খান্‌কীর পিরীত।

১৫৫৬ খানা থেকে খালে পড়া।

১৫৫৭ খাব ত খাব, পেট ভ'রে খাব, যাব ত যাব, রাজ্য ছেড়ে যাব।

১৫৫৮ খাব না খাব—খাব না, যা'ব না যা'ব—যা'ব না, হাগি না হাগি—হাগব।

১৫৫৯ খাব না খাব না অনিচ্ছে, তিন রেক[1] চাল এক উচ্ছে।

[১ চার কুনকে পরিমাণ মাপক পাত্র]

১৫৬০ খাব না খাব না, পেটে বিষ, খেতে বসলে না পায় দিশ।

১৫৬১ খাবার আছে চা'বার[1] নেই, দেবার আছে নেবার নেই।

[১ দেখিবার বা সহানুভূতি করিবার লোক]

১৫৬২ খাবার কুটুম।

১৫৬৩ খাবার বেগুন[1], আর বেচবার বেগুন[2]।

[১ ছোট। ২ বড়, বেশি লাভের দরুন]

১৫৬৪ খাবার বেলায় আগে বসে, কাজের বেলায় সবার শেষে।

১৫৬৫ খাবার বেলায় নবার[1] মা, ছেলে ধরতে কেউ না।

[১ পা—নেবার]

১৫৬৬ খাবার বেলায় মস্ত হাঁ, উলু দেবার বেলায় মুখে ঘা।

১৫৬৭ খাবার সময় কুড়ে পাথর[1]।

[১ নড়ে না]

১৫৬৮ খাবার সময় বারো ভাই, ছেলে নেবার সময় কেহ নাই।

১৫৬৯ খাবার সময় শোবার চিন্তা।

১৫৭০ খায়, আর জুলজুলুতে চায়।

১৫৭১ খায় ছুতা-নতা, বড়মানুষি কথা।

১৫৭২ খায়-দায় করে বড়াই, সে কুটুমে কাজ নাই।

১৫৭৩ খায়-দায় পাখীটি, বনের দিকে আঁখিটি।[1]

[১ পা—খায়-দায় বনের পাখী বনের দিকেই চায়]

১৫৭৪ খায় ধান, উছড়ায়[১] পিঠে।[২]

[১ উদ্গিরণ বা বমন করা। ২ পা—ধান খায়, পিঠে উছড়ায়]

১৫৭৫ খায় না, করে পুঁজিপাটা, তার কপালে মারি ঝাঁটা।

১৫৭৬ খায় না, কেবল নাকের তলে গোঁজে।

১৫৭৭ খায় না খায়, সকালে নায়, হয় না হয় ডুবায় যায়[১], তার কড়ি কি বৈদ্যে খায়।

[১ শৌচে যায়।—নং ২৮২, ৫১৩৮]

১৫৭৮ খায় না, দেয় না, সঞ্চয় করে, তার ধন খায় চোরে আর পরে।

১৫৭৯ খায় না, শোঁকে।

১৫৮০ খায়, মাগীর গলা বেশি, না খায়, মাগীর কোঁপানি বেশি।

১৫৮১ খায় মাল্‌সাট মেরে[১], ওঠে হাঁটু ধ'রে।

[১ মালকোঁচা দিয়ে, আস্ফালন ক'রে]

১৫৮২ খাল[১] কেটে কুমীর[২] আনা।

[১ পা—নালা। ২ পা—নোনা জল]

১৫৮৩ খাল[১] পার হয়ে কুমীরকে কলা দেখানো।

[১ পা—গাং বা নদী]

১৫৮৪ খাল শুকোলেও রেক[১] মরে না।[২]

[১ রেখা, চিহ্ন। ২ পা—নদী শুকালেও রেখা থাকে]

১৫৮৫ খালি থুয়ে সারা বাড়ী, সীমার গোড়ে পাড়াপাড়ি।

১৫৮৬ খালি[১] হাঁড়িতে পাত বাঁধা।

[১ পা—শুধু]

১৫৮৭ খালে জল ত নালায়ও জল।

১৫৮৮ খাস্ বাগানে আলকুশী[১]।

[১ শুঁয়াযুক্ত নিকৃষ্ট ফলবিশেষ]

১৫৮৯ খিচুড়ি পাকানো।

১৫৯০ খিড়কি দিয়ে হাতী গলে, সদরে বাধে ছুঁচ।[১]

[১ পা—সদরে ছুঁচ চলে না, অন্দরে হাতী চলে।—নং ৬০২৫]

১৫৯১ খিড়কির দোর দিয়ে হাতী চড়া।

১৫৯২ খুচরা কাজের মুজরা[১] নেই।

[১ মাফ, ছাড়]

১৫৯৩ খুঁজি খুঁজি নারী[১], যে পায় তারি।

[১ পা—নারি]

১৫৯৪ খুঁট-আঁখুরে[১] গাঁয়ের বালাই।

[১ যে খুঁটিয়া অক্ষর পড়ে, অল্পশিক্ষিত]

১৫৯৫ খুঁটি না থাকলে ঘর পড়ে।

১৫৯৬ খুঁড়িয়ে বড় হওয়া।

১৫৯৭ খুন করলে খুনে, পরের কথা শুনে।

১৫৯৮ খুলিল মনের দ্বার, না লাগে কপাট।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

১৫৯৯ খেউড় গাওয়া ; খেউড়ে জেতা ; খেউড়ের উতোর।

১৬০০ খেঁকশেয়ালি[১] যুদ্ধের সময় বাঘ।

[১ পা—দেখতে খেঁকশেয়ালি]

১৬০১ খেঁকি কুকুরের ঘেউ-ঘেউ সার।[১]

[১ পা—কেঁটি কুকুরের ঘেট্‌ঘেটি বেশি]

১৬০২ খেজুরগাছ তেলপানা হয়েছে।[১]

[১ অর্থাৎ কাঁটার যন্ত্রণা নেই, যখন পাপীকে যমদূত তার উপর দিয়া টানে।]

১৬০৩ খেতাবী খুড়ো।

১৬০৪ খেতে আনলাম মুলো, পোঁদে হ'ল শূলো।

১৬০৫ খেতে আহ্লাদ, পরতে আহ্লাদ, বাঁদরামিতে কিসের আহ্লাদ।

১৬০৬ খেতে খেতে গলা বাড়ে, হাঁটতে হাঁটতে নলা[১] বাড়ে।
[১ নলী, হাতপায়ের নলাকার অস্থি]

১৬০৭ খেতে খেতে লোভ বাড়ে, কাঁদতে কাঁদতে শোক বাড়ে।

১৬০৮ খেতে গেলে ছাড়িস নে, বাঁচতে গেলে নাড়িস নে।

১৬০৯ খেতে গেলে হাঁসহাঁস, দিতে গেলে সর্ব্বনাশ।

১৬১০ খেতে-দেতে ছল বল দিন-দিন যায় পোঁদের তল।

১৬১১ খেতে দেয় না পেটে ভাত, ঠেলা দেয় চোদ্দ হাত।

১৬১২ খেতে না জানলে মরে, বসতে না জানলে নড়ে।[১]
[১ পা—খেতে জানলে মরে না, বসতে জানলে পড়ে না]

১৬১৩ খেতে না পারলেও হাঁকাই আছে।

১৬১৪ খেতে[১] পায় না পচা পুঁটি, পেতে চায় ঘি-রুটি[২]।

[১ পা—'খেতে' বাদ। ২ পা—খেতে চায় রুই-ভেটকি ; হাতে পরে হীরার আঙটি]

১৬১৫ খেতে[১] পায় না শাক-সজনা, ডাক দিয়ে বলে—ঘি আন্ না।
[১ পা—বাড়ীতে]

১৬১৬ খেতে পারি না, শকে না[১], মুখে দিলে থাকে না।
[১ শখ, অভিরুচি হয় না]

১৬১৭ খেতে পেলে শুতে চায়।

১৬১৮ খেতে বললে মারতে ধায়, রাগীর লাভ[১] এইরূপে যায়।

[১ পা—ধন]

১৬১৯ খেতে বসলে কিসের দায়, পাকা ধান কি জলে যায়।

১৬২০ খেতে ভাল ভাজা চাল, দেখতে ভাল মুড়ি।
রসকে ভাল এক ছেলের মা, দেখতে ভাল ছুঁড়ী।

১৬২১ খেতে যদি হয় সাধ, সকলই হয় পরসাদ।

১৬২২ খেদাই নে[১], তোর উঠান চষি।
[১ পা—তাড়াই না]

১৬২৩ খেয়া পার হলে[1] পাটনী শালা।

[১ পা—পার হয়ে গেলে]

১৬২৪ খেয়ার কড়িতে[1] ডুব দিয়ে পার হওয়া।[2]

[১ পা—নায়ে কড়ি দিয়ে। ২ নং ৯১৬]

১৬২৫ খেয়ে খেয়ে কুমীর বা হাতী হওয়া।

১৬২৬ খেয়ে-দেয়ে পড়ল মনে, হুঁকোটা রয়েছে বাঁশবনে।

১৬২৭ খেয়ে-দেয়ে বাঁচলে তার নাম ধন, ম'রে[1] ধ'রে বাঁচলে তার নাম জন।

[১ পা—মেরে]

১৬২৮ খেয়ে-দেয়ে যায় শুতে, বিধি নে' যায় মুলো চুরি করতে।

১৬২৯ খেয়ে বাঁচলে কামাই[1], ঝি বাঁচলে জামাই।

[১ রোজগার]

১৬৩০ খেয়ে মাগীর গলা বাড়ে, ব'সে ব'সে ভা'ন ঝাড়ে।

১৬৩১ খেয়ে হাগে, শুয়ে জাগে, তার গত্তি[1] কভু না লাগে[2]।

[১ গাত্র হইতে, গতর। ২ পা—সে পুত (বা, মানুষ) কোন কাজে না লাগে]

১৬৩২ খেলতে জানলে কানা কড়ি দিয়েও খেলা যায়।[1]

[১ পা—যে খেলতে জানে, সে কানা কড়ি দিয়েও খেলে]

১৬৩৩ খেলাম ত চার বার, না খেলাম ত দিন চার।

১৬৩৪ খেলাম ভাত, ফেললাম পাত।

১৬৩৫ খেলাম বা না খেলাম, মালসা ত একটা ভাঙলাম।

১৬৩৬ খেলে-দেলে বাঁধলে পুড়া[1], কলা দেখালে বদলা[2] বুড়া।

[১ আঁটি, বোঝা। ২ প্রতিদান বা প্রতিশোধ]

১৬৩৭ খেলেন দই রমাকান্ত, বিকারের বেলা গোবর্দ্ধন।

১৬৩৮ খেলে বিষ, না খেলে নির্ব্বিষ।

১৬৩৯ খেলে শালা, না খেলে বোনাই।

১৬৪০ খোঁজার চেয়ে সোজা ভাল।

১৬৪১ খোঁজে খাঁজে চৌকিদারী।[১]

[১ নং ২১৭৩, ২২৯১, ৪৯৫৪]

১৬৪২ খোঁটার জোরে মেড়া[১] লড়ে।

[১ পা—পাড়ল]

১৬৪৩ খোঁড়াকে খড়ম।

১৬৪৪ খোঁড়া, না, পা মোড়া।

১৬৪৫ খোঁড়া ভাতার, বুড়ো বেয়াই, কোন দিকে সুখ নাই।

১৬৪৬ খোঁড়ার[১] পা খানায়[২] পড়ে।[৩]

[১ পা—ভাঙা। ২ পা—খাদে বা খালে। ৩ নং ১১৭৩]

১৬৪৭ খোদাকে না দেখা যায়, আক্কেলে তাঁর চেনা যায়।

১৬৪৮ খোদার এমন কল, নারকলের ভেতর জল।

১৬৪৯ খোদা যব দেগা, ছপ্পর ফোঁড়কে দেগা।

১৬৫০ খোদার ওপর খোদকারী।

১৬৫১ খোদার খাসী।

১৬৫২ খোদার নাও দোয়ায় চলে।

১৬৫৩ খোঁয়াড়ে[১] পড়লে হাতী, চামচিকেতেও মারে লাথি।

[১ পা—হাঁড়লে। প্রবাদটির অন্য রূপ—'হাতী যখন দঁকে (বা. কাদে) পড়ে, চামচিকেও লাথি মারে।' 'দঁকে (বা দহে) পড়ে হাতী, বেঙেও মারে লাথি', ইত্যাদি।—নং ৬৪০৪]

১৬৫৪ খোরায় তিন লাথি।

১৬৫৫ খোলা ভাঁটী।[১]

[১ দেশী মদের কারখানা আইনকানুনে বদ্ধ নহে]

১৬৫৬ খোশ খবরের ঝুটাও ভাল।

১৬৫৭ খোসের[১] তেল নেই, কলাবড়ার[২] সাধ।

[১ পা—খুস্‌কিতে। ২ পা—তালের বড়ার]

১৬৫৮ খ্যান্‌খেনে জরে, আর ঘ্যান্‌ঘেনে ভাতারে।
আর কিছু না করুক, জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারে॥

১৬৫৯ গঙ্গা গঙ্গা, না জানি কত রঙ্গা-চঙ্গা।

১৬৬০ গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা।

১৬৬১ গঙ্গাজলে গোবর গোলা।

১৬৬২ গঙ্গাজলে বব্বলে[১]।

[১ গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া যাহার ব্যবসায়]

১৬৬৩ গঙ্গা দু কূল ভাঙে না।

১৬৬৪ গঙ্গা মড়া আলেন[১] না।

[১ আলানো=এলানো, এলিয়ে দেওয়া]

১৬৬৫ গঙ্গায় বা গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়া।

১৬৬৬ গঙ্গায় ময়লা ফেললে, গঙ্গার মাহাত্ম্য যায় না।

১৬৬৭ গঙ্গায় সারি[১] গাইলে গঙ্গা হয় না দুষ্ট।
দুষ্টের গুণ গাইলে দুষ্ট হয় না শিষ্ট॥

[১ মাঝিমাল্লার গান। 'obscene song'—Morton।]

১৬৬৮ গঙ্গাযাত্রা করা।

১৬৬৯ গঙ্গার জল গঙ্গায় র'ল, পিতৃপুরুষ উদ্ধার হ'ল।

১৬৭০ গঙ্গার দিকে পা।

১৬৭১ গজকচ্ছপের যুদ্ধ।

১৬৭২ গজপৃষ্ঠে যেবা যায়, কেউ দেখে সেই ভরায়।

১৬৭৩ গজভুক্ত কপিত্থবৎ।[1]

[১ হাতী কয়েতবেল খাইলে, তাহা নাকি বাহিরে যেমন তেমনি থাকে, কিন্তু অন্তঃসারশূন্য হয়।

সং—আজগাম যদা লক্ষ্মীর্নারিকেলফলাম্বুবৎ।

নির্জগাম যদা লক্ষ্মীর্গজভুক্তকপিত্থবৎ॥]

১৬৭৪ গজরায় কিন্তু বর্ষায় না।[1]

[১ পা—বর্ষণ নেই, গর্জ্জন সার।—নং ১৭১৬, ৫১২৬]

১৬৭৫ গড় করি, পিঠে, দাঁত ছেড়ে দে।[1]

[১ অথবা, 'দাঁত ছাড়, পিঠে, গড় করি তোরে']

১৬৭৬ গড় করি মেয়েদের পায়, ধান-ভানা চাল ঠাকুরে খায়।

১৬৭৭ গড়তে চায় ঠাকুর, হয়ে বসে কুকুর।

১৬৭৮ গড়তে পারে না একখান, ভেঙে বসে সাতখান।

১৬৭৯ গড্ডালিকা-প্রবাহ।[1]

[১ গতানুগতিকতা, মেষপাল যেমন মেষীর অনুসরণ করে]

১৬৮০ গণক[1] যদি গণে[2] ঠিক, তবে কেন মাগে ভিক।

[১ পা—দৈবজ্ঞ। ২ পা—বলে]

১৬৮১ গণ্ডায় এণ্ডা দেওয়া।

১৬৮২ গণ্ডারের চামড়া।

১৬৮৩ গতর নেই চোপায় দড়, মেঙ্গে খায় তার পালি[1] বড়।

[১ শস্যের পরিমাণ]

১৬৮৪ গতরখাকী, বা, গতরকুড়ী। গতরপোষা। গতরে ছ' মাস। গতরে মাওড়া পোকা ধরা। গতরের মাথা খাওয়া। গতর নড়ে না।

১৬৮৫ গতরের নাম পরশমণি।

১৬৮৬ গতস্য শোচনা নাস্তি।

১৬৮৭ গদাইলস্করী[1] চাল।

[১ গদা বা ভারবাহী নৌকার ('গাধা' বোটের) মন্থর ও দীর্ঘসূত্রী লস্করের মত]

১৬৮৮ গন্ধমাদন আনা।

১৬৮৯ গব্য থাকলে[1] আগে পাছে, কি করে তার শাকে মাছে।

[১ পা—যদি গব্য ; যার আছে ; থাকে যদি]

১৬৯০ গয়ংগচ্ছরূপে চলা।

১৬৯১ গয়ার পাপ[1] বিদায় করা।

[১ গয়ায় প্রেত সহজে উদ্ধার লাভ করে না, সুতরাং তাড়ানো কঠিন]

১৬৯২ গরজ বড় বালাই।[1]

[১ নং ২৯১৯]

১৬৯৩ গরজ ভারি, খরচ কম।

১৬৯৪ গরজে গয়লা ঢেলা বয়।[1]

[অর্থাৎ, দুধের বাঁকে, পাল্লা সমান করিবার জন্য]

১৬৯৫ গরজে ধান ভানে মরদে।

১৬৯৬ গরজে[1] লোহা বয়, অগরজে[2] সোনাও[3] বয় না।

[১ পা—লাভে। ২ পা—অলাভে। ৩ পা—তুলোও ; শোলাও]

১৬৯৭ গরব কর যৌবনভরে, কাঁদতে হবে অঝোর ঝোরে।[1]

[১ নং ২২০]

১৬৯৮ গরবিনী রাই।

১৬৯৯ গরবের গরবিনী, এই পরেন নাকে নথ, এই পরেন কানে।

১৭০০ গরীবকে দিলে তোলা থাকে।

১৭০১ গরীব মানুষ ফড়িঙ খায়, পালকি চ'ড়ে বাঘে যায়।

১৭০২ গরীবের[1] কথা বাসি হ'লে মিষ্টি হয়।

[১ পা—কাঙালের।—নং ১০৭০, ২৯৬৪]

১৭০৩ গরীবের বাড়ী হাতীর পাড়া।

১৭০৪ গরু কালো ব'লে কি দুধও কালো হবে।

১৭০৫ গরুখোঁজা করা।

১৭০৬ গরু, জরু, ধান, রাখ বিদ্যমান।

১৭০৭ গরুতে না চিনে হাল, মানুষে না চিনে কাল।

১৭০৮ গরু তোরে বেচব না, এখানেও ঘাস জল, সেখানেও ঘাস জল।[১]

[১ নং ৮০৪]

১৭০৯ গরু মেরে জুতা দান[১]।

[১ পা—বামুনকে জুতা দান]

১৭১০ গরু যার, গোবর তার।

১৭১১ গরুর পিরীত চেটে, মানুষের পিরীত ঘেঁটে।[১]

[১ নং ৪৮৮৯]

১৭১২ গরুর ইচ্ছায় হাল চয় না।

১৭১৩ গরুর বাঁটে গোবর দেওয়া।

১৭১৪ গরু হারালেও পাওয়া যায়।[১]

[১ অর্থাৎ, এমন স্থল যেখানে সব কিছু খুঁজিলে পাওয়া যায়]

১৭১৫ গরু হাল বেচে ভাতার, গড়ায় মাগের গলার হার।

১৭১৬ গর্জ্জন নেই, বর্ষণ সার।[১]

[১ অথবা, 'গর্জ্জন আছে, বর্ষণ নেই'।—নং ১৬৭৪, ৫১২৩]

১৭১৭ গর্ত্তের সাপ খুঁচিয়ে বের করা।

১৭১৮ গর্ভযন্ত্রণা।[১]

[১ উৎকট ও দীর্ঘ যাতনা অর্থে]

১৭১৯ গল্প-হাজারীর বাড়ী, টাকায় ষোলখান সাড়ি।

১৭২০ গলা ধ'রে বলতে যাওয়া।

১৭২১ গলা নেই গান গায়, বিনা সম্বলে পথ বায়[১]।

[১ পা—মাগ নেই শ্বশুরবাড়ী যায়]

১৭২২ গলা টিপলে দুধ বেরোয়।

১৭২৩ গলাফুলো পায়রা।

১৭২৪ গলার নীচে গেলে আর মনে থাকে না।

১৭২৫ গলায় মাদুলি ক'রে বাঁধা।

১৭২৬ গলায় আঙুল দিয়ে বমি করা[১]।

[১ পা—কাশ তোলা। 'গলায় আঙুল দিয়া কেন তোল কাশ' —রামপ্রসাদ]

১৭২৭ গলায় কাঁটা বাধলে দড়, বেরালে গিয়ে গড় কর।

১৭২৮ গলায় গলায় পিরীত বা ভাব।

১৭২৯ গলায় গামছা দিয়ে টেনে আনা।

১৭৩০ গলায়-দড়ে জাত[১], অন্ত পাওয়া ভার।

[১ ব্রাহ্মণ]

১৭৩১ গলায় পড়েছে ঢোল, বাজালেই সিদ্ধি।

১৭৩২ গলায়[১] প'ড়ে বজায় সিদ্ধি, বিপদে যায় বুদ্ধিশুদ্ধি।

[১ পা—গায়ে]

১৭৩৩ গাইও বুড়া, বিয়ানও শেষ।

১৭৩৪ গাই কিনবে ঝাঁপড়ী[১], বউ আনবে কৈত্‌ড়ী[২]।

[১ পা—খেঁকরা। ২ চলনসই দেখতে। পা—নেকরা। —খনার বচন]

১৭৩৫ গাই কিনবে[১] দুয়ে, বলদ কিনবে[১] বেয়ে।

[১ পা—নেবে।—খনার বচন]

১৭৩৬ গাইতে গাইতে গায়েন, বাজাতে বাজাতে বায়েন।

১৭৩৭ গাই না বিয়তেই ঘিয়ের দর।

১৭৩৮ গাই নেই ত বলদ দো।

১৭৩৯ গাই বাছুরে পিরীত[1] থাকলে, মাঠে গিয়ে দুধ দেয়[2]।

[১ পা—ভাব। ২ পা—দুধের ভাবনা কি]

১৭৪০ গাইয়ের বেটী, বউয়ের বেটা, তবে জানবে কপাল গোটা।

১৭৪১ গাঁ গড়ানে ঘন পা[1]।
যেমন মা তেমনি ছা॥

[১ জমি গড়ানে হইলে ঘন রোপণ।—খনার বচন]

১৭৪২ গাঙ পার হয়ে ভেলায় লাথি।

১৭৪৩ গাঙে গাঙে[1] দেখা হয়, বোনে বোনে দেখা নয়।

[১ পা—রাজায় রাজায়]

১৭৪৪ গাঙের মধ্যে ঢেউ দেখে নৌকা ডুবায় কূলে।

১৭৪৫ গাছ-গাছালি ঘন সবে না, গাছ হবে তায় ফল হবে না।[1]

[১ খনার বচন]

১৭৪৬ গাছ পড়বার আগেই বাঁদরের চম্পট।

১৭৪৭ গাছ রুইলে বড় কর্ম্ম, মণ্ডপ দিলে বড় ধর্ম্ম।

১৭৪৮ গাঁ ছাড়ে না কুকুর, মাছ ছাড়ে না পুকুর।

১৭৪৯ গাছে উঠতে পারে না, বড় ছানাটি আমার।

১৭৫০ গাছে ওঠে পড়তে, জামিন দেয় মরতে।

১৭৫১ গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল।

১৭৫২ গাছে গরু চরান্, মুখে ধান শুকান্।

১৭৫৩ গাছে চড়িয়ে আছাড় দেওয়া।

১৭৫৪ গাছে তুলতে সবাই আছে।

১৭৫৫ গাছে তুলে দিয়ে, বঁধু, কেড়ে নিলে মই।

১৭৫৬ গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।

১৭৫৭ গাছে ফলের ভর ধরে, না, ফলে গাছের ভর ধরে।

১৭৫৮ গাছে কুল শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।[১]

[১ নং ৬০৬, ৩১০২, ৬৩৪৭]

১৭৫৯ গাছে ব'সে কাক হাগে, বলে—কেউ দেখে নি।

১৭৬০ গাছেরও খায়[১], তলারও কুড়ায়[২]।

[১ পা—পাড়া। ২ পা—কুড়ানো]

১৭৬১ গাছের চেয়ে ফল ভারি।

১৭৬২ গাছের পরিচয় ফলে।[১]

[১ অথবা, 'গাছে তোমার নাম কি? ফলে পরিচয়'।
সং—শালিশ্যামাকয়োর্ভেদঃ ফলেন পরিচীয়তে]

১৭৬৩ গাছের ফল গাছকে ভারি নয়।

১৭৬৪ গাছের শত্রু লতা, মানুষের শত্রু কথা।

১৭৬৫ গরুর শত্রু কা[১], খুঁচিয়ে করে ঘা।

[১ কাক]

১৭৬৬ গাজনে[১] উঠলে, বাপকে শালা বলে[২]।

[১ পা—ঝাঁপানে (গাজনের মঞ্চ)। ২ পা—জ্ঞান থাকে না।
—নং ২১৪৪]

১৭৬৭ গাজনের নেই ঠিক ঠিকানা, ডেকে বলে—ঢাক বাজা না।

১৭৬৮ গাঁজা খেলে পাঁজা বাড়ে, গর্দ্দানে বাড়ে জোর।
বাপ-দাদার নাম ডুবিয়ে ডাকে গাঁজাখোর॥

১৭৬৯ গাঁটের কড়ি দিয়ে মদ খাই, লোকে বলে মাতাল।

১৭৭০ গাড়ীর ওপর নাও, নাওর ওপর গাড়ী।

১৭৭১ গা ঢাকা দেওয়া। গা নিস্‌পিস্‌ করা। গা পেতে নেওয়া।
গা সহা হওয়া।

১৭৭২ গাঁ ঢুকতে ভেটে রায়[১], একগুণ ব্যাপারে[২] দুগুণ পায়।

[১ যদি রাজা বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হয়।
২ বাণিজ্য]

১৭৭৩ গাতে[১] আঁটে না গুইসাপ, তার লেজে বাঁধা কুলো[২]।

[১ পা—গর্ত্তে। ২ পা—কুলো লেজে বাঁধে]

১৭৭৪ গা থম্‌-থম্ গা থম্‌-থম্ গা থম্‌-থম্ করে।
কে নেবে মোর শাকের পেতে[১] কে নেবে গো ঘরে ॥

[১ ছোট পাত্র, চুবড়ি]

১৭৭৫ গাধা পিটিয়ে ঘোড়া।

১৭৭৬ গাধা সকল বইতে পারে, ভাতের কাঠি বইতে নারে[১]।

[১ 'as they absurdly say this animal will not do'—Morton।—নং ৩২০৮]

১৭৭৭ গান জানি না, মান জানি না, খাই একপাত দোক্তা।
প'ড়ে আছি শিমুল গাছের তক্তা ॥

১৭৭৮ গান শুনব অক্রুর সংবাদ, পয়সা দেব একটি।

১৭৭৯ গাঁ নেই তার সীমানা।[১]

[১ সং—নাস্তি গ্রামঃ কুতঃ সীমা নাস্তি বিদ্যা কুতো যশঃ]

১৭৮০ গানের আগে গুন্‌গুনি, ঝড়ের আগে হুন্‌হুনি।

১৭৮১ গাঁ বড়[১] তার মাঝের পাড়া, নাক বড় তার নথ নাড়া[২]।

[১ পা—বড় গাঁ, ভারি গাঁ। ২ পা—চাল নেই তার ধুচনী নাড়া। নং ১৪৫২, ১৭৭৯, ১৭৯৮, ২১৬০, ৩২৮৬]

১৭৮২ গাঁ বেড়ায়, ধোপানী-তোলা জলে নায়।

১৭৮৩ গায়ে ওড়ে খড়ি, কলপ-দেওয়া দাড়ি।

১৭৮৪ গায়ে গায়ে শোধ।

১৭৮৫ গায়ে গু মাখলেও[১] যমে ছাড়ে না।

[১ কাঁথা ভ'রে হাগলেও]

১৭৮৬ গায়ে থুথু দেওয়া। গায়ে না মাখা।

১৭৮৭ গায়ে নেই চাম, রামকৃষ্ণ নাম।

১৭৮৮ গায়ে নেই ছাল-বাকলা, মদ খায় আকলা আকলা।

১৭৮৯ গায়ে নেই রস, রাঁধে গণ্ডা দশ।

১৭৯০ গায়ে পড়া। গায়ে প'ড়ে ভাব বা ঝগড়া করা।

১৭৯১ গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ান।

১৭৯২ গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।

১৭৯৩ গায়ের কালি ধুলে যায়, মনের কালি ম'লে যায়।

১৭৯৪ গায়ের গন্ধে ভূত পালায়, মাথায় ফুলের তেল।

১৭৯৫ গাঁয়ের গুণে গ'ড়ে[১] গরুও বিকায়।

[১ সং—গলি ; দুষ্ট বা অলস গরু]

১৭৯৬ গায়ের জ্বালা মেটান।

১৭৯৭ গায়ের জোরে হার যথা, মনের জোরে জয় তথা।

১৭৯৮ গাঁয়ের নাম তেঘরে, তার উত্তর পাড়া দক্ষিণ পাড়া।[১]

[১ নং ১৪৫২, ১৭৭৯, ১৭৮১]

১৭৯৯ গায়ের মলা ঝিন্থকে চাঁছে, মাথার উকুন বাঁদরে বাছে,
মাকে ব'লো—ভাল আছে।

১৮০০ গাঁয়ের মেধো, ভিন গাঁয়ের মধুসূদন।

১৮০১ গাঁয়ের মেয়ে সিকনি-নাকী।

১৮০২ গালকে[১] মাল হারে, বোঁচা-কানে ছুরি হারে।

[১ পা—গালুয়ার কাছে। (গোলুয়া=গল্পবাদ)। 'The hero is worsted by the swaggering talker'—Morton]

১৮০৩ গালগল্প কোঠা বাড়ি, বাজার খরচ চোদ্দ বুড়ি।

১৮০৪ গাল-ফুলো গোবিন্দর মা, চালতা-তলায় যেও না।

১৮০৫ গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়া।

১৮০৬ গাঁ সুবাদে মুচি মিনসে মামা।

১৮০৭ গিন্নীর ওপর গিন্নীপনা, ভাঙা পিঁড়ের আল্পনা।

১৮০৮ গিন্নীর গায়ে গন্ধ নেই।[১]

[১ নং ১০০২]

১৮০৯ গিন্নীর পাপে গেরস্থ নষ্ট।[১]

[১ নং ৫৫৫৪]

১৮১০ গিন্নী ভাঙল জাইড়[১], হল খান চাইর।
বউ ভাঙল মুচি[২], হল কুচি কুচি॥[৩]

[১ জাড়ি—বড় ঘড়া, জালা। ২ আসকে পিঠে বানাবার ছোট শরা। ৩ পূর্ববঙ্গের পাঠান্তর—'বউ ভাঙ্গে মুছি, তারে কয় ছুচী। মাইয়া ভাঙ্গে মাইট্, তারে কয় যাইট্']

১৮১১ গিন্নী ভাত পায় না, কুকুরে নাড়ে ঘাড়।

১৮১২ গিন্নী হবার বড় সাধ, কাঁখে কলসী বড়ই বাধ।[১]

[১ নং ১০৬২]

১৮১৩ গিন্নী হয়ে[১] রূপে ভোলে, স্বামীর পিঁড়ি পায়ে ঠেলে।
প্রভাতকালে নিদ্রা যায়, বাসি শয্যা সূর্য্য না পায়।
উদয়ে ছড়া, সাঁজে ভাড়া, সে গিন্নীর[২] মুখ পোড়া॥[৩]

[১ পা—গৃহিনী হইয়া। ২ পা—সে গৃহিণীর। ৩ ডাকের বচন]

১৮১৪ গিন্নীর হাতে রাঙা পলা, বউয়ের হাতে সোনার বালা।

১৮১৫ গিয়া তিন কাল শেষে এই হাল।[১]

[১ ভারতচন্দ্র।—নং ২৭৪৭]

১৮১৬ গিল্টি কাজে পালিশ করা।

১৮১৭ গীত গায় কে লো রাই, আমার দেওরের ভাই[১]।
গায় কেমন?
আপনা রস, পরের বেরস, ভেড়া থেকে কিঞ্চিৎ সরস॥

[১ অর্থাৎ, স্বামী]

১৮১৮ গু খাই নে গু ব'লে, লোহা খাই নে শক্ত ব'লে।

১৮১৯ গুটিপোকা গুটি ধরে, নিজের ফাঁদে নিজে মরে।

১৮২০ গুড় অন্ধকারেও মিষ্টি লাগে।

১৮২১ গুড় ঢাললেই মিষ্টি।[১]

[১ নং ৫১৫৩]

১৮২২ গুড় দিয়ে খেলে গুণচটও মিষ্টি লাগে।

১৮২৩ গুড়ব্যাঘ্র।

['গুরুচণ্ডালী' ভাষার উদাহরণ]

১৮২৪ গুঁড়া লোহা পাঁজা[১] করলেই অনেক দেখায়।

[১ পুঞ্জিত]

১৮২৫ গুড়ে বালি।

১৮২৬ গুড়ের গন্ধে পিঁপড়ে আসে।

১৮২৭ গুড়ের ঘরে ডেঁয়ে[১] কর্ত্তা।

[১ ডেঁয়ে বা বড় পিঁপড়ে]

১৮২৮ গুণ ক'রে ভেড়া বানান।

১৮২৯ গুণ জ্ঞান[১] ছয় মাস, কপালের ভোগ[২] বার মাস।

[১ পা—তুক্‌তাক্। ২ পা—কপালের বা ভাগ]

১৮৩০ গুণ থাকে ত কাঁদি[১], নুন থাকে ত রাঁধি, চুল থাকে ত বাঁধি।

[১ পা—ধন না থাকলে কাঁদি]

১৮৩১ গুণ যার আছে পেটে, সে কখনো চ'টে ওঠে।

১৮৩২ গুণ হইয়া দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

১৮৩৩ গুণে কড়ি জলে ফেলা।

১৮৩৪ গুণে ঘাট[১] নেই।

[১ ঘাট্‌তি, কমতি]

১৮৩৫ গুণে নুন দিতে নেই।[১]

[১ বিদ্রূপে ; এত গুণ যে নুন না দিয়াই খাছ]

১৮৩৬ গুণের আদর গুণীতে, ফুলের আদর ভোমরাতে।

১৮৩৭ গুণের আর সীমা নাই, আরে মোর ভাগ্নে কানাই।[১]

[১ নং ১১৮৩]

১৮৩৮ গুণের বালাই নিয়ে মরি।

১৮৩৯ গুণের মধ্যে চোখঠারা।

১৮৪০ গুপ্ত বৃন্দাবন।

১৮৪১ গুয়াপানের জন্যে দুর্গোৎসব বাকি থাকে না।

১৮৪২ গুয়ে বলে গোবর-দাদা, তোর গায়ে কেন গন্ধ।

১৮৪৩ গুয়ে বসিয়ে দেওয়া।

১৮৪৪ গুয়ের এ পিঠ আর ও পিঠ।

১৮৪৫ গুয়ে হাত। গুয়ে মুতে এক করা।

১৮৪৬ গুরু করবে জেনে, জল খাবে ছেনে।

১৮৪৭ গুরু ঘাঁটায়ে বিদ্যা পায়, মূর্খ ঘাঁটায়ে মার খায়।

১৮৪৮ গুরুচণ্ডালী ভাষা।[১]

[১ সাধুভাষার সঙ্গে অপভাষার মিশ্রণ]

১৮৪৯ গুরু ছেড়ে গোবিন্দ ভজে, সে জন নরকে মজে।

১৮৫০ গুরু ধরে শিষ্যের পায়, গুরু শিষ্য স্বর্গে যায়।

১৮৫১ গুরু বোবা, শিষ্য কালা।[১]

[১ নং ২৮১৯]

১৮৫২ গুরুমারা বিদ্যা।

১৮৫৩ গুরু মিলে লাখে লাখ, শিষ্য নাহি মিলে এক।

১৮৫৪ গুরু মুতে দাঁড়িয়ে, শিষ্য মুতে পাক দিয়ে।

১৮৫৫ গুরুর কথা না শোনে কানে, প্রাণটা যাবে হেঁচকা টানে।

১৮৫৬ গুষ্টির পিণ্ডি, বা গুষ্টির মাথা।[১]

[১ নির্ব্বংশ হবার গালাগালি]

১৮৫৭ গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।

১৮৫৮ গৃহিণী লক্ষ্মীরূপিণী, বাম হ'লে কালভুজঙ্গিনী।

১৮৫৯ গেছলাম তোর বাপের দেশ, দেখে এলাম তোর মায়ের বেশ।

১৮৬০ গেছে গেছে টাকাটা, শিখলাম তো টোকাটা[১]।

[১ আঘাত, খোঁচা]

১৮৬১ গেছো ইঁদুর পোঁদে চেনা যায়।

১৮৬২ গেঁড়িভাঙা কেউটে।

১৮৬৩ গেড়ের[১] চেঙ[২] কি স্বর্গ দেখে।

[১ ডোবার। ২ মৎসবিশেষ]

১৮৬৪ গেঁয়ো যুগীর ভিক মেলে না।

১৮৬৫ গেরস্থ কাওরার শূয়রে কড়ি।

১৮৬৬ গেরস্থ বলে—প্রাণে মলাম, ছাগল বলে—আলুনি খেলাম।

১৮৬৭ গেরস্থে অলক্ষ্মী[১] পায়, চাল কুটে পিঠে খায়।

[১ পা—ভূতে]

১৮৬৮ গেরণের[১] চাঁদ সবাই দেখে।

[১ গ্রহণ]

১৮৬৯ গেরোর ওপরে গেরো, আগের গেরো আল্‌গা।

১৮৭০ গেল গেল দাঁতটা, তবু ত আছে ঠোঁটটা।

১৮৭১ গেল যে,[১] গঙ্গার হাঁটা; আছে যে,[২] লোহার কাঠি।

[১ মৃত ব্যক্তি। ২ যে বর্ত্তমান]

১৮৭২ গোকুলের ষাঁড়।

১৮৭৩ গোগা ছেলের নাম তর্কবাগীশ।

১৮৭৪ গোছ[১] কাটলে জমি খালাস।

[১ ধানের আঁটি]

১৮৭৫ গো-জন্ম ঘুচে গন্ধর্ব্ব-জন্ম।

১৮৭৬ গোঁজা মিল দেওয়া।

১৮৭৭ গোড়া কেটে আগায় জল।[১]

[১ নং ২৪৩৫, ৫৯৫২]

১৮৭৮ গোড়া কেটে জলের ঝারা, মাথায় পা দিয়ে পায়ে ধরা।

১৮৭৯ গোড়ায় কোপ দেওয়া।

১৮৮০ গোড়ায় গলদ।

১৮৮১ গোডিম[১] এখনো ভাঙেনি।

[১ ডিম হইতে বাহির হইবার পর প্রথম অবস্থা। 'callow state'—Morton]

১৮৮২ গোদা পায়ে মল, আল্‌তা, বা পাশুলি[১]।

[১ পাশলা, পদাঙ্গুলির ভূষণবিশেষ]

১৮৮৩ গোদা পায়ের লাথি।[১]

[১ নং ১৬০, ৫৯১]

১৮৮৪ গোদা বাড়ি, ছাঁদন-দড়ি, এখন তুমি কার।
যখন যার কাছে থাকি তখন আমি তার॥[১]

[১ অথবা, সংক্ষেপে 'ছাঁদন-দড়ি গোদা বাড়ি, যে আমার আমি তারি']

১৮৮৫ গোদের[১] ওপর বিষফোড়া।

[১ পা—ফোড়ার]

১৮৮৬ গোদেরে ক'য়ো না গোদ, পিয়ীতে ক'য়ো পানিফোট[১]।

[১ জলবসন্ত]

১৮৮৭ গোনা গরু বাঘে ধরে না।

১৮৮৮ গোনের[১] নেয়ে, বেগোনে মরে বেয়ে।

[১ গোন=নদীর অনুকূল স্রোত]

১৮৮৯ গোপাল সিংহের বেগার।[১]

[১ বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহ প্রজাদের হরিনাম করিতে নাকি বাধ্য করিয়াছিলেন। পাঠান্তর—'হরিনাম করা, না, গোপাল সিংহের বেগার'। পূর্ব্ববঙ্গে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নামেও এইরূপ প্রবাদ আছে, যথা—'কি কর রে ভাই নাতি, এই যে দাদা, কেষ্টার বেগার খাটি']

১৮৯০ গোঁফ-খেজুরে।[১]

[১ অত্যন্ত অলস ব্যক্তি, পাকা খেজুর গোঁফের উপর পড়িলেও হাত দিয়া মুখে তুলিতে পারে না]

১৮৯১ গোঁফ দেখলেই শিকারী বেরাল চেনা যায়।

১৮৯২ গোঁফ নেইকো কোন কালে[১], দাড়ি রেখেছেন তোবড়া গালে।

[১ পা—দেখব কত কালে কালে; মরণ নেইক কোন কালে।—সং ৪২৩]

১৮৯৩ গোঁফ রাখতেও ইচ্ছা, ঝোল খেতেও ইচ্ছা।

১৮৯৪ গোঁফে তা দিয়ে বুদ্ধি পাকান।

১৮৯৫ গোঁফে তেল, গাছে কাঁঠাল।

৮৯৬ গোবর-কুড়ে[১] পদ্মফুল।

[১ কুড়=গাদা। পা—গোবর-কাদায়, বা গোবরে]

১৮৯৭ গোবর-গণেশ।

১৮৯৮ গোবর-গাদা উঁচু হ'লেই কি, রাজবাড়ী নীচু হ'লেই কি।

১৮৯৯ গোবর দিয়ে ঘাস এলান।[১]

[১ গোবরমাখা ঘাস গরুতে খায় না]

১৯০০ গোবরে-পোকা গোবর খোঁজে।

১৯০১ গোবরে-পোকা পদ্মমধু খেতে সাধ।

১৯০২ গোবরে-পোকা পিদ্দিম নেভাবার আঁধি[১]।

[১ অন্ধ বায়ু, ধূলার ঝড়]

১৯০৩ গোবেচারী।

১৯০৪ গোভাগাড়েই শকুনি পড়ে।

১৯০৫ গো-ভাগ্য নেই, এঁটুলি ভাগ্য আছে।

১৯০৬ গোমড়কে মুচির পার্ব্বণ।

১৯০৭ গোয়ালপাড়ার নৌকা[১] হাটখোলার নীচে ডোবে।

[১ পা—সম্বের নৌকা]

১৯০৮ গোয়ালার দই, গোয়ালায় বাখনায়।

১৯০৯ গোয়ালার চোঙা, উপুড় করলেই নেই।

১৯১০ গোয়ালার দুধ, দুধে হাত পড়ে না, জলের উপর দিয়েই যায়[১]।

[১ অর্থাৎ দাম কাটিলে]

১৯১১ গোয়ালার ধর্ম্ম কেঁড়ের বাইরে।

১৯১২ গোঁয়ার গোবিন্দ।

১৯১৩ গোঁয়ারের মরণ খোঁয়াড়ে।[১]

[১ নং ১০৭৭, ২৬৫৭, ২৬৬৭]

১৯১৪ গোলা ত খা'ডালা।[১]

[১ তিতুমীরের গল্প হইতে]

১৯১৫ গোলা নেই, তার লক্ষ্মীবার।

১৯১৬ গোলাপজল দিয়ে ছোঁচান।

১৯১৭ গোলাপে কাঁটা।

১৯১৮ গোলাম যদি বাদশা হয়, রাত্রিকালেও ছাতা বয়।

১৯১৯ গোলার ধান ইঁদুরে খায়, পোঁদে কুড়ো মেখে চাল্‌কী[১] কবলায়।

[১ চাউল-ব্যবসায়ী]

১৯২০ গোলমালে চণ্ডী পাঠ।

১৯২১ গোলে হরিবোল।

১৯২২ গোঁসাই ঠাকুর মরে, মন রক্ষার তরে।

১৯২৩ গোঁসাই দণ্ডবৎ, গরু চুরি করলে পরে দক্ষিণমুখী পথ।

১৯২৪ গৌরচন্দ্রিকা।[১]

[১ মঙ্গলাচরণ স্বরূপ গৌরাঙ্গের নামকীর্ত্তনের প্রথা হইতে]

১৯২৫ গৌর হতে বাকি কি[১]।

[১ পা—ক'দিন]

১৯২৬ গৌরী লো ঝি, তোর কপালে বুড়ো বর আমি করব কি।[১]

[১ পল্লীসাহিত্যের ছড়া হইতে]

১৯২৭ গ্রহণের শ্রাদ্ধ যতদূর হয়।

১৯২৮ ঘট্‌কালী করতে গিয়ে বিয়ে ক'রে আসা।

১৯২৯ ঘট গড়তে পারে না, মেটের[১] বায়না চায়।

[১ মেটে = মেটে কলসী]

১৯৩০ ঘটি-কেনা গঙ্গা-স্নান।

১৯৩১ ঘটি ভাঙলে কাঁসারী পায়, ঝি রাঁড় হলে বাপের বাড়ী যায়।

১৯৩২ ঘটির তলায় দিয়ে আঠা, যোগে-যাগে কাল কাটা।

১৯৩৩ ঘটে পটে পূজা।

১৯৩৪ ঘড়িকে ঘোড়া ছোটা।[১]

[১ ক্ষণে ক্ষণে মত বদলান]

১৯৩৫ ঘণ্টা-গরুড়[১] খাড়া থাকেন কাচেন[২] কাপের[৩] কাচ।

[১ ঘণ্টায় আঁকা গরুড়—অকর্ম্মণ্য ব্যক্তি। ২ কাচ কাচা = রঙ্গ বা ছল করা। ৩ কাপ = ছলনা। ৪ ঈশ্বর গুপ্ত হইতে]

১৯৩৬ ঘণ্টা বাজিয়ে দুর্গোৎসব, ইতুপূজায় ঢাক।[১]

[১ নং ৩০২১]

১৯৩৭ ঘন দুধের ফোঁটা, বড় মাছের কাঁটা।

১৯৩৮ ঘরকন্না করতে গেলে ঘটিবাটির সঙ্গে ঝগড়া হয়।

১৯৩৯ ঘর করবে গুটি গুটি, পুকুর দেবে একটি।

১৯৪০ ঘর করছে, দুয়ার নেই।

১৯৪১ ঘর-চোরে পার নেই, বা, ঘর-চোরকে এঁটে ওঠা দায়।

১৯৪২ ঘর-জামাই আধা চাকর সর্ব্বলোকে চলে।
বাপ-দাদার নাম নাই, ফল্নীর জামাই বলে॥[১]

[১ নং ১৯৪৪]

১৯৪৩ ঘর-জামাই ভাতার যার কানের সোনা নিন্দে তার।

১৯৪৪ ঘর-জামাইয়ের নাম নাই, লোকে বলে ফল্নীর জামাই।[১]

[১ নং ১৯৪২]

১৯৪৫ ঘর-জামাইয়ের পোড়া মুখ, মরা বাঁচা সমান সুখ।[১]

[১ দীনবন্ধু মিত্র]

১৯৪৬ ঘর-জ্বালানে পর-ভুলানে।

১৯৪৭ ঘর থাকতে বাবুই ভেজে।[১]

[১ বৃষ্টির সময় বাবুই পাখী বাসার বাহিরে থাকে]

১৯৪৮ ঘর নেই, তার উত্তর শিয়র।[১]

[১ নং ৪৮৭০, ৪৭৯২]

১৯৪৯ ঘর নেই দোর বাঁধে, মাগ নেই ছেলের জন্য কাঁদে।

১৯৫০ ঘর পড়লে ছাগলেও পাড়ায়।

১৯৫১ ঘর পুড়িয়ে খেলে কাঠের আকাল কি, কর্জ্জ করে খেলে টাকার আকাল কি।

১৯৫২ ঘর পোড়া আলো দান।

১৯৫৩ ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘে ডরায়।

১৯৫৪ ঘর পোড়ার কাঠ, যা বেরোয়[১] তাই ভাল।

[১ পা—পাও]

১৯৫৫ ঘরপোড়ার কাঠে টিকের আগুন, বা, ঘরপোড়ার আগুনে টিকে ধরান।

১৯৫৬ ঘর পোড়ে, আগুন পোহায়।

১৯৫৭ ঘর পোড়ে ফিঙে ধোঁয়া খায়।

১৯৫৮ ঘর ফাঁদবে ছাইবে না, ধার দেবে চাইবে না?

১৯৫৯ ঘর ফাঁদলে[১] দড়ি, বিয়ে ফাঁদলে[২] কড়ি।

[১ পা—বাঁধতে। ২ পা—করতে]

১৯৬০ ঘর ব'লে নাম হোক, টোকা মাথায় দিয়ে থাকতে হোক।

১৯৬১ ঘর বাঁধো খাটো, গরু কেনো ছোটো।
বিয়ে করো কালো, তাই গেরস্থের ভালো॥

১৯৬২ ঘর বাসি, দোর বাসি, গিন্নী করেন পঞ্চগ্রাসী[১]।

[১ পা—একাদশী]

১৯৬৩ ঘর-ভেদে[১] রাবণ নষ্ট।

[১ পা—ঘরসন্ধানে]

১৯৬৪ ঘরমুখো বাঙালী, রণমুখো সেপাই।

১৯৬৫ ঘর-যাওনী স'রে পড়ে, দুয়ার-ধরণী প'ড়ে মরে।

১৯৬৬ ঘর সর্ব্বস্ব ঘরে, নেকা আজুলী[১] ভারে[২]।

[১ পা—আদুরী; আদুলী। ২ পা—আদুরী যায় দোরে ভারে=লোকবহনের বাঁকে]

১৯৬৭ ঘর সর্ব্বস্ব তোমার, চাবিকাঠিটি আমার।

১৯৬৮ ঘর স্থির আগে করে, গিন্নী স্থির তার পরে।

১৯৬৯ ঘরামির ঘর আল্গা[১]।

[১ পা—ছেঁদা]

১৯৭০ ঘরামির ভাঙা ঘর, বদ্যির বউয়ের নিত্যি জ্বর।

১৯৭১ ঘরামির মট্‌কা[১] আতুল[২]।

[১ ঘরের চূড়া। ২ আতুড়, উন্মুক্ত]

১৯৭২ ঘরেও ঢোকে পাও কাঁপে।

১৯৭৩ ঘরে চাল যার, দোয়াড়ে মাছ তার।[১]

[১ পা—'যার ঘরে ভাত, তার ডোবায় (বা, দোয়াড়ে) মাছ']

১৯৭৪ ঘরে চেরাগ নেই, মস্‌জিদে চেরাগ দেয়।

১৯৭৫ ঘরে ঘরে চুরি, তাই প্রাণে ধরি।

১৯৭৬ ঘরে থাকৃতে নানা নিধি, খেতে দেয় না দারুণ বিধি।

১৯৭৭ ঘরে নাই, তাই খাই খাই।[১]

[১ পা—'নাই ঘরে, তাই খাই খাই করে']

১৯৭৮ ঘরে নাই, তাই বড় খাঁই[১]।

[১ আকাঙ্ক্ষা, লোভ। পা—'নাই ঘরে. খাঁই বড়'—নং ৫১৪৭]

১৯৭৯ ঘরে নাই অষ্টরম্ভা, বাহিরে কোঁচা লম্বা।[১]

[১ পা—'বাইরে কোচা লম্বা, ভেতরে অষ্টরম্ভা'।—নং ৪০৪১]

১৯৮০ ঘরে নেই ঘটিবাটি, কোমরে মেলাই চাবিকাঠি।

১৯৮১ ঘরে নেই চাউল পাত, চড়িয়ে দে ঘি-ভাত।

১৯৮২ ঘরে নেই দশটি, পথে পথে ফষ্টি[১]।

[১ ফষ্টিনষ্টি, অযথা হাসি-তামাসা]

১৯৮৩ ঘরে নেই ফুটো ভাঁড়, ছোঁড়ার নাম দুর্গারাম।

১৯৮৪ ঘরে নেই ভাজা ভুজা[১] নিত্য করেন গোঁসাই-পূজা।

[১ পা—ভাংভুজা]

১৯৮৫ ঘরে নেই ভাত, কোঁচা তিন হাত।[1]

[১ পা—'না আছে নেই পেটে ভাত, কোঁচাটা চাই তিন হাত']

১৯৮৬ ঘরে নেই ভাত, ধর্ম্মের উপোস।

১৯৮৭ ঘরে[1] নেই যা', বাছা মাগে[2] তা'।[3]

[১ পা—দেশে; রাজ্যে। ২ পা—ছেলে চায়; ছেলের মুখে, বা ছেলে বলে। ৩ প্রবাদের অন্য রূপ—'যা নেই দেশে পেতে, তাই চায় বাছা খেতে']

১৯৮৮ ঘরে ব'সে মাইনে দেয়, এমন মনিব কোথা পায়।

১৯৮৯ ঘরে ব'সে রাজা-উজীর মারা।

১৯৯০ ঘরে ব'সে রাজার মাকে ডাইনী বলা।

১৯৯১ ঘরে বাইরে এক মন, তবে হয় কৃষ্ণভজন।

১৯৯২ ঘরে ভাত না থাকলে শালগ্রামের সোনা বেচে খায়।

১৯৯৩ ঘরে ভাত নেই, দোরে চাঁদোয়া।

১৯৯৪ ঘরে ভাত নেই, যত্নে ঘাট নেই।

১৯৯৫ ঘরে স্বামী, বাহিরে বইসে চারিপানে চায় মুচকি হেসে।
হেন স্ত্রীয়ে যাহার বাস, তার কেন জীবনের আশ॥[1]

[১ ডাকের বচন]

১৯৯৬ ঘরের আপদ বিয়ের ঘরকে যা।[1]

[১ অর্থাৎ, বরযাত্রী হইয়া। নং ২০১৪, ৫৩৪০]

১৯৯৭ ঘরের ইঁদুর কাটে বেড়, কেউ কখনো পায় না টের।

১৯৯৮ ঘরের ইঁদুর বাস[1] কাট্‌লে, ধরে রাখে কে।[2]

[১ পা—বাঁধ। ২ পা—'ঘরের ইঁদুর কাটলে বান্ (= বাঁধ), কি ক'রে আর যায় কুলান']

১৯৯৯ ঘরের কড়ি দিয়ে নায়ে ডুবে মরা।

২০০০ ঘরের কথা পরেরে কয়, তারে কয় পর।
চৈত্র মাসে কাঁথা গায়, তারে কয় জ্বর॥

২০০১ ঘরের কাঠ উইয়ে খায়, কাঠ কুড়াতে বনে যায়।

২০০২ ঘরের খেয়ে পরের[১] মোষ তাড়ান।

[১ পা—বনের]

২০০৩ ঘরের গরু ঘরের ঘাস খায় না।[১]

[১ নং ৪১০০]

২০০৪ ঘরের গাছা, বেটের বাছা।[১]

[১ পা—'পেটের বাছা, বাড়ির গাছা'; 'যেমন পেটের বাছা, তেমন ঘরের গাছা'। 'পুকুরের মাছা' এই অধিকও পাওয়া যায়]

২০০৫ ঘরের গুণে সিঝায় মাটি, যে আসে সে বিয়ায় বেটী।

২০০৬ ঘরের ঢেঁকি কুমীর।

২০০৭ ঘরের[১] পাপ[২] বুড়ি, পেটের পাপ[২] মুড়ি।

[১ পা—বাড়ির। ২ পা—শত্রু; আপদ; বালাই ইত্যাদি]

২০০৮ ঘরের ভাত দিয়ে শকুনি পোষে, গোয়ালের গরু টেঁকে বসে।

২০০৯ ঘরের মধ্যে আধমরা।

২০১০ ঘরের মধ্যে তিন জন, হেগে গেল কোন্ জন।

২০১১ ঘরের মা ভাত পায় না, পরের জন্য মাথাব্যথা।

২০১২ ঘরের লোহা কামারের দোকানে।[১]

[১ নং ১২২৯]

২০১৩ ঘরের[১] শত্রু কানা, পুকুরের[২] শত্রু পানা।[৩]

[১ পা—গ্রামের। ২ পা—জলের। ৩ নং ৩৭৪৩]

২০১৪ ঘরের শত্রু বরযাত্র।[১]

[১ নং ১১৯৬, ৫৩৪০]

২০১৫ ঘরের শত্রু[১] বিভীষণ।

[১ পা—ঘরসন্ধানী]

২০১৬ ঘরের ষাঁড়ে পেট ফাড়ে।

২০১৭ ঘরে শাক সজনা, বাইরে বাবুয়ানা।

২০১৮ ঘষলে পাথর জীর্ণ হয়, বা, ঘষতে ঘষতে পাথরও ক্ষয়ে যায়।

২০১৯ ঘাটে এসে নাও ডুবান।

২০২০ ঘাটে[১] গেছল জায়ের[২] মা, দেখে এল[৩] বাঘের পা।
সে দেখল, আমি শুনলাম, মরি বর্তি বাঘ দেখলাম॥

[১ পা—হাটে। ২ পা—সতীনের। ৩ পা—সে দেখেছে]

২০২১ ঘাটের কড়ি।

২০২২ ঘাটের না' ঘাটে, মাঝি বেটা হাটে।[১]

[১ পা—'ঘাটের না' ঘাটে র'ল, কাণ্ডারী কোথা উধাও হ'ল']

২০২৩ ঘাটের লাথি, হাটের কিল, যার কপালে যেমন মিল।

২০২৪ ঘাড় কেন কাত, ঐ এক জাত।

২০২৫ ঘাড়ে ভূত চাপা।

২০২৬ ঘাড়ে হাগা।

২০২৭ ঘানী টানতে গাঁ সুদ্ধ ডাকা।

২০২৮ ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া।

২০২৯ ঘায়েই মাছি বসে।

২০৩০ ঘায়ে লঙ্কার গুঁড়ো।

২০৩১ ঘা শুকোলেও চিহ্ন থাকে।

২০৩২ ঘাসের বীচি কি আমরা খাই।

২০৩৩ ঘি আগুনের কাছে রাখলে উনায়[১]।

[১ গলিয়া যায়]

২০৩৪ ঘি আছুড়, ঘোল ঢাকা।

২০৩৫ ঘি খেয়ে ছেলে উনায়[১], কুঁড়ো খেয়ে ছেলে দুনায়[২]।

[১ রোগা হয়। ২ দুনো বা মোটা হয়]

২০৩৬ ঘি দিয়ে ভাজ নিমের পাত, নিম ছাড়ে না আপন জাত।[১]

[১ পা—'ঘি দিয়ে ভাজ নিমের পাতা, তবু যায় না জাতের জাতা।' সং—পয়সা সিঞ্চিতং নিত্যং ন নিম্বো মধুরায়তে]

২০৩৭ ঘি-ভাত খেতে ঠোঁট পুড়ল।

২০৩৮ ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি।

২০৩৯ ঘুঁটে কাঠ কুড়াতে গেনু, মহীপালের গীত পেনু।[১]

[১ নং ৩১৬৯]

২০৪০ ঘুঁটেকুড়নীর বেটা ভাঙা গাঁয়ের মোড়ল।[১]

[১ নং ২০৪২]

২০৪১ ঘুঁটেকুড়নীর বেটার নাম চন্দনবিলাস।[১]

[১ নং ৪৯৩৩]

২০৪২ ঘুঁটেকুড়নীর বেটা সদর নায়েব।

২০৪৩ ঘুঁটেকুড়নীর বেটা স্বর্গে যায়।

২০৪৪ ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে, সবার এক দিন আছে শেষে।

২০৪৫ ঘুড়ির প্যাঁচ।

২০৪৬ ঘুন্‌সিতে[১] কি করে, মুদোয়[২] প্রাণ হরে।

[১ পা—তাবিজে। ২ আঙটি (মুদ্রা হইতে)—প্রাঃ মুদড়ি, মুদী]

২০৪৭ ঘুম নেই যোগীর[১], ঘুম নেই রোগীর[২]।

[১ পা—নির্ধনীর। ২ পা—শোকীর]

২০৪৮ ঘুমন্ত বাঘ চিইও না।

২০৪৯ ঘুমন্ত বাঘে[১] শিকার ধরে না।

[১ পা—শেয়ালে]

২০৫০ ঘুম মানে না ঢেলা বাড়ি, ক্ষিদে বাছে না চিঁড়ে মুড়ি।

২০৫১ ঘুরিয়ে নে পণের টাকা, এমন বিয়েতে কাজ নেই, কাকা।

২০৫২ ঘুরে ফিরে[১] বারো, ঘরে ব'সে তেরো।[২]

[পা—১ নড়ি চড়ি ; ঘুরে ঘুরে ; বুলে বুলে। ২ নং ১২৪০]

২০৫৩ ঘুলিয়ে খায় গাধা, নাম হারামজাদা।[১]

[১ নং ৬১৯৮]

২০৫৪ ঘুষ পেলে আমলা তুষ্ট।

২০৫৫ ঘুষের টাকা ফুস্।

২০৫৬ ঘৃণা লজ্জা ভয়, তিন থাকতে নয়।

২০৫৭ ঘেঁটুপুজোতে চিনির নৈবিদ্যি।

২০৫৮ ঘেঁটুপূজোতে ঢোল সানাই।

২০৫৯ ঘোড়া চিনি কানে, দাতা চিনি দানে।
মানুষ চিনি হাসে[১], মণি চিনি ভাসে[২] ॥

[১ পা—হালে। ২ পা—জলে।—নং ৫০৬৭]

২০৬০ ঘোড়াটাও 'টা', শরাটাও 'টা', টায়ে টায়ে মিলিয়ে দেওয়া।

২০৬১ ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া।

২০৬২ ঘোড়া থাকলে[১] চাবুক আটকায় না[২]।

[১ পা—হলে। ২ পা—চাবুকের ভাবনা]

২০৬৩ ঘোড়া দেখলেই খোঁড়া।

২০৬৪ ঘোড়া না হতেই চাবুক[১]।

[১ পা—'ঘোড়া নেই, চাবুক আছে']

২০৬৫ ঘোড়ায় জিন দিয়ে আসা।

২০৬৬ ঘোড়ায় নাদে, ঘাসীকে কিলোয়।

২০৬৭ ঘোড়ার কামড় ছাড়ে না।

২০৬৮ ঘোড়ার ক্ষুরে উড়ে গেল পলাসী পরগণা।

২০৬৯ ঘোড়ার গোয়ালে গোদান।

২০৭০ ঘোড়ার গোয়ালে ভেড়া ঢোকা।

২০৭১ ঘোড়ার ঘাস কাটা।

২০৭২ ঘোড়ার ডিম।

২০৭৩ ঘোড়ার পেট, গাধার পিঠ, খালি থাকে কদাচিৎ।

২০৭৪ ঘোড়া-ভেড়ার এক দর।[১]

[১ পা—'তার কাছে নাই বিচার, ঘোড়া ভেড়া একই দর']

২০৭৫ ঘোমটার ভেতর খেম্‌টা নাচ।

২০৭৬ ঘোর কলিকাল।

২০৭৭ ঘোরে ফেরে আওয়ালিয়া[১], তার নাম দাওয়ালিয়া[২]।

[১ এলোমেলো ভাবে। ২ শস্যচ্ছেদক ('দাও' হইতে)]

২০৭৮ ঘোল, কুল, কলা, তিনে নষ্ট গলা।

২০৭৯ ঘোল খাওয়ানো।

২০৮০ ঘোল মাগতে পেছনে ভাঁড়।

২০৮১ ঘোলের হাঁড়িতে পোঁদ ডুবিয়ে বসা।

২০৮২ ঘোষ, বোস, মিত্র, এরা কুলের অধিকারী।
অভিমানে বালীর দত্ত যান্ গড়াগড়ি ॥[১]

[১ কায়স্থ-কৌস্তুভের বচন বলিয়া উদ্ধৃত]

২০৮৩ ঘোষকে[১] নেড়ে ভাল।

[১ পা—ঘোষের কাছে]

২০৮৪ চক্ষুকর্ণের বিবাদ মেটানো।

২০৮৫ চক্ষু চড়কগাছ[১], বা, চক্ষু ছানাবড়া হওয়া।

[১ পা—চক্ষু চড়কগাছে ওঠা]

২০৮৬ চক্ষুদান।[১]

[১ মৃণ্ময়ী প্রতিমার চক্ষুদান হইতে]

২০৮৭ চটকস্য মাংসং ভাগশতম্।

২০৮৮ চড়কা[১] পিঁড়ি, চড়ক[২] ধুতি, রান্ধে বাড়ে না লাগি কাত্তি[৩]।
রৌদ্রে কাঁটাকুটায় রান্ধে, খড় কাঠ বর্ষাকে বান্ধে।
আয়ে ব্যয় করে শাশুড়ী পুছে, সর্ব্বকালে স্বামীকে পূজে।
অতিথ দেখলে লাজে মরে, তবু তার পূজা করে।
কাঁখে কলসী পানিকে যায়, হেঁটমুণ্ডে কাউকে না চায়।
যেন যায় তেন আইসে, ডাকে বলে গৃহিণী সে ॥[৪]

[১ উঁচু। ২ খাট। ৩ কাদা। ৪ ডাকের বচন]

২০৮৯ চড়কের ঢাকে কাঠি পড়লে, পিঠফোঁড়া সন্ন্যাসীর পিঠ চুলকোয়।

২০৯০ চড় মেরে চড় খাওয়া।

২০৯১ চড় মেরে গড়।

২০৯২ চড়ান খোলার কামাই নেই।

২০৯৩ চড়ের ঘায়ে তুচ্ছ, ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছ।[১]

[১ নং ৭৭৯, ৩৯১২]

২০৯৪ চতুরে ফতুর।

২০৯৫ চতুরের সঙ্গে চতুরালি।

২০৯৬ চতুর্ভুজ হওয়া।

২০৯৭ চ'তে গুরু, ম'তে শিষ্য।

২০৯৮ চন্দনং ন বনে বনে।

২০৯৯ চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গেল, জোনাকির পোঁদে বাতি।
মোগল পাঠান হদ্দ হ'ল, ফারসী পড়ে তাঁতী ॥

২১০০ চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গেল, জোনাকির পোঁদে বাতি।
বিস্তর করলে পেটের পুত, কি করবে মোর নাতি ॥

২১০১ চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গেল, জোনাকির পোঁদে বাতি।
বাঘ পালাল, বেরাল এল ধরতে এবার[১] হাতী॥

[১ পা—শিকার করতে]

২১০২ চন্দ্র সূর্য্য তারা গেল, জোনাকি ধরে বাতি।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ গেল, শল্য হ'ল রথী॥

২১০৩ চ বৈ তু হি।[১]

[১ পাদপূরণে]

২১০৪ চম্পট দেয় লম্পটে, ভালর কিসের ভয়।

২১০৫ চরকা আমার ভাতার পুত, চরকা আমার নাতি।
চরকার দৌলতে আমার দোরে বাঁধা হাতী॥[১]

[১ পল্লীগীতি হইতে]

২১০৬ চরকি ঘোরানো, বা, চরকিবাজি করা।

২১০৭ চরণামৃত চরণামৃত, না জানি কি অমৃত, খেয়ে দেখি, না, জল।

২১০৮ চর্ব্বিত-চর্ব্বণ।

২১০৯ চলতে জানে না লাফডিঙ্‌রা[১], পথকে বলে হেটাটিঙ্‌রা[২]।

[১ যাহারা লাফ দিয়া বা ডিঙাইয়া চলে। ২ এবড়ো-খেবড়ো, অসমান।—নং ৩৩০৫]

২১১০ চলতে না জানলে উঠান বাঁকা।[১]

[১ নং ৩৩০৬]

২১১১ চলতে[১] পারে না, তার কামান[২] ঘাড়ে[৩]।

[১ পা—নড়তে। ২ পা—বন্দুক। ৩ পা—নাড়ে]

২১১২ চললেই চল্লিশ বুদ্ধি, না চললেই হতবুদ্ধি।

২১১৩ চলা ভাল নয় এক কোশ, বেটী ভাল নয় এক।
মাগা ভাল নয় বাপের কাছে, যদি বিধি রাখে টেঁক॥

২১১৪ চাইলেই কি পাবে, খাস্ বাগানের আম নয় ত চোকলা কেটে খাবে।

২১১৫ চাউলেই যত আউল[১]।

[১ উচ্ছৃঙ্খল, বা বাউল-সম্প্রদায়ী]

২১১৬ চাকুরী, না, গুখুরী।

২১১৭ চাকরী মেঘের[১] ছায়া, মিছে কর তার মায়া।

[১ পা—তালপাতার]

২১১৮ চাকুরে কুকুরে সমান।

২১১৯ চাকা যত জেরবার, তত তার শোর্‌শার্।

২১২০ চাকের মধু মিষ্টি হ'ত, মৌমাছি যদি না র'ত।

২১২১ চাখতে চাখতে হ'ল শেষ, খাওয়া কি আর হ'ল বেশ।

২১২২ চাচা আপন, চাচী পর, চাচীর মেয়েকে বিয়ে কর।

২১২৩ চাচা, আপন বাঁচা।

২১২৪ চাচাই বল, কাকাই বল, কলাটি পাঁচ কড়া।

২১২৫ চাচা মরে সেও ভাল, তবু পরের কান্তে হারিয়ে না ফেলে।

২১২৬ চাটলে চিত্তী, কামড়ালে ঘোড়া।

২১২৭ চাটা দূর্ব্বা প'ড়ে থাকা।

২১২৮ চাড় পড়লেই ফিকির বেরোয়।

২১২৯ চাতক রইল মেঘের আশে, মেঘ ঝরল অন্ত দেশে।

২১৩০ চাঁদ-কপালে দীর্ঘ ফোঁটা, মুখে তার সরষে-বাটা।

২১৩১ চাদরের বাইরে ঠ্যাঙ দেখে, মশার কামড় ধরে ছেঁকে।

২১৩২ চাঁদেরও গেরণ ধরে।

২১৩৩ চাঁদে কলঙ্ক।[১]

[১ নং ১১৩৫]

২১৩৪ চাঁদের আশীর্ব্বাদ, ক্ষয় বৃদ্ধি বাঁধা।

২১৩৫ চাঁদের কাছে জোনাকি পোকা, চাকের কাছে টেমটেমি।

২১৩৬ চাঁদের গায়ে ছেপ ফেললে আপন গায়ে লাগে।[১]

[১ নং ১৮০]

২১৩৭ চাঁদের দিন, বুধের দশা।

২১৩৮ চাঁদের হাট বসানো।

২১৩৯ চাপ পড়লেই বাপ।[১]

[১ পা—'যখন পড়বে চাপ, তখন বলবে বাপ']

২১৪০ চাপলে বোঝা, বাপের ঘাড়ে।

২১৪১ চাপে গোবর, উসাশে[১] নাগর।

[১ আলগায়]

২১৪২ চামের শরীর কামে[১] ক্ষয় না।

[১ কাজে]

২১৪৩ চার কড়ার চড়ুই, চণ্ডীমণ্ডপে বাস।[১]

[১ পা—'চার কড়ার চেটাই নেই, চণ্ডীমণ্ডপে বসা']

২১৪৪ চার কড়ার পিঠে খেয়ে বাপকে বলে শালা।[১]

[১ নং ১৭৬৬]

২১৪৫ চার পোতায়[১] এক ঘর।

[১ ভিত, মেঝে]

২১৪৬ চার ফেললেই কি মাছ আসে।

২১৪৭ চারিদিক দিয়ে বেড়া, তবে ধর চাষের গোড়া।

২১৪৮ চারে মাছ আনা।

২১৪৯ চারের ওপর চার দিয়ে ছিপ ফেলা।

২১৫০ চাল আছে, চুলো নেই।

২১৫১ চালকলাখেকো বামুন।

২১৫২ চালকুমড়ি করা।[১]

[১ চালের উপর হইতে গড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া সদ্‌গতি করা]

২১৫৩ চাল, চিঁড়ে, গুড়, তিন নিয়ে দিনাজপুর।

২১৫৪ চালচিত্তির চ'টে গেছে, কাঠামো হয়েছে সার।
ভোলানাথ, ভজতে তোমায় ভক্তি নেইক আর॥

২১৫৫ চাল ছড়ালে কুড়ানো যায়, জল ছড়ালে কুড়ানো দায়।

২১৫৬ চালতা-বেচুনী দোলায় চড়ে, কোথায় কোন্ দেশ জিজ্ঞেস করে॥

২১৫৭ চাল থেকে পড়ল বিছে, এই সত্য এই মিছে।

২১৫৮ চাল না চুলো, ঢেঁকি না কুলো।
বিধাতা করেছে দোর বুলো-বুলো॥

২১৫৯ চাল নেই, চুলো নেই, হাটের মাঝে রাজত্ব।

২১৬০ চাল নেই তার ধুচনী নাড়া, নাক নেই তার নথ নাড়া।[১]

[১ নং ১৭৮১, ৩২৮৬]

২১৬১ চাল নেই, তার ভাতে ভাত।

২১৬২ চালুনী ক'রে ঘোল বিলানো।

২১৬৩ চালুনী বলে—ছুঁচ, তোর পোঁদ কেন ছেঁদা।
আপন দোষ দেখেন না যার সর্ব্বাঙ্গেই বেঁধা॥[১]

[১ নং ২৩৬২]

২১৬৪ চালুনীর পোঁদ ঝরঝর করে, চালুনী ছুঁচের বিচার করে।

২১৬৫ চালে খড় নেই ঘরে বাতি, বিছানা নেই পোহায় রাতি।

২১৬৬ চালে তেঁতুলে।

২১৬৭ চালে ফলে কুষ্মাণ্ড, হরির মার গলগণ্ড[১]।

[১ সং—'চালে ফলতি কুষ্মাণ্ডং হরিমাতুর্গলে ব্যথা'।]

২১৬৮ চালে মাত্।

২১৬৯ চালের ছনও[১] থাক্, রাজার মনও থাক্।

[১ ছাইবার খড়]

২১৭০ চালের[১] জল কখনো উজান যায় না।

[১ ঘরের ছাদের]

২১৭১ চালের দর কত[১], না, মামার ভাতে আছি।

[১ পা—হাটে চাল কি দর]

২১৭২ চালের বাতায় মানিক থুয়ে, উলুবনে বেড়ায় হাতড়িয়ে।

২১৭৩ চাষ ক'রে খাচ্ছিল আবদুল, ছিল ভাল।
চৌকিদারি নিয়ে আবদুল পরাণে ম'ল ॥[১]

[১ নং ২২৪, ১৫৩৫]

২১৭৪ চাষা[১] কি জানে কর্পূরের গুণ, শুঁকে-শুঁকে বলে—সৈন্ধব নুন।

[১ পা—বেদে]

২১৭৫ চাষা কি জানে মদের সোয়াদ।

২১৭৬ চাষা যদি করে হিত, করতে করতে বিপরীত।

২১৭৭ চাষার কেবল এগারো মাস দুঃখ, আর সকল মাস সুখ।

২১৭৮ চাষার গদ্দি[১] কাস্তের ঠোকর।

[১ কৌতুক]

২১৭৯ চাষার চাষ, অন্যের হা বিলাস।

২১৮০ চাষার চাষ দেখে চাষ করলে গোয়াল।
ধানের সঙ্গে খোঁজ নেই বোঝা বোঝা পোয়াল[১] ॥

[১ খড় বিচালি]

২১৮১ চাষার ছেলে পাশা খেলে, নিত্য বলে—দশ।

২১৮২ চাষার বুদ্ধি বড় সরু, আপনার গরুকে বলে—গুখেকোর বেটার গরু।

২১৮৩ চাষার মুখ, না, আখার[১] মুখ।

[১ উনান]

২১৮৪ চাষার[১] হাতে শালগ্রামশিলা।

[১ পা—বাঁদরের।—নং ৪১৩১]

২১৮৫ চিঁড়ে-কাচকলা[১] পিরীত।

[১ 'like plantain sauce with parched rice'—Morton]

২১৮৬ চিঁড়ে দই পেকে ওঠা।

২১৮৭ চিঁড়ের বাইশ ফের।[১]

[১ বাইশ বার ফিরাইয়া দুই পাল্লায় চিঁড়া দিয়া ওজন বাড়ানো; অর্থাৎ, সহজ বিষয় জটিল করা]

২১৮৮ চিড়ে বল, মুড়ি বল[১], ভাতের বাড়া[২] নয়[৩]।
পিসী বল, মাসী বল, মায়ের বাড়া[২] নয়[৩]॥

[১ পা—ভাজা বল, ভুজি বল; পিঠে বল, মিঠে বল। ২ পা—সমান। ৩ পা—নেই]

২১৮৯ চিংড়ী মাছ খেয়ে সোমবার নষ্ট।

২১৯০ চিংড়ী মাছ, গায়ে রক্ত নেই।

২১৯১ চিংড়ী মাছ পিছে হাঁটে।

২১৯২ চিতার মুখে গীতা, মন-হরষে কথা।

২১৯৩ চিতেন[১] কেটে বাহবা লওয়া।

[১ গানের মহড়ায় যে অংশ গলা ছাড়িয়া গাওয়া হয়]

২১৯৪ চিৎ করলে ডোঙা, উপুড় করলে পোঙা।

২১৯৫ চিৎপাতের কড়ি[১] উৎপাতে যায়।

[১ বেশ্যাবৃত্তিতে অর্জিত]

২১৯৬ চিনন্ত লোকের কোঁচায় কাজ কি।[১]

[১ নং ২২২৯]

২১৯৭ চিনি খেয়ে মেনী হওয়া।

২১৯৮ চিনির পুতুল।

২১৯৯ চিনির বলদ।[১]

[১ 'চিনির বলদ সবে একখানি গুণ'—ভারতচন্দ্র]

২২০০ চিনির ভেতর বাহির সমান মিঠে।

২২০১ চিনিস না চিনিস, খুঁজে দেখে কিনিস।[১]

[১ গরু কেনা সম্বন্ধে প্রবাদ]

২২০২ চিন্তা জরো মনুষ্যাণাম্।

২২০৩ চিন্তের মায়ের চিন্তে—হাটের লোক শোয় কোথা।

২২০৪ চিরকাল সমান যায় না।

২২০৫ চিল পড়লে কুটোটা নিয়েও ওঠে।

২২০৬ চিলকে বিল দেখানো।

২২০৭ চিলের ছোঁ।

২২০৮ চুনো পুঁটি নয়, একেবারে কাতলা।

২২০৯ চুনো পুঁটির ফরফরানি।[১]

[১ সং—'শফরী ফরফরায়তে']

২২১০ চুনো পুঁটি রাঘববোয়ালের খাদ্য।[১]

[১—'মাৎস্য ন্যায়']

২২১১ চুরি ত চুরি, আরো জারিজুরি[১]।

[১ তেজ, দম্ভ]

২২১২ চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা।
যদি পড়ে ধরা, তবে হাতে পায়ে দড়া[১] ॥

[১ পা—তবে খায় কচুপোড়া]

২২১৩ চুল কাটলে হয় ডালে-পালে, নাক কাটলে নয় কোনও কালে।

২২১৪ চুল চিরে ভাগ, বা, বিচার করা।

২২১৫ চুল থাকে ত বাঁধি, গুণ থাকে ত কাঁদি।

২২১৬ চুল ধরতে মূল নেই।

২২১৭ চুল নেই, তার পেটো পাড়া[১]।

[১ পাটি পাতা চুল বাঁধা। পা—চুল বাঁধা]

২২১৮ চুল নেই মাগী চুলেরে কাঁদে, কচু পাতার টিপ্‌লা দিয়ে ডাগর খোঁপা বাঁধে।

২২১৯ চুলের টিকি দেখা ভার।

২২২০ চুলের নামে খোঁজ নেই, তার বোঝা পাঁচ ছয় দড়ি।

২২২১ চুলোচুলি করা।

২২২২ চুলোয় যাওয়া।

২২২৩ চুলোর ওপর ক্ষীর, মন নয় স্থির।

২২২৪ চুড়োর ওপর আবার ময়ূরপাখা।

২২২৫ চুণ খেয়ে গাল পোড়ে, দই দেখলে ভয়ে মরে।

২২২৬ চেটায়[১] শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন।

[১ পা—ছেঁড়া কাঁথায়।—নং ২৩৮২]

২২২৭ চেটার পো চেটায় থাকলেই ভাল।

২২২৮ চেতনেতে অচেতন, পিরীতে যার টানে মন।

২২২৯ চেনা বামুনের আবার পৈতা[১]।

[১ পা—ফোঁটা ; 'চেনা বামুনের পৈতা লাগে না'।—নং ২১৯৬]

২২৩০ চেয়ে চেয়ে চোখের ক্ষয়, পর-ভরসা কিছুই নয়।

২২৩১ চেয়েছেন জিরে, পেয়েছেন হীরে।

২২৩২ চেষ্টা অন্তে দুঃখ খণ্ডে।

২২৩৩ চেষ্টার অসাধ্য কাজ নেই।

২২৩৪ চৈতে কুয়া[১], ভাদরে বান, নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যান।[২]

[১ কুয়াসা। ২ খনার বচন]

২২৩৫ চৈতে গিমা[১] তিতা, বৈশাখে নালিতা[১] মিঠা, জ্যৈষ্ঠে অমৃত ফল[২]।
আষাঢ়ে খই, শাওনে দই, ভাদরে তালের পিঠা, আশ্বিনে শশা
মিঠা, কার্ত্তিকে খলসের ঝোল।
আগনে ওল, পৌষে কাঞ্জি, মাঘে তেল, ফাল্গুনে চূড়ান্ত বেল॥[৩]

[১ শাকবিশেষ। ২ আম্র ফল। ৩ নং ১২৪৫]

২২৩৬ চোখ কানা ব'লে কি ঘুমের ঘাট আছে।

২২৩৭ চোখ ঠারে, বুড়োয় মারে।

২২৩৮ চোখ টাটানো। চোখ দেওয়া।

২২৩৯ চোখ থাকতে কানা।

২২৪০ চোখ দিয়েছেন বিধি, দেখ নিরবধি।
মন্দ ভাবে চাও, চোখের মাথা খাও॥

২২৪১ চোখ বুজলেই সব আঁধার, চোখ চাইলেই সব আমার।

২২৪২ চোখ যা দেখে না, মন তা মানে না।

২২৪৩ চোখে অঞ্জন, দাঁতে লবণ, পেট ভরিব তিন কোণ।
ভাত খাইব গুলি গুলি, তবে হয় দেহের উলী[১]।
একেবারে না দিহ ভরা, আছুক[২] লাভ মূলে হারা॥[৩]

[১ কুশল। ২ থাকুক (তুলনার্থে)। ৩ ডাকের বচন।
—নং ২৮২, ১১৮৮]

২২৪৪ চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো।

২২৪৫ চোখে কানে ছ' মাসের পথ।

২২৪৬ চোখে চোখে[১] যতক্ষণ, প্রাণ পোড়ে[২] ততক্ষণ।

[১ পা—দেখাশোনা। ২ পা—ভালবাসা]

২২৪৭ চোখে-ঠুলি কলুর বলদ।[১]

[১ নং ১০২৫। 'কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত'—রামপ্রসাদ]

২২৪৮ চোখে দেখলে শুনতে চায়, এমন বোকা আছে কোথায় ।

২২৪৯ চোখে ধূলো দেওয়া । চোখে ভেল্‌কি লাগানো ।

২২৫০ চোখের আড়ালেই মনের আড়াল ।

২২৫১ চোখের কাজল গালে হ'ল ।

২২৫২ চোখের দোষে সব হলদে ।

২২৫৩ চোখের পরদা নেই ।

২২৫৪ চোখের বালি ।

২২৫৫ চোখে সরষে-ফুল দেখা ।

২২৫৬ চোদ্দ চাকার রথ দেখানো ।[১]

[১ মুশকিলে ফেলা]

২২৫৭ চোদ্দ শাকের মধ্যে ওল পরামাণিক ।

২২৫৮ চোরকে বলে চুরি করতে, গেরস্থকে বলে সজাগ থাকতে[১] ।

[১ পা—সাবধান হতে]

২২৫৯ চোর খোঁজে অন্ধকার । চোর চায় ছেঁচা[১] বেড়া ।

[১ পা—ভাঙা]

২২৬০ চোর, চোট্টা, হারামজাদ, এই তিন নিয়ে মুর্শিদাবাদ ।

২২৬১ চোর, ছিনার[১], চোপায় দড়, আগে যায় শীতলা মাড়[২] ।

[১ ভ্রষ্টা, কুলটা । ২ আশ্রয়স্থান, মন্দির (মণ্ডপ হইতে)]

২২৬২ চোর-ডাকাতের ভয়, পেটে পুরলে রয় ।

২২৬৩ চোরদায়ে ধরা পড়া ।

২২৬৪ চোর দিয়ে চোর ধরা, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা ।[১]

[১ নং ১১৩৪]

১২৬৫ চোর, না, ছেঁওড়[১] ।

[১ ছমুণ্ড হইতে, অনাথ]

২২৬৬ চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।

২২৬৭ চোর মজে সাত ঘর মজিয়ে।

২২৬৮ চোর মরে কাশে, বামুন মরে আশে।

২২৬৯ চোর যদি যায় সাধুর কাছে, স্বভাব যায় তার পাছে পাছে।

২২৭০ চোর শূয়রের একই পথ।

২২৭১ চোর সেবক, চোরা গাই, খল পড়শী, দুষ্ট ভাই।
দুষ্টা নারী, পুত্র জুয়ায়, বলে ডাক—কর পরিহার[১] ॥[২]

[১ পা—পরিহাস সার। ২ ডাকের বচন।—নং ২৩৮৮]

২২৭২ চোরা গাই, বাঁঝী ছাগলী, ঘরে আছে দুষ্টা নেহলী।
খল পড়শী, পো মুরুখ, ডাক বলে—এ বড় দুখ ॥[১]

[১ ডাকের বচন]

২২৭৩ চোরা গাইয়ের সঙ্গে কপিলার বন্ধন।

২২৭৪ চোরা থুয়ে নিচোরায় ধরে, চোরা নাচে আপন ঘরে।

২২৭৫ চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।

২২৭৬ চোরার পার্ব্বণ কুলি[১] খেয়ে যায়।

[১ অপ্রশস্ত পথ, গলি]

২২৭৭ চোরার পো চোরা, কিছু কইলাম না।
কইলেও না, বাকি থুইলেও না ॥

২২৭৮ চোরে কামারে দেখা নেই, সিঁধকাঠি গড়া।[১]

[১ কলাগাছে যে বাজ পড়ে, চোরে নাকি তাহা লুকাইয়া কামারবাড়ির জনালায় সিঁধকাঠি তৈয়ারির জন্ম রাখিয়া আসে]

২২৭৯ চোরে চোরে আলি, এক চোরে বিয়ে করে আরেক চোরের শালী।[১]

[১ অর্থাৎ, চোরে চোরে ভায়রাভাই।]

২২৮০ চোরে চোরে মাস্‌তুতো ভাই।

২২৮১ চোরের আবার পুরুত।[১]

[১ চোরের পুরুতের চোরাই মালের বেশি ভাগ দাবি করার কাহিনী হইতে]

২২৮২ চোরের এক রাত, গেরস্থের শতেক রাত।

২২৮৩ চোরের ওপর বাটপাড়ি।

২২৮৪ চোরের ওপর রাগ ক'রে[১] ভুঁয়ে ভাত খাওয়া।

[১ পা—চোরের সঙ্গে বাদ ক'রে]

২২৮৫ চোরের কথায় কোথা কে করে প্রত্যয়।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

২২৮৬ চোরের কৌপীনটাও লাভ।

২২৮৭ চোরের গরু গোয়ালে বাঁধা।

২২৮৮ চোরের দশ[১] দিন, গেরস্থের[২] এক দিন।

[১ পা—তিন, পাঁচ, সাত। ২ সাধুর। অথবা, 'দশ দিন চোরের একদিন সাধুর']

২২৮৯ চোরের ধন বাটপাড়ে খায়।

২২৯০ চোরের বাড়ী বালাখানা[১]।

[১ অট্টালিকা]

২২৯১ চোরের মন পুঁই-আদাড়ে[১]।

[১ পা—ভাঙা বেড়ায়; বোঁচকার দিকে, ইত্যাদি]

২২৯২ চোরের মন বোঁচকা-রতন।

২২৯৩ চোরের মা[১] কাঁদে, আর টাকার পুটলি বাঁধে।

[১ পা—বরের মা, কনের মা]

২২৯৪ চোরের মায়ের কান্না, উগরবারও নয়, ফুকরবারও নয়।

২২৯৫ চোরের মায়ের কুরকুটি[১], অন্ধকার ঘুরঘুটি।

[১ কুটিলতা]

২২৯৬ চোরের মায়ের[১] বড় গলা, খেতে চায় সে দুধকলা।

[১ পা—চুরণী মাগীর]

২২৯৭ চোরের লাভ রাত্রিবাস।

২২৯৮ চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা, শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল।[১]

[১ নং ৫৮৩৯]

২২৯৯ চৌকিদারি ঝকমারি।[১]

[১ নং ১৬৪১, ২১৭৩, ৪৯৪৪]

২৩০০ চৌঘরি মাত্।

২৩০১ চৌধুরী চৌধুরী বড় নাম, ছাগলে চিবায় পোঁদের চাম।[১]

[১ নং ৫৫৪, ৩৮৫১]

২৩০২ ছ'কড়া ন'কড়া করা।[১]

[১ তুচ্ছ করা]

২৩০৩ ছবুড়ির[১] ফলে অমৃতী হারানো।

[১ টুকরির]

২৩০৪ ছ'মাসের গর্ভ এক বাতকর্মে ফুস্।[১]

[১ নং ২৮৯৬]

২৩০৫ ছ'মাসের ধনই ধন, দশ মাসের পুতই পুত।

২৩০৬ ছয়কে নয়, বা, ছয় নয় করা।

২৩০৭ ছয় চোখে ক্ষয়।

২৩০৮ ছল ক'রে জল আনা।[১]

[১ ব্রজধামের গোপীলীলা]

২৩০৯ ছলে বলে কলে কৌশলে।

২৩১০ ছলে বলে বাম্না খায়, পরকালের কাজ গুছায়।

২৩১১ ছাই খুঁড়তে আগুন।

২৩১২ ছাই চাপা কি আগুন রয়।

২৩১৩ ছাইতে না জানি, গোড় চিনি।

২৩১৪ ছাই পায় না, মুড়কি জলপান।

২৩১৫ ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো।

২৩১৬ ছাইভস্ম।

২৩১৭ ছাই মাখলে যদি সন্ন্যাসী হয়, চালকুমড়া কেন বাকি রয়।

২৩১৮ ছাইমুঠো[১] ধরলে সোনামুঠো[২] হয়।[৩]

[১ পা—ধূলোমুঠো।—নং ৫১০৭। ২ পা—কড়িমুঠো। ৩ 'মাটিমুঠা ধর যদি সোনামুঠা হয়'—ভারতচন্দ্র]

২৩১৯ ছাইয়ের কুকুর ছাইয়ে লুঠায়।

২৩২০ ছাগ-বলিদানের ব্যাপার।

২৩২১ ছাগল দিয়ে যব মাড়ানো।[১]

[১ পা—ছাগলের কাজ কি যবমাড়া।—নং ২৩২৮, ৪৬৪৯]

২৩২২ ছাগল পায়রা পোষে হাঁস, সীমার মাঝে রোয় বাঁশ।
নিতি নিতি অপরাধ করে, ডাক বলে—মো কি সবিবু তারে॥[১]

[১ ডাকের বচন]

২৩২৩ ছাগল পোষে পাগলে, হাঁস পোষে আন্ধে।
ফিরে না এলে সন্ধ্যেবেলায় দুয়ারে ব'সে কান্দে॥

২৩২৪ ছাগলে কি না খায়, পাগলে কি না গায়।

২৩২৫ ছাগলে বিয়ায়, শেয়ালে খায়।

২৩২৬ ছাগলের কল্যাণে মোষ মানা[১]।

[১ ঠাকুরের কাছে মানত করা। পা—পোষা]

২৩২৭ ছাগলের কান নাড়া, গরুর কাশ।
বেরালের হাঁচি করে সর্ব্বনাশ॥

২৩২৮ ছাগলের পায়ে যদি যব মাড়ে, তবে কেন লোকে বলদ-জোড়ে।[১]

[১ নং ২৩২১]

২৩২৯ ছাগলেরে ধরে মুত্তে, পাড়াবেড়ানীরে ধরে ঘুরতে।

২৩৩০ ছাগলের শিঙে দশি[১] লাগানো।

[১ বস্ত্রাঞ্চল]

২৩৩১ ছাঁচ[১] কাট, ভাঙ মাথা, ছাড়ব না বড়াইয়ের[২] কথা।

[১ ঘরের চালের প্রান্তভাগ দ্বারা রক্ষিত চতুষ্পার্শ্ব। ২ জাঁকের]

২৩৩২ ছাঁচের জলে খাবি খায়, সমুদ্র পার হতে চায়।

২৩৩৩ ছাতা দিয়ে মাথা রাখা।

২৩৩৪ ছাতার বলে—গাঁ আমার।

২৩৩৫ ছাতারে কেত্তন।

২৩৩৬ ছাতারের নৃত্য দেখে ময়ুর পাখী হাসে।[১]

[১ নং ১৫১৪, ৪৭৩২]

২৩৩৭ ছাতারের মুখ[১] ভাতারের আধা জলপান।

[১ অর্থাৎ, মুখরা স্ত্রীর চোপা]

২৩৩৮ ছাতুর হাঁড়িতে বাড়ি পড়া।

২৩৩৯ ছাঁদা বাঁধা।[১]

[১ নিমন্ত্রণ খাইয়া ভোজ্য দ্রব্য বাঁধিয়া লইয়া যাওয়া]

২৩৪০ ছায়াতে ভূত দেখা।

২৩৪১ ছারত্[১] কুশলে থাক্, ক'রে খাব কামাই[২]।
বিস্তর করলে পেটের পুতে, কি করবে জামাই॥

[১ শরীর, গতর (গ্রোত হইতে)। ২ কামানো বা অর্জ্জন করিয়া]

২৩৪২ ছারপোকার কামড়।

২৩৪৩ ছারপোকার বিয়েন।

২৩৪৪ ছাল নেই, বাল নেই, কুকুরের নাম বাঘা।

২৩৪৫ ছিঁচ্‌কাঁদুনে নাকে ঘা, রক্ত পড়ে চেটে খা।

২৩৪৬ ছিঁড়ল দড়া ত ছুটল ঘোড়া।

২৩৪৭ ছিঁড়লে স্থতো না যায় গাঁথা, গাঁট দেব তার কত।
ঘুচল আলাপ তোর সনে মোর এ জনমের মত ॥

২৩৪৮ ছিঁড়ি কুটি নিজের স্থতো, মারি ধরি নিজের পুত।

২৩৪৯ ছিঁড়ে কুটে কাটুনী, পুড়ে ঝুরে রাঁধুনী।

২৩৫০ ছিনালের চাল, রাঁধে মোরগ বলে ডাল।

২৩৫১ ছিনে[১] জোঁক।

[১ শীর্ণ। নাছোড়বান্দা]

২৩৫২ ছিরিও নেই, ছাঁদও নেই।

২৩৫৩ ছিল ঘুঁটেকুড়ুনী, পেয়েছে রাজপুত্তুর বর।
মুড়ি মুড়কি দেখে বলে—কি গাছের ফল ॥[১]

[১ নং ১১৩৮]

২৩৫৪ ছিল ঢেঁকি, হ'ল শূল[১], কাটতে কাটতে নির্ম্মূল।

[১ পা—তুল]

২৩৫৫ ছিল না কথা, হ'ল গাল[১], আজ না হয় ত হবে কাল।

[১ পা—কথা না কয়ে পাড়ে গাল।—লম্পটের উক্তি]

২৩৫৬ ছিল যত নাড়াবুনে, হ'ল সব কীর্ত্তুনে, কাস্তে ভেঙে গড়ায় করতাল।

২৩৫৭ ছিলাম বালুচরে, উঠলাম নায়, বাঁধল লটুঘটি, যা করে খোদায়।

২৩৫৮ ছিলাম ভাল শুয়ে ব'সে, কাল করল বৈদ্য এসে।

২৩৫৯ ছুঁচ কিনতে শাবল হারানো।

২৩৬০ ছুঁচ চলে না বেটে[১] চালায়[২]।

[১ শণের দড়ি। ২ পা—কুড়াল ঢোকায়]

২৩৬১ ছুঁচ গড়তে পারে না, বন্দুক বায়না নেয়।

২৩৬২ ছুঁচ বলে—চালুনী, তোর পোঁদ কেন ছেঁদা।[১]

[১ নং ২১৬৩]

২৩৬৩ ছুঁচ সোনার হ'লেই বা কি।

২৩৬৪ ছুঁচ, সোহাগা, সুজন, ভাঙা গড়ে তিন জন।

২৩৬৫ ছুঁচ হয়ে সেঁধোয়[১], ফাল হয়ে বেরোয়।

[১ পা—ঢোকে]

২৩৬৬ ছুঁচের পোঁদে কুড়ুল চালানো।[১]

[১ বা, 'ছুঁচের কাজে কুড়ুল লাগানো']

২৩৬৭ ছুঁচের[১] মুখ আর ছুঁচল হয় না।

[১ পা—কাঁটার]

২৩৬৮ ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ।

২৩৬৯ ছুঁচোয় যদি আতর মাখে, তবু কি তার গন্ধ ঢাকে।

২৩৭০ ছুঁচোর গন্ধে রক্ষা নেই, বোটকা গন্ধ কয়।

২৩৭১ ছুঁচোর গু ওষুধে লাগে, ছুঁচো গিয়ে পর্ব্বতে হাগে।

২৩৭২ ছুতোর গু পর্ব্বত।

২৩৭৩ ছুঁচোর গোলাম চামচিকে, তার মাইনে চোদ্দ সিকে।[১]

[১ নং ৫৬৬]

২৩৭৪ ছুঁচোর ঘরে আতসবাজি।

২৩৭৫ ছুঁচোর ছেলে বুঁচো।

২৩৭৬ ছুঁচোর সঙ্গে বাস, তার গায়ে ছুঁচোর বাস।

২৩৭৭ ছুঁড়ী আর বুড়ী।

২৩৭৮ ছুতারের তিন মাগ ভানে কাটে খায়।
তত তার থাকে না'ক যত তার যায়॥

২৩৭৯ ছুরি আর কাটারি।

২৩৮০ ছেঙ্ চেঙ্ড়ার কেত্তন।

২৩৮১ ছেঁড়া কচুর পাত, এক মাগকে ভাত দেয় না, আবার মাগের সাধ।

২৩৮২ ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে থাকে, লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে।[১]

[১ নং ২২২৬]

২৩৮৩ ছেঁড়া কাপড়, রুক্ষ মাথা, দুঃখ বলে—যাব কোথা[১]।

[১ পা—লক্ষ্মী বলে—থাকব কোথা]

২৩৮৪ ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা[১]।

[১ পা—বিউনি গাঁথা]

২৩৮৫ ছেঁড়া নেকড়ার পুতুল।

২৩৮৬ ছেঁড়া[১] পাতায় বাজ পড়ে না।

[১ পা—ওড়া]

২৩৮৭ ছেড়ে দে, মা, কেঁদে বাঁচি।

২৩৮৮ ছেঁদা ঘটি, চোরা গাই, পাপ পড়শী, ধূর্ত্ত ভাই।
মূর্খ ছেলে, স্ত্রী নষ্ট, এই ছয়টি বড় কষ্ট॥[১]

[১ নং ২২৭১, ২২৭২]

২৩৮৯ ছেঁদা ভাঁড়ে জল রাখা।

২৩৯০ ছেঁদো কথা, মাথার জটা, খুলতে[১] গেলেই বিষম লেঠা।

[১ পা—ছাড়াতে]

২৩৯১ ছেদ্দার[১] ছাই, হাত পেতে খাই।

[১ শ্রদ্ধার]

২৩৯২ ছেপ দিয়ে লেপ[১] ঢাকা।

[১ প্রলেপ]

২৩৯৩ ছেলে আমার তোতা পাখী।

২৩৯৪ ছেলেকে নাই[১], বুড়োকে খাঁই[২]।

[১ স্নেহ, আদর। ২ লোভ]

২৩৯৫ ছেলে খাওয়ার ভা'ন।[১]

[১ নং ২৪৪২]

২৩৯৬ ছেলে দিয়েছে পোঁদে বাঁশ, বাকি রয়েছে নাতি।

২৩৯৭ ছেলে ধর তুমি ভাই, আমি তোমার ভাত খাই।

২৩৯৮ ছেলে নয় ত, পুঁতলে গাছ হয়।

২৩৯৯ ছেলে নয়, পরশপাথর।

২৪০০ ছেলে নষ্ট হাটে, বউ নষ্ট ঘাটে।

২৪০১ ছেলে না হবার এক জ্বালা, ছেলে হবার শতেক জ্বালা।

২৪০২ ছেলে বাড়ে না বাপ-মার দোষে, বাপ-মা বলে—অল্প বয়সে।

২৪০৩ ছেলে মারে কাপড় ছেঁড়ে, আপন ক্ষতি আপনি করে।[১]

[১ নং ২১৩২]

২৪০৪ ছেলে মেয়ে পুষ্যি, এ ত যমের কুষ্যি।

২৪০৫ ছেলে যেন আটাশে, বুড়ো যেন বাতাসে।[১]

[১ নং ২৬০]

২৪০৬ ছেলে যেন হীরের টুকরো।

২৪০৭ ছেলের চেয়ে ছেলের গু ভারি।

২৪০৮ ছেলের বুদ্ধি ঠোঁটে, বুড়োর বুদ্ধি পেটে।

২৪০৯ ছেলের মত হাত পা, বুড়োর মত কথা।

২৪১০ ছেলের মুখে বুড়োর কথা, শুনে লাগে মাথাব্যথা।
ছেলের হাড়ে বুড়োর চামে, গ'ড়ে দেছে দারুণ যমে॥

২৪১১ ছেলের হাতে কলা দিলে, ঝান্থু বুড়োর মন মিলে।

২৪১২ ছেলের হাতে ফল দেখলে কাকেও ছোঁ মারে।

২৪১৩ ছেলের হাতে মোয়া[১] নয় যে ভোগা দেবে।[২]

[১ পা—পাঠে ; কলা। ২ 'ছেলের হাতে কলা নয়, মা, ফাঁকি দিয়ে কেড়ে খাবা'—রামপ্রসাদ]

২৪১৪ ছোট কলসীর বড় কানা[১]।

[১ পাত্রের মুখের বেড় বা কিনারা]

২৪১৫ ছোট কাঁটাটি ফোটে পায়, তুলে ফেল নইলে দায়।

২৪১৬ ছোট চাবিতে বড় তালা খোলে না।

২৪১৭ ছোট মাগ পাটরাণী, বড় মাগ ধানভানানী।

২৪১৮ ছোট মুখে বড় কথা শুনে অঙ্গ জ্বলে।

২৪১৯ ছোট[১] লোকের কথা, কচ্ছপের[২] মাথা[৩]।

[১ পা—নীচ। ২ পা—কাছিমের। ৩ ভয় পাইলেই খোলার ভিতর মাথা লুকায়]

২৪২০ ছোট লোকের ছেলে যদি জমিদারি পায়।
কানের গোড়ায় কলম গুঁজে খেমটা নাচায়॥

২৪২১ ছোট লোকের রীতের দোষ।

২৪২২ ছোট শরাটি ভেঙে গেছে, বড় শরাটি আছে।
নাচ-কোঁদ কেন, বউ, আমার হাতের আটকাল[১] আছে॥

[১ পা—আন্দাজ]

২৪২৩ ছোঁড়া[১] তীর ফেরে না।[২]

[১ পা—মারা। ২ নং ৬৪৪৬]

২৪২৪ ছোঁড়া, না, নাটের গোড়া।

২৪২৫ ছোলা[১] দাঁতে গোলা[২] মিশি।

[১ পরিষ্কৃত। ২ প্রলেপ]

২৪২৬ জগতে ভাল কে, যার মনে লাগে যে।

২৪২৭ জগৎ জুড়ে জাল ফেলেছে, পালিয়ে বাঁচবি কোথা।

২৪২৮ জগৎশেঠ আর কি।

২৪২৯ জগন্নাথে গেলে, হাড়ির ঝাঁটা খেলে।[১]

[১ মন্দির প্রবেশের সময় হাড়ির ঝাঁটা না খাইলে নাকি জগন্নাথ-দর্শন হইত না !]

২৪৩০ জগন্নাথের আটকে বাঁধা।[১]

[১ সেবার জন্ত যাত্রীকর্তৃক অর্থের বরাদ্দ। অর্থাৎ, ভরণপোষণের স্থায়ী বন্দোবস্ত]

২৪৩১ জগাখিচুড়ি[১]।

[১ বিসদৃশ বস্তুর হাবুজাগোবুজা মিশ্রণ]

২৪৩২ জঙলা কভু পোষ না মানে, সদা মন তার কেওড়াবনে।

২৪৩৩ জঙলা পাখীর ডিমও লাভ।

২৪৩৪ জটায়ু পক্ষীর রথ গেলা।

২৪৩৫ জড় কাটে তলে তলে, উপরে তবু জল ঢালে।[১]

[১ নং ১৮৭৭, ৫৯৫২। পা—'তলে তলে কাটে জড়, উপরে ঢালে জল']

২৪৩৬ জড ভরত।

২৪৩৭ জড়ের[১] বাঁশ পড়ে না।

[১ একত্র দলবাধা বা স্তূপীকৃত। পা—ঝাড়ের]

২৪৩৮ জন, জামাই, ভাগনা, তিন নয় আপনা।

২৪৩৯ জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

২৪৪০ জন-বল বড় বল, জনের সঙ্গে কি ধনের বল।

২৪৪১ জনমদুখিনী সীতা, নাই মাতা নাই পিতা।

২৪৪২ জন্ম গেল ছেলে খেয়ে, আজ বলে ডা'ন।[১]

[১ নং ২৩৯৫]

২৪৪৩ জন্মমাত্রে, বলে ডাক, পো এড়িয়ে পোয়াতী রাখ।[১]

[১ ডাকের বচন]

২৪৪৪ জন্ম মৃত্যু বিয়ে, তিন বিধাতা নিয়ে।[১]

[১ পা—বিধির বিধান দিয়ে]

২৪৪৫ জন্ম হোক্ যেমন তেমন, কর্ম্ম হোক্ মানুষের মতন।

২৪৪৬ জন্মে দেখেনি লোহার মুখ, কোদালকে বলে গুণছুঁচ।

২৪৪৭ জন্মের মধ্যে কর্ম্ম নিমুর চৈত্র মাসের রাস।[১]

[১ নং ৫০৩৫]

২৪৪৮ জন্মে হয়নি[১] লক্ষ্মীপূজো[২], একেবারে দশভুজো।

[১ পা—জন্মে হয় না; করেনি; মূলে নেই; কোনকালে নেই; ছিল না'কো। ২ পা—ঘেঁটুপূজো বা ষষ্ঠীপূজো।]

২৪৪৯ জপ তপ কর কি, মরতে জানলে ডর কি।

২৪৫০ জপ নেই, তপ নেই, ভস্ম মাখা গায়।

২৪৫১ জপের সঙ্গে[১] খোঁজ নেই, ফটিকে[২] রাঙা থোপ[৩]।[৪]

[১ পা—হরিনামে। ২ জপের মালায়। ৩ জরির কাজ; 'fine tasselled rosary of crystal beads'—Morton। ৪ পা—জপের সঙ্গে খোঁজ নেই কপালজোড়া ফোঁটা।—নং ১৪৯২, ৪২৩৯]

২৪৫২ জমি[১] বাপের নয়, দাপের।

[১ পা—মাটি]

২৪৫৩ জয়কালের ক্ষয় নেই, মরণকালের ওষুধ নেই।

২৪৫৪ জয়কেতে।[১]

[১ জয়ী পক্ষের দিকে যে কাত হয় বা ঢ'লে পড়ে]

২৪৫৫ জরাসন্ধ-বধ।

২৪৫৬ জল উঁচু, জল নীচু।[১]

[১ খোসামুদের মনরাখা কথা]

২৪৫৭ জল এগোয়, না, তেষ্টা এগোয়।

২৪৫৮ জল কেটে শেওলায় বাধে।[১]

[১ নং ৮১৬, ১০০৮]

২৪৫৯ জল খেয়ে জলের বিচার, বা, জাত-জিজ্ঞাসা।

২৪৬০ জল জল ইন্দ্রের[১] জল, বল বল বাহুর বল[২]।

[১ পা—বৃষ্টির। ২ পা—ফল ফল কদলীর ফল]

২৪৬১ জল, জোলাপ, জোচ্চোরি, এই তিন নিয়ে ডাক্তারি।

২৪৬২ জল দিয়ে জল বের করা।[১]

[১ নং ১১৯৩]

২৪৬৩ জল দেখলে মুত সরে, সতীন দেখলে রীষ চড়ে।

২৪৬৪ জল না খেয়ে থাকবে তুমি, না মরিত ত দেখব আমি।

২৪৬৫ জল নেড়ে জোঁকের বল বোঝা, বেড়া নেড়ে গেরস্থের মন বোঝা।

২৪৬৬ জলেও নামন নেই, সাঁতারও শিখন নেই।

২৪৬৭ জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ।[১]

[১ পা—'ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীর']

২৪৬৮ জলে জল বাঁধে।

২৪৬৯ জলে তেলে মিশ[১] খায় না।

[১ পা—খাপ্]

২৪৭০ জলে পাথর পচে না।

২৪৭১ জলে বাস, কুমীরের সঙ্গে বাদ।

২৪৭২ জলে স্রোত থাকলেও কুকুরে চাটে[১]।

[১ পা—লেহে]

২৪৭৩ জলের আলপনা। জলের ওপর আঁক কাটা। জলের তিলক।

২৪৭৪ জলের ওপর তেলের ফোঁটা।

২৪৭৫ জলের কুমীর ডাঙায় এল।

২৪৭৬ জলের গতি নীচের দিকে।

২৪৭৭ জলের ছিটে দিয়ে লগির গুঁতো খাওয়া।[১]

[১ নং ২১৭]

২৪৭৮ জলের ছিটেয় গ'লে যাওয়া।

২৪৭৯ জলের রেখা খলের পিরীত।

২৪৮০ জহুরী না হ'লে কি জহর চেনে।

২৪৮১ জাগরণে ভয়ং নাস্তি।[১]

[১ নং ৩৪৯৬]

২৪৮২ জাগা ঘরে চুরি নেই।

২৪৮৩ জা-জাউলী আপনাউলী, ননদ মাগী পর।
শাশুড়ী মাগী গেলে পরে হব স্বতন্তর॥

২৪৮৪ জাত আন্দাজ ধারা।

২৪৮৫ জাতও গেল, পেটও ভরল না।

২৪৮৬ জাত কাকের ছা, বাসায় করে রা।[১]

[১ নং ১০৫৯]

২৪৮৭ জাত খোয়ালেই বোষ্টম।

২৪৮৮ জাত-গোয়ালার কাঁজি-ভক্ষণ।[১]

[১ পা—'নামে গোয়ালা, কাঁজি খায়']

২৪৮৯ জাত ত আমার বাক্সের ভেতর।

২৪৯০ জাত-ব্যবসা নরের ভূষা, আর সব ফাসাফুসা।

২৪৯১ জাত-বেহারা ঘাড়ে চড়ে।

২৪৯২ জাত-ভিখারীর (বা জাত-বৈষ্ণবের) ভেকে কি কাজ।

২৪৯৩ জাত-স্বভাবে মৃগী বাই, এ রোগের আর ওষুধ নাই।[১]

[১ নং ৮৫৭]

২৪৯৪ জাতে জাত টানে, গাঁতে গাঁত[১] টানে, গোদে[১] সাত পুরুষ টানে[২]।

[১ পাত্র, বা, চোর। ২ নং ৩১৮৯]

২৪৯৫ জাতের মেয়ে গাঁতে[১] মরে।

[১ গাঁত—গাঁটকাটা, চোর]

২৪৯৬ জান না'ক জানবে, গেঁতির[১] ওপর পোঁদ দিয়ে ব'সে ব'সে কাঁদবে।

[১ গাঁতি, রাস্তা খুঁড়িবার সূচ্যগ্র দাঁড়া কোদাল]

২৪৯৭ জানলেই ভয়, না জানলে নয়।

২৪৯৮ জানিনে, পারিনে, নেইক ঘরে, এ তিন কথায় দেবতা হারে।

২৪৯৯ জানু, ভানু, কৃশানু, শীতের পরিত্রাণ।[১]

[১ কবিকঙ্কণ। বুকে হাঁটু দিয়া, রোদে বসিয়া ও আগুন পোহাইয়া শীত হইতে আত্মরক্ষা]

২৫০০ জানেন না ক্ক খ্, করতে আসেন সরকারী।

২৫০১ জানে না শোনে না মূলে, মাগকে ডাকে ঠাকরুণ ব'লে।

২৫০২ জানে না শোনে না বামন, চানার ক্ষেতে বুনে আমন।

২৫০৩ জাবর কাটা।[১]

[১ চর্ব্বিতচর্ব্বণ করা]

২৫০৪ জামাই এল কামাই ক'রে, বস্‌তে দাও গো পীঁড়ে।
জলপান করতে দাও গো সরু ধানের চিঁড়ে॥

২৫০৫ জামাইয়ের গোদে শয্যা জুড়ল, মেয়ে শোবে কোথা।

২৫০৬ জামাইয়ের জন্য মারে হাঁস, গুষ্টিসুদ্ধ খায় মাস।[১]

[১ লৌকিক ন্যায়—'জামাত্রর্থং শ্রপিতস্য সূপাদেরতিথ্যুপকারকত্বম্']

২৫০৭ জামাইয়ের বড় কোঁচার ফের, দু' বুড়ি কড়ি সুতার সের।

২৫০৮ জামাইয়ের ভাই গোঁজের[২] আলা।[১]

[১ খুঁটির। ২ সেরা, শ্রেষ্ঠ]

২৫০৯ জামাইয়ের লাগি পিঠা বানাই, এসে খায় জামাইয়ের ভাই ।

২৫১০ জামাতা দশমো গ্রহঃ ।

[১ সং—সদা বক্রঃ সদা ক্রূরঃ সদা মানধনাপহঃ ।
কন্যারাশিস্থিতো নিত্যং জামাতা দশমো গ্রহঃ ॥]

২৫১১ জায়গা জেনে বসি, জমি জেনে চষি ।

২৫১২ জালছেঁড়া পলোভাঙা এ মাছ শক্ত তুলতে ডাঙা ।

২৫১৩ জাহাজী গোরা ।

২৫১৪ জাহাজের কাছে জেলের ডিঙি ।

২৫১৫ জাহাজের পিছে নঙ্গর ।

২৫১৬ জাহাজের মাস্তলের ভর কি জেলে-ডিঙ্গিতে সয় ।

২৫১৭ জিব পুড়ল আপ্তদোষে, কি করবে আমার হরিহর দাসে ।[১]

[১ নং ৫৪৬৬]

২৫১৮ জিবে দাঁতে সম্বন্ধ ।

২৫১৯ জিহ্বারে দিও না নাই, জিহ্বা বলে—আরো খাই ।

২৫২০ জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি ।[১]

[১ পা—'মুখ দেছে যে, আহার দেবে সে']

২৫২১ জীয়স্তে না দিলে তুড়ি, ম'লে দেবে বেনাগাছ মুড়ি ।

২৫২২ জীয়স্তে না দিলে ভাত-দলাটা, ম'লে দেবে কীর্তন পালাটা ।

২৫২৩ জীয়স্তে (বা, জীয়স্ত মাছে) পোকা পড়ানো ।

২৫২৪ জিলিপির প্যাঁচ । জিলিপির ফেরে চলা ।

২৫২৫ জুতো মেরেছে, অপমান করেনি ।

২৫২৬ জেগে যে ঘুমায়, তারে জাগানো[১] দায় ।

[১ পা—তারে তোলা]

২৫২৭ জেতের[১] ওপর বাটা[২] চড়ানো ।

[১ জাতের । ২ শুল্ক, লভ্য, discount]

২৫২৮ জেনে শুনে খেলে গু, কাজ কি পরে সিঁটকে মু'।

২৫২৯ জেলের পোঁদে[১] টেনা, নিকারির[২] কানে সোনা।

[১ পা—পরণে। ২ মুসলমান মৎস্যব্যবসায়ী। পা—পাঁজারির]

২৫৩০ জৈসা কা তৈসা।

২৫৩১ জোঁকের গায়ে জোঁক লাগে[১] না।[২]

[১ পা—বসে। ২ নং ১০৫৬]

২৫৩২ জোঁকের মুখে নুন[১]।

[১ পা—চূণ]

২৫৩৩ জোড়া ভুরু, নাটের গুরু।

২৫৩৪ জোড়ের পায়রা।

২৫৩৫ জো পেলে জোলায় বোনে[১]।

[১ চাষ করে]

২৫৩৬ জোয়ার মাত্রেই ভাটা আছে।

২৫৩৭ জোয়ারের গু।

২৫৩৮ জোয়ারের জল কতক্ষণ।

২৫৩৯ জোর যার, মুল্লুক তার।

২৫৪০ জোরের লাঠি নির্জোরেই বাজে।

২৫৪১ জোছনাতে ফটিক ফোটে, চোরের মায়ের বুক ফাটে।

২৫৪২ জ্ঞাতির শত্রু জ্ঞাতি।

২৫৪৩ জ্ঞাতি-শত্রু সবখান্, কুকুরেরও হয় না গঙ্গাস্নান।

২৫৪৪ জ্বর আর পর, খেতে না দিলেই পালায়।

২৫৪৫ জ্বরকে ডরাই না, কাঁপুনিকে ডরাই।

২৫৪৬ জ্বর না ডর, কাঁপে থর-থর।

২৫৪৭ জ্বরে কি করে, বাতিকে পুড়িয়ে মারে।

২৫৪৮ জরে পায় না, পরে পায়।[১]

[১ গুপ্ত প্রণয়ের ইঙ্গিত ?]

২৫৪৯ জরো ভিটায় তোলে ঘর, যে আসে তারই জ্বর।

২৫৫০ জরো রুগীর অম্বলে রুচি[১], বা, জরো রুগী টকের স্বপ্ন দেখে।

[১ নং ১২৯, ৫৬৩৪]

২৫৫১ জলন্ত আগুনে ঘি।

২৫৫২ জ্বালা দিতে নেই ঠাঁই, জ্বালা দেয় সতীনের ভাই।

২৫৫৩ জ্বালার ওপর পালার বাড়ি।

২৫৫৪ ঝকমারির মাশুল।

২৫৫৫ ঝগড়াঝাটির হদ্দ, ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ।[১]

[১ নং ৪৬৩৭]

২৫৫৬ ঝগড়াটে না ঝগড়া ক'রে, মাদার গাছে পোঁদ ঘ'ষে মরে।

২৫৫৭ ঝগড়াটে লোক যারা ঝগড়া নাহি পায়।
বেনাগাছে পোঁদ[১] চুল্‌কে গড়াগড়ি যায়॥

[১ পা—পা]

২৫৫৮ ঝড় গিয়ে ঝাঁপি, বয়স গিয়ে বিয়ে।

২৫৫৯ ঝড়ে কাক মরে[১], ফকিরের কেরামতি বাড়ে।[২]

[১ পা—ঘর পড়ে। ২ পাঠান্তর—'ঝানে বাতাসে বক মরে, ফকিরে বলে—কেরামত কলে']

২৫৬০ ঝড়ের আগে উড়ি[১] ছোটে[২]।

[১ উড়ি ধান। পা—টেঁপা। ২ পা—ধুলো ওড়ে]

২৫৬১ ঝড়ের মুখে শুকনো পাতা।

২৫৬২ ঝড়ের সময় খই ভাজে।

২৫৬৩ ঝ'ড়ো কাক।

২৫৬৪ ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া পড়ে, যার যা আধার[১] সে তা ধরে।

[১ খাদ্য]

২৫৬৫ ঝাঁকের কই ঝাঁকে যায়।

২৫৬৬ ঝাঁঝরি বলে ছুঁচকে[১]—তুমি বড় ফুটো।[২]

[১ পা—কুড়ুলকে। ২ নং ২১৬৩]

২৫৬৭ ঝাঁটা দিয়ে[১] বিষ বা ভূত ঝাড়ানো।

[১ পা—ঝেঁটিয়ে]

২৫৬৮ ঝাড় ঝাড় উচ্ছের ঝাড়, ঝাড়ে মূলে তেতো তার।

২৫৬৯ ঝাড় বুটা কেটে মুন্‌সিয়ানা খরচ করা।

২৫৭০ ঝাড়ের দোষ।

২৫৭১ ঝারি চোখ, উনান ঘর, বাঁদী চোর, বউ মুখর।

২৫৭২ ঝাল ঝাড়া, বা, ঝাল মিটানো।

২৫৭৩ ঝাল দেখেছ, না, কড়ি দেখেছ।

২৫৭৪ ঝাল মরিচের লাল চামড়া।

২৫৭৫ ঝিকে মেরে বউকে শেখানো।

২৫৭৬. ঝি[১] জব্দ শিলে, বউ জব্দ কিলে।
পাড়াপড়শী জব্দ হয় চোখে আঙুল দিলে॥

[১ পা—হলুদ]

২৫৭৭ ঝিঞে-নাড়া করা।

২৫৭৮ ঝি দিলেও জামাই নয়, মা দিলেও বাপ নয়।

২৫৭৯ ঝিনুকমাত্রেই মুক্তা হয় না।

২৫৮০ ঝি মেরে বউয়ের শিক্ষা, বউ মেরে নেই রক্ষা।

২৫৮১ ঝিয়ে চায় বর, মায়ে চায় ঘর।

২৫৮২ ঝিয়ের জ্বালা বুকের খোঁচা, পুতের জ্বালা ভূতের বোঝা।

২৫৮৩ ঝির ঝি, করবে কি।

২৫৮৪ ঝোপ বুঝে কোপ।

২৫৮৫ ঝোলে অম্বলে এক করা।

২৫৮৬ ঝোলে ঝালে অম্বলে, বেগুন সব ঠাঁই চলে।

২৫৮৭ ঝোলের লাউ, অম্বলের কদু।

২৫৮৮ টক্ কাঁজি, নুনের কম কৃপণের দ্বিগুণ হয়।

২৫৮৯ টক্, ঝাল, আর কড়া ভাতার, মাগ বলে—এই চাই আমার।

২৫৯০ টক পালঙের শাক, দু'ভাগ ক'রে রাখ।

২৫৯১ টক্, টেঁসো, আঁটিসারা, শস্যশূন্য, আঁস্‌ভরা,
এই আম বিলাবার ধারা।

২৫৯২ টকের জ্বালায় দেশ ছাড়লাম, তেঁতুলতলায় বাস।

২৫৯৩ টস্ টস্ টস্[১], আমানি পাথর দুই[২], ভাত গণ্ডা দশ।

[১ অর্থাৎ, রসের আধিক্য, দরদ। পা—আমার বড় রস, স্বামীর বড় রস। ২ পা—আমানি পাথর পাথর]

২৫৯৪ টাক, প্রকৃতি, গোদ, মরণে হয় শোধ।

২৫৯৫ টাকাও দিলাম আশী, বিয়েও করলাম দাসী।

২৫৯৬ টাকা, টাকা, টাকা, গোপলা হল গোপাল জ্যেঠা, মঙ্গলা হল কাকা।

২৫৯৭ টাকা, তুমি যাও কোথা? পিরীত যথা।
আস্‌বে কবে? বিচ্ছেদ যবে॥

২৫৯৮ টাকা দিয়ে টাকা ফাঁদে, হাতী দিয়ে হাতী বাঁধে।

২৫৯৯ টাকায় টাকা আনে (বা, আসে)।

২৬০০ টাকা যার, মামলা তার।

২৬০১ টাকার নামে কাঠের পুতুলও হাঁ করে।

২৬০২ টাঙ্গন ঘোড়ার[১] বাচ্ছা।

[১ বলিষ্ঠ পাহাড়ী ঘোড়ার]

২৬০৩ টাট্‌কা কড়ির ঝাট্‌কা উত্তর।

২৬০৪ টাটের[১] নৈবিদ্যি, কাঠের চিঁড়ে,
পেট ভ'রে খা', আমার কিরে[১]।

[১ টাট=পূজার তাম্রপাত্রবিশেষ। ১ কিরা=শপথ]

২৬০৫ টান্ দড়ি খাড়া ছেঁড়ে।

২৬০৬ টান্ দিয়ে বাঁধলে টস্ ক'রে ছেঁড়ে।

২৬০৭ টান্‌বার যে সে না টান্‌লে[১], লাভ নেই কেবল কাঁদলে।

[১ পা—দেবার যে সে না দিলে]

২৬০৮ টিকে ধরাবার জামিন চাই।

২৬০৯ টিটির পাখী চায় গাঙ্ শুকাতে।

২৬১০ টিপ্‌টিপ্ জল পড়ে, পাথরের ক্ষয় করে।

২৬১১ টিপ্ বোঝে না, টাপ্ বোঝে না, সেই বা কেমন মেয়ে।
ধার বোঝে না, চর বোঝে না, সেই বা কেমন নেয়ে॥[১]

[১ নং ২৭৭৩]

২৬১২ টিপ্‌মারা[১] ব'সে খায়, বড়গলা দরবারে যায়।

[১ সেয়ানা]

২৬১৩ টুনী, কথা ক'স্‌নে, টুনী, কথা ক'স্‌নে।
বরযাত্রীর জুতো কুকুরে নে' যায়, টুনী কিসে কথা না কয়॥

২৬১৪ টেকো মাথায় ক্ষুর বুলান।

২৬১৫ টেক্কা দেওয়া।[১]

[১ তাস খেলা হইতে]

২৬১৬ টেনে বুন্‌তে[১] কুলায় না।

[১ পা—বাঁধতে]

২৬১৭ টেরা-চোখ[১], মাথায় টেরি, পিঠে কুঁজ, গলায় গড়গড়ি।
দু'চোখ ডাঁসা[২], এক চোখ কানা, বজ্জাতের এই নিশানা ॥

[১ পা—এক চোখ টেরা; চাউনিতে টেরা; চোখে টেরা, ইত্যাদি। ২ কটা বা হরিতাভ]

২৬১৮ ঠক্‌চাচার দরবার।

২৬১৯ ঠক্ বাছতে গাঁ উজোড়।

২৬২০ ঠন্ ঠন্ মদনগোপাল, মাগ ছেলে নেই পোড়া কপাল।

২৬২১ ঠাকুরও দোলে ওঠেন।

২৬২২ ঠাকুরকে দেখিয়ে কলা, নৈবিদ্যি নে' ছুটে পালা।

২৬২৩ ঠাকুরঘরে কে? আমি ত কলা খাইনি।

২৬২৪ ঠাকরুণের গর্ভ চমৎকার, বিইয়েছেন এক বাঁদর-অবতার।

২৬২৫ ঠাকরুণ গো ঠাকরুণ, তুমি কোট চাল্‌তা, আমি কুটি লাউ।
আর গতরখাকী[১] বউকে বল—ধান কুট্‌তে যাউ ॥

[১ পা—গতরকুড়ী]

২৬২৬ ঠাকুরে করলে হেলা, রাখালে মারে ঢেলা।

২৬২৭ ঠাকুরের চেয়ে ঠাকুরের[১] নাম বড়।

[১ পা—কুকুরের]

২৬২৮ ঠাট্‌ঠমকে বিকায় ঘোড়া।

২৬২৯ ঠাটের ঠাকুর, নটের গোঁসাই।

২৬৩০ ঠারে-ঠোরে উনিশ বিশ, দাদার কড়ি দিদিকে দিস্।

২৬৩১ ঠারে-ঠুরে বুঝতে নারে, বাঙ্গাল আর বল্‌ব কারে।
দু'চার লাথি পড়লে ঘাড়ে, তবে বাঙ্গাল বুঝতে পারে ॥

২৬৩২ ঠুঁটো জগন্নাথ।

২৬৩৩ ঠুঁটোর বাদর।

২৬৩৪ ঠেকবি যখন, শিখবি তখন।[1]

[১ পা—'ঠেকেছি যেথা, শিখেছি সেথা'।—নং ১৪২৬, ২৬৩৬, ৫৮১১-১২]

২৬৩৫ ঠেকারে-গেদারে[1]—ছুঁড়ী, পথ থাকতে কানা—বুড়ী।

[১ দেমাকে]

২৬৩৬ ঠেকে ঠ'কে হল যেই মূর্খের ভূত,
দেখে শুনে হল সেই পণ্ডিতের পুত।[1]

[১ নং ১৪২৬, ২৬৩৪, ৫৮১১-১২]

২৬৩৭ ঠেঁটা[1] লোকের মুখে আঁট, বাইরে থেকে কাটে গাঁট।

[১ শঠ]

২৬৩৮ ঠেঁটার[1] জন্যে ঝেঁটা।[1]

[১ বেহায়ার। পা—'ঠেঁটাকে ঝেঁটা ধরলেও মানে না']

২৬৩৯ ঠেলা দিয়ে গঙ্গায় ফেলা।

২৬৪০ ঠেলায় প'ড়ে ঢেলায় সেলাম।

২৬৪১ ঠেলার নাম বাবাজী।

২৬৪২ ঠোঁটকাটা কাক।

২৬৪৩ ঠোঁটের বলও বল, দাঁতের বলও বল।

২৬৪৪ ডাইনে আন্‌তে বাঁয়ে নেই (বা, বাঁয়ে কুলায় না)।

২৬৪৫ ডাইনে উঁচু, বাঁয়ে উঁচু[1], লাভ হয় কিছু কিছু।

[১ চক্ষুস্পন্দন]

২৬৪৬ ডাইনে ফণী, বামে শিয়ালী।
দহি লে দহি লে বলে গোয়ালী।
তবে জানিবে যাত্রা শুভালি॥[1]

[১ ডাকের বচন]

২৬৪৭ ডাকে পাখী, না ছাড়ে বাসা। উড়ে বসে খাবে হেম আশা।
উড়ে পাখী খায় না, তখনি কেন যায় না[১] ॥

[১ ঊষাকালে যাত্রার শুভ সময়। খনার বচন। দ্বিতীয় পংক্তির পর আও দুইটি পংক্তি দেখা যায়—'ফিরে যায় বাসে, না পায় দিশা। খনা ডেকে বলে সেই সে ঊষা'।]

২৬৪৮ ডান কান উভ[১] ক'রে ম'লে, কাশীতে স্বর্গ হয়।

[১ উঁচু.]

২৬৪৯ ডান হাতে গু খাওয়া।

২৬৫০ ডানাকাটা পরী।

২৬৫১ ডা'নের মাথায় সরষে ফোড়ন।

২৬৫২ ডা'নের মায়া বোঝা ভার।

২৬৫৩ ডা'নের হাতে পো সমর্পণ[১]।

[১ 'হল ডাইনের কোলে ছেলে সঁপা'—ঈশ্বর গুপ্ত]

২৬৫৪ ডালছাড়া বাঁদর।

২৬৫৫ ডালভাঙা ক্রোশ।

২৬৫৬ ডালের মধ্যে মশুরী, মানুষের মধ্যে শাশুড়ী।

২৬৫৭ ডিগরের মরণ ডালে খালে।[১]

[১ নং ২৬৬৭]

২৬৫৮ ডুবতে গিয়ে শেওলা ধরে।

২৬৫৯ ডুব দিয়ে খাই পানি, আল্লা জানে আর আমি জানি।

২৬৬০ ডুব দিয়ে জল খেলে গলায় বাধে।

২৬৬১ ডুব দিয়ে জল খেলে শিবের[১] বাপও টের পায় না।

[১ পা—একাদশীর]

২৬৬২ ডুব দিয়ে পানি খাই, সারাদিন রোজা থাই।

২৬৬৩ ডুবল না', ত ডুবিয়ে বা'।

২৬৬৪ ডুবেছি, না, ডুবতে আছি, তলিয়ে দেখি পাতাল কত দূর।

২৬৬৫ ডুমুরের ফুল, আর সাপের পা'।

২৬৬৬ ডুলি পার করবি ত ঘোড়া পার কর।

২৬৬৭ ডেকরার[১] মরণ গাছের আগায়।[২]

[১ পা—গোঁয়ারের ; ডানপিটের ; লাপডিঙের। ২ নং ২৬৫৭, ১৯১৩, ১০৭৭]

২৬৬৮ ডেকে বলে ভাড়ানী[১], ছেলের বিয়েতে চাই আড়ানী[২]।

[১ ধান-ভানানী ; 'hirling'—Morton। ২ চাঁদোয়া]

২৬৬৯ ডেকে শাল[১] নেওয়া।

[১ শাল=আঘাত, দুঃখ বা শূল। পা—ষাঁড়]

২৬৭০ ডোবা দেখলেই বেঙ্ লাফায়।

২৬৭১ ডোমের চুবড়ি ধুয়ে তোলা।

২৭৭২ ডোমের পণ্ডিত।

২৬৭৩ ডোলভরা আশা, কুলোভরা ছাই।

২৬৭৪ ডোলে গরু, শামুকে ধান।

২৬৭৫ ঢলা-ঢলা লাউয়ের পাতা, তোমার ভেয়ের গোণা-গাঁথা।

২৬৭৬ ঢাক ঢাক গুড় গুড়।

২৬৭৭ ঢাক ঢোল বেজে গেল, কুলোর ডুগডুগি।

২৬৭৮ ঢাক থুয়ে চণ্ডীপাঠ।

২৬৭৯ ঢাক বাজিয়ে ইঁদুর ধরা।

২৬৮০ ঢাক হারিয়ে মাদলে হাত।

২৬৮১ ঢাকীশুদ্ধ বিসর্জ্জন।

২৬৮২ ঢাকে ঢোলে বিয়ে, তার উলু দিতে মানা।

২৬৮৩ ঢাকের কড়িতে[১] মনসা বিকায়।

[১ পা—দায়ে]

২৬৮৪ ঢাকের পিঠে বাঁয়া[১]।

[১ আবশ্যক, কিন্তু বাজে না]

২৬৮৫ ঢাকের বাদ্যি থামলে মিষ্টি।

২৬৮৬ ঢাল না তলবার[১], নিধিরাম[২] সর্দ্দার।

[১ পা—ঢাল নেই, তরওয়াল নেই। ২ পা—আন্দিরাম। —নং ৩১১১, ৩১৬৭]

২৬৮৭ ঢালে খাঁড়ায় বেহাতী[১]।

[১ দু'হাত জোড়া, তাই অক্ষম।—নং ৭৬৭]

২৬৮৮ ঢিপেই[১] সুবুদ্ধি।

[১ ঢিপ=আছাড়]

২৬৮৯ ঢিবির মাকাল।[১]

[১ স্থূলতায় ঢিবি ও অন্তঃসারশূন্যতায় মাকাল]

২৬৯০ ঢিল দিয়ে ঢিল টেনে আনা।

২৬৯১ ঢিল দিয়ে ঢিল ভাঙা।

২৬৯২ ঢিলে বাঁধনের পরমায়ু বেশি।

২৬৯৩ ঢেউ দেখে নাও ডুবিও না।

২৬৯৪ ঢেউনাচানি।

২৬৯৫ ঢেঁকৃশেল[১] দিয়ে কটক যাওয়া।

[১ চলতি ভাষার 'ঢেশ্‌কেল' পাঠও প্রচলিত]

২৬৯৬ ঢেঁকৃশেলে না উঠতে পায়, হাবলে-হাবলে কুঁড়ো খায়।

২৬৯৭ ঢেঁকৃশেলে যদি মাণিক পাই, তবে কেন পর্ব্বতে যাই।

২৬৯৮ ঢেকার[১] আগে চলা।

[১ ধাক্কার]

২৬৯৯ ঢেঁকি-অবতার। ঢেঁকিরাম।

২৭০০ ঢেঁকি আড় কাটে, আপনার ক্ষয় করে।

২৭০১ ঢেঁকি কেন গাঁ বেড়াক্ না, গড়ে পড়লেই হল।

২৭০২ ঢেঁকিতে বারা[১], পুকুরে পানি,
জামাইয়ের বেটার ভাত-ছোঁয়ানি[২]।

[১ চাল কোটা। ২ পৌত্রের অন্নপ্রাশন]

২৭০৩ ঢেঁকিবাহন দেবতা।[১]

[১ নারদ মুনি, কোন্দলের দেবতা]

২৭০৪ ঢেঁকি ভ'জে স্বর্গে যাওয়া।

২৭০৫ ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে[১]।

[১ পা—বারা বাঁধে]

২৭০৬ ঢেঁকির কোলে মরাই।

২৭০৭ ঢেঁকির আঁকশলী[১]।

[১ অঙ্কশলা, যার সাহায্যে ঢেঁকি ওঠাপড়া সহজ হয়]

২৭০৮ ঢেঁকির কচ্‌কচি আর ঢাকের বাদ্যি, থামলেই ভাল।

২৭০৯ ঢেঁকির নয় ছয়, কুলোর উনিশের বন্ধ।

২৭১০ ঢেড়ো শাক সিজাব কত, হাবা ভাতারকে বোঝাব কত।

২৭১১ ঢের[১] দেখেছি চুরি করতে, এমন দেখিনি ধুকড়ি[২] পরতে[৩]।

[১ পা—অনেক; বিস্তর। ২ ছেঁড়া কাঁথা। অথবা, দড়, মজবুত। ৩ পা—বোঁচকা ভরতে]

২৭১২ ঢোঁড়া হলেই জাঁক যায়।

২৭১৩ ঢোলসমুদ্র।[১]

[১ কেদার রায়ের দীঘি, এপারে ঢোল বাজালে ওপারে শোনা যায় না]

২৭১৪ ঢোলের পাছে কাঁসী।

২৭১৫ ঢোলের বাড়ি কাপড় দিয়ে ঢাকা।

২৭১৬ তথৈব চ।

২৭১৭ তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে।

২৭১৮ তপ্ত অম্ল[১], ঠাণ্ডা দুধ, যে খায় সে অদ্ভুত[২]।

[১ পা—গরম অম্বল। ২ পা—নির্ব্বোধ]

২৭১৯ তপ্ত খাওয়ায়, রক্ত হাগায়।

২৭২০ তপ্ত জলে ঘর পোড়ে না।

২৭২১ তপ্ত ভাতে ঘি ঢালা।

২৭২২ তপ্ত ভাতে নুন জোটে না, পান্তা ভাতে ঘি।[১]

[১ নং ১৩২৭, ৩৪০৯, ৩৬৬৬, ৪১৬৫]

২৭২৩ তবু ত ধেনু বলিনি।

২৭২৪ তরকারিতে দেয় না নুন, বাড়ী কোথা, না, আমারুণ।

২৭২৫ তর্পণেই গঙ্গা শুকোয়, জলসত্র দিতে বসেছে।

২৭২৬ তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্।

২৭২৭ তাড়াতে পারে না গায়ের মাছি, ভুঁই করে গিয়ে রাখালগাছি।

২৭২৮ তাত সয়, তবু বাত সয় না।

২৭২৯ তাতা[১], তিতা, চুকা, ঝাল, এই চার পুরুষের কাল।

[১ অতিরিক্ত তপ্ত]

২৭৩০ তাঁতীকুলও গেল, বৈষ্ণবকুলও গেল।

২৭৩১ তাঁতিনীর চাঁওড়[১] নেই, বঁঠেনীর[২] চাঁওড়।

[১ চাড়, গরজ? ২ প্রাঃ বঁটে বা বঁঠে=নৌকা চালাইবার কাঠের দণ্ড?]

২৭৩২ তাঁতী রাগে কাপড় ছেঁড়ে, আপন ক্ষতি আপনি করে।[১]

[১ নং ২৪০৩]

২৭৩৩ তালকানা।

২৭৩৪ তালগাছে বাবুইয়ের বাসা, নেড়া মাগীর দেখ্[১] তামাসা।

[১ পা—ভাতার মারি দেখ্]

২৭৩৫ তালগাছের আড়াই হাত।[১]

[১ অর্থাৎ, তালগাছকে এক হাত প্রমাণ করিয়া মাপা]

২৭৩৬ তাল ঘস্‌লে গন্ধের ঘটা[১], লেবু ঘস্‌লে[২] হয় তিতা।

[১ পা—গন্ধ মিঠা। ২ পা—কচলালে]

২৭৩৭ তাল, তেঁতুল, কুল, তিনে বাস্তু নির্ম্মূল।

২৬৩৮ তাল, তেঁতুল, দই, বৈদ্য বলে ওষুধ কই।

২৭৩৯ তাল, তেঁতুল, মাদার, তিনে দেখায় আঁধার[১]।

[১ ভিটা অন্ধকার হয়]

২৭৪০ তালপাতার ছায়া।

২৭৪১ তালপাতার সেপাই।

২৭৪২ তালপ্রমাণ বাড়ে দুখ, তিলপ্রমাণ কমে।

২৮৪৩ তাল বাড়ে ঝোপে, খেজুর বাড়ে কোপে।

২৭৪৪ তাস, তামাক, পাশা, এ তিন কর্ম্মনাশা।

২৭৪৫ তাসে নাশ, পাশায় পাশ।

২৭৪৬ তিতা খেলে মিঠার লাগ পায়।

২৭৪৭ তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকা।[১]

[১ নং ১৮১৫]

২৭৪৮ তিন কাল গেছে, তবুও ত বুদ্ধি আছে।

২৭৪৯ তিন কুলে কেউ না থাকা।

২৭৫০ তিন ছয় নয় করা।

২৭৫১ তিন ঠাঁই গু আহাম্মকের লাগে,
পায়ের গু হাতে, হাতের গু নাকে।

২৭৫২ তিন দিনের[১] যোগী, তার পা' পর্য্যন্ত[২] জটা।

[১ পা—কালকের। ২ পা—তার মাথায় লম্বা, বা, গেঁড়ে]

২৭৫৩ তিন নাড়ায়[১] সুপারি সোনা, তিন নাড়ায় নারকল টেনা[২]।
তিন নাড়ায় শ্রীফল বেল, তিন নাড়ায় গেরস্থ গেল॥

[১ স্থানান্তরিত হইলে। ২ ছিন্ন, নষ্ট]

২৭৫৪ তিন বামুন, এক শূদ্দুর, কোথা যাও নির্ব্বংশের পুত্তুর।[১]

[১ যাত্রা নিষেধ]

২৭৫৫ তিন মঙ্গলে বৃহস্পতি।

২৭৫৬ তিন মাইয়া যেখানে, কাজীর দরবার সেখানে।

২৭৫৭ তিন মাথা যার[১], বুদ্ধি ল'বে তার।

[১ বৃদ্ধ ব্যক্তি, দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা রাখিয়া বসিবার দরুন যাহাকে তিনমাথা দেখায়]

২৭৫৮ তিন শত্রু দিতে নেই।

২৭৫৯ তিন সুবুদ্ধির কথা, জলে আগুন লাগলে মাছ থাকে কোথা।

২৭৬০ তিনি আছেন রাজপথে, দুব্বো ঘাসের কোঁৎকা হাতে।

২৭৬১ তিনের তের নাই।

২৭৬২ তিলক কাটলেই বোষ্টম হয় না।

২৭৬৩ তিলকাঞ্চনে[১] বাবু।

[১ তিল ও কাঞ্চন দিয়া সামান্যভাবে শ্রাদ্ধ করা]

২৭৬৪ তিলকাঞ্চনে দানসাগরের[১] কিল।

[১ ঘটা করিয়া ষোড়শোপচারে শ্রাদ্ধ]

২৭৬৫ তিল কুড়িয়ে তাল।[১]

[১ পা—'তিল পড়লে তাল পড়ে']

২৭৬৬ তিলকে তাল করা।[১]

[১ নং ৬২৯৯]

২৭৬৭ তীরে এসেও হাল ছেড় না।

২৭৬৮ তীর্থের কাক। তীর্থের পাণ্ডা।

২৭৬৯ তুই খল্‌সে, মুই খল্‌সে, একই বিলের মাছ।
তোর মরণে মরব আমি, আমার কোমর ধ'রে নাচ ॥

২৭৭০ তুই দিলে মুই দিই।

২৭৭১ তুফান না থাক্‌লে সকলেই দাঁড়ী।

২৭৭২ তুফানে ছেড় না হাল, নৌকা হবে বান্‌চাল।

২৭৭৩ তুফানে প'ড়ে বলে—পীর বদর বদর[১]।

[১ জলপথের বিপদনিবারক পীরের নাম। নং ৪২৯২ দ্রষ্টব্য]

২৭৭৪ তুফানে যে হাল ধরে না[১], সেই বা কেমন নেয়ে।
কথা পড়লে বুঝতে নারে, সেই বা কেমন মেয়ে ॥[২]

[১ পা—হাল নেই, কাছি নেই ; বিনি তুফানে না' ডোবায়।
২ নং ২৬১১]

২৭৭৫ তুবড়িতে আগুন দেওয়া।

২৭৭৬ 'তু' বল্‌লে ছুটে আসে, গুমর করেন ঘরে ব'সে।

২৭৭৭ তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে।
তুমি ফের ডালে-ডালে, আমি ফিরি পাতে ॥[১]

[১ এই ছড়াটি বিবিধ রূপে পাওয়া যায়, যথা—
'তুমি যাও ডালে-ডালে, আমি যাই পাতায়।
তোমার চাতুরী বোঝা যায় কিনা যায় ॥'
'দেখিয়া তোমার দুঃখ বুক মোর ফাটে।
তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে ॥'
'ললনা, তোমার কাছে ছলনা কি খাটে।
তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে ॥'
অথবা, কেবল—'তুমি ফের ডালে-ডালে, আমি ফিরি পাতায় পাতায়।']

২৭৭৮ তুমি খাচ্ছ, আমার জুড়িয়ে যাচ্ছে।

২৭৭৯ তুমি ঠাকুর হাবলা, ফুল খাও থাবলা-থাবলা।

২৭৮০ তুমি ত কোন্ ছার, উচিত কথা কইতে আমি ডর রাখি কার।

২৭৮১ তুমি যদি হরি পতিতপাবন, তবে কেন আমার দশা এমন।

২৭৮২ তুমি যাও বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে।

২৭৮৩ তুমি যেমন রসিক নাগর, আমি তেমনি রসের সাগর।

২৭৮৪ তুমি রাধা, আমি শ্যাম, এই কাঁধে বাড়ি বলরাম।[১]

[হুতোম প্যাঁচার নক্সায় বারোয়ারী পূজা নিবন্ধে গুরুপ্রসাদীর বিবরণ দ্রষ্টব্য]

২৭৮৫ তুর্কিনাচন[১] নাচান।

[১ তাতারদিগের ঘুরপাক দিয়া উদ্দাম নৃত্য]

২৭৮৬ তুলসীগাছে কুকুর মুতে, তবু পূজা হয় জগতে।

২৭৮৭ তুলসীবনের বাঘ।

২৭৮৮ তুলার ওচা বাঁশ-মাকাটে, গাঁয়ের ওচা দু'নটুঘটে।

২৭৮৯ তুলো দিয়ে সইয়ে মই দিয়ে উলান।

২৭৯০ তুলো যেমন শুনতে নরম, বুনতে তেমন নয়।

২৭৯১ তুষ ছাড়া তণ্ডুল নাই।

২৭৯২ তুষে পাড়[১] দেওয়া।

[১ ঢেঁকির পাড় বা পাতন]

২৬৯৩ তুষের আগুন ধিকিধিকি চলে, খড়ের আগুন দাউ-দাউ জ্বলে।

২৭৯৪ তৃণবন্নন্যতে জগৎ।[১]

[১ সং—অধনেন ধনং প্রাপ্য তৃণবন্মন্যতে জগৎ]

২৭৯৫ তেজীয়ান্ তু ন দোষায়[১]।

[১ 'তেজীয়ান্ পুরুষে পরশে না'ক দোষ'—রামেশ্বরের শিবায়ন]

২৭৯৬ তেড়ে কেকলাস[১] ঘাড়ে চাপান।

[১ একপ্রকার বহুরূপী গিরগিটি (সং কৃকলাস), পার্শ্বচ্যাপটা ও লিকলিকে]

২৭৯৭ তেতালায় ওপর ব'সে এক ছটাক্ খিচুড়ি রাঁধা।

২৮৯৮ তেঁতুলতলা দিয়ে গেলে, দুধ কি ব'সে যায় গলে।

২৭৯৯ তেঁতুলে বাগদী যেন ফিরিঙ্গীর ঝাঁক।
বাঁচি না'ক দেখে আর তোদের ফতো জাঁক॥

২৮০০ তেমুণ্ডের[১] কথা শুন্‌বে, প্রতিগ্রাসে মুড়ো খাবে।
ঘরেতে বসাবে হাট, তবে পাবে রাজ্যপাট॥

[১ বৃদ্ধের। নং ২৭৫৭ দ্রষ্টব্য]

২৮০১ তেলও[১] পুড়বে না, রাধাও নাচবে না।

[১ পা—নয়, ছয়, পাঁচ বা সাত মন তেলও]

২৮০২ তেল, তামাক, তপন, তুলা, তপ্ত ভাতে ঘি।
পাছুড়ি[১], খিচুড়ি, আর শ্বাশুড়ীর ঝী॥[২]

[১ উত্তরীয় বস্ত্র। ২ হেমন্তকালে উপাদেয়।
সং—তাম্বূলং তপনং তৈলং তুলা তন্বী তনূনপাৎ।
হেমন্তে যে ন সেবন্তে তে নরা বিধিবঞ্চিতাঃ॥]

২৮০৩ তেল, তামাক, ময়দা, যত ঠাস ফয়দা।

২৮০৪ তেল থাক্, থাল পেলেই বাঁচি।

২৮০৫ তেল থাকতে রুক্ষ গা', খরসান খাবি ত সামন্তভূম যা'।

২৮০৬ তেল দাও, সিঁদূর দাও, ভবী ভোলবার নয়।

২৮০৭ তেল না দিয়ে মচমচে ভাজা।

২৮০৮ তেল বাড়লেই কাজ হাসিল।

২৮০৯ তেল, নুন, লক্‌ড়ি।

২৮১০ তেল মাখবে আবা-থাবা, চিৎ হয়ে শোবে, বাবা।
থাল দেখে পাড়বে পাত, তবে খাবে কাল-দমনের ভাত॥

২৮১১ তেলাপোকা আবার পাখী[১], ভেরণ্ডা আবার গাছ।

[১ নং ৪৮১]

২৮১২ তেলা মাথায় ঢাল তেল, রুক্ষ মাথায় ভাঙ বেল।[১]

[১ নং ৫৬১৪]

২৮১৩ তেলী, মরে বেলাবেলি।

২৮১৪ তেলে জলে চলে না।[১]

[১ নং ২৪৬৯]

২৮১৫ তেলে তামাকে পিত্তনাশ, যদি হয় তা' বারমাস।
যদি হয় পরের ঘরে, সন্থ পিত্ত বিনাশ করে॥

২৮১৬ তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠা।

২৮১৭ তেলের ভাঁড়ে তেল নেইক, পলায় মারে ঘা।
এতদ্দেশের বউকাঁটকী ছিদাম তেলির মা॥

২৮১৮ তে হি নো দিবসা গতাঃ।[১]

[১ ভবভূতি]

২৮১৯ তোতলা পুরুত, কালা যজমান।[১]

[১ নং ১২৬০]

২৮২০ তোতার চোখ, বাঁদরের মুখ।

২৮২১ তোদের বাড়ীতে শুনি কিসের খস্‌খসি।
এক পলা তেল দিয়ে আশী জনে ঘসি॥

২৮২২ তোদের হলুদমাখা গা', তোরা রথ দেখতে যা'।
আমরা হলুদ কোথা পাব, আমরা উল্‌টারথে যাব॥

২৮২৩ তোমার আটচালায় আমার বাস নয়।

২৮২৪ তোমার একদিন, কি আমার একদিন।

২৮২৫ তোমার এ কি বিবেচনা, চিন্‌লে না'ক রাঙ কি সোনা।

২৮২৬ তোমার কপাল, আর আমার হাত যশ।

২৮২৭ তোমার নাম রামদাস, আমার নাম পাঁচু।
কিনতে দিলাম গোঁসাইয়ের কলা, কিনে এনেছ চুক॥

২৮২৮ তোমার পীর সিন্নি খেয়েছে, বা, তোমার ঠাকুর কলা খেয়েছে।

২৮২৯ তোমার বাতায়[1] আমার ঘর না, তোমার কথায় আমার ডর না।

[১ ঘরের চালের প্রান্তভাগে]

২৮৩০ তোমার ভাতার সওদাগর, তুমি কেন ধন-কাতর।

২৮৩১ তোমারে মারিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।

২৮৩২ তোর ঢেকে রাখ্[1], মোর বিকিয়ে যাক্।

[১ পা—ঢাকা থাক্।—নং ৩৭৩]

২৮৩৩ তোর তেল আঁচলে ধর, আমার তেল ভাঁড়ে ভর।

২৮৩৪ তোর পায়ে গড়, না, তোর কাজের পায়ে গড়।

২৮৩৫ তোর লেগে মরি, না, তোর গুণের লেগে মরি।

২৮৩৬ তোরে, না, মোরে, প্রতি ঘরে ঘরে।

২৮৩৭ তোরে মেনে থাক কুমীরে, আমায় শালুক তুলে দে'রে।

২৮৩৮ ত্বরিত পাকে, ত্বরিত পচে।

২৮৩৯ ত্রিপণ্ড।[1]

[১ দুরাচার, যে তিন কুল বা ত্রিবর্গ পণ্ড করে]

২৮৪০ ত্রিভঙ্গ মুরারি।

২৮৪১ ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ।

২৮৪২ থলির মধ্যে হাতী পোরা।

২৮৪৩ থাকৃত পান দিতাম হাতে, গুয়া খয়ের দিতাম সাথে।
একলা, পোড়া চুণের দায়, ভরম সরম সকল যায়॥

২৮৪৪ থাকতে দিল না চুট্‌কি পুটী[1], মরলে দেবে শ্রী-অঙ্গুরী।

[১ কৌপীন]

২৮৪৫ থাক্ মান, যাক্ প্রাণ।[১]

[অথবা, 'যাক্ প্রাণ, থাক্ মান'।—নং ৩৮৮০]

২৮৪৬ থাক্‌রে কুকুর আমার পাশে[১], ভাত দেব তোরে পোষ মাসে।

[১ পা—মাড়ের আশে, বা, মনের আশে]

২৮৪৭ থাক[১] লক্ষ্মী, যাও[২] বালাই।

[১ পা—আসেন। ২ পা—যাক্]

২৮৪৮ থাকলে জ্ঞাতি ভাতে খায়, মরলে জ্ঞাতি কাঁধে যায়।

২৮৪৯ থাকলে, তালুইয়ের বাপের শ্রাদ্ধ হয়,
না থাক্‌লে নিজেরও বাপের শ্রাদ্ধ নয়।

২৮৫০ থাকে যদি[১] চূড়ো বাঁশী, মিল্‌বে রাধা হেন দাসী[২]।

[১ পা—বেঁচে থাক্ মোর। ২ পা—মিল্‌বে রাধা হেন কত দাসী; মিল্‌বে কত রাজরাণী দাসী]

২৮৫১ থানার কাছ দিয়ে কানাও যায় না।

২৮৫২ থানের[১] ঘোড়া ঘাস পায় না, দলচরীকে দানা।

[১ থান=স্থান, উৎপত্তি, জাত, বংশ ; pedigree বা breed]

২৮৫৩ থাল ভেঙে থুল, থুল ভেঙে থাল।

২৮৫৪ থালা কাঁসী থাক্‌তে শান্‌কিতে বজ্রাঘাত।[১]

[১ নং ৫৭৯৪]

২৮৫৫ থালা হারিয়ে কলসী হাতড়ান।

২৮৫৬ থিয়ে কাঠি পর্ব্বত।

২৮৫৭ থিয়ে তল যাবে, তবু নুয়ে ডুব দেবে না।

২৮৫৮ থুতু গিল্‌লে কি তেষ্টা মেটে।

২৮৫৯ থুতু ছাড়লে গায়ে পড়ে[১], কুড়ুল মারলে পায়ে পড়ে।

[১ নং ১৮০]

২৮৬০ থুতু[১] দিয়ে ছাতু গোলা।

[১ পা—থুতকুড়ি]

২৮৬১ থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়।

২৮৬২ থোঁতা মুখ ভোঁতা।

২৮৬৩ দই খাবে মেধো, কড়ি দেবে সেধো।

২৮৬৪ দইয়ের আগে মণ্ডা ভাঙে।

২৮৬৫ দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার।

২৮৬৬ দক্ষিণদ্বারী ঘরের রাজা, পূর্ব্বদ্বারী তার প্রজা।
পশ্চিমদ্বারীর মুখে ছাই, উত্তরদ্বারীর খাজনা নাই[১]॥

[১ নিকৃষ্টতার জন্য।—গৃহনির্ম্মাণ পদ্ধতি]

২৮৬৭ দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার।[১]

[১ কেবল দক্ষিণ হস্ত দিয়া ভোজন নাকি বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য]

২৮৬৮ দক্ষিণে ঢেঁকি, উত্তরে বেল, লক্ষ্মী বলে এই বাড়ী গেল।

২৮৬৯ দড়রে[১] গ্রহও ডরায়।

[১ 'দুষ্ট' অর্থে]

২৮৭০ দড়ি আগে ছেঁড়ে, না, কড়ি আগে পড়ে।

২৮৭১ দড়ি আর কলসী কড়ি দিয়ে কেনা।[১]

[১ 'না মিলিল দড়ি, না মিলিল কড়ি কলসী কিনিতে তোর' —ভারতচন্দ্র]

২৮৭২ দড়িছেঁড়া গরু।

২৮৭৩ দণ্ড দু'চার কান্নাকাটী, শেষে গোবর ছড়া।

২৮৭৪ দণ্ডেন গোগর্দ্দভৌ।

২৮৭৫ দধি দুগ্ধ করিয়া ভোগ, ঔষধ দিয়া খণ্ডাব রোগ।
বলে ডাক এই সংসার, আপনে মইলে কিসের আর॥[১]

[১ ডাকের বচন]

২৮৭৬ দফরা গাজির কুড়ুল, নড়ে চড়ে খসে না।

২৮৭৭ দফা একেবারে রফা।

২৮৭৮ দমঘোষের বেটা শিশুপাল।

২৮৭৯ দয়া আছে, মায়া আছে, গলা ধ'রে কাঁদি।
আধপয়সার আটটি কলা পরাণ গেলে না দি' ॥

২৮৮০ দয়া ক'রে দেয় নুন, ভাত মারে তিনগুণ।

২৮৮১ দয়ার পর ধর্ম্ম নাই, হিংসার পর পাপ নাই।

২৮৮২ দ'য়ে[১] মজান।

[১ দহ—গর্ত্ত, দঁক]

২৮৮৩ দরকার পড়লে খোঁড়াও লাফায়।

২৮৮৪ দর্পণে মুখদেখা।

২৮৮৫ দর্পহারী মধুসূদন।

২৮৮৬ দরবারে না মুখ পায়[১], ঘরে এসে মাগ ঠেঙায়।[২]

[১ পা—সভায় না ঠাঁই পায়। ২ পা—'দরবারে জামাই হারে, ঘরে এসে বউকে মারে']

২৮৮৭ দল[১] ভাঙলে যে, কই খাবে সে।[১]

[১ এক প্রকার জলজ তৃণ। অথবা, (শ্লেষে) গোষ্ঠী বা সমূহ। —নং ৫৩৯৬]

২৮৮৮ দশকর্ম্মার[১] ভাত নেই।

[১ পা—আট্‌কামুয়ার]

২৮৮৯ দশচক্রে ভগবান্ ভূত।[১]

[১ সং—চক্রং সেব্যং নৃপঃ সেব্যো ন সেব্যঃ কেবলং নৃপঃ ।
অহো চক্রস্ত মাহাত্ম্যাদ্ ভগবান্ ভূততাং গতঃ ॥

২৮৯০ দশ জন মিললে এক জন পাগল।

২৮৯১ দশ জন রাজি যেখানে, খোদা রাজি সেখানে।[১]

[১ নং ৩৬১৩]

২৮৯২ দশদিনকার পচা খায়, শাল[1] দেখলে নেকায় পায়।

[১ শোলজাতীয় বৃহৎ মৎস্ত]

২৮৯৩ দশ পুত্র সম কন্যা যদি পাত্রে পড়ে।[1]

[১ 'দশ-বাপী-সমা কন্তা যদি পাত্রে দেই'—রামেশ্বরের শিবায়ন]

২৮৯৪ দশবাইচণ্ডী।[1]

[১ দশবাহু চণ্ডী ; কোপনা রণচণ্ডী নারী]

২৮৯৫ দশ বৈদ্য সম অগ্নি।

২৮৯৬ দশ মাসের ভরসা, বাতকর্ম্মেই ফরসা।[1]

[১ মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবোধচন্দ্রিকা।—নং ২৩০৪]

২৮৯৭ দশ মুখে যশ[1], বা, দশ যেখানে যশ[1] সেখানে।

[১ পা—ধর্ম্ম]

২৮৯৮ দশে পাঁচে খাই, দিনে তিন নাই।

২৮৯৯ দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।

২৯০০ দশে যারে বলে ছি, তার প্রাণে কাজ কি।[1]

[১ পা—'যারে দশে বলে ছি, তার বাঁচায় ফল কি'—নং ৫৩২৩]

২৯০১ দশের নড়ি, একের বোঝা।

২৯০২ দশের না' পাহাড়ের ওপর দিয়েও চলে।

২৯০৩ দশের মুখে[1] জয়, দশের মুখে[1] ক্ষয়।

[১ পা—লোকমুখে]

২৯০৪ দশে লাগে, ভূত ভাগে।

২৯০৫ দাইয়ের[1] কাছে কোঁক ছাপান।

[১ পা—ধাইয়ের]

২৯০৬ দাওয়া মাড়া যত দিন, বাপ খুড়া ততদিন।[1]

[১ নং ৪১৩৭]

২৯০৭ দাওয়ের চেয়ে ডাঁট দীঘল।

২৯০৮ দা' কুমড়া সম্বন্ধ।

২৯০৯ দাগা ষাঁড়।

২৯১০ দাঁড়কাকের ময়ূরপুচ্ছ।[১]

[১ প্রসিদ্ধ কাহিনী হইতে]

২৯১১ দাঁড়া গো'পান দিয়ে বরণ করা।[১]

[১ দণ্ডায়মান বধূর হস্তে গুয়া (গুপারী) ও পান দিয়া মঙ্গলাচরণ]

২৯১২ দাঁড়া গোপাল করা।[১]

[১ পাঠশালার দণ্ডবিশেষ]

২৯১৩ দাঁড়ালে দণ্ড বস্‌লে পর, পথ বাড়ে, দূর যায় ঘর।

২৯১৪ দাঁড়ালে পোয়া[১], বস্‌লে ক্রোশ, পথ বলে—মোর কিসের দোষ।

[১ পা—ডাক্‌লে ডাক্]

২৯১৫ দাঁড়িকে মাঝি করা, মাঝ গাঙে ডুবে মরা।

২৯১৬ দাড়িতে লজ্জা নেই।[১]

[১ অর্থাৎ দাড়ির মাহাত্ম্যে বা বয়সে লজ্জাসরমের বালাই থাকে না]

২৯১৭ দাড়ি না গজাতেই কাজী।

২৯১৮ দাঁড়ে ব'সে ছোলা খায়, রাধাকৃষ্ণ বলে, আবার শেকলও কাটে।

২৯১৯ দাঁত আর ভাই, বিকল হলেই জ্বালা।

২৯২০ দাঁত-কড়মড়ি সার।

২৯২১ দাঁত গেল ত আঁত গেল।

২৯২২ দাঁত থাকতে খাওন ভাল, দাঁত পড়লে মরণ ভাল।

২৯২৩ দাঁত থাকতে দাঁতের মর্য্যাদা নেই[১]।

[১ পা—না জানা]

২৯২৪ দাঁত থাকে না ব'লে কায়েত মায়ের পেটের মাংস খায় না।

২৯২৫ দাঁত দেখি তোর বয়স কত।[১]

[১ দাঁত দেখিয়া পশ্বাদির বয়স নির্ণয় হইতে]

২৯২৬ দাতা কর্ণ।

২৯২৭ দাতার আগ, বখিলের[১] শেষ।

[১ পা—কৃপণের]

২৯২৮ দাতার দেখে দান, বখিলের[১] ফাটে প্রাণ।[২]

[১ পা—কৃপণের। ২ পা—দাতা দান করে, বখিলের (বা, ভাঁড়ারীর) বুক ফাটে]

২৯২৯ দাতা নষ্ট দানে, হিংসুক নষ্ট কানে।

২৯৩০ দাতার চেয়ে বখিল ভাল, তুরুক জবাব দেয়।

২৯৩১ দাতার নারিকেল, বখিলের বাঁশ,
কাট, না কাট, বাড়ে বার মাস।[১]

[১ খনার বচন। নারিকেল যত পাড়া যায় তত ফল হয়, কিন্তু বাঁশ কাটিলে ঝাড় বাড়ে না]

২৯৩২ দাঁতে কুটো করা বা কুটো কাটা।[১]

[১ ঘাট মানা, অতি বিনয়]

২৯৩৩ দাঁতে দড়ি দিয়ে পড়ে থাকা।[১]

[১ পানাহার ত্যাগ করা]

২৯৩৪ দাঁতের বিষ।

২৯৩৫ দাঁতে মিশি, কাপড় বাসি, বাড়ী কোথা, না, কুড়মন পলাশী।

২৯৩৬ দাদ তোলা।[১]

[১ পুরাতন শত্রুতার প্রতিশোধ লওয়া]

২৯৩৭ দাদ ভাল করতে কুঠ হল।

২৯৩৮ দাদা কানা, আমি চোখে দেখি না।

২৯৩৯ দাদা থাকলে রাজবাড়ী, দাদা না থাকলে শুধু বাড়ী।

২৯৪০ দাদা বই আর পাইক নেই।

২৯৪১ দাদা বলেছে চষ্‌তে, তাই চষ্‌তেই আছি।

২৯৪২ দাদা বলেছে বারা[১] ভান্‌, ভান্‌ছি তাই ওদা[২] ধান।

[১ ঢেঁকিতে ধান কোটা। ২ আর্দ্র]

২৯৪৩ দাদারও চিঁড়ে ফলার।[১]

[১ জোয়ারের জলে স্ফীতোদর মৃতদেহ লক্ষ্য করিয়া ক্ষুধার্ত স্ফীতোদর মাতালের উক্তি]

২৯৪৪ দাদা যে মরল, তা'ত ভাবি না, যমে যে বাড়ী চিনল।

২৯৪৫ দাদার ভরসায় বাঁয়ে ছুরি।

২৯৪৬ দাদার নামে গাধা, বাপের নামে আধা, নিজের নামে শাহজাদা[১]।

[১ পা—হারামজাদা]

২৯৪৭ দাদার যত মুরদ, তা' বড় বউকে ছাপা নেই।

২৯৪৮ দাদা হয়েছে দারোগা, ফৌজদারি ত ঘরেই।

২৯৪৯ দান যেমন, দক্ষিণা তেমন।

২৯৫০ দানসামগ্রী বুড়ার বিয়ে, আম কাঠ আর ঝাঁটা দিয়ে।

২৯৫১ দানা দুশমন, নাদান দোস্ত, তাজা মছলি, গান্ধা গোশ্‌ত।

২৯৫২ দানী ভাঁড়ানো যায়, সঙ্গী ভাঁড়ানো যায় না।

২৯৫৩ দানেতে দুর্গতি খণ্ডে, কালে খণ্ডে অপমান।
নিষ্ফলা হইলে বৃক্ষ খণ্ডে তার প্রাণ॥

২৯৫৪ দামাল, সদাই সামাল।

২৯৫৫ দায়ে ঠেকলে শালগ্রামের পৈতা বেচেও খায়।

২৯৫৬ দায় মোদ্দায় রাজি, কি করবেন কাজী।

২৯৫৭ দা'য়ে কাটা কুমড়া।

২৯৫৮ দায়ে পড়লে বাবা বলে।

২৯৫৯ দায়ে প'ড়ে দা'ঠাকুর।

২৯৬০ দায়ে প'ড়ে দাইকেই ডাকা।

২৯৬১ দা'য়ে বালি, কুড়ুলে শিল[১], ভালমানুষকে ভাল কথা, বজ্জাতকে কিল[২]।

[১ পা—দায়ে হাতল, কুড়ুলে খিল। ২ পা—বউকে কিল। দ্বিতীয় পংক্তি এইরূপও পাওয়া যায়—বাঁদীরে লাথি, গোলামরে কিল]

২৯৬২ দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী।

২৯৬৩ দাসখত লিখে দিয়ে পড়ে যদি পায়।
তবুও নারীর মন পুরুষে কি পায়॥

২৯৬৪ দাসীর কথা বাসি হলে লাগে বড় ভাল।[১]

[১ নং ১১০২]

২৯৬৫ দাসীর পা' ধোয়াই, তবু কলসীর পোঁদ ধোয়াই না।

২৯৬৬ দিও কিঞ্চিৎ, না ক'রো বঞ্চিত।

২৯৬৭ দিও না আর ননদ-নাড়া, এর পরে শুন্‌বে বাড়া।

২৯৬৮ দিন কাটে ত রাত কাটে না।

২৯৬৯ দিনগত পাপক্ষয়।

২৯৭০ দিন গেল আলে-ডালে, রাত হল চেরাগ জ্বালে।

২৯৭১ দিন গেল আলে-ঝালে, জোনাকির পোঁদে আলো জ্বালে।

২৯৭২ দিন গেল বউয়ের হেসে খেলে[১], রাত হলে[২] বউ কাপাস ডলে।

[১ পা—সকল দিন যায় হেলে ফেলে। ২ পা—সন্ধ্যা বেলা]

২৯৭৩ দিন গেল হেলায় ফেলায়, রাত হল সতীনের জ্বালায়।

২৯৭৪ দিন থাকতে বাঁধে আল, তবে খায় তিন শাল।

২৯৭৫ দিন থাকতে হাঁট, জ্ঞান থাকতে বাঁট[১]।
সম্বল থাকতে পুঁজিপাটা, নইলে শেষে কপালে[২] ঝাঁটা

[১ পা—বয়স থাকতে খাট। ২ পা—পড়বে]

২৯৭৬ দিন যাবে রবে না।

২৯৭৭ দিন যায়, কথা থাকে।

২৯৭৮ দিন যায় ত ক্ষণ যায় না।

২৯৭৯ দিনে কেন সিঁধ, না, গরজ বড় বালাই।[১]

[১ নং ১৬৯২]

২৯৮০ দিনে ডাকাতি।

২৯৮১ দিনে তারা দেখা।[১]

[১ নং ৩৪০১]

২৯৮২ দিনে থাকে রাঢ়ে বঙ্গে, রাতে আসে কিবা রঙ্গে।

২৯৮৩ দিনে বাতি যার ঘরে, তার ভিটায় ঘুঘু চরে।

২৯৮৪ দিনে বালিশ, রাতে চালিস্।[১]

[১ আহারের পর দিনে বিশ্রাম, রাত্রে হাঁটা উপকারী]

২৯৮৫ দিনে ভাগা, রেতে ঠিকা।

২৯৮৬ দিব্যি পরের পান্তা ভাত।

২৯৮৭ দিয়ে নিলে কালীঘাটের কুকুর হয়।

২৯৮৮ দিলি[১] ত ব'য়ে দে'।

[১ পা—ধন দিলি]

২৯৮৯ দিল্লীর ওপার, ত নেই বেগার।

২৯৯০ দিল্লীকা লাড্ডু, যো খায়া সো পস্তায়া, যো ন খায়া সো বি পস্তায়া।

২৯৯১ দীনের দিন যায় না (বা, এমনি যায়)।

২৯৯২ দীয়তাং ভুজ্যতাম্।

২৯৯৩ দু'এর বার।

২৯৯৪ দুই[১] সতীনের ঘরকন্না, ঘরে গিন্নী ভাত পান্ না।

[১ পা—সাত]

২৯৯৫ দুই সতীনের ঘর, খোদায় রক্ষা কর।[১]

[১ নং ৩৬১৫, ৬০৬৫]

২৯৯৬ দুই হাঁড়ি একত্র থাকলেই ঠোকাঠুকি।

[১ নং ৬৯৩]

২৯৯৭ দু'কাঠি বাজান।[১]

[১ ঝগড়া বাধান]

২৯৯৮ দু'চোখের বিষ।

২৯৯৯ দু' গেড়ের[১] চেঙ্[২]।

[১ ডোবার ২ মৎস্যবিশেষ]

৩০০০ দুগ্ধ, শ্রম, গঙ্গাবারি, এ তিন বড় উপকারী।

৩০০১ দু'দিন হয়েছেন বৈরাগী, ভাতেরে বলেন—পরসাদ।[১]

[১ পা—'দু'দিনের বৈরাগী নয়, ভাতকে বলে—অন্ন']

৩০০২ দুধ কলা দাও যত, সাপের বিষ বাড়ে তত।[১]

[১ সং—পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনম্]

৩০০৩ দুধ কলা দিয়ে কালসাপ পোষা।

৩০০৪ দুধকে দুধ, জলকে জল।

৩০০৫ দুধ নেই, বাটি নেই, চুষিখানি সার।

৩০০৬ দুধ ম'রে ক্ষীরটুকু।

৩০০৭ দুধ রাখলেই পঞ্চামৃত[১]।

[১ দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ইত্যাদি]

৩০০৮ দুধে-ভাতে থাকা।

৩০০৯ দুধের মাছি। দুধের ছেলে।

৩০১০ দুধের সাধ ঘোলে মেটান।

৩০১১ দুনিয়াকা চাল, ভেড়াকা পাল।

৩০১২ দুনিয়াদারি মুসাফিরি, শেরেফ আনাগোনা।

৩০১৩ দু'নৌকায় পা' দিলে, পড়বে শেষে অগাধ জলে।

৩০১৪ দুবদুবিয়ে হাঁটে নারী চোখ পাকিয়ে চায়।
এ সব অভাগী নারী পুরুষ আগে খায়॥

৩০১৫ দু'মুখো সাপ।

৩০১৬ দুয়ার কড়ি হাটে যায়, কাপাস তুলা মাগ্‌গি হয়।

৩০১৭ দুয়ারে কাঁটা দেওয়া।

৩০১৮ দুয়ারে হাতী বাঁধা।

৩০১৯ দুয়ারের গু ফেল্‌বি ত ফেল, নয় ত গন্ধে মর।

৩০২০ দুর্গা ব'লে ঝুলে পড়।[১]

[১ অর্থাৎ ফাঁসির পর বিচার হইবে!]

৩০২১ দুর্গাপূজায় শাঁখ বাজে না, ষষ্ঠীপূজায় ঢোল।[১]

[১ নং ১৯৩৬]

৩০২২ দুর্জ্জনেরে পরিহরি, দূর থেকে নমস্কার করি।

৩০২৩ দুর্ব্বল মন যার যত, অভিমান তার তত।

৩০২৪ দুর্ব্বলের দৈব ঘাতক।

৩০২৫ দুর্ভিক্ষ অল্পকাল, স্মরণ থাকে চিরকাল।[১]

[১ সং—দুর্ভিক্ষমল্পং স্মরণং চিরায়]

৩০২৬ দুর্যোধনের মত জলস্তম্ভ ক'রে থাকা।

২০২৭ দুর্যোধনের শকুনি মামা।

৩০২৮ দুরাত্মার চেয়ে দীনাত্মা ভাল।

৩০২৯ দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।

৩০৩০ দুষ্ট লোকের[১] মিষ্ট কথা[২], ঘুনিয়ে বসে কাছে[৩]।
কথা দিয়ে কথা লয়, প্রাণ বধে পাছে[৪] ॥

[১ পা—নষ্ট মেয়ের। ২ পা—পেটের ভেতর বিষের হাঁড়ি। ৩ পা—ঘুনিয়ে বসে পাশে ; কাছে বসে ঠেসে। ৪ পা—প্রাণ নাশে শেষে ; প্রাণ শেষে নাশে।—নং ৩৮১৮]

৩০৩১ দুষ্টের আঠারগাছি পথ।

৩০৩২ দু'হাত এক হওয়া।[১]

[১ বিবাহ]

৩০৩৩ দু'হাত কাটলে সমান ব্যথা।

৩০৩৪ দুঃখ পাইয়া যদি হাড়িনীও শাপে।
এড়াতে পারে না তাহা বামুনের বাপে ॥

৩০৩৫ দুঃখী যায় লঙ্কা-পার, তবু না ঘোচে কাঁধের ভার।

৩০৩৬ দুঃখী যায় সুখীর কাছে, দুঃখ যায় তার পাছে-পাছে।

৩০৩৭ দুঃখীর কপালে সুখ নেই, বিয়ে বাড়িতেও ভাত নেই।

৩০৩৮ দুঃখের ওপর টনকের ঘা[১]।

[১ স্মৃতির স্থানে আঘাত]

৩০৩৯ দুঃখের দোসর।

৩০৪০ দুঃখের ভাত সুখ ক'রে খাওয়া।

৩০৪১ দুঃখের ভাতে কুকুর বাদী।

৩০৪২ দুঃখের রাত ফুরায় না।

৩০৪৩ দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদে।

৩০৪৪ দুঃসময় হলে[১] পোড়া শোল মাছটাও হাত থেকে পালায়।

[১ পা—শনির দৃষ্টি হলে]

৩০৪৫ দূর থেকে মনে হয়[১] নহবতের বাণী।
বা'র বাড়ীতে গিয়ে শুনি গাধার চেঁচানি।

[১ পা—শব্দে শোনা যায়]

৩০৪৬ দূর মণ্ডল[১] নিকট পানি[২], নিকট মণ্ডল দূর পানি।

[১ চন্দ্রমণ্ডল। ২ বৃষ্টি]

৩০৪৭ দূরের কেশ ঘন দেখায়।

৩০৪৮ দূরের সোনা, নিকটের লোনা।[১]

[১ দূরের ভাল জমি অপেক্ষা নিকটের মন্দ জমিও ভাল]

৩০৪৯ দেখতে কাল, খেতে ভাল।

৩০৫০ দেখতে না হয় সাপের ছানা, দংশালে যে প্রাণ বাঁচে না।

৩০৫১ দেখতে পায় না পায়ের মুড়ি[১], দেখতে চায় দাঁতের গুড়ি।[২]

[১ অগ্রভাগ। ২ দাঁতের মাড়ি]

৩০৫২ দেখতে পেলে কে শুন্‌তে চায়।

৩০৫৩ দেখ্ তোর, না, দেখ্ মোর।

৩০৫৪ দেখবি ত দেখ্, না দেখবি ত মোর।

৩০৫৫ দেখ্‌সিঁদূরে।[১]

[১ দেখিতে সুন্দর কিন্তু অপদার্থ]

৩০৫৬ দেখাও পৈতা, মার ভাত।

৩০৫৭ দেখাদেখি চাষ, লাগালাগি বাঁশ[১]।

[১ পা—বাস]

৩০৫৮ দেখাদেখি নেকা নাচে।

৩০৫৯ দেখাদেখি শাঁখার নাচন।

৩০৬০ দেখা শোনা কওয়া নয়, সামনের ভাত ছাড়া নয়।

৩০৬১ দেখে এলাম, শ্যাম, তোমার বৃন্দাবন ধাম, কেবল নামই আছে।

৩০৬২ দেখে গেছ সেই, নিয়ে বসেছি এই, তবু আবাগীরা বলে কতই খাই।

৩০৬৩ দেখে ঘোর কলি, হাড়ে মাসে জলি।

৩০৬৪ দেখে দেখে লাগল ধাঁধা, পেত্নীর পোঁদ পেতল বাঁধা।

৩০৬৫ দেখে যা' পাড়ার লোক চোরের দাপাদাপি।
যে ঘরেতে রাঙা বউ, সেই ঘরেতে চুরি॥

৩০৬৬ দেখে শুনে আক্কেল গুড়ুম। বা, দেখে শুনে পেটের পিলে চমকায়। বা, দেখে শুনে পেটের ভাত চাল হয়ে যায়।

৩০৬৭ দেখে শুনে হলাম হদ্দ, আর কত গড়াবে শ্রাদ্ধ।[১]

[১ নং ৫৮৯৫]

৩০৬৮ দেড় বুড়ির ভাড়ানী, চাটগাঁয়ে বরাত।

৩০৬৯ দেড় বুড়ির মানুষ নয়, তার তিন বুড়ি কথা।

৩০৭০ দেঁতো মেয়ের হাসি কান্না, দেখে শুনেও চেনা যায় না।

৩০৭১ দেঁতোর হাসি দেখা যায়, ভাল মন্দ বোঝা দায়।

৩০৭২ দেদোর মর্ম্ম দেদোয় জানে।

৩০৭৩ দেনার চেয়ে পাপ নেই।

৩০৭৪ দেবতা বুঝে নৈবেদ্য।

৩০৭৫ দেবতার ঋণ।

৩০৭৬ দেবতার বেলা লীলাখেলা, পাপ লিখেছে মানুষের বেলা।[১]

[১ নং ৩৮৫]

৩০৭৭ দেবর লক্ষ্মণ।

৩০৭৮ দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।[১]

[১ সং—স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ]

৩০৭৯ দেব দ্বিজ না বঞ্চিহ, শেষ ধন ব্রাহ্মণকে দিহ।[১]

[১ ডাকের বচন]

৩০৮০ দেব ধন, বুঝব মন[১], কেড়ে নিতে কতক্ষণ।

[১ পা—দিয়ে ধন, বিড়েন মন]

৩০৮১ দেবার বেলা মোটেই নাই, নেবার বেলা যোল আনাই।

৩০৮২ দেবে যে সে দিলে, আপনা আপনি মিলে।

৩০৮৩ দেয় থোয় রাখে মান, তারে বলি যজমান।[১]

[১ রামনারায়ণ তর্করত্নের নবনাটক]

৩০৮৪ দেরি, তুমি যাও কোথা, না, তাড়াতাড়ি যেথা।

৩০৮৫ দেরিতে কি সাধু মরে।

৩০৮৬ দেশগুণে বেশ।

৩০৮৭ দেশের ভাই যেখানে, কথা কয়ো না সেখানে।

৩০৮৮ দেহ নয়, মণি কোঠা, শেয়াল কুকুর নয়, জ্যেষ্ঠ বেটা।

৩০৮৯ দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ।[১]

[১ সং—অস্তি নাস্তি ন জানন্তি দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ]

৩০৯০ দেহের গুমর ক'রো না ভাই, এই আছে এই নাই।

৩০৯১ দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।

৩০৯২ দোকান খুলে আর কাজ নেই।

৩০৯৩ দোকানদারি করা।

৩০৯৪ দোজবরে ভাতারের মাগ, চতুর্দ্দশীর চোদ্দ শাক।

৩০৯৫ দোজবরের মাগ গজরা হাতী, ভাতারকে মারে তিন লাথি।

৩০৯৬ দোদেল[১] বান্দা, কলমা-চোর, না পায় বেহেস্ত, না পায় গোর।

[১ অর্থাৎ, দু'দিল = দোমনা]

৩০৯৭ দোয়া গাইয়ের চাটও সই।[১]

[১ পা—'দুধ দেওয়া গাইয়ের লাথিও ভাল', বা,
'যে গরু দুধ দেয়, তার পায়ের চাটও সয়']

৩০৯৮ দোয়াত যেমন কলম তেমন।

৩০৯৯ দোয়া দুধ বাঁটে সেঁধোয় না।

৩১০০ দোর থাকতে পাঁচিল ডিঙান।

৩১০১ দোল দেখতে ভাঁতায় মলো, রথ দেখতে যাই।

৩১০২ দোষ দোষ, কাঁঠালের কোষ, যত দোষ ধুম্‌সীর দোষ।

৩১০৩ দোষে গুণে সৃষ্টি, ঝড়ে জলে বৃষ্টি।

৩১০৪ দ্বিজ বলে—দেওয়ানা, ও বাত কহ কাকে।

৩১০৫ দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি।[১]

[১ সং—ফলং তু ক্ষালনাচ্ছুধ্যেদ্ গোময়েন গৃহং তথা। ক্ষার-যোগেন বস্ত্রং চ দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি॥]

৩১০৬ দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী বা রন্ধনে দ্রৌপদী।

৩১০৭ ধন, জন, পরিবার, কেহ নয় আপনার।

৩১০৮ ধন, জন, যৌবন, জোয়ারের জল কতক্ষণ।

৩১০৯ ধন থাকলেই সিঁধের ভয়।

৩১১০ ধন দিয়ে মন বোঝে, যৌবন দিয়ে আক্কেল বোঝে।

৩১১১ ধন নেই, কড়ি নেই, নিধিরাম পোদ্দার।[১]

[১ নং ২৬৮৬, ৩১৬৭]

৩১১২ ধন বড়, না, ধর্ম্ম বড়।

৩১১৩ ধনপতি রায়, পাকা ধান খায়।
এক সের তামাক দিয়ে বউ আনতে যায়॥

৩১১৪ ধনসোহাগী মরেন কুঁড়োর জাউ খেয়ে।

৩১১৫ ধনী কুটুম গায়ে পড়ে, লাখ টাকা গায়ে পড়ে।
গরীব কুটুম গায়ে পড়ে, ঝাঁটার বাড়ি গায়ে পড়ে॥

৩১১৬ ধনীতে ধনীতে মেলা, নিধনের মর্ত্তমান কেলা।

৩১১৭ ধনী-পরিবাদও ভাল।

৩১১৮ ধনীর চিন্তা ধন ধন নিরেনব্বুয়ের ধাক্কা[1]।
যোগীর চিন্তা জগন্নাথ, ফকিরের চিন্তা মক্কা ॥

[১ অর্থাৎ, নিরেনব্বুই টাকাকে একশত টাকায়, একশতকে দুইশতে, ইত্যাদি পরিণত করিয়া সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষা]

৩১১৯ ধনীর মাথায় ধর ছাতি, নির্ধনের মাথায় মার লাথি।

৩১২০ ধনে অহঙ্কার নয়, অহঙ্কার মনে।

৩১২১ ধনে ধন দেখে, পুতে পুত দেখে।

৩১২২ ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ।

৩১২৩ ধনে সুখ নয়, মনে সুখ।[1]

[১ পা—সুখ নয় ধনে, সুখ হয় মনে]

৩১২৪ ধনুকভাঙা পণ।

৩১২৫ ধন্য রাজা পুণ্য দেশ, যদি বর্ষে মাঘের শেষ।[1]

[১ খনার বচন]

৩১২৬ ধম্‌কে রাঁড়ের পেট খসান।

৩১২৭ ধর কাছি, না, ধরেই আছি।

৩১২৮ ধরতে ছুঁতে কিছুই নাই।

৩১২৯ ধরতে পারে না ঢোঁড়া, ধরতে চায় বোড়া।

৩১৩০ ধর্ম্মকর্ম্ম হয়ে ঢোল, ঘরে ঘরে করে গোল।

৩১৩১ ধর্ম্ম করিতে যবে জানি, পোখরী[1] দিয়ে রাখিব পানি।

[১ পুকুর।—ডাকের বচন]

৩১৩২ ধর্ম্ম করিস্ পো-পোয়াতী, দু'টি ছেলের জন্মতিথি[1]।

[১ জন্মাষ্টমী ও রাধাষ্টমী।—নং ৫৭৬৭]

৩১৩৩ ধর্ম্মপথে থাকলে আধেক রাতে ভাত।

৩১৩৪ ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির।

৩১৩৫ ধর্ম্ম রেখে কর্ম্ম।

৩১৩৬ ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ।

৩১৩৭ ধর্ম্ম হয় না করলেই উপাস, কোদাল পাড়লেই হয় না চাষ।

৩১৩৮ ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে, পাপ করলে ধরা পড়ে।

৩১৩৯ ধর্ম্মের ঘরে কুঠের অভাব নেই।

৩১৪০ ধর্ম্মের ঘরে কুঁড়ের বাথান[১]।

[১ বাসস্থান, গোষ্ঠ]

৩১৪১ ধর্ম্মের ঘরে পাপ সয় না।

৩১৪২ ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়।

৩১৪৩ ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে[১]।

[১ পা—ঢোল বায়ে (=বাতাসে) বাজে]

৩১৪৪ ধর্ম্মের ঢাকে কাটি[১] দেওয়া।

[১ পা—কাড়া]

৩১৪৫ ধর্ম্মের ধার ক্ষুরের ধার, করলে দু'মন নেইক নিস্তার।

৩১৪৬ ধর্ম্মের ভরা[১] ভেসে ওঠে, পাপের ভরা তল যায়।

[১ বোঝাই করা নৌকা]

৩১৪৭ ধর্ম্মের ষাঁড়।[১]

[১ চতুষ্পাদ ধর্ম্ম, কিন্তু এখানে শ্রাদ্ধাদিতে উৎসৃষ্ট ও স্বচ্ছন্দে বিচরণশীল ষণ্ড]

৩১৪৮ ধর্ম্মের সংসার পাথরের গাঁথনি।

৩১৪৯ ধর মাছ, ভাগ আছে।

৩১৫০ ধর মার কাট খাও, ডেঙডেঙিয়ে ঘরে যাও[১]।

[১ পা—মাদাল বাজাও]

৩১৫১ ধরল, অমনি ফোস্কা পড়ল।

৩১৫২ ধরলে কোঁ-কোঁ করে, এড়ে দিলে পাকসাট[১] মারে।

[১ পক্ষ সাপট বা ঝাপট, আস্ফালন]

৩১৫৩ ধরলে চিঁ চিঁ, ছেড়ে দিলে সিংহী।

৩১৫৪ ধরাকে শরাজ্ঞান। বা, ধরাখান্ শরাজ্ঞান।

৩১৫৫ ধরি মাছ, না ছুঁই পানি, তবেই বুদ্ধি বলে মানি।

৩১৫৬ ধ'রে আন্‌তে বল্‌লে বেঁধে আনে।

৩১৫৭ ধরেছ ত ছেড় না।

৩১৫৮ ধ'রে বেঁধে মারে যে, বাট্ বছরের বড় সে।

৩১৫৯ ধ'রে ভদ্র ঘটান।[১]

[১ ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করান]

৩১৬০ ধা তিন্ তিন্ কশ্ মালা, দেখাশুনা যেই বেলা সেই বেলা।

৩১৬১ ধান একগুণ, তুষ[১] তিনগুণ।

[১ পা—ঘাস]

৩১৬২ ধান এক মন, চাল্‌কে[১] তের জন।

[১ চালব্যবসায়ী ; পা—চাল্‌কী। 'corndealer'—Morton]

৩১৬৩ ধান, খুন, খাল, তিন নিয়ে বরিশাল।

৩১৬৪ ধানগাছ চেনেন না।

৩১৬৫ ধান গাছে কড়ি বা তক্তা।[১]

[১ পা—ধানগাছে কয় ক'খানা তক্তা]

৩১৬৬ ধান নষ্ট ক'রে খই, দুধ নষ্ট ক'রে দই।

৩১৬৭ ধান নেই, চাল নেই, আন্দিরাম মহাজন।[১]

[নং ৩১১১]

৩১৬৮ ধান নেই তার মান বড়।

৩১৬৯ ধান ভানতে[১] মহীপালের[২] (বা শিবের) গীত ।[৩]

[১ পা—খুঁটে কুড়োতে। ২ পালবংশীয় রাজার। ৩ 'ধান ভানতে শিবের গীত'—শিবায়ন]

৩১৭০ ধান ভানাবি গা, না-ভানাবার গা' ।

৩১৭১ ধান সম্পর্কে পোয়াল[১] মেসো ।

[১ খড়]

৩১৭২ ধানাই, পানাই[১], কাঠি, তিন মানে না ষাঠী[২] ।

[১ ধান, পান, এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে ; শিশুর অনিষ্টকর। ২ ষষ্ঠী ঠাকুরাণী]

৩১৭৩ ধানি লঙ্কার বেশি ঝাল ।

৩১৭৪ ধানের আগড়া[১] উড়ে যায়, মানুষের আগড়া রয়ে যায় ।

[১ খোসা]

৩১৭৫ ধানের আগে উড়ি[১] ফোলে ।

[১ বন্য ধান, যাহা স্বভাবতঃ জন্মে ও রোপণ করিতে হয় না ।]

৩১৭৬ ধানের তুল্য ধন নেই, যদি না পড়ে ভুসা[১] ।
ভাইয়ের তুল্য বল নেই, যদি না করে হিঁসা[২] ॥

[১ ভুসি, শস্তের খোসা বা তুষ। ২ হিংসা]

৩১৭৭ ধানের মধ্যে আখালি, কত রঙ্গ দেখালি ।

৩১৭৮ ধানের মধ্যে আগুনবাণ[১], মানুষের মধ্যে মোছলমান ।

[১ একপ্রকার নিকৃষ্ট ধান্য]

৩১৭৯ ধানের মধ্যে থামা, ইষ্টির মধ্যে মামা ।

৩১৮০ ধাপ্ দেশের পাপ বিচার, উলটা কাঁটায়[১] মাপ্ ।

[১ পা—কাঠায়]

৩১৮১ ধাপধাড়া গোবিন্দপুর ।[১]

[১ প্রাচীন কলিকাতার গোবিন্দপুর অঞ্চলের কোন অখ্যাত স্থান]

৩১৮২ ধাপা, ধাপাড়, বা, ধাপার মাঠ।[১]

[১ যে প্রান্তর বা জলাভূমিতে কোন কিছু সঞ্চিত হয়; কলিকাতার সন্নিহিত এইরূপ আবর্জ্জনা ফেলিবার স্থান]

৩১৮৩ ধামাধরা মানুষ।

৩১৮৪ ধার করব, তার বেলা কেন।

৩১৮৫ ধার ক'রে কানে সোনা, ধার ক'রে হাতীকেনা।

৩১৮৬ ধার ক'রে খায়, হেঁট মাথায় যায়।

৩১৮৭ ধার্ম্মিক নারিকেল, পাপী কুল।

৩১৮৮ ধারলে ধান, না ধারলে পাতান[১]।

[১ পাতনা=তুষ, কুঁড়া বা খড়কুটা]

৩১৮৯ ধারায় নাড়া[১] টানে, গোদে সাত পুরুষ টানে[২]।

[১ নল বা নল তৃণ, খাগড়া; অথবা, কর্ত্তনের পর ধানগাছের অবশিষ্ট অংশ। ২ নং ২৪৯৪]

৩১৯০ ধিকি-ধিকি জ্বাল, সেই সন্ধ্যাকাল।

৩১৯১ ধীর পানি পাথর ছেঁদে[১]।

[১ পা—বেঁধে; কাটে]

৩১৯২ ধীর জ্বাল, ঘন কাঠি, তারে বলে দুধ-আওটি।

৩১৯৩ ধীর ধীর বোনে, তাঁতী সকল জিনে।

৩১৯৪ ধীরে রাঁধে, ধীরে খায়, তবে খাওয়ার মজা পায়।

৩১৯৫ ধুকড়িতে ধান ধরে না, বেণেকে ধ'রে কিলোয়।

৩১৯৬ ধুকড়ির[১] ভেতর খাসা চাল।

[১ পা—ছেঁড়া বস্তায়]

৩১৯৭ ধুতুরা-ফুল দেখা।

৩১৯৮ ধূমকে গ্রামদেবতা ডরান।

৩১৯৯ ধুঁয়া যার সয় না, সে রাঁধুনী হয় না।

৩২০০ ধুয়ে মুছে খালাস।

৩২০১ ধূপ নেই, দেবী, সাঁজাল[১] খাও, আমি অভাগী আছি তাই এও পাও।

[১ গোয়ালে মশা-নিবারণের জন্ত ঘুঁটের ধোঁয়া]

৩২০২ খেয়ে আসে খেয়ে যায়, এঁটোপাতটাও নিয়ে যায়।

৩২০৩ ধোঁকার[১] টাটি[২]।

[১ ভ্রম, সন্দেহ। ২ আগড়, অর্থাৎ camouflage, যাহার আড়ালে প্রকৃত বস্তু গোপন রহে। 'এ সংসার ধোঁকার টাটি'—রাম-প্রসাদ]

৩২০৪ খোপ কাপড়ের টেনাও[১] ভাল।

[১ ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড]

৩২০৫ ধোপা, নাপিত, কুমার, কামার, যে বিশ্বাস করে সেও এক চামার।

৩২০৬ ধোপা ভাঁড়ারী[১]।

[১ ধোপার ভাণ্ডার অন্তের বস্ত্রে সমৃদ্ধ]

৩২০৭ ধোপায় কাপড় দিলে না, গাঙ্গুলির পুত মরুক।

৩২০৮ ধোপার গাধা ভাতের কাঠি বয় না।[১]

[১ নং ১৭৭৬]

৩২০৯ ধোপার ফাটে, না, ফুটে।[১]

[১ অর্থাৎ নিজের কাপড়ের বিষয়ে]

৩২১০ ধোপার বাসি, নাপিতের 'আসি'।

৩২১১ ধোঁয়ার হাত এড়াতে গিয়ে পুড়ে মলাম আগুনে।

৩২১২ নখদর্পণে থাকা।

৩২১৩ নখে কাটে কচিকালে, ঝুনো হলে দাঁত না চলে।

৩২১৪ নখের ছিদ্রে কুড়ুল লাগান।[১]

[১ নং ২৩৬৬]

৩২১৫ নগরে উঠতেই বাজারে আগুন।

৩২১৬ ন' গাঁ মাগলে যা', সাত গাঁ মাগলেও তা'।

৩২১৭ নগরের সমুদ্রে বাস, কিন্তু সাঁতারের সঙ্গে খোঁজ নেই।

৩২১৮ ন চ দৈবাৎ পরং বলম্।[১]

[১ সং—ন চ বিদ্যাসমো বন্ধুর্ন চ ব্যাধিসমো রিপুঃ।
ন চাপত্যসমঃ স্নেহো ন চ দৈবাৎ পরং বলম্॥]

৩২১৯ ন চাষা সজ্জনায়তে।

৩২২০ ন'টে খেটে আড়ায়ে[১], সজনে বারমাস।

[১ ন'টে শাক আড়াই মাস থাকে]

৩২২১ ন'টের[১] বৃদ্ধি হোক্ না যত[২], থাকবে না দুই ঘড়ি।

[১ শাকবিশেষ। নটের='of the buffoon' (Morton)। নং ৩২২০ দ্রষ্টব্য। ২ পা—হয় না কেন]

৩২২২ নটীকে না বল নটী, উল্টে ধরবে চুলের মুঠি।

৩২২৩ নড়তে চড়তে ছ'মাস।

৩২২৪ নড়া দাঁত পড়া ভাল।

৩২২৫ নড়ে মধু, পড়ে না।

৩২২৬ নদী এক কূল ভাঙে, আর এক কূল গড়ে।

৩২২৭ নদীকূলে বাস, ভাবনা বারমাস।[১]

[১ নং ৪৫১৬]

৩২২৮ নদী, নারী, শৃঙ্গধারী, এ তিনে না বিশ্বাস করি।[১]

[১ সং—'নদীনাং চ নখীনাং চ শৃঙ্গিণাং শস্ত্রপাণীনাম্।
বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ॥]

৩২২৯ নদীতে এল বান, ত কুমীর ধ'রে আন্।

৩২৩০ নদী থাকলেই চড়া পড়ে।

৩২৩১ নদীর তীরে কুয়ো খোঁড়া।

৩২৩২ নদীর ধারে চাষ, বালির ওপর বাস।
সু-অদৃষ্টের আশ, নারীর মুখের হাস।
এর ওপর যার বিশ্বাস, তার সাতপুরুষে কাটে ঘাস॥

৩২৩৩ নদীর পাড়ের গাছ।

৩২৩৪ নদীর[১] মুখে বালির বাঁধ।

[১ পা—বানের।—সং ৪২১৭]

৩২৩৫ ন দুঃখং পঞ্চভিঃ সহ।

৩২৩৬ ন দেবায়, ন ধর্ম্মায়।

৩২৩৭ নদের গোরাচাঁদ।

৩২৩৮ ননদিনী রায়বাঘিনী, দাঁড়িয়ে আছে কালসাপিনী।

৩২৩৯ ননদিনী রায়বাঘিনী দাঁড়িয়ে আছে ঠিক সোজা,
কলিতে বউ রোজা।

৩২৪০ ননদিনী রায়বাঘিনী, পাড়ায় পাড়ায় কুচ্ছ গায়।
ননদিনী যদি মরে স্থখের বাতাস বইবে গায়॥

৩২৪১ ননদী বিষের কাঁটা, বিষমাখা দেয় খোঁটা।[১]

[১ চণ্ডীদাস]

৩২৪২ ননদেরও ননদ আছে।

৩২৪৩ ননীর পুতুল, রোদে গ'লে যাবে।

৩২৪৪ নব কাত্তিক, বা, ময়ূরছাড়া কার্ত্তিক।

৩২৪৫ নবডঙ্কা।[১]

[১ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-প্রদর্শন, ফাঁকি]

৩২৪৬ নবধা কুললক্ষণম্।[১]

[১ সং—আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্।]

৩২৪৭ নবান্নের কাক।

৩২৪৮ নবাব আর কি, বা, নবাব সিরাজদ্দৌলা আর কি।

৩২৪৯ নবাবী আমল। নবাবী চাল। নবাব-পুত্তুর।

৩২৫০ নবাব খাঞ্জা খাঁ।[১]

[১ মুর্শিদকুলির প্রতিদ্বন্দ্বী খান্ জাহান্ খান্ অতিরিক্ত নবাবী চালের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন]

৩২৫১ নবাব সরকারের ঘোড়ার অভাব।

৩২৫২ ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।

৩২৫৩ নয়দুয়ারী শতেক খোয়ারী।

৩২৫৪ ন যযৌ ন তস্থৌ।[১]

[১ কালিদাস]

৩২৫৫ নয়া নয়া বাঁশিটি নয়া নয়া রঙ্, পুরান হলে বাঁশিটি গলা ঢঙ্ ঢঙ্।

৩২৫৬ নরক ত গুলজার।

৩২৫৭ নরম কাঠে ছুতোরের বল।

৩২৫৮ নরম বিবির খড়ম পা', হাঁটতে বিবির নড়ে না গা'।

৩২৫৯ নরম মাটিতে বেরালে আঁচড়ায়।[১]

[১ নং ৬৪০। পা—শক্ত মাটিতে বেরাল আঁচড়ায় না]

৩২৬০ নরমের বাঘ, গরমের কুকুর[১]।

[১ পা—শেয়াল]

৩২৬১ নরাণাং নাপিতো ধূর্ত্তঃ।

৩২৬২ নরাণাং মাতুলক্রমঃ।

৩২৬৩ নরুণ দিয়ে তালগাছ কাটা।

৩২৬৪ নরে নাড়ে হাত দু'টি, বানরে নাড়ে মাথা।
বুঝিতে না পারি নর-বানরের কথা ॥[১]

[১ কৃত্তিবাস]

৩২৬৫ নরের মন নারায়ণ[১]।

[১ পা—নারায়ণ জানে]

৩২৬৬ নলকে রাজা, পণকে সাহু।[১]

[১ 'With a furlong of land a man is your lord, for a pan of cowrie your creditor'—Morton]

৩২৬৭ নলচে[১] আড়াল দিয়ে তামাক খাওয়া।

[১ হুকার দণ্ড]

৩২৬৮ নষ্ট গুয়া দখিন বায়ে, নষ্টা ঝি দোচারিণী মায়ে।
নষ্ট বহু[১] পরের ঘরে, পুত্র নষ্ট পরদার ক'রে ॥[২]

[১ বউ। ২ ডাকের বচন]

৩২৬৯ নষ্ট নারীর পরিচয়, বুদ্ধিগুণে সতী হয়।

৩২৭০ নষ্ট মাগীর[১] বড় গলা, শুন্‌তে কান ঝালাপালা।

[১ পা—ছিনালের]

৩২৭১ নষ্টের গুরু, দুষ্টের গোঁসাই।

৩২৭২ নসিবের এমনি খেলা, যারে কই ভাই সে কয় শালা।

৩২৭৩ ন স্থানং তিলধারণে।

৩২৭৪ ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।

৩২৭৫ না আছে নেই আয়োজন, পাড়া ভ'রে নিমন্ত্রণ।

৩২৭৬ নাই-আঁকড়া।[১]

[১ নাছোড়বান্দা]

৩২৭৭ নাই বা কর্‌ল লেখাপড়ি, পাবেই একটা দারোগাগিরি।

৩২৭৮ নাই বা দিলে তাই বা কি, গুড়ে-মণ্ডার অভাব কি।

৩২৭৯ নাইয়ের[১] কুকুরের ভোজন পাতে[২]।

[১ নাই=স্নেহ, আদর। ২ পা—পাতে ভাত। বং ১৩৪৩]

৩২৮০ নাও, ঘোড়া, নারী, যে চড়ে তারি।

৩২৮১ নাও রে, তুই ল' আমারে, আমি লই তোরে।

৩২৮২ নাক খত্তা কান মোচড়া।

৩২৮৩ নাক্ থাকলেই শিক্‌নি।

৩২৮৪ 'না' কথায় বালাই নেই।

৩২৮৫ নাক না থাকলে গুও খায়।

৩২৮৬ নাক নেই বেটীর নথের সখ, ফেল্‌না বেটীর কত ঠমক।[১]

[১ নং ১৭৮১, ২১৬০]

৩২৮৭ নাক নেই, মাগী বেশর পরে।

৩২৮৮ নাক নেড়ে কস্‌নি কথা, ভাঙবে নথের স্বর্ণী পাতা।

৩২৮৯ নাক বাজে যার নিদ্-মহলে[১], রুক্ষ ভাবে রুক্ষ বলে[২]।
ভূমি কাঁপে পায়ের ঘায়, তার এয়োতি ক'দিন রয়॥[৩]

[১ পা—ধর নিদ্রা গেলে। ২ পা—সবাকে রুষিয়া বোল বলে। ৩ ডাকের বচন]

৩২৯০ নাকে কাজ, না, নিঃশ্বাসে কাজ।

৩২৯১ নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরান। নাকফোঁড়া বলদ।

৩২৯২ নাকের চেয়ে নাকের ডাক বেশি,
নামের চেয়ে নামের ডাক বেশি।

৩২৯৩ নাকের জলে চোখের জলে হওয়া।

৩২৯৪ নাকের বদলে নরুণ।[১]

[১ নাকে ফোটা কাঁটা তুলিতে গিয়া নাপিত কর্ত্তৃক শৃগালের নাসিকাচ্ছেদন ও তাহার ক্ষতির বদলে নরুণ দেওয়া গল্প হইতে]

৩২৯৫ নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমান।

৩২৯৬ না খেয়ে আঁচানর ধূম।

৩২৯৭ না খেলে যাবে দিন, ধার করলে হবে ঋণ।

৩২৯৮ না গজাতে ঘুন ধরে, না উঠতে আছাড়।
বাসরেতে ভাতার মরে, বাসি বে'তে রাঁড় ॥

৩২৯৯ নাগর-চাঁদের শোয়ার পরিপাটি।
দু'পাশে রয়েছে দুই সুপারির আঁটি ॥

৩৩০০ নাগর না আসায় উতলা মন, কিসের রাঁধন, কিসের ভোজন।

৩৩০১ না ঘরের, না ঘাটের।[১]

[১ নং ৩৩৮৪]

৩৩০২ নাঙ্[১]-চোর বিবি বাঁদীর খপ্পরে[২]।

[১ উপপতি। ২ খর্পর, ফাঁদ]

৩৩০৩ নাচ-কোঁদ, ভুলো না।

৩৩০৪ নাচতে জানিনে, আমায় ধ'রে এনেছে।
যদি নাচি, তবে আমার ছেলে নেবে কে ॥

৩৩০৫ নাচতে[১] জানে না বামুন ভেকরা, উঠানকে[২] বলে হেটাটিঙরা।[৩]

[১ পা—হাঁটতে। ২ পা—পথকে। ৩ নং ২১০৯]

৩৩০৬ নাচতে না জানলে উঠানের দোষ[১]।

[১ পা—উঠান বাঁকা। নং ২১১০]

৩৩০৭ নাচতে নেমে[১] ঘোম্‌টা।

[১ পা—এসে ; দাঁড়িয়ে]

৩৩০৮ না চাইলে ঘোড়াটা[১] পাই, চাইলে বুঝি হাতীটা[২] পাই।

[১ পা—হাতিটা। ২ পা—ঘোড়াটা]

৩৩০৯ নাচে ভাল, পাক দেয় উল্‌টা[১]।

[১ পা—মন্দ]

৩৩১০ নাচের পা' থামে না।

৩৩১১ না ছুঁতেই কেঁউ।

৩৩১২ না জানে আঁধি-সাঁধি, ধুচনী দেখে বলে কাচকলার কাঁদি।

৩৩১৩ নাটা কাঁঠালের আঠা বেশি।

৩৩১৪ নাটা[১] মানুষ আগে মাতে, নাটা জমিন আগে ফাটে।

[১ বেঁটে, খাট, অবসন্ন। নত বা নতান হইতে]

৩৩১৫ নাটের গুরু।

৩৩১৬ নাড়াবনে কেত্তন।[১]

[১ নং ৫১৩০]

৩৩১৭ নাড়ার[১] বিবি খাটে যায়, ফিরে ফিরে নাড়ার পানে চায়।

[১ নাড়াবনে তৃণশয্যায় অভ্যস্ত]

৩৩১৮ নাড়ীর টান্।

৩৩১৯ নাড়ীনক্ষত্র জানা বা টেনে বের করা।

৩৩২০ নাড়ু গোপাল।

৩৩২১ নাতান কাচ কাচা।[১]

[১ সামর্থ্য সত্ত্বেও অসামর্থ্যের ভাণ করা]

৩৩২২ নাতির নাতি স্বর্গের বাতি।

৩৩২৩ নাতোয়ানের[১] দুনো মালগুজারি[২]।

[১ অক্ষম প্রজার। ২ খাজনা দেওয়া।]

৩৩২৪ না থুইব যে গুরু মারে, না থুইব যে স্ত্রী জার করে।
পরের বাড়ী যার বাড়ীয়ালি, দুই স্ত্রীয়ে যেথা কোন্দলী॥[১]

[১ ডাকের বচন]

৩৩২৫ না-থাকনের চেয়ে মাগন ভাল।

৩৩২৬ নাদাপেটা হাঁদারাম।

৩৩২৭ না দেওয়া কাঁঠালের শাওনে নাম।[১]

[১ অর্থাৎ, না দেওয়ার ইচ্ছা থাকিলে, বলা হয় যে, কাঁঠাল শ্রাবণ মাসে পাকে]

৩৩২৮ না দেওয়ার চাল[১], আজ না কাল।

[১ রীতি বা ফিকির]

৩৩২৯ না দেখলে থাকতে নারি, দেখলে মারামারি।[১]

[১ নং ৪৫৮০]

৩৩৩০ না দেখে চ'লে যায়, পায়-পায় হোঁচট্ খায়।

৩৩৩১ না নদীর কূল, না বৃক্ষের মূল।

৩৩৩২ নানা মুনির নানা মত, যত মত তত পথ।[১]

[১ নং ৫১৫০]

৩৩৩৩ না নোয়ালে মাথা, বাজে চালের বাতা।

৩৩৩৪ নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

৩৩৩৫ না প'ড়ে পণ্ডিত।

৩৩৩৬ নাপিত দেখলে নখ[১] বাড়ে।

[১ পা—নখকোনি, নখকুনি]

৩৩৩৭ নাপিত, বৈদ্য, ধোপা, চোর, যুগী বৈরাগীর নেইক ওর।

৩৩৩৮ নাপিত হল কবিরাজ, চুল কাট্‌বে কে।

৩৩৩৯ নাপিতের যোল-চোঙা বুদ্ধি।

৩৩৪০ না বল্‌লে—বল্ ঠিক, বল্‌লেই বেল্লিক।

৩৩৪১ না বিইয়ে কানাইয়ের মা।

৩৩৪২ না বুঝে ছিলাম ভাল, আধেক বুঝে প্রাণটা গেল।

৩৩৪৩ না ভাল, না মন্দ, কথা কইলে সন্ধ।

৩৩৪৪ নামকাটা সেপাই।

৩৩৪৫ নামটা ঢাকের মত, ভেতরটা ফাঁক।

৩৩৪৬ নাম বড়া, দর্শন থোড়া।

৩৩৪৭ না মরতেই ভূত।

৩৩৪৮ না মাঠের, না ঘাটের।[১]

[১ নং ৩৩০১]

৩৩৪৯ নামে ডাকে গুরু মশাই, লেজা-মুড়োর জ্ঞান নাই॥

৩৩৫০ নামে তালপুকুর, ঘটি ডোবে না।

৩৩৫১ নামে ধন্বন্তরি, চিকিৎসায় যম।

৩৩৫২ নামে ধর্ম্মদাস, ধর্ম্মের নাম নেই।

৩৩৫৩ নামের ডাকে গগন ফাটে, ঢেঁকিশালে কুঁড়ো চাটে।

৩৩৫৪ নায়-না ধোয়, মাঝখানে শোয়।

৩৩৫৫ নায়ে আঁটে না, শুয়ে যায়।[১]

[১ পা—নৌকায় ধরে না, শুয়ে চলে]

৩৩৫৬ নারদ ঠাকুর।[১]

[১ কোন্দলের দেবতা]

৩৩৫৭ নারদের ঢেঁকি লয়ে ধান ভানে ভূতে।[১]

[১ শিবায়ন]

৩৩৫৮ নায়েই যান্, আর পায়েই যান্, পথ আছে সেই একখান্।

৩৩৫৯ না রাম, না গঙ্গা।

৩৩৬০ নারী, কাগজ, না', তিনের বৈরী বা'[১]।

[১ বাতাস]

৩৩৬১ নারী যার স্বতন্তরা, সে জন জীয়ন্তে মরা।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

৩৩৬২ নারীর বল চোখের জল।

৩৩৬৩ নাস্তিকের মুখে ধর্ম্মকথা।

৩৩৬৪ নাস্তি বিদ্যা কুতো যশঃ।

৩৩৬৫ নি-কামানে নাপিত বেরাল ধ'রেও কামায়।

৩৩৬৬ নি-কামায়ে[১] দরজী ছেলের মুখ সেলাই করে।

[১ পা—নেই-কামে]

৩৩৬৭ নিকুলে-চুকুলে ঘর, কামালে[১] আমালে[২] বর।

[১ দাড়ি কামালে অথবা রোজগার করলে। ২ সাজলে]

৩৩৬৮ নিকেজোর কাজ বেশি।

৩৩৬৯ নিখাউতির গেরাস, দেখে লাগে তরাস।

৩৩৭০ নিখাউতির পাড়া, তাই গোটা ছাগল পোড়া।

৩৩৭১ নিচেনা ভাইয়ের গেরাস বড।

৩৩৭২ নিচেলের[১] থাবা বড়।

[১ নীচ লোকের]

৩৩৭৩ নিজে নিজে কয় বড়, তারে বলি লঘুতর।

৩৩৭৪ নিঃঝুমের পালা।

৩৩৭৫ নিড়ালেও[১] এক ছড়া, না নিড়ালেও এক ছড়া।

[১ নিড়ান দিলে বা গাছের মূল খুঁড়িয়া পরিষ্কার করিলে]

৩৩৭৬ নিত ভিক্ষা, তনু রক্ষা।

৩৩৭৭ নিত্য উপোসীরে কে দেয় ভাত, নিত্য মড়ারে কে দেয় কাঠ।

৩৩৭৮ নিত্যচাষার ঝি, বেগুনক্ষেত দেখে বলে—এ আবার কি।[১]

[১ নং ৩৭৫৪]

৩৩৭৯ নিত্য নেই দেয় কে, নিত্য রোগী দেখে কে।

৩৩৮০ নিত্য রাজা কটক যায়, পথের সম্বল ঘরে ব'সে খায়।

৩৩৮১ নিত্য রোগা চোখ বেঁকা।

৩৩৮২ নিত্য স্বপ্নে বাঘে খায়, কোন্ দিন তার ভালয় যায়।

৩৩৮৩ নিদানকালে হরিনাম বা রসসিন্ধু।

৩৩৮৪ নিদানের বিধান নাই।

৩৩৮৫ নিখের মায়ের চালে ঝিঙে, বৌকে যেয়ে বাজার শিঙে।

৩৩৮৬ নিমুর[১] পিরাণে আত্মারাম সরকার।

[১ নিমু=নম্র, ভদ্র (নিম্ন হইতে)। 'গায়ে নিমুর হাপ চাপকান'—সধবার একাদশী]

৩৩৮৭ নিবড়ন[১] ঘরে জুত নেই।

[১ তৈয়ারী। 'No adding symmetry to a finished house'—Morton]

৩৩৮৮ নিভান আগুন জ্বেলে তোলা।

৩৩৮৯ নিমক খেয়ে নিমকহারামি।

৩৩৯০ নিমতলা দিয়ে যাওনি, নিমফল কি খাওনি।

৩৩৯১ নিম তেতো, নিসিন্দা তেতো, আর তেতো খ'র[১]।
তার চেয়ে অধিক তেতো বোন্-সতীনের ঘর॥

[১ খয়ের, খদির। পা—তেতো মাকাল ফল]

৩৩৯২ নিম নিসিন্দা যেথা, মানুষ মরে না সেথা।

৩৩৯৩ নিম, নিসিন্দা, তেঁতুল, তাল, ঘরে পুঁতো না কোন কাল।

৩৩৯৪ নিয়ড় পোখরী দূরে যায়, যাতি বুলে গীতি গায়।
হাসিয়া চাহে আড় দৃষ্টি, বলে ডাক—সেই সে নষ্টী॥[১]

[১ নষ্ট স্ত্রীর লক্ষণ।—ডাকের বচন]

৩৩৯৫ নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।

৩৩৯৬ নিয়তির চোখ কানা।

৩৩৯৭ নিয়ে আয় ত, বউ, নোড়া, যাই কোঁদলের পাড়া।
আর চাই না, বউ, নোড়া, পেয়েছি কোঁদলের গোড়া॥[১]

[১ নং ৩৮৩৩]

৩৩৯৮ নির্গুণ[১] আদার[২] তিনগুণ ঝাল।

[১ অর্থাৎ, পচা। ২ পা—পুরুষের]

৩৩৯৯ নির্গুণ পুরুষের ভোজন সার, করেন সদাই মার মার।

৩৪০০ নির্ধনের ধন, অথর্ব্বের যৌবন।

৩৪০১ নির্ধনের ধন হলে দিনে দেখে তারা।[১]
নির্ভাতারীর ভাতার হলে বাসে বাপের পারা॥

[১ নং ২৯৮১]

৩৪০২ নি-রাখালের খোদা রাখাল।

৩৪০৩ নিষ্কণ্টকে বেড় ভাল।

৩৪০৪ নিষ্কর্ম্মা চাষার বিশখানা কাস্তে।

৩৪০৫ নিষ্কর্ম্মা ভাসুরের বচন মিঠা, নিত্যই বসে খান চিতল পিঠা।

৩৪০৬ নিষ্কর্ম্মার মন, কুচিন্তার ভবন।

৩৪০৭ নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই।

৩৪০৮ নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

৩৪০৯ নীরোগ শরীর যার, বৈদ্যে করবে কি।[১]
পরের ভাতে বেগুনপোড়া[২], পান্তা ভাতে ঘি[৩]॥

[১ সং—নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ। ২ নং ৩৫৬৫। ৩ নং ১৩২৭, ২৭২২, ৩৬৬৬, ৪১৬৫]

৩৪১০ নুন আনতে পান্তা ফুরোয়।[১]

[১ নং ২৯৬]

৩৪১১ নুন খাই যার, গুণ গাই তার।[১]

[১ পা—যার নুন খাই, তার গুণ গাই]

৩৪১২ নুন খেলে গুণ মানে।

৩৪১৩ নুন টুক্‌টুকি নেবুর রস, গেঁড়া[১] ভাতার মাগের বশ।

[১ বেঁটে]

৩৪১৪ নুন দিয়ে রাঁধি ত ভালই হয়, আলুনি রাঁধতে তিনগুণ ক্ষয়।

৩৪১৫ নুনের ভাঁড়, তেলের ভাঁড়, তাকে কি বলি ভাঁড়।
ভাঁড়ের মধ্যে ভাঁড় ছিল নদের গোপাল ভাঁড়॥

৩৪১৬ নুনের মত, যে হাঁড়িতে থাকে সে হাঁড়ি খায়।

৩৪১৭ নূতন নূতন খইয়ের মোয়া মচ্‌মচ্‌ করে।
পুরান হ'লে খইয়ের মোয়া নেতাইয়া পড়ে॥

৩৪১৮ নূতন নূতন তেঁতুলের বীচি, পুরান হ'লে আতায়-বাতায় গুঁজি।

৩৪১৯ নূতন নূতন ন'কড়া, পুরান হ'লে ছ'কড়া।

৩৪২০ নূতন পিরীতে বড় আঠা।

৩৪২১ নূতন যুগীর ভিক্ষা নেই।

৩৪২২ নূতন রাজার নূতন বিচার।

৩৪২৩ নেই কাজ, ত খই ভাজ।[১]

[১ পা—'না আছে নেই কাজ, ব'সে ব'সে খই ভাজ']

৩৪২৪ নেই কাজ ত খুড়োর[১] গঙ্গাযাত্রা কর।

[১ পা—জ্যেঠার]

৩৪২৫ নেই-গোঁসাইয়ের খোদা গোঁসাই।

৩৪২৬ নেই-ছেলের চেয়ে ঝির ছেলে ভাল।

৩৪২৭ নেই ধন, ত যাও বন।

৩৪২৮ 'নেই' বললে সাপেরও বিষ থাকে না।

৩৪২৯ নেই মাগ, নেই পুত, বেড়ায় যেন যমদূত।

৩৪৩০ নেই-মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।

৩৪৩১ নেকড়ার আগুন নেভানো দায় (বা, কতক্ষণ থাকে, বা, ছেড়েও ছাড়ে না)।

৩৪৩২ নেকা আজুলে[১], চালশে কানা, জল ব'লে খায় চিনির পানা।

[১ পা—আহুলে ; আহুরী]

৩৪৩৩ নেকা, বোকা, ঢলঢলে কাছা, তিনে প্রত্যয় ক'রো না, বাছা।

৩৪৩৪ নেঙ্‌টার গলায় মোতির মালা।

৩৪৩৫ নেঙ্‌টার ঘরে চুরি।

৩৪৩৬ নেঙ্‌টার দেশে কাপুড়ে ভাঁড়[১]।

[১ পা—কাপড়ের বালাই]

৩৪৩৭ নেঙ্‌টার নেই ধোপার কাজ।

৩৪৩৮ নেঙ্‌টার নেই বাটপাড়ের ভয়।

৩৪৩৯ নেঙ্‌টার বস্ত্রহরণ।

৩৪৪০ নেঙ্‌টি ইঁদুর পাহাড় কাটে।

৩৪৪১ নেঙ্‌ড়া, খোঁড়া, কাঠের ডিম, চল্ নেঙ্‌ড়া সারাদিন।

৩৪৪২ নেচে মরে রামু, চিঁড়ে খায় শ্যামু।

৩৪৪৩ নেড়া ক'বার বেলতলায় যায়।

৩৪৪৪ নেড়ানেড়ির দল।

৩৪৪৫ নেড়া মাথায় খোঁচার ভয়।

৩৪৪৬ নেড়ে খোঁজে ঈদ্ পরব।

৩৪৪৭ নেড়ে নয়[১] ইষ্টি, তেঁতুল নয়[২] মিষ্টি।

[১ পা—নেড়ের নেই। ২ পা—তেঁতুলের নেই]

৩৪৪৮ নেবার কুটুম, দেবার নয়।

৩৪৪৯ নেবার বেলা পরিপাটি, দেবার বেলা ফাটাফাটি।

৩৪৫০ নেবার বেলায় রোজগার, দেবার বেলায় গুণোগার।

৩৪৫১ নেবু[১] কচলাবে যত, তেতো হবে তত।[২]

[১ পা—লেবু। ২ নং ২৭৩৬]

৩৪৫২ নেভবার আগে ক্ষণেক তরে, দীপ জ্বলে দপ্ ক'রে।

৩৪৫৩ নেয়ের এক নাও, নি-নেয়ের শতেক নাও।

৩৪৫৪ নেয়ের গরু, বামুনের নাও।[১]

[১ দুই বিসদৃশ]

৩৪৫৫ নেলে কুত্তায় গু খায় বেশি।

৩৪৫৬ নেলে কুত্তার পাতে ভাত।

৩৪৫৭ নেশাতে বুক ফাটে, কুকুরে মুখ চাটে।

৩৪৫৮ নেশায় শিবের বাবা।

৩৪৫৯ নেশার রাজা মদ, তার চেয়ে বাড়া তোষামোদ।

৩৪৬০ নোলা করে সক্‌সক্‌, ও নোলা, তুই সামাল কর্‌।
আগে যাবি, নোলা, বাপের ঘর, তবে খাবি, নোলা, দুধসর॥

৩৪৬১ নৌকা ডিঙি চাই না আমি[১], আজ্ঞা যদি পাই।
গঙ্গাজলে সাঁতার দিয়ে[২] শ্বশুরবাড়ি যাই।

[১ পা—কিসের বাদল, কিসের বৃষ্টি। ২ পা—রাতদুপুরে গাঙ সাঁতারি]

৩৪৬২ নৌকা থাকিতে যে সাস্তারে, ডাক বলে—মো কি করিবু তারে।[১]

[১ ডাকের বচন]

৩৪৬৩ পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘন।

৩৪৬৪ পচা আদা ঝালের গাদা।

৩৪৬৫ পচা সুপারি, পাকা পান, ভাজের কথায় এত টান।

৩৪৬৬ পচা শামুকে পা কাটে।

৩৪৬৭ পঞ্চ গোত্র, ছাপ্পান্ন গাঁই, এ ছাড়া ব্রাহ্মণ নাই।

৩৪৬৮ পঞ্চমে মঙ্গল কার, রন্ধ্রগত শনি।
কে দিল অনলে হাত, কে ধরিল ফণী।

৩৪৬৯ পটের বিবি।

৩৪৭০ পটোল তোলা।[১]

[১ পটোল তুলিলে গাছ মরিয়া যায়; লক্ষণায়, মরা অর্থ। অথবা, পটল=আচ্ছাদন, চোখের পাতা, উল্‌টিয়া যাওয়া]

৩৪৭১ পটোলচেরা চোখ।

৩৪৭২ পট্টবস্ত্রে গুঞ্জাফল মূল্য নাহি হয়।
ছিন্নবস্ত্রে মোতির মূল্য নাহি হয় কম।

৩৪৭৩ পড় ত পড়[১], নয় খাঁচা আজাড় কর।

[১ পাখী পড়ানো]

৩৪৭৪ পড়ল কথা সভার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে।

৩৪৭৫ পড়ল ফাগুন, ত উঠল আগুন।

৩৪৭৬ পড়লে[১] চাষা গরু খায়[২], উঠলে[৩] চাষা বামুন খায়[৪]।

[১ অবস্থা খারাপ হ'লে। ২ গরুকে খাটায়। ৩ অবস্থা ভাল হ'লে। ৪ মানে না]

৩৪৭৭ পড়লে শক্তের হাতে, সোজা করে তিন লাথে।

৩৪৭৮ পড়লে শুনলে দুধিভাতি, না পড়লে ঠেঙার গুঁতি।

৩৪৭৯ পড়শী নয়[১], আরশি।

[১ পা—না। নং ৪৮০]

৩৪৮০ পড়শী নয়[১], বঁড়শী।

[১ পা—না]

৩৪৮১ পড়া গাছে চড়া।

৩৪৮২ পড়াবি ত পড়া পো, না পড়াবি ত সভায় থো।[১]

[১ পা—'পড়ুক না পড়ুক পো, সভায় নিয়ে তারে থো'। বা, 'না পড়াবি পো, ত সহবতে (বা সভাতে) নিয়ে থো']

৩৪৮৩ পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরাধার।[১]

[১ ভারতচন্দ্র।—নং ৪৬৪৮, ৫০৬৬]

৩৪৮৪ প'ড়ে গুলি ঘাস খায়।

৩৪৮৫ প'ড়ে গেলে[১] ছাগলেও চাট্ মারে।

[১ পা—বিপদ্‌কালে]

৩৪৮৬ প'ড়ে গেলে না হাসে এমন সাঙাত নেই।

৩৪৮৭ প'ড়ে পাওয়া টাকা, চোদ্দ আনাই লাভ।[১]

[১ পা—(সংক্ষেপে) প'ড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা]

৩৪৮৮ পড়ে পাশা, ত জেতে চাষা।[১]

[১ পা—'যদি পড়ে পাশা, তবে জিতে চাষা']

৩৪৮৯ পড়েছি দজ্জালের হাতে, জঞ্জাল জড়ায় দিনে রাতে।

৩৪৯০ পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে বলে সাথে।

৩৪৯১ পণেক খেলে ক্ষণেক গায়, অনেক খেলে অনেক গায়।

৩৪৯২ পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা প্রতি কথায় ছন্দ।
বালকে বালকে কথা প্রতি কথায় দ্বন্দ্ব॥
বুড়ায় বুড়ায় কথা প্রতি কথায় কাশি।
যুবায় যুবায়[১] কথা প্রতি কথায় হাসি॥

[১ পা—জুয়ানে জুয়ানে]

৩৪৯৩ পতির পায়ে থাকে মতি, তবে তারে বলি সতী।

৩৪৯৪ পতির মরণে সতীর মরণ।

৩৪৯৫ পথ চলবে জেনে, কড়ি নেবে গুনে।

৩৪৯৬ পথি নারী বিবর্জিতা।[১]

[১ আসনং চালয়েদ্দৃষ্ট্বা পথি নারী বিবর্জিতা। জাগরণে ভয়ং-নাস্তি অতিক্রোধো নিবার্যতে।]

৩৪৯৭ পথে[১] পেলাম কামার[২], দা গ'ড়ে[৩] দে আমার।

[১ পা—কাছে। ২ পা—বাড়ির কাছে কামার। ৩ পা—কাল পাজিয়ে]

৩৪৯৮ পথে যদি পাই সোনা, কানে দিতে কিবা মানা।

৩৪৯৯ পথেও হাগবে, চোখও রাঙাবে। বা, পথে হেগে চোখ রাঙানি।

৩৫০০ পথের গু রথে যায়।

৩৫০১ পদ্মমুখী[১] ঝি আমার পরের ঘরে যায়।
খেঁদানাকী[২] বৌ এসে বাটায় পান খায়॥

[১ পা—সোনামুখী। ২ পা—উনোনমুখী]

৩৫০২ পয়সা-মণি না দিলে ত ক্ষুর-মণি আর চলে না।

৩৫০৩ পয়সার কুট্‌কুটানি।

৩৫০৪ পর আর পরমেশ্বর।

৩৫০৫ পর কখনও আপন হয় না।

৩৫০৬ পরকাল খোয়ানো বা ঝরঝরে করা।

৩৫০৭ পরকালে সাক্ষী দেবার জন্য রাখা।

৩৫০৮ পর কি মানে[১] পরের ব্যথা।

[১ পা—জানে; বোঝে]

৩৫০৯ পরচিত্ত অন্ধকার।

৩৫১০ পরতে হবে শাঁখা, তবে মুখ কেন বাঁকা।

৩৫১১ পর নয় আপন, আপন নয় পর।

৩৫১২ পরনিন্দা অধোগতি।

৩৫১৩ পর পোয় বাণিজ্য, আপন পোয় চাষ।

৩৫১৪ পর-প্রত্যাশী, দু'পহর উপাসী।

৩৫১৫ পর-প্রত্যাশী ধন, পর নিয়ে গমন।

৩৫১৬ পর-প্রত্যাশী নর, উপোস ক'রে[১] মর।

[১ পা—গাছে উঠে]

৩৫১৭ পরবার নেঙ্‌টি নেই, দরগায় যেতে চায়।

৩৫১৮ পর-ভরসা করে যে, জলে ডুবে মরে সে।

৩৫১৯ পরভাতী ভাল, পরঘরী ভাল নয়।

৩৫২০ পর রেখে ঘর নষ্ট।

৩৫২১ পরশুরামের কুঠার।

৩৫২২ পরহস্তগতা গতা।[১]

[১ সং—লেখনী পুস্তিকা কান্তা পরহস্তগতা গতা]

৩৫২৩ পরহস্তগতং ধনম্।[১]

[১ সং—পুস্তকস্থা চ যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনম্;
কার্য্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনম্॥]

৩৫২৪ পরহিংসা নরকবাস, যুগে যুগে সর্ব্বনাশ।

৩৫২৫ পরিচয়ে কুল নষ্ট।

৩৫২৬ পরিহর[১]—

পরিহর বিনা কড়িতে হাট, পরিহর বিনা লড়িতে বাট[২]।
পরিহর নদীর তীরের গাছা, পরিহর মায়ের বিহনে বাছা।
পরিহর গুয়া রুনা-ঝুনা, পরিহর ঠাকরুণ কুবচনা।
পরিহর নারী যার দুই সাঁই[৩], পরিহর যার দুই গোঁসাই[৪]।
পরিহর যত্নে ঋণের শেষ, পরিহর রত্নে লাসের[৫] বেশ।
পরিহর বিনা ঢাকনে বারি, পরিহর লাজবিহনে বহুড়ী।
পরিহর পাচদিন[৬] ভুঞ্জন-সুখ, পরিহর চিরদিন দুর্জ্জন-মুখ।
পরিহর নিত্য রতি-পিয়াস, পরিহর ধনী কুটুম্ব পাশ॥
পরিহর শূন্য নগরের কূপ, পরিহর ব্যঞ্জন বাসি সূপ।
পরিহর দুই গ্রামে বাস, পরিহর পরযুবতীর আশ।
পরিহর বাটে ক্ষেতের আশ, পরিহর গভীর বয়সের কাশ।
পরিহর নিত্য জিহ্বার ঝোল, পরিহর দুষ্টা নারীর কোল।
পরিহর পোখরী পিছল-ঘাট, পরিহর যত্নে ভাঙ্গা হাট।

[১ ডাকের বচন। ২ বিনা যষ্টিতে ভ্রমণ। ৩ দ্বিচারিণী। ৪ দুই প্রভু। ৫ বিলাস। ৬ অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, ও সংক্রান্তি]

৩৫২৭ পরে তসর, খায় ঘি, তার বৈদ্যে কাজ কি[১]।

[১ পা—তার আবার খরচ কি]

৩৫২৮ পরে দেবে চেয়ে, পেট ভরবে খেয়ে।

৩৫২৯ পরে পরেই মড়ক কাটানো।

৩৫৩০ পরের কথায় লাথি চাপড়, নিজের কথায় ভাত কাপড়।

৩৫৩১ পরের কাপড়ে[১] ধোপার নাট।

[১ পা—ধনে]

৩৫৩২ পরের গোয়ালে গোদান।[১]

[১ নং ২০৬৯]

৩৫৩৩ পরের ঘর ঢুকতে ডর, নিজের ঘর হেগে ভর্।

৩৫৩৪ পরের ঘরে খায় থায়[১], আঠারো মাসে বছর যায়।[২]

[১ পা—পরের উপর খায়। ২ নং ২৬৬]

৩৫৩৫ পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে শিকার।

৩৫৩৬ পরের ঘি পেলে, প্রদীপ দেয় মেলে।

৩৫৩৭ পরের ঘোল খাবার লোভে নিজের গোঁফ কামানো।

৩৫৩৮ পরের চাল, পরের ডাল, নদে করেন বিয়ে।

৩৫৩৯ পরের ছেলে[১] খায়, আর পথপানে[২] চায়।

[১ পা—বেরাল ; হুলো। ২ পা—বনপানে। —নং ৩৪৮]

৩৫৪০ পরের ছেলে নৌকা বায়, গাছের আগা দিয়ে যায়।

৩৫৪১ পরের জন্য গর্ত্ত খোঁড়ে[১], আপনি তাতে[২] মরে প'ড়ে[৩]।

[১ পা—পরের লাগি খাদ করে। ২ পা—খাদে। ৩ পা—প'ড়ে মরে]

৩৫৪২ পরের জন্য ফাঁদ পাতে, আপনি প'ড়ে মরে তাতে।

৩৫৪৩ পরের জিনিস পায়, হেগো পোঁদে খায়।[১]

[১ পা—পরেরটা পায়, নুন দিয়ে পেড়ে খায়]

৩৫৪৪ পরেরটা পেয়ে, বমি করে খেয়ে।

৩৫৪৫ পরেরটা খেতে কতই আহ্লাদ,
আপনারটার বেলায় কিন্তু মাথায় পড়ে হাত।

৩৫৪৬ পরের তেলে কাপড় নষ্ট, পরের ভাতে পেট নষ্ট।

৩৫৪৭ পরের দুধে দিয়ে ফুঁ, পুড়িয়ে এলেন আপন মু'।

৩৫৪৮ পরের দেখে তোলে হাই, যা আছে তাও নাই।

৩৫৪৯ পরের দোষ আকাশ-জোড়া, আপন দোষ ছোটো।
চালুনী বলে—ধুচুনী ভাই, তুমি বড় ফুটো॥

৩৫৫০ পরের দোষের অন্ত নেই, নিজের দোষে থুড়ি।

৩৫৫১ পরের ধন, আপন ছালা, যত ইচ্ছা ভ'রে ফেলা।

৩৫৫২ পরের ধন, আপন আয়ু, কেউ দেখে না অল্প ক'রে।[১]

[১ পা—'পরের ধন, আপন ছেলে, কে দেখে কম']

৩৫৫৩ পরের ধন দেখি আপনার চেয়ে বাড়া।

৩৫৫৪ পরের ধনে কলুর নাট, খান পাঁচ ছয় জুড়ে কাঠ।

৩৫৫৫ পরের ধনে পোদ্দারি, লোকে বলে লক্ষ্মীশ্বরী।

৩৫৫৬ পরের ধনে বরের বাপ।[১]

[১ নং ৩৫৫৮]

৩৫৫৭ পরের পিঠে বড় মিঠে।

৩৫৫৮ পরের পুতে বরের বাপ।[১]

[১ নং ৩৫৫৬]

৩৫৫৯ পরের ফোড়া ঢেঁকি দিয়ে গালে।

৩৫৬০ পরের বেটী মুখ করবে মুখ নাড়া দিয়ে।
দুই চক্ষে জল পড়বে বসুধারা দিয়ে॥

৩৫৬১ পরের বেলা কেউ ছাড়ে না।

৩৫৬২ পরের ভাত, আপন হাত।

৩৫৬৩ পরের ভাতে[১] কাঠি দেওয়া।

[১ পা—হাঁড়িতে]

৩৫৬৪ পরের ভাতে কুকুর-পোষা।

৩৫৬৫ পরের[১] ভাতে বেগুন-পোড়া।[২]

[১ পা—মামার। ২ নং ৩৪০৯]

৩৫৬৬ পরের ভাল[১] দেখে চোখ টাটানো।

[১ পা—সুখ]

৩৫৬৭ পরের ভিটায় জরীপ এলে—মাপ্ রে মাপ্।
নিজের ভিটায় জরীপ এলে—বাপ রে বাপ॥

৩৫৬৮ পরের মন আঁধার-কোণ।

৩৫৬৯ পরের মাথা কেটে নাপিত।

৩৫৭০ পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা। বা,
পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে নিজের গোঁফে তেল।

৩৫৭১ পরের মাথায় দিয়ে হাত, কিরা করে নির্ঘাত।

৩৫৭২ পরের মাথায় বাড়ি দিয়ে, আপনি পড়ে চিৎ হয়ে।

৩৫৭৩ পরের মাথায় হাত বুলানো।

৩৫৭৪ পরের মুখে ঝাল খাওয়া।

৩৫৭৫ পরের লেজে পড়লে পা তুলোপানা ঠেকে।
নিজের লেজে পড়লে পা কেঁক ক'রে ডাকে॥

৩৫৭৬ পরের সোনা দিও না কানে, কেড়ে নেবে হেঁচ্কা টানে।

৩৫৭৭ পরের হাতে ধন, পরের না'য় গমন।

৩৫৭৮ পরের হাতে ধন, পেতে অনেকক্ষণ।

৩৫৭৯ পরের হাতে ধন থুয়ে যে কয় আছে।
তার ধন ত খেয়ে গেছে বোয়াল মাছে॥

৩৫৮০ পলকে প্রলয়।

৩৫৮১ পল্তাগাছে পটোল।

৩৫৮২ প'লো আর ম'লো।[১]

[১ বাক্যবাগীশের সঙ্গে বঙ্গভাষীর চাতুরীপূর্ব্বক সংক্ষেপ বর্ণনার গল্প হইতে]

৩৫৮৩ পশ্চিমে ধনু[১] নিত্য খরা, পুবের ধনু বর্ষা ঝরা।[২]

[১ ইন্দ্রধনু। ২ খনার বচন]

৩৫৮৪ পশ্চিমে সাধু, পূবে বাবু,
মাঝে মাঝে আছে কেবল কতকগুলি হাবু।

৩৫৮৫ পহেলা কুত্তা কুত্তা বোলে, দোস্‌রা কুত্তা ঘর-ঘর বুলে।
তেস্‌রা কুত্তা জরুকা ভাই, চৌথা কুত্তা ঘরজামাই॥

৩৫৮৬ পাও টানা আর নাও টানা সমান।

৩৫৮৭ পাওয়া জিনিস দেওয়া কি, বেচে ফেললে করবে কি।

৩৫৮৮ পাকা আম দেখলেই কাকে ঠোকরায়।

৩৫৮৯ পাকা ঘুঁটি কাঁচানো।

৩৫৯০ পাকা মাথায়[১] সিঁদুর পরা।

[১ পা—চুলে]

৩৫৯১ পাকা ঝিঁকুট।[১]

[১ দরকচা মারা, অকালপক্ক]

৩৫৯২ পাকা ধানে মই[১] দেওয়া।

[১ ক্ষেতের জমাট মাটি গুঁড়া করিবার যন্ত্রবিশেষ]

৩৫৯৩ পাঁকাল মাছে পাঁক লাগে না।

৩৫৯৪ পাঁকের গোঁজ[১]।

[১ খুঁটি]

৩৫৯৫ পাখ পায়রা পাঁচালী, তিনে ছেলে মজালি।

৩৫৯৬ পাখীপড়ার মত শেখানো।

৩৫৯৭ পাখীর প্রাণ অল্পেই যান।

৩৫৯৮ পাখীর মধ্যে ওঁচা, নাম কাদাখোঁচা।

৩৫৯৯ পাখীমারার ঘরে চড়ুইয়ের বাসা।

৩৬০০ পাখী যখন খায়, তখন গান গায় না।[১]

[১ নং ১৩৪৬]

৩৬০১ পাগড়ী দশফের হ'লেও পাগড়ী।

৩৬০২ পাগড়ী বাঁধতে কাছারি বয়খাস্ত।

৩৬০৩ পাগ বাঁধতে[১] দোল ফুরায়।

[১ পা—সাজ করতে]

৩৬০৪ পাগল কি গাছে ফলে, আক্কেলেতে পাগল বলে।

৩৬০৫ পাগল, না, ছাগল।

৩৬০৬ পাগল মধ্যস্থ।

৩৬০৭ পাগলা, নাও ডুবাস্ নে[১], ভাল মনে ক'রে দিয়েছিস্।

[১ পা—সাঁকো নাড়িস্ নে]

৩৬০৮ পাগলে আর মজা নেই, পিরীতে আর সুখ নেই।

৩৬০৯ পাগলে কি না কয়, ছাগলে কি না খায়।[১]

[১ নং ২৩২৪]

৩৬১০ পাগলের ছাট, তেলের কাট[১]।

[১ তৈলমল]

৩৬১১ পাঁচ আঙ্গুল সমান হয় না।

৩৬১২ পাঁচ কলমে ভোঁতা।

৩৬১৩ পাঁচ জন যেখানে, ভগবান সেখানে।

৩৬১৪ পাঁচ জনে খায় একলা মাগী, দশ হাতে খায় ভোকলা[১] মাগী।

[১ পেটুক বা অমিতব্যয়ী]

৩৬১৫ পাঁচ পাগলের ঘর, খোদায় রক্ষা কর্।[১]

[১ নং ৭১০, ২৯৯৫, ৬০৩৫]

৩৬১৬ পাঁচ ফুলে সাজি।

৩৬১৭ পাঁচ বরে আরেবরে, এক বরে বিয়ে করে।

৩৬১৮ পাঁচ শত মূর্খ ল'য়ে স্বর্গও না চাই।
পাঁচ জন পণ্ডিত ল'য়ে পাতালেই যাই।

৩৬১৯ পাঁচে আনে পাঁচে খায়, পাঁচ জনে[১] গেরস্থ বলায়।

[১ পা—লাভের শোধে]

৩৬২০ পাঁচে ধরে, বত্রিশে খায়, আর সকলে রস পায়।

৩৬২১ পাঁচে পূজলে পাথরে, সেও পীর হয়ে পড়ে।

৩৬২২ পা-জ্রটে।[১]

[১ কার্য্যোদ্ধারের জন্ত যে পায়ে পড়ে কিন্তু কাজ ফুরাইলে মাথায় উঠে]

৩৬২৩ পাট নেই ত ধানে কাপাসে।

৩৬২৪ পাটিওয়ালা পাটিতে শোয় না।

৩৬২৫ পাঁঠা-ছেঁড়াছেঁড়ি।

৩৬২৬ পাঁঠা ম'রে বোষ্টম।

৩৬২৭ পাঁঠায় কাটে, পাঁঠী নাঁচে, পাঁঠা বলে—মগধেশ্বরী আছে।[১]

[১ The Magdeswari ceremony as practised in Chittagong is said to be borrowed from the Buddhists. She-goats...are sacrificed by the males of the family when a newly married bride is five months pregnant. A similar ceremony is performed if a married woman (but not if a virgin) goes mad... also practised by local Buddhists. There are no mantras, no rites.—J. D. Anderson]

৩৬২৮ পাঁঠার ইচ্ছায় ঝোল রাঁধা।

৩৬২৯ পাঁঠার পয়সা টেঁকে এলে, ধানের ভরসা ঘরে গেলে।

৩৬৩০ পাড়াপড়শী কয়—বছর-বিয়ানী, গেরস্থে কয়—বাঁঝা।[১]

[অথবা, 'যার গরু সে বলে—বাঁঝা (পা—গেরস্থ বলে দু'বিয়েন), পাড়াপড়শী বলে—সাত-বিয়েন']

৩৬৩১ পাড়াপড়শীর গুণে বেঁড়ে গরুও বিকিয়ে যায়।

৩৬৩২ পাড়া (বা, বাড়ি) মাথায় করা[১]।

[১ 'মাতন' বা 'মাত' করা]

৩৬৩৩ পাড়ে আর পাহাড়ে, রাজবৈদ্যে আর হাতুড়ে।

৩৬৩৪ পাড়ার লোকেও কয়, আমার মনেও লয়।
জামাইয়ের পাতের কইমাছ খেলে শাশুরীর পোলা হয়॥[১]

[১ জামাইয়ের পাতে বড় কই মাছ দিয়া লোভী শাশুড়ীর উক্তি]

৩৬৩৫ পাণ্ডবের অজ্ঞাত বাস।

৩৬৩৬ পাত কাট্‌তে তর[১] সয় না।

[১ পা—দেরি]

৩৬৩৭ পাত কুড়িয়ে ভাত।

৩৬৩৮ পাত-চাটা।

৩৬৩৯ পাততাড়ি[১] গুটানো।

[১ পাঠশালার পড়ুয়াদের লিখিবার তালপাতার আঁটি]

৩৬৪০ পাত, দড়ি, সোঁটা, তিন করবে মোটা।

৩৬৪১ পাঁত[১], পুঁথি, তাস, তিনে করে নাশ।

[১ পাঁত খেলা]

৩৬৪২ পাতা নাড়ি, হাতা নাড়ি, এই ত চোরের হাতেখড়ি।

৩৬৪৩ পাতালফোঁড়, বিন্নাফোঁড়[১], মোষশিঙা, কুঁইচা-মোড়[২]।
মুখজাবড়া, নিমের পাত, মোছ রাখে ছয় জাত[৩]॥

[১ বিন্না=বেণা; বেণাঘাসের মত খস্‌খসে। ২ কুঁইচা বা কুঁচি=মুড়া ঝাঁটা; অথবা, শূয়ার কুঁচি। ৩ ছয় প্রকার গোঁফ রাখিবার ধরণ]

৩৬৪৪ পাতের ঝাড়ে বাঘ লুকায়।

৩৬৪৫ পাতের ভাত কেড়ে নেওয়া।

৩৬৪৬ পাতের ভাতে পালে কুকুর, কুকুর ওঠে মাথার উপুর।[১]

[১ নং ১৩৪৩, ৩২৭৯]

৩৬৪৭ পাতের ভাতে কুকুর পোষা।[১]

[১ নং ৩৫৬৪]

৩৬৪৮ পাতের ভাতে পুষলাম মুগী, উল্‌টে সে বলে—পরবাস কি।[১]

[১ নং ৩৮১৭]

৩৬৪৯ পাথরে কোপ্‌।

৩৬৫০ পাথরে ঘুণ ধরে না।

৩৬৫১ পাথরে তুলো না হাত, পরাজয় নির্ঘাত।

৩৬৫২ পাথরে পাঁচ কিল।[১]

[১ অর্থাৎ, অটুট কপাল]

৩৬৫৩ পাথরের চেয়ে মাথা শক্ত নয়।[১]

[১ অথবা, 'মাথার চেয়ে পাথর শক্ত']

৩৬৫৪ পাথরের ছাল ছাড়ানো।

৩৬৫৫ পাথরে লেখা, মুছলেও যায় না।[১]

[১ 'তাহার পিরীতি পাষাণে লেখতি মুছিলেও নাহি ঘুচে'—চণ্ডীদাস]

৩৬৫৬ পা' দিয়ে মাড়ালে, না কামড়ায় এমন সাপ নেই।

৩৬৫৭ পান থেকে চুণ খসে না, এমনি হ'ল গিন্নীপনা।

৩৬৫৮ পান দিয়ে দেয় না চুণ, সে পানের কিবা গুণ।

৩৬৫৯ পান পানিতে বিচার নেই।

৩৬৬০ পান, পানি, পিঠা, জাড়ে লাগে মিঠা[১]।

[১ পা—তিনই শীতে মিঠা]

৩৬৬১ পান সাজতে জানে না, দু'পায়ে আল্‌তা।

৩৬৬২ পা' না ভিজল যার, বড় কই তার।

৩৬৬৩ পানি ফেলে পানিকে যায়, আন্‌ পুরুষে আড়ে চায়।
তারে না বলিহ সতী, স্বরূপে সে দুষ্টমতি ॥[১]

[১ ডাকের বচন]

৩৬৬৪ পান্তা ভাত ফুঁ দিয়ে খাওয়া।

৩৬৬৫ পান্তা ভাত ভক্ষণ, এই ত পুরুষের লক্ষণ।
আমি অভাগী তপ্ত খাই, কোন্‌ দিন বা ম'রে যাই ॥

৩৬৬৬ পান্তা ভাতে ঘি নষ্ট[১], বাপের বাড়ি ঝি নষ্ট।

[১ নং ১৩২৭, ২৭২২, ৩৪০৯]

৩৬৬৭ পান্তা ভাতে নুন জোটে না, বেগুন-পোড়ায় বিষ্ণুতেল।

৩৬৬৮ পাপ করলেই ভুগতে হয়, এইটি যেন মনে রয়।

৩৬৬৯ পাপ করলেই যমের ভয় পাপ-মনে বড় হয়।

৩৬৭০ [লোকে বলে—]পাপ-কাপ ক'দিন লুকায়।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

৩৬৭১ পাপ মনে, ভয় বনে।

৩৬৭২ পাপ লুকায় না, সাগর শুকায় না।

৩৬৭৩ পাপী যাবে গঙ্গাস্নানে, সাধু যাবে কোন্‌খানে।

৩৬৭৪ পাপে বাপেরেও ছাড়ে না।

৩৬৭৫ পাপের কড়ি থাকে না।

৩৬৭৬ পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়।

৩৬৭৭ পাপের ধন সাপে খায়।

৩৬৭৮ পাপের বোঝা বড় ভার, ফেলবার নেই উপায় তার।

৩৬৭৯ পাপের লেশ, সুখের শেষ।

৩৬৮০ পাবার আশে পুরুত ঘেঁসে।

৩৬৮১ পায় না পোড়া মুড়ি, চিনি মণ্ডা গড়াগড়ি।

৩৬৮২ পায়ে গোদ, চোখে ছানি, মাথা যেন খই-চালুনী।

৩৬৮৩ পায়ে ঠেলা। পায়ে রাখা। পায়ে তেল দেওয়া।

৩৬৮৪ পায়ে-পড়াকে পারা ভার।[১]

[১ নং ৬০০৩]

৩৬৮৫ পায়ে পায়ে শত্রু।

৩৬৮৬ পায়ের তলায় সরষা, দু'মাসের পথ দু'দিনে ফরসা।

৩৬৮৭ পায়ের ধুলো ঝাড়া।

৩৬৮৮ পায়ের পয়জার[১] মাথায় চড়ে[২]।

[১ পা—জুতা। ২ পা—ওঠে]

৩৬৮৯ পায়ের বাঁধন[১] ছিঁড়ে যাওয়া।

[১ পা—সূতা; নড়ি]

৩৬৯০ পায়ের যোগ্য মানুষ নয়, গায়ে হাত দিয়ে কথা কয়।

৩৬৯১ পার করবার যে, পার করবে সে।

৩৬৯২ পারা আর পাপে কার সাধ্য চাপে।

৩৬৯৩ পারের কর্ত্তা হরি দেবেন চরণ-তরী।

৩৬৯৪ পালদের পূজায় তামাসা, এক এক খানা বাতাসা।
একবার চাইলাম দিলে না, আবার চাইলাম দিলে না।
আমরা অত ছোঁচা না।

৩৬৯৫ পালাতে না পেরে মোড়লের বেহাই।

৩৬৯৬ পালাব না ত কি ভয় করব।

৩৬৯৭ পালে গরু বাড়ে কার।

৩৬৯৮ পালের গরু পালে মেশে।

৩৬৯৯ পালের গোদা।

৩৭০০ পাশা কর্ম্মনাশা।

৩৭০১ পাষাণে মাথা ঠোকা।

৩৭০২ পাসরে পাসরে মরি, পরের হাঁড়ির ভাত নিয়ে নিজের হাঁড়ি ভরি।[১]

[১ অথবা, 'পোড়া মন পাসরে মরি, পরের থালার ভাত আপন থালার ধরি']

৩৭০৩ পা' সরলে হাতীও পড়ে।

৩৭০৪ পা' হড়্‌কালে আপনি মরে, মুখ হড়্‌কালে গুষ্টিসুদ্ধ মরে।

৩৭০৫ পাহাড়ের আড়ালে বুঝবে কি।[১]

[১ পা—পাহাড়ের আড়ালে বাস করা]

৩৭০৬ পিঙ্গল আঁখি, চপল মতি, ওষ্ঠ ডাগর, অলক্ষণ অতি।
পেট পিট উচ্চ ললাট, দেখ যদি ছাড় বাট।
দেওর বধে স্বামী মারে, ডাক বলে—কাজ কিবা তারে॥[১]

[১ স্ত্রীলোকের অলক্ষণ। ডাকের বচন]

৩৭০৭ পিঠ চাপ্‌ড়ানো।

৩৭০৮ পিঠা খায় মিঠার জোরে[১], হাত নেড়ে বেড়ায় নানীর[২] জোরে।

[১ অর্থাৎ বিস্বাদ পিঠা গুড় দিয়া মিষ্ট হয়। ২ পিতামহী]

৩৭০৯ পিঠে পিঠে করেন বউ, এক পিঠে তিন্ বউ, আর ত খেতে নারেন বউ।

৩৭১০ পিঠের সবই মজুদ করি, অভাব কেবল্ গুড় আর গুঁড়ি।

৩৭১১ পিঠে হাত বুলালে, লেজ ন'ড়ে ওঠে।[১]

[১ নং ৪৪২৩]

৩৭১২ পিণ্ডি চট্‌কানো।

৩৭১৩ পিণ্ডি পায় না, কেত্তন চায়।

৩৭১৪ পিতলের কাটারি, কাজে নেই ধার, ঝক্‌মকই সার।[১]

[১ নং ৩৮২২]

৩৭১৫ পিতামহ ভীষ্ম।

৩৭১৬ পিতার পুণ্যে পুত্রের উদয়।

৩৭১৭ পিঁপড়ে আপন হাতের চার হাত লম্বা।

৩৭১৮ পিঁপড়ের পাখা ওঠে মরবার তরে।

৩৭১৯ পিঁপড়ের পোঁদ টিপে রস বের করা।

৩৭২০ পিঁপড়ের বলও বল।

৩৭২১ পিরীত, আগুন, কাশ, রয় না অপ্রকাশ।

৩৭২২ পিরীত আর গীত, জোরের কাজ নয়।

৩৭২৩ পিরীত কর, কুরীত কর, কেবল মনঃকষ্ট।
সাঙাত কর, সখী কর, কেবল টাকা নষ্ট ॥[১]

[১ রূপান্তর—'সাঙাত কর, বন্ধু কর, কড়ি কর ক্ষয়।
কড়ি দিয়ে ইষ্টি করলে মিষ্টি কি তা রয়' ॥

৩৭২৪ পিরীত থাকলে তেঁতুল-পাতায় দু'জন শোয়া যায়।
অপিরীতে মান[১]-পাতায় জায়গা না কুলায় ॥[২]

[১ মানকচু। ২ নং ৪৫৭২, ৫১৮৩, ৫১৮৪]

৩৭২৫ পিরীত বিনা সুহৃদ্ নাই।

৩৭২৬ পিরীত যখন[১] জোটে, ফুট্কড়াই ফোটে।
পিরীত যখন[১] ছোটে, ঢেঁকিতে ফেলে কোটে ॥

[১ পা—যখন আদর]

৩৭২৭ পিরীতের কত খেলা বুঝে ওঠা ভার।
চুলের সাঁকোয় তুলে দিয়ে করায় সাগর পার ॥

৩৭২৮ পিরীতের[১] নাও পাহাড়ে চলে।

[১ পা—টাকার। নং ২৯০১]

৩৭২৯ পিরীতের পেত্নীও ভাল।

৩৭৩০ পিরীতের ফের মেচকো[১] ফের।

[১ মেচা (প্রাদেশিক) = পাট ; পাট বা শনের দড়ি]

৩৭৩১ পীঁড়ে উঁচু, মেঝে খাল, তার দুঃখ সর্ব্বকাল।

৩৭৩২ পীঁড়ে পেতে করলাম ঠাঁই, বাড়া ভাতে পড়ল ছাই।

৩৭৩৩ পীঁড়েয় ব'সে পেঁড়োর[১] খবর।

[১ পেঁড়ো=পাণ্ডুয়া, তৎকালীন বাংলার রাজধানী]

৩৭৩৪ পীঁড়েয় জিন্‌লে পেঁড়োয় জিন্‌বে।[১]

[১ 'Gain a cause on the house terrace, and you will surely gain it at the tribunal'—Morton ! পা—আগে পীঁড়েয় জিতি, তবে পেঁড়োয় জিতব]

৩৭৩৫ পীর, না, পয়গম্বর।

৩৭৩৬ পীর বরাবর নেড়ে, সোনার-ক্ষুরে এঁড়ে।
ঘরের পাশে গেড়ে, যে বিশ্বাস করে সে ভেড়ের ভেড়ে ॥

৩৭৩৭ পীরের[১] কাছে মামদো-বাজি।[২]

[১ পা—সাত-গেঁয়ের। ২ নং ৬০৬৮]

৩৭৩৮ পীরের সঙ্গে মুখ-বাঁকানি।[১]

[১ নং ৪৮৭]

৩৭৩৯ পুঁই, কচু, ঘেসো, তিন আমাশার মেসো।

৩৭৪০ পুকুর-কাত খোসামুদে।[১]

[১ পুকুর কাত হয়ে পড়ার মত অসম্ভব ব্যাপারও যে বলিতে দ্বিধা করে না]

৩৭৩১ পুকুর কেটে নাওয়া।[১]

[১ নং ১৩৯৯]

৩৭৪২ পুকুর-চুরি।[১]

[১ খননের পরিধির মধ্যে পুষ্করিণী থাকিলে এবং সংলগ্ন খনিত ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেলে, তাহার আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। আধার-আধেয় লুপ্ত করিয়া বেমালুম চুরি]

৩৭৪৩ পুকুর নষ্ট[1] পানা, মানুষ নষ্ট[2] কানা।[3]

[১ পা—পুকুরের বা জলের শত্রু। ২ পা—মানুষের শত্রু। ৩ নং ২০১৩]

৩৭৪৪ পুকুর না কাটতেই কুমীরের বাস।

৩৭৪৫ পুকুরের ওপর বেজার হয়ে পানি খরচ না করা।

৩৭৪৬ পুঁজি নেই, তার পাঁজি আছে।

৩৭৪৭ পুঁজিপাটা শেষ করা।

৩৭৪৮ পুঁজি ভেঙে খেতে ভাল, ভেটেন গাঙে যেতে ভাল।
যত কষ্ট উজুতে আর বুঝুতে[1] ॥

[১ পা—উজানে আর বুঝানে]

৩৭৪৯ পুঁজির ওপর একটি।

৩৭৫০ পুঁটিমাছ মেরে শোলে দৃষ্টি।

৩৭৫১ পুঁটিমাছের প্রাণ, দেখতে দেখতে যান।

৩৭৫২ পুঁটিমাছের ফক্কুড়ি।[1]

[১ নং ২২০৯]

৩৭৫৩ পুড়ল[1] মেয়ে, উড়ল[2] ছাই, তবে তার গুণ গাই।[3]

[১ পা—পুড়বে। ২ পা—উড়বে। ৩ প্রবাদের রূপান্তর—'মরল নারী হ'ল ছাই, তবে জেন কলঙ্ক নাই'; 'মরে মেয়ে ওড়ে ছাই, তবু তারে বিশ্বাস নাই']

৩৭৫৪ পুঁড়োর[1] মেয়ে বেগুন চেনে না।[2]

[১ পুঁড়ো—কৃষিব্যবসায়ী জাতিবিশেষ; ২ নং ৩৩৭৮]

৩৭৫৫ পুত নয়, ভূত।

৩৭৫৬ পুতুল-নাচের নকীব।

৩৭৫৭ পুতুল যেমন পুতুল কাচে[1] যেমন নাচায় তেমনি নাচে।

[১ ছল, রঙ্গ, বা অঙ্গভঙ্গী করে]

৩৭৫৮ পুতের বিয়ে আপনি দিলাম, বউ ঘরে এল।
সঁপে দিলাম গেরস্থালী, গিন্নীপনা গেল ॥

৩৭৫৯ পুতের ভাত, বউয়ের হাত।[১]

[১ নং ৪৫০১]

৩৭৬০ পুতের মুতে আছাড় খাওয়া।

৩৭৬১ পুতের মুতে কড়ি, মেয়ের গলায় দড়ি।

৩৭৬২ পুত্রের কালি, গঙ্গাজলের বালি।

৩৭৬৩ পুঁথিগত বিদ্যা।

৩৭৬৪ পুঁথি বেড়ে যায়।

৩৭৬৫ পুনর্মূষিকো ভব।[১]

[১ হিতোপদেশের গল্প হইতে]

৩৭৬৬ পুন্‌কে[১] শত্রু বড় আপদ।

[১ ক্ষুদ্র]

৩৭৬৭ পুরাতন পাপী।

৩৭৬৮ পুরান কাসুন্দি ঘাঁটা।

৩৭৬৯ পুরান চাল ভাতে বাড়ে[১], পুরান ঘিয়ে মাথা ছাড়ে[২]।

[১ পা—দমে ভারি। ২ শিরোবেদনার ঔষধ]

৩৭৭০ পুরান টোলে[১] কষ দেওয়া।

[১ টোল = কুঁড়ে ঘর ; Plastering an old hut with clay and cowdung—Morton। পা—ঢোলে]

৩৭৭১ পুরান-বসন-ভাতি অবলাজনের জাতি।[১]

[১ কবিকঙ্কণ]

৩৭৭২ পুরুষ আর স্ত্রী, আগুন আর ঘি।[১]

[১ নং ১৯৯]

৩৭৭৩ পুরুষের দশ দশা, কখনও হাতী, কখনও মশা।

৩৭৭৪ পুরুষের দশ দশা, নারীর দশা তিন।
অভাগা পুরুষের যদি ফেরে এক দিন ॥

৩৭৭৫ পুরুষের দশ দশা, মেয়ে মানুষের এক[১] দশা।

[১ প্রসবকালীন]

৩৭৭৬ পুরুষের[১] ভালবাসা, মোল্লার[২] মুরগী পোষা।[৩]
[১ পা—জমিদারের। ২ পা—মোছলমানের। ৩ নং ৩৯৮০, ৫০৩৬]

৩৭৭৭ পুরী যাক্‌, পুরুষ থাক্‌।

৩৭৭৮ পুষ্যি এঁড়ে।

৩৭৭৯ পূজায় মন নেই, নৈবেদ্যে চোখ।

৩৭৮০ পূজার সঙ্গে খোঁজ নেই, কপালজোড়া ফোঁটা।

৩৭৮১ পূতনা রাক্ষসী।

৩৭৮২ পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ, উত্তরে কলা, দক্ষিণে মেলা।
দক্ষিণ ছেড়ে, উত্তর বেড়ে, ঘর কর গে পোতা জুড়ে ॥[১]

[১ খনার বচন]

৩৭৮৩ পূর্ণিমার চাঁদ দেখে তেঁতুল হ'ল বক্ক।
গেঁড়ি-গুগ্‌লি এরা বলে—আমরা শঙ্খ ॥
ডেঙরা কাক বলে—আমি করব একাদশী।
লেজকাটা কুকুর বলে—যাব বারাণসী ॥

৩৭৮৪ পেঁচা বলে পিঁপড়েকে—সর্‌ লো থেবড়ামুখী।

৩৭৮৫ পেঁচোয় পাওয়া।[১]
[১ আঁতুড়ের শিশুর আক্রমণকারী পিশাচ, অর্থাৎ, রোগবিশেষ]

৩৭৮৬ পেছনে আছে পেয়দা। বা, পোঁদে পেয়দা।

৩৭৮৭ পেট থেকে ছেলে পড়ে, উবুড় হয়ে ডাবা[১] ধরে।
[১ ডাবা হুঁকা]

৩৭৮৮ পেট না ভরলে ভাওয়ে, পেট ভরে কি ফাওয়ে।

৩৭৮৯ পেট পেট ক'রে খেলি দই, পাছা বাড়ল বাছা কই।

৩৭৯০ পেট ভরল না, গেল জাত, লাভে হ'ল কুপো কাত।

৩৭৯১ পেট ভরলে আনন্দ, ভজ রে গোবিন্দ।

৩৭৯২ পেট ভরলে পাথরে[১] গন্ধ[২]।

[১ খাইবার জন্ম পাথরের পাত্র। ২ পা—পাথরা বাসায়]

৩৭৯৩ পেট ভরলে[১] ভাজা মাছ ঘসি-ঘসি লাগে।

[১ পা—ভরা পেটে]

৩৭৯৪ পেট ভরলে মণ্ডা (বা ঘি) তেতো।

৩৭৯৫ পেট ভরলে মণ্ডার খোসা ছাড়ায়।

৩৭৯৬ পেট ভরে ত নজর ভরে না।

৩৭৯৭ পেট ভরে না ভাতে, সোনার আঙুটি হাতে।

৩৭৯৮ পেট ভাল নয়, চালভাজা খায়।

৩৭৯৯ পেট মোটা হওয়া।

৩৮০০ পেট হয়েছে ভরা, সবাই নয়নতারা।
পেট হয়েছে খালি, সবাই চোখের বালি ॥

৩৮০১ পেটে আস্ক আস্ক গজ্‌গজ্‌ করে।

৩৮০২ পেটে কালির আঁচড় নেই।

৩৮০৩ পেটে ক্ষিধে, মুখে লাজ, সে পিরীতে কিবা কাজ[১]।

[১ পা—সে কুটুমে নেই কাজ]

৩৮০৪ পেটে খেলে পিঠে সয়।

৩৮০৫ পেটে থাকলে[১] গুণ করে, বা'র হ'লে[২] খুন করে[৩]।

[১ পা—রাখলে। ২ পা—করলে। ৩ পা—রণ করে; ছুরি মারে]

৩৮০৬ পেটে নাই গাধি[১], ভাতে পড়ে লাদি[২]।

[১ স্থান। ২ আরশুলা বা ইঁদুরের বিষ্ঠা]

৩৮০৭ পেটে পেটে বুদ্ধি।

৩৮০৮ পেটে বোমা[১] মারলেও[২] ক-অক্ষর বেরোয় না।

[১ আঁটা বস্তা বিদ্ধ করিয়া দ্রব্যাদি-আকর্ষক নলযন্ত্র। পা—চুঁ। ২ পা—পেট চিরলেও]

৩৮০৯ পেটে ভাত নেই, ঠোঁটে আল্‌তা[১]।

[১ পা—দাঁতে মিশি ; কপালে সিঁদুর]

৩৮১০ পেটে ভাত নেই, ফোঁটায় দড়[১]।

[১ পা—পরনে টেনা]

৩৮১১ পেটের আগুনে বেগুন পোড়ে।

৩৮১২ পেটের[১] কথা খুলে বল্‌লে লোকে বলে পাগল।

[১ পা—মনের]

৩৮১৩ পেটের ছুরিতে পেট কাটে।[১]

[১ নং ১১৯৫]

৩৮১৪ পেটের টানে না খেলে, ছলে বলে কত চলে।

৩৮১৫ পেটে ভাত, গেঁটে সোনা।[১]

[১ 'কেহ দিনান্তরে পায় না খেতে, কারো পেটে ভাত গেঁটে সোনা'—রামপ্রসাদ]

৩৮১৬ পেটের ভাত চাল হয়ে যাওয়া। পেটের পিলে চম্‌কানো।

৩৮১৭ পেটের ভাত দিয়ে পুষলাম যোগী, উল্‌টে বলে—গোঁসাই-সো'গী[১]।

[১ সোহাগী। 'I fed the Yogi with my own meal ; in return he said that I was fond of the Gosain'—Morton। —নং ৩৬৪৮]

৩৮১৮ পেটের ভেতর বিষের হাঁড়ি, কথা কয় হেসে।
কথা দিয়ে কথা নেয়, পরাণে মারে শেষে ॥[১]

[১ নং ৩০৩০]

৩৮১৯ পেটের ভিতর হাত পা' সেঁধোনো।

৩৮২০ পেটের ভেতর মাড়ির দাঁত।

৩৮২১ পেতলের কড়ার সঙ্গে মাটির হাঁড়ির বাদ।

৩৮২২ পেতলের কাটারি, কাটে না দু'ধারই।[১]

[১ নং ৩৭১৪]

৩৮২৩ পেতল শরা ঝাঁকে ভরা।

৩৮২৪ পেত্নীর শ্রাদ্ধে আলেয়া মোড়ল।

৩৮২৫ পেত্নীর হাতে রাঙা শাখা।

৩৮২৬ পেয়দা বাবু পাগ বেঁধেছেন যেন সরু ধানের চিঁড়ে।

৩৮২৭ পেয়দার আবার শ্বশুরবাড়ি[১]।

[১ পা—বিয়ে। পেয়দার লাম্পট্য-প্রসিদ্ধি]

৩৮২৮ পেয়দার চাল হাঁড়িতে দেওয়া।[১]

[১ বা, 'পেয়দার হাঁড়িতে চাল দেওয়া']

৩৮২৯ পেয়দার পোষাক, আর নটীর বেশ।

৩৮৩০ পেয়দার মা পেয়দা বিয়ায় না, গ'ড়ে নিতে হয়।

৩৮৩১ পেঁয়াজ, ধূম, নষ্ট নারী, চক্ষে আনে অশ্রুবারি।

৩৮৩২ পেঁয়াজ, পয়জার, দুই হ'ল।[১]

[১ অথবা, 'পেঁয়াজও গেল, পয়জারও হল']

৩৮৩৩ পেয়েছি কোঁদলের গোঁড়া, আর যাব না উত্তরপাড়া।[১]

[১ নং ৩৩১৭]

৩৮৩৪ পেয়েছে একটা ছুতা, ভাতারে মারে গুঁতা।[১]

[১ নং ১৩০০]

৩৮৩৫ পেয়ের খড় পেয়ে তোলাই ভাল।

৩৮৩৬ পেলাম থালে, দিলাম গালে, পাপ পুণ্য নেই কোন কালে।

৩৮৩৭ পৈতা থাকলেই বামুন হয় না।

৩৮৩৮ পৈতা পুড়িয়ে সন্ন্যাসী।

৩৮৩৯ পোকা বাছুনি করা।[১]

[১ তন্ন তন্ন করিয়া নির্ব্বাচন করা]

৩৮৪০ পোড়া কপালে সুখ নেই, আপন বাড়িতেও ভাত নেই।[১]

[১ নং ৩০৩৭]

৩৮৪১ পোড়াবার কাঠখড়।

৩৮৪২ পোড়ার মুখে নুড়ার আগুন।

৩৮৪৩ পোড়া মাটি জোড়া লাগে না।

৩৮৪৪ পোঁদ চুল্‌কে ঘা[১]।

[১ পা—ব্রণ তোলা। 'চুল্‌কে হ'ল ঘা' এইরূপও পাওয়া যায়]

৩৮৪৫ পোঁদ না থাকলে সত্যপীর হ'ত।

৩৮৪৬ পোঁদ নেঙ্‌টা, মাথায় ঘোমটা।

৩৮৪৭ পোঁদপাকা।[১]

[১ অকালপক্ক]

৩৮৪৮ পোঁদ যাচ্ছে ক্ষয়, চাল্‌তা-বোঝা বয়।

৩৮৪৯ পোঁদে গু বড়্‌বড়্‌ করে, আলোচালের হবিষ্যি মারে।

৩৮৫০ পোঁদে নেই ইন্দি[১], ভজ রে গোবিন্দি।

[১ কোমরে জোর নাই। ইন্দি = বীর্য্য, সামর্থ্য]

৩৮৫১ পোঁদে নেই চাম, রাধাকৃষ্ণ নাম[১]।

[১ পা—চৌধুরী নাম। —নং ২৩০১]

৩৮৫২ পোঁদে নেই টেনা, মিঠা দে' ভাত খা' না[১]।

[১ পা—মিঠা দে' মিছরি-পানা]

৩৮৫৩ পোঁদে বাঁশ।

৩৮৫৪ পোঁদের বিষে খেদায় হাতী।

৩৮৫৫ পোঁদে শিল বাঁধলে ভর হয় না।

৩৮৫৬ পোদ্দারের পো পণ্ডিত হ'লে, বাপকে বাড়ির কৃষাণ বলে।

৩৮৫৭ পো-পোয়াতী দূরে রেখে দাইয়ের গায়ে সেঁক।

৩৮৫৮ পোয়া বারো।[১]

[১ পাশা খেলা হইতে, উৎকৃষ্ট দান। সর্ব্ববিষয়ে প্রতুল]

৩৮৫৯ পোয়াল গাদা এড়িয়ে যায়, সরষে বেঁধে পায়।[১]

[১ নং ৮১৬]

৩৮৬০ পো'র নামে পোয়াতী বর্ত্তায়।

৩৮৬১ পোলা[১] পোলা কর তুমি, এমন পোলা দিমু আমি, যেমন গলায় ঠেকে মর তুমি।

[১ সন্তান]

৩৮৬২ পোষ মানে না ঘড়েল[১], বাঘ, বাগদী, সড়েল[২]।

[১ পক্ষিবিশেষ। ২ যে সড় বা গুপ্তমন্ত্রণা করে]

৩৮৬৩ পোষ মাসে[১] ইঁদুরের সাত মাগ।

[১ নূতন ধান কাটিবার পর]

৩৮৬৪ পোষা সারী চোখ ঠোক্‌রায়।

৩৮৬৫ পোষের শীত মোষের গায়, মাঘের শীত বাঘের গায়।

৩৮৬৬ পোস্ত, টক্‌, কলাইয়ের ডাল, তিন নিয়ে বীরভূমের চাল।

৩৮৬৭ পৌষে যার নাহিক ভাত, তার কভু নাহি সোয়াথ[১]।

[১ স্বস্তি, সুখ। ডাকের বচন]

৩৮৬৮ প্রজা জমিদারের বেগুনক্ষেত।

৩৮৬৯ প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ।

৩৮৭০ প্রণামের চোটে মাথা ফাটে।

৩৮৭১ প্রতিগ্রাসে মুড়া।[১]

[১ নং ২৮০০]

৩৮৭২ প্রতিবার কি শালুক-সুঁধী[১]।

[১ সৌগন্ধিকা হইতে; শালুক ফুল বা পদ্ম। রূপান্তর—'প্রতিডুবে কি শালুক ওঠে']

৩৮৭৩ প্রথম বয়সে না হ'লে পুত, মায়ের সুখ না বাপের সুখ।

৩৮৭৪ প্রদীপের কোলে অন্ধকার।[১]

[১ অথবা, 'চেরাগের নীচেই আঁধার']

৩৮৭৫ প্রভু এলেন ধেয়ে, আজ হরের বিয়ে।

৩৮৭৬ প্রবাসে উত্তর শির, দক্ষিণ শির ঘরে।
শ্বশুরবাড়ি পূর্ব্ব শির, শুয়ো না পশ্চিম শিরে॥

৩৮৭৭ প্রয়াগে মুড়িয়ে মাথা, জাগে পাপী যেথা সেথা।

৩৮৭৮ প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ।[১]

[১ শ্বশুরালয়ে বহুকাল বাসের দরুন জামাইয়ের লাঞ্ছনা। সং—হবির্বিনা হরির্যাতি বিনা পীঠেন মাধবঃ। কদন্নৈঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ॥]

৩৮৭৯ প্রাণটি সখের বটে, খরচ করতে বুকটি ফাটে।

৩৮৮০ প্রাণ বড়, না, মান বড়।[১]

[১ নং ২৮৪৫]

৩৮৮১ প্রাণে যদি শান্তি চাও, ভগবানে মন দাও।

৩৮৮৩ প্রাতঃকালে প্রাতঃক্রিয়া, বাপ থাকতে বেটার বিয়া।
হ'ল ত হ'ল, নয় ত অনেক কাল গেল॥

৩৮৮৩ প্রেমের পিণ্ডি টেনে বার করা।

৩৮৮৪ ফকির মেরে ঝুলি কেড়ে লওয়া।

৩৮৮৫ ফকির হবার আগে ঝুলি কাঁধে লওয়া।

৩৮৮৬ ফকিরে ফকিরে ভাই, ফকিরের রাজত্ব সব ঠাঁই।

৩৮৮৭ ফচ্‌কে ষাঁড়ের চুল্‌বুলানি, জোয়ান ষাঁড়ের ছাতা[১]।
বুড়ো ষাঁড়ের পুরাণ কথা, আধবয়সীর মাথা[২] ॥[৩]

[১ বক্ষঃস্থল। ২ বেশবিন্যাস। ৩ 'নববিবিবিলাস' হইতে]

৩৮৮৮ ফতো নবাব।[১]

[১ পরের ধনে বড়মানুষ]

৩৮৮৯ ফতো বাবুর গল্প সার।[১]

[১ ভিতরে নিঃস্ব, বাহিরে বাবুয়ানা]

৩৮৯০ ফফড়দালালি।[১]

[১ উপরপড়া অনাহূত কর্ত্তৃত্ব]

৩৮৯১ ফরসা কাপড়ে মান বাড়ে।

৩৮৯২ ফল পাকলে হয় মিঠা, মানুষ পাকলে হয় তিতা।

৩৮৯৩ ফলেন পরিচীয়তে।[১]

[১ নং ১৭৬২]

৩৮৯৪ ফলের মধ্যে আম্রফল, জলের মধ্যে গঙ্গাজল।

৩৮৯৫ ফল্গুনদী অন্তঃশীলা।

৩৮৯৬ ফাঁক পেলে সবাই চোর।

৩৮৯৭ ফাঁকা আওয়াজ।

৩৮৯৮ ফাঁকি দিলে ফাঁকে পড়ে।

৩৮৯৯ ফাগুনে আগুন, চৈতে মাটি,
বাঁশ রেখে বাঁশের পিতামহকে কাটি।[১]

[১ খনার বচন]

৩৯০০ ফাগুনের আট, চৈতের আট, সেই তিল দা'য়ে কাট।[১]

[১ খনার বচন]

৩৯০১ ফাট্‌কা কলে আট্‌কা পড়া।

৩৯০২ ফাটলে পড়ল নাড়ু[১], গোপালায় নমঃ।[২]

[১ পা—কলা। ২ নং ৬০৬, ১৭৫৮, ৩৩৪৭]

৩৯০৩ ফাঁদ পেতে ফাঁদে পড়ে।

৩৯০৪ ফিকিরে ধরেছি বগ, পীরকে দেব লাউয়ের ডগ।

৩৯০৫ ফিকিরে ফকির।

৩৯০৬ ফুঁ আছে, দুধ নেই।[১]

[১ নং ৫০৪]

৩৯০৭ ফুটল কাশে[১], ফুরোল বার্ষে।

[১ শরৎকালের কাশপুষ্প]

৩৯০৮ ফুটানির[১] মামা, ভিতরে কপ্‌নি, উপরে জামা।

[১ জাঁকের]

৩৯০৯ ফুঁয়ের চোটে আগুন ছোটে।

৩৯১০ ফুরল বাগানের আম, কি খাবি রে হনুমান্‌।

৩৯১১ ফুলে নেই গন্ধ, চোখ থাকতে অন্ধ।

৩৯১২ ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায়।[১]

[১ নং ৭৭৯, ২০৯৩]

৩৯১৩ ফুলের শোভা ভোমরা, গাইয়ের শোভা চমরা[১]।

[১ পুচ্ছলোমের চামর]

৩৯১৪ ফুলের সোহাগে সটার[১] আদর।

[১ সটা—ফুলের কেশর]

৩৯১৫ ফেন খেয়ে গোলাপজলে আঁচানো।

৩৯১৬ ফেন খেয়ে ম'ল বাপ, বেটার নাম পরতাপ।

৩৯১৭ ফেন দিয়ে ভাত খায় গল্পে মারে দই।
মেটে হুঁকোয় তামাক খায়, গুড়গুড়িটা কই॥

৩৯১৮ ফেল কড়ি, মাখ তেল, তুমি কি আমার পর।

৩৯১৯ ফোক্‌লা মুখের চুম, বড়ই খাওয়ার ধুম।

৩৯২০ ফোক্‌লা দাঁতে মিশি, জিল[১] দেখিয়ে হাসি।

[১ জিল্লা, ঔজ্জ্বল্য, চিক্কণাই]

৩৯২১ ফোঁটা করে কপাল জুড়ে, ঘাড় করে কাত।
দিনে করে সাধুগিরি, চুরি সারা রাত॥

৩৯২২ ফোড়ন দেওয়া।

৩৯২৩ ফোঁপরা[১] ঢেঁকির পাড়ে গুমর[২]।

[১ পা—ফাঁপা। ২ পা—শব্দ বেশি, বা শব্দ সার]

৩৯২৪ বইয়ের পোকা।

৩৯২৫ বউ উঠতে ঠাঁই পায় না, উঠান জোড়া দাসী।

৩৯২৬ বউ গিন্নী হ'লে তার বড় ফরফরানি।
মেঘভাঙা রোদ্দুর হ'লে বড় চড়্‌চড়ানি॥

৩৯২৭ বউটি ভাল বটে, টোক্‌না[১] খেয়ে বাট্‌না বাটে।

[১ টোকর বা ঠোক্‌র অর্থে, আঘাত]

৩৯২৮ বউ নয় ত হীরে,
কাল দিয়েছি পাটের শাড়ি আজ দিয়েছে ছিঁড়ে।

৩৯২৯ বউ, না, বোবা ; বউ, না, বাবা।

৩৯৩০ বউ না রে, বউ না, গরল ডাকিনী।
দিন হ'লে মানুষের ছা', রাত হ'লে বাঘিনী॥

৩৯৩১ বউ বড় রাঙী[১], তার আবার ঠাকুরঝি।

[১ নামবিশেষ]

৩৯৩২ বউ বিয়ল বেটা, গাই বিয়ল নই।
প্রাণ ধ'রে এ কথা কি কারেও বলি, সই॥

৩৯৩৩ বউ ভাঙলে শরা, গেল পাড়া-পাড়া।
গিন্নী ভাঙলে নাদা[১], ও কিছু নয়, দাদা॥

[১ কলসীবিশেষ]

৩৯৩৪ বউ মরে, উলু পড়ে, ঘরে-ঘরে বিয়ে করে।[১]

[১ পাঠান্তর—'স্ত্রী মরে, শ্রী চড়ে, ঘরে-ঘরে উলু পড়ে']

৩৯৩৫ বউয়ের চলন ফেরন কেমন, তুর্কী ঘোড়া যেমন।
বউয়ের গলার স্বর কেমন, শালিখ কেঁকায় যেমন॥

৩৯৩৬ বউয়ের গায়ে কি হাত উঠায়, লোক দেখিয়ে বালিশ কিলায়।[১]

[১ নং ৫৯৬৬]

৩৯৩৭ বউয়ের রাগ বেরালের ওপর, বেরালের রাগ বেড়ার ওপর।

৩৯৩৮ বক-ধার্ম্মিক।[১]

[১ সং—বকঃ পরমধার্ম্মিকঃ (রামায়ণ)]

৩৯৩৯ বক, বকুল, চাঁপা, তিন পুঁতো না বাপা।

৩৯৪০ বক-বেরালে ব্রহ্মজ্ঞানী।

৩৯৪১ বগল বাজানো।

৩৯৪২ বগলে ছুরি, মুখে রাম-নাম।[১]

[১ পা—'রাম-নাম মুখে, ছুরি রেখে বুকে'।—নং ৪৭০৫]

৩৯৪৩ বচন-সর্ব্বস্ব।

৩৯৪৪ বচনে জগৎ তুষ্ট, বচনে জগৎ রুষ্ট।

৩৯৪৫ বজ্র আঁটুনি[১], ফস্কা গেরো।

[১ পা—এঁটে বাঁধন]

৩৯৪৬ বজ্রপাতে[১] রাম-নাম।

[১ অর্থাৎ, বিপৎকালে, অন্য সময়ে নয়]

৩৯৪৭ বড় করলে বামন শকুনি উদোম ক'রে ঠোঁট।
হাড়গিলেতে হাঁ করেছে, চড়ুইয়ের দেখ চোট ॥

৩৯৪৮ বড় ক'রে পাতলে পাত, ওজন করা আছে ভাত।

৩৯৪৯ বড় ক্ষিদেয় পাটকেলে কামড়।

৩৯৫০ বড় গাছে কাছি[১] বাঁধা।

[১ পা—দড়া ; নৌকা]

৩৯৫১ বড় গাছে বড় ঝড়[১]।

[১ পা—ঝড় লাগে ; ঝড় সয়]

৩৯৫২ বড় গাছের তলায় বাস, ডাল ভাঙলে সর্ব্বনাশ।

৩৯৫৩ বড় গাছের ফল কম, ছায়া বেশি।

৩৯৫৪ বড় গেরাসে লক্ষ্মী ডরায়।

৩৯৫৫ বড় ঘরের বড় কথা, গরিবের ছেঁড়া কাঁথা।

৩৯৫৬ বড় ঘরের বড় কথা, বললে কাটা যায় মাথা।

৩৯৫৭ বড় দাগা দিয়েছিস সাধের[১] সময়।
জাগা ঘরে চুরি[২] আর এখন কি হয় ॥

[১ পা—কাজের। ২ নং ২৪৮২]

৩৯৫৮ বড় নদী, বড় মানুষ, বড় রাস্তা, কাছে না থাকাই ভাল।

৩৯৫৯ বড়[১] নাক, তার গোঁফের বাহার।

[১ পা—ভারি]

৩৯৬০ বড় নাম যার, পোঁদ ফাটে তার।

৩৯৬১ বড় পাখী ছিলেন, এখন তুগ্‌গোটুনটুনি[১] হলেন।

[১ ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ]

৩৯৬২ বড় বউ বড়ালের ঝি, কোণে ব'সে কয় কি।
মেজ বউ মেঝের মাটি, সকল কথায় ঝাঁজের আঁটি[১]।
সেজ বউ সেঁজুনী[২], সব কাজেতে এগুনী[৩]।
ন বউ নত্তা[৪], সকল ঘরের কত্তা।
নতুন বউ নথনী[৫], শেঁওড়া গাছের পেত্নী।
ছোট বউ আতরের শিশি, ছোট্‌ঠাকুরপোর গোঁফে ঘসি।[৬]

[১ পা—ঝেঁঝে উঠি; ঝিকরে উঠি। ২ সেঁজুতি বা সাঁজের বাতি? ৩ এগিয়ে যায়। পা—'সেজো বউ উনানের বুক, সকল কথায় পোড়ার মুখ'। ৪ নেতা, বা ঘর নিকাইবার নেকতা? ৫ যার নাকে নথ! ৬ পা—'ছোট বউ এলাচের গুড়ো, ছোট্‌ঠাকুরপোর প্রাণ-জুড়ো'।—ডাকের বচনে পাওয়া যায়]

৩৯৬৩ বড় বড় বানরের বড় বড় পেট।
লঙ্কা ডিঙোতে সব মাথা করে হেঁট।

৩৯৬৪ বড় বাড় ভাল নয়।

৩৯৬৫ বড়[১] বাড়ি, তার ঢেঁকিশালা।

[১ পা—ভারি]

৩৯৬৬ বড় বাড়ির বেরালটাও বড় লোক।

৩৯৬৭ বড়[১] বিয়ে, তার দু'পায়ে আল্‌তা।

[১ পা—ভারি]

৩৯৬৮ বড় ভাইয়ের মাগ নেই, সেই ভাবনায় ঘুম নেই।

৩০৬৯ বড় ভাত, তার ডান হাত।

৩৯৭০ বড় মাছে জাল ছেঁড়ে।

৩৯৭১ বড় মাছের কাঁটাও ভাল।

৩৯৭২ বড় মাছের কাঁটা, ঘন দুধের ফোঁটা।

৩৯৭৩ বড় মুখ ছোট হওয়া।

৩৯৭৪ বড়র গোসা আঁতে, লঘুর গোসা দাঁতে।

৩৯৭৫ বড়র পিরীত বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

৩৯৭৬ বড়র বড়, ছোটর ছোট।

৩৯৭৭ বড় লোক হই, কিংবা বড় লোকের কাছে থাকি।

৩৯৭৮ বড় লোকে কথা কয়, সবে বলে জয় জয়।

৩৯৭৯ বড় লোকের[১] আঁস্তাকুড়ও ভাল।

[১ পা—মহতের। নং ৪৪৭৯]

৩৯৮০ বড় লোকের[১] ভালবাসা, গেরস্থের খাসীপোষা।[২]

[১ পা—রাজার। ২ নং ৩৭৭৬]

৩৯৮১ বড় হবে ত ছোট হও।

৩৯৮২ বড় হাঁড়ির আমানিও মিঠা।

৩৯৮৩ বড়াই বুড়ী।

৩৯৮৪ বত্রিশনাড়ীছেঁড়া ধন।

৩৯৮৫ বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা।

৩৯৮৬ বন থেকে বেরোল টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।[১]

[১ হেঁয়ালি। অর্থ—আনারস]

৩৯৮৭ বন পোড়ে সবাই দেখে, মন পোড়ে কেউ দেখে না।

৩৯৮৮ বনমানুষের হাড়।[১]

[১ ভেল্‌কিতে লাগে]

৩৯৮৯ বন রাখে বাঘে[১], বাঘ[২] রাখে বনে।[৩]

[১ পা—শিবে। ২ পা—শিব। ৩ সং—'সিংহৈর্বিহীনং হি বনং বিনশ্যেৎ সিংহা বিনশ্যেয়ুর্ঋতে বনেন'—মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, ৩৭, ৬০]

৩৯৯০ বনে আগুন দিলে বন পোড়ে কিন্তু মূল পোড়ে না।

৩৯৯১ বনের বাঘের চেয়ে মনের বাঘে খায়।

৩৯৯২ বন্ধ্যা নারীর অন্ধ পুত্র চাঁদ দেখতে পায়।[1]

[১ নিতান্ত অসম্ভব ঘটনা]

৩৯৯৩ বন্ধ্যা নারীর পুত্রশোক।

৩৯৯৪ বয়স বাড়ে, আর দোষ বাড়ে।

৩৯৯৫ বয়সে চুল পাকে, কিন্তু বুদ্ধি পাকে না।

৩৯৯৬ বয়সেতে বিজ্ঞ নয়, বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে।

৩৯৯৭ বয়সে নবীন, বুদ্ধিতে প্রবীণ।

৩৯৯৮ বয়সের গাছ পাথর নেই।

৩৯৯৯ বয়সের বড় বোনাই বাপের ধাক্কা।

৪০০০ বরং রামায় রাবণাৎ।[1]

[১ মারীচের উক্তি]

৪০০১ বরকনের দেখা নেই, শুক্রবারে বিয়ে।

৪০০২ বর নয়, যেন চোর।

৪০০৩ বর নাচে, বরণী নাচে, কনের হরে মন।
মাথায় মাথায় ভাবনা তার, যার দিতে হবে পণ॥

৪০০৪ বর-সোহাগী নাচন চায়, মাগ-সোহাগী ঝাঁটা খায়।

৪০০৫ বর্ণচোরা আম।

৪০০৬ বর্ব্বরের ধনক্ষয়।

৪০০৭ বর্ষাকালে নদী, বুড়ো হ'লে সতী।

৪০০৮ বরাকের দানী[1], সোনায় সাধ।[2]

[১ তাম্বুলবিক্রয়ী ; অথবা, বরাক=তুচ্ছ বস্তু। ২ জ্ঞানদাস]

৪০০৯ বরিষাতে বিনি ছাতাতে যায়, পানি দেখিয়া তরাসে ধায়।
দিয়া[1] পাতে খায় দুধ, ডাক বলে—সে বড় অবুধ।[2]

[১ ছিন্ন। ২ ডাকের বচন]

৪০১০ বরের ঘরের মাসী, কনের ঘরের পিসী।

৪০১১ বরের মাথায় চাঁপা ফুল, কনের মাথায় টাকা।
এমন বরের বিয়ে দেব, যার গোঁফজোড়াটি পাকা ॥

৪০১২ বলতে গেলে জাত থাকে না।

৪০১৩ বলতে পারি, কইতে পারি, সইতে পারি না।
খেতে পারি, নিতে পারি, দিতে পারি না ॥

৪০১৪ বলতে পারি পদে পদে, বলতে দেয় না ফট্‌কা মদে।

৪০১৫ বলদা বুঝে মার।[১]

[১ 'View the ox and then strike'—Morton]

৪০১৬ বলদে আর বর্ব্বরেতে সৃষ্টি করে রক্ষা।
চতুর পণ্ডিত জনে দেয় লোক-শিক্ষা ॥

৪০১৭ বল দেওরা রে, এর বেওরা[১] কি।
নন্দাইয়ের কোলে কেন শোয় না ঠাকুরঝি ॥

[১ ব্যাপার]

৪০১৮ বলদে চেনে কচু আর ঘেঁচু।

৪০১৯ বল বল কর তুমি পীড়ায় পড় না।
বিয়া বিয়া কর তুমি টাকায় দড় না ॥

৪০২০ বলবার সে কথা নয়, বলবই বা কি।
বললে যে ধরম যায়, রইলই বা কি ॥

৪০২১ বল বুদ্ধি ভরসা, তিন তিরিশে[১] ফরসা।

[১ পা—চল্লিশ পেরোলে]

৪০২২ বল্, মা তারা, দাঁড়াই কোথা।

৪০২৩ বললে মা মার খায়, না বললে বাপ এঁটো খায়।

৪০২৪ বলা সহজ, করা কঠিন।

৪০২৫ বলীর ঘাম, নির্ব্বলীর ঘুম।

৪০২৬ বলেছিলাম হ'ল না, পদী, ঘরে গিয়া খা' ।[১]

[১ নং ৫২৮৪]

৪০২৭ বলেছিলে ত এই, মুখের সে ভঙ্গী কই ।

৪০২৮ বলে দুধ, বেচে ঘোল ।

৪০২৯ বলে না হয়, ছলে ।

৪০৩০ বসতে জায়গা পেলে, শোবার স্থান মেলে ।

৪০৩১ বসতে পেলে শুতে চায় ।

৪০৩২ বসবি ত ছেলে ধর্, উঠবি ত কাঠ কাট্ ।

৪০৩৩ বসুধারার ফোঁটা ।[১]

[১ শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে গৃহভিত্তিতে সিন্দুর ও ঘৃতের ধারা]

৪০৩৪ বসুধৈব কুটুম্বকম্ ।[১]

[১ সং—অয়ং নিজঃ পরো বৈতি গণনা লঘুচেতসাম্। উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্ ।]

৪০৩৫ ব'সে খেলে কুলোয় না, ক'রে খেলে ফুরোয় না ।

৪০৩৬ ব'সে খেলে[১] রাজার গোলাও[২] ফুরোয় ।

[১ পা—ঝিনুক দিয়ে খেলেও । ২ পা—কুবেরের ভাণ্ডারও]

৪০৩৭ ব'সে না থাকি বেগার যাই, বেগার গেলে খেতে পাই ।

৪০৩৮ ব'সে ব'সে করি কি, বাপের পোঁদে[১] পেয়দা দি' ।

[১ পা—পাছে]

৪০৩৯ ব'সে ব'সে লেজ নাড়া ।

৪০৪০ বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া ।[১]

[১ নং ১৮]

৪০৪১ বাইরে কোঁচার পত্তন, ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন ।[১]

[১ নং ১৯৭৯, ৫৬৭৬-৭৭]

৪০৪২ বাইরে গোরা, ভেতরে কালো, মাকাল ফলকে চিনলাম ভাল।

৪০৪৩ বাইরেতে লেপা-পোছা দুধের মত সাদা।
ভেতরেতে চোদ্দ কোটি শয়তানের দাদা॥

৪০৪৪ বাইরে সাদা সাজ, ঢাকা আছে ঢাকাই কাজ।

৪০৪৫ বাইরে যতিনীপানা[১], ভেতরে মালখানা[২]।
[১ যতিনী=সন্ন্যাসিনী, বিধবা। ২ কোষাগার।—নং ৪৮১৬]

৪০৪৬ বাইরের জামাই মধুসূদন, ঘরের জামাই মধো।
ভাত খাওসে মধুসূদন, ভাত খেসে রে মধো॥

৪০৪৭ বাইরে হাসিখুশি, ভেতরে গরলরাশি।

৪০৪৮ বাউলের ঘরে গরু।

৪০৪৯ বাঁকা সীঁথে, লম্বা ছোট[১], তবে জানবে পঞ্চকোট।
[১ ধুতি]

৪০৫০ বাকি থুয়ে যে লাভ গণে, গু খায় সে বাপের সনে।

৪০৫১ বাক্যে পর্ব্বত, কার্য্যে তুলাকার।

৪০৫২ বাঘ বুড়া হ'লেও রাগ ছাড়ে না।

৪০৫৩ বাঘ-ভালুকের রাজ্যে থাকি, মনের কথা মনেই রাখি।[১]
[১ রূপকথা হইতে]

৪০৫৪ বাঘ-রাজার মন্ত্রী দাঁড়কাক।

৪০৫৫ বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা।

৪০৫৬ বাঘে খায়[১], খেদ নেই, কাঁটাবন দিয়ে যেন না টানে।
[১ পা—মরি তাতে]

৪০৫৭ বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাওয়ানো।

৪০৫৮ বাঘের আড়ি।

৪০৫৯ বাঘের আবার গোবধ।

৪০৬০ বাঘেরও চক্ষুলজ্জা আছে।

৪০৬১ বাঘের কাছে গরু-রাখালি।

৪০৬২ বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।

৪০৬৩ বাঘের দেখা, সাপের লেখা।

৪০৬৪ বাঘের নখ, কুমীরের দাঁত, মাছের আঁশ, গণ্ডারের চামড়া।

৪০৬৫ বাঘের পোঁদে[১] ঘা।

[১ পা—পাছায়]

৪০৬৬ বাঘের পেছনে ফেউ।

৪০৬৭ বাঘের মাসী বেরাল, আসি ব'লে ফেরার[১]।

[১ পলাতক। গল্প এই যে, বেরাল 'আসি' বলিয়া আর বাঘের কাছে ফেরে নাই]

৪০৬৮ বাঘে মোষে[১] যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার[২] প্রাণ যায়।

[১ পা—রাজায় রাজায়, মোষে মোষে। ২ উলুখড় ও নলতৃণ। পা—নলখাগড়ার। রূপান্তর—নং ৫৫৫১]

৪০৬৯ বাঘের যোগ্য বাঘিনী।

৪০৭০ বাঘের হামাগুড়ি।

৪০৭১ বাঙ্গাল মনুষ্য নয়, উড়ে এক জন্তু[১]।
লাফ দিয়ে গাছে ওঠে[২], লেজ নাই কিন্তু॥

[১ পা—সে এক জন্তু। ২ পা—গাধা হেন বোঝা বয়]

৪০৭২ বাঁচতে জানলে মহবত[১] রয়।

[১ মহব্বত=প্রীতি]

৪০৭৩ বাঁচতে পায়[১] না ভাত-কাপড়, মরতে হ'ল[২] দানসাগর।

[১ পা—দেয়। ২ পা—করে]

৪০৭৪ বাছা আমার ছিরিখণ্ডী[১], ব'সে আসেন বড়াই চণ্ডী।

[১ শ্রীখণ্ডী=মঙ্গলকার্য্যে ব্যবহার্য্য বস্ত্র বা আলপনা-দেওয়া পীঁড়ি]

৪০৭৫ বাছার আমার কিবা রূপ,
ঘুঁটে ছাইয়ের নৈবিদ্যি, খেঙরা কাটির ধূপ।

৪০৭৬ বাছার আমার বাড়াবাড়ি, ছ'আনা কাপড়ের ন'আনা পাড়ি।

৪০৭৭ বাছার কি দিব তুলনা,
মায়ের হাতে তুলার দাঁড়ি, মাগের কানে সোনা।

৪০৭৮ বাছার কিবা মুখের ছাঁই, তবু হলুদ মাখেন নাই।

৪০৭৯ বাছার গুণে আসে ঘুম, ক'ব কত লীলা।
বাপের গলায় শেকল দিয়ে, মায়ের ভাঙে পিলা॥

৪০৮০ বাছার বাছা তুলে নাচা।

৪০৮১ বাছুরে বাঘ চেনে না।

৪০৮২ বাজনা বাজিয়ে ধান ভানলেও, তুষ ছাড়া হয় না।

৪০৮৩ বাজনার সঙ্গে কথা কওয়া।

৪০৮৪ বাঁজার ছেলেও হবে না, বাজনাও বাজবে না।

৪০৮৫ বাজার বুঝে ব্যবসা কর, গাত বুঝে পা ফেল।

৪০৮৬ বাজারে[১] আগুন লাগলে পীরের ঘর মানে[২] না।

[১ পা—গাঁয়ে, শহরে। ২ পা—ঘরও বাঁচে]

৪০৮৭ বাজারে নাম লেখালে জাতের ভয় কি।

৪০৮৮ বাঁজী জানে না প্রসব-বেদনা।[১]

[১ সং—ন হি বন্ধ্যা বিজানীয়াদ্ গুর্ব্বীং প্রসববেদনাম্]

৪০৮৯ বাঁজীর পুতের হাঁচির ঘা সয় না।

৪০৯০ বাজী মাত্।

৪০৯১ বাজে কাজে কাট্না কামাই।

৪০৯২ বাড়া ভাত ফেলে উঠতে নেই।

৪০৯৩ বাড়া ভাতে ছাই।

৪০৯৪ বাড়া ভাতে ছালি[১], ধোপ কাপড়ে কালি।

[১ (প্রাদেশিক) ছাই]

৪০৯৫ বাড়া ভাতে নেড়া গিন্নী।[১]

[১ কার্য্যসিদ্ধির পর প্রশংসা নাই]

৪০৯৬ বাড়া ভাতে শত্রু বাড়ে।

৪০৯৭ বাড়ীতে আছেন শালগেরাম, দেখতে দেখতে তল গেলাম।

৪০৯৮ বাড়ীতে বটে আসে যায়, মনটা থাকে চরায়-বরায়।

৪০৯৯ বাড়ীর কাছে বাড়ী, গ্রাম-সম্পর্কে খুড়ী।

৪১০০ বাড়ীর গরু মাঠের ঘাস খায় না।[১]

[১ নং ২০০৩]

৪১০১ বাড়ীর মধ্যে[১] এক ঘর, তার আবার সদর অন্দর।

[১ পা—সারা বাড়ী]

৪১০২ বাড়ীর শোভা বাগ-বাগিচা, ঘরের শোভা ওসারা[১]।
দাঁতের শোভা মাজন-মিশি, চোখের শোভা ইসারা॥

[১ ইসরা বা থাইর (প্রাদেশিক) = ঘরের বারান্দা বা দাওয়া]

৪১০৩ বাড়ী হতে বাহির হলাম সতীনের তাপে।
পথে গিয়ে দেখি আসে সতীনের বাপে॥

৪১০৪ বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাহার অর্দ্ধেক চাষ।[১]

[১ ভারতচন্দ্র। সং—'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীস্তদর্ধং কৃষিকর্ম্মণি']

৪১০৫ বাতাসাও পেলাম, ঠেলাও খেলাম।

৪১০৬ বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ ধরে দিতে পারি চাঁদ।[১]

[১ ভারতচন্দ্র।—নং ১৮২]

৪১০৭ বাতাসের জোরে পাথরও পড়ে।

৪১০৮ বাতাসের সঙ্গে লড়াই[১] করা।

[১ পা—ঝগড়া]

৪১০৯ বাতাসে হাঁড়ি ঠন্‌ঠন্ করে, রাজার বেটা পাখী মারে।

৪১১০ বাঁদরীর চুল হ'লেও বাঁধতে জানে না।

৪১১১ বাদাবুনে[১] বাঘ।

[১ বাদাবন—বিস্তীর্ণ জলাভূমি]

৪১১২ বাঁদী পরের পা ধোয়ায়, নিজের পা ধোয় না।

৪১১৩ বাঁদী মারতে মঙ্গলবার।

৪১১৪ বাঁদীর মুখে হারাম গুজার।

৪১১৫ বাদুড়-চোষা তাল।

৪১১৬ বাঁদুরে বুদ্ধি। বাঁদুরে কেত্তন।

৪১১৭ বাঁধলে টাটি, পরালে বেটী।

৪১১৮ বাঁধা গরু ছাড়া পেলে, তিন রাজ্যি এক করে।

৪১১৯ বাঁধা ছাগল ছেলেরও বশ।

৪১২০ বাঁধা দেবে না, বেচে খাবে, উকিল পাঠাবে না, আপনি যাবে।

৪১২১ বাধা মানে না পাধা।

৪১২২ বান এলে সবাই কয়, বাঁধ দেবার বেলা কেহই নয়।

৪১২৩ বানরকে কলা দেখানো।

৪১২৪ বানরের গলায় মুক্তার মালা।[১]

[১ 'বানরকণ্ঠে কি মোতিমমাল'—বিদ্যাপতি]

৪১২৫ বানরের নেই সিঁড়ির কাজ।

৪১২৬ বানরের মুঠো।

৪১২৭ বানরের সম্পত্তি গালে।

৪১২৮ বানরের হাতে খন্তা।

৪১২৯ বানরের হাতে পাকা আম, বানর বলে—রাম রাম।

৪১৩০ বানরের হাতে ফুলের মালা।

৪১৩১ বানরের হাতে শালগ্রাম শিলা।[১]

[১ নং ২১৮৪]

৪১৩২ বানের আগে[১] জেলে ডিঙ্গি।

[১ পা—মুখে]

৪১৩৩ বানের আগে হাদুড়ী[১] দৌড়ে।

[১ কুটোকাটা, জঞ্জাল ; পা—হাদি]

৪১৩৪ বানের জল টল্‌মল।

৪১৩৫ বানের জলে ভেসে আসা, বা, ভেসে যাওয়া।

৪১৩৬ বাপকা বেটা, সিপাহীকা ঘোড়া,
কুচ না হোবে তো থোড়া-থোড়া।

৪১৩৭ বাপখুড়া যত দিন, দাওয়া মাড়া তত দিন।[১]

[১ নং ২৯০৬]

৪১৩৮ বাপগুণে বেটা, সেপাইগুণে ঘোড়া।

৪১৩৯ বাপ জানে না, মা জানে না, হোগলা বনে বিয়ে।

৪১৪০ বাপ জানে না সুরতি খেলা, বেটা তীরন্দাজ।

৪১৪১ বাপ-দাদায়[১] নেই ডুলি, আগে গিয়ে ঢু'ঠ্যাং তুলি।

[১ পা—বাপের কালে]

৪১৪২ বাপ পুরুত, মা এয়ো, ঘরের জিনিস বাইরে না যেয়ো।

৪১৪৩ বাপ-পোয় বরতী[১], মায়ে ঝিয়ে এয়োতী।[২]

[১ ব্রতী। ২ উপরের প্রবাদের সমানার্থক]

৪১৪৪ বাপ বলবার নাম নেই[১], হিদে জোলার[২] নাতি।

[১ পা—বাপ-পিতামহের নাম গেল। ২ পা—হরে শুঁড়ির]

৪১৪৫ বাপ-বেটার চাষ চাই, তা অভাবে সোদর ভাই।[১]

[১ খনার বচন]

৪১৪৬ 	বাপ-মা-মরা দায়।

৪১৪৭ 	বাপ মেরেছে উকুন, তাই ছেলে ধনুর্দ্ধর।

৪১৪৮ 	বাপ যদি টক খায়, ছেলের দাঁত কি ট'কে যায়।

৪১৪৯ 	বাপ রাজা ত ঝিয়ের কি, ভাই রাজা ত বোনের কি।

৪১৫০ 	বাপে পোয়ে কোঁদল বাজে, তা বিচারে অবুধ রাজে।[১]

[১ ডাকের বচন]

৪১৫১ 	বাপের উপরোধে সংমার পায়ে গড়।

৪১৫২ 	বাপের কালে নেইক চাষ, কার ভূঁই দাইতে[১] যাস্।

[১ পা—ধান কাট্তে]

৪১৫৩ 	বাপের গাঁতি[১], না, ধাপের গাঁতি,
যে রেখে খেতে পারে তারই গাঁতি।

[১ জোতজমা]

৪১৫৪ 	বাপের গুণে পো, মায়ের গুণে ঝি।

৪১৫৫ 	বাপের জন্মে নেইক চাষ, ধানকে বলে দুব্বোঘাস।[১]

[১ নং ৪১৫২]

৪১৫৬ 	বাপের জন্মে নেইক ডুলি, ভেঙে গেছে মোর পাছার খুলি,
নামা ডুলি নামা ডুলি।

৪১৫৭ 	বাপের ঠাকুর।

৪১৫৮ 	বাপের দেওয়া কন্যা, রাজার দেওয়া ভূঁই।

৪১৫৯ 	বাপের নাম জানে না, কুলীন হতে চায়।

৪১৬০ 	বাপের পুকুর ব'লে কি তাতে ঝাঁপ দিতে হবে।

৪১৬১ 	বাপের পুণ্যে ত'রে যাওয়া।

৪১৬২ 	বাপের পোঁদে নেইক বাল, পুত্রের কানচাপা দাড়ি।

৪১৬৩ 	বাপের বয়সে কজমা নেই, গাঁজাভরা দাড়ি।

৪১৬৪ 	বাপের বয়সে ঘোড়া নেই, কাঁধে চলে লাগাম।

৪১৬৫ বাপের বাড়ি ঝি নষ্ট, পান্তা ভাতে ঘি নষ্ট।[১]

[১ নং ১৩২৭, ২৭২২, ৩৪০৯, ৩৬৬৬]

৪১৬৬ বাপের বিয়ে খুড়োর নাচন।

৪১৬৭ বাপের বিয়ে দেখানো।[১]

[১ অর্থাৎ, জননীর মৃত্যুকামনা]

৪১৬৮ বাপের বোন পিসী ভাত-কাপড়ে পুষি।
মায়ের বোন মাসী, কাদায় ফেলে ঠাসি॥

৪১৬৯ বাপের ভাগ্যি।

৪১৭০ বাপের ভাতে যাতায়াতি, ভাইয়ের ভাতে কাঁদাকাটি।
সোয়ামীর ভাতে অগড়-বগড়[১], পুতের ভাতে বড়ই ঝগড়॥

[১ আগড়োম-বাগড়োম; ভালমন্দ মিশ্রিত]

৪১৭১ বাপের সঙ্গে ব'র্ত্তে যাওয়া।

৪১৭২ বাবলাপুরে বিচার।[১]

[১ 'Applied to any instance of over-severity and injustice'—Morton]

৪১৭৩ বাবাজীকে বাবাজী, তরকারিকে তরকারি।[১]

[১ যাহা দুই কাজে লাগে; বেগুনের মাথায় বোঁটা থাকার জন্য ব্যঙ্গার্থে প্রয়োগ]

৪১৭৪ বাবা বলছে চণ্ডী, দুর্গা বলব কেন।

৪১৭৫ বাবা বৈদ্যনাথের বরে, যিনি যেতেন বাইরে, তিনি যান ঘরে।

৪১৭৬ বাবারও বাবা আছে।

৪১৭৭ বাবা হাটে, মা পেটে, আমি তখন বছর আটে।[১]

[১ অসম্ভব বা অর্থহীন বাক্য। কিন্তু এটি প্রবাদ নয়, হেঁয়ালি; কুমড়ার আট ভাগ, হাটে বিক্রয়ের জন্য নীত, 'মা' অর্থাৎ বীচি ভিতরে থাকে]

৪১৭৮ বাবুর বড় হাসি, সাতদিন উপবাসী।

৪১৭৯ বাবু[১] মরেন শীতে[২] আর ভাতে।

[১ পা—বহুবলে। ২ অর্থাৎ, শীতকালে অল্প খরচে বাবুগিরির মুশকিল]

৪১৮০ বামন হয়ে চাঁদে হাত।

৪১৮১ বাম-শেয়ালী যাত্রা।[১]

[১ বামে শেয়াল, যাত্রা শুভ]

৪১৮২ বামুন গেল ঘর, ত লাঙ্গল তুলে ধর্।

৪১৮৩ বামুন ঘরে খাবে ভাত, গোবর দেবে আড়াই হাত।

৪১৮৪ বামুনচোষা কলকে, কায়েতচোষা গাঁ।

৪১৮৫ বামুন না হই, দক্ষিণা না দিলে, মারতে কইল কে।

৪১৮৬ বামুনবাড়ির ডাল-ভাত, তার নাম পরসাদ।

৪১৮৭ বামুন, বাদল, বান, দক্ষিণে পেলেই যান।[১]

[১ খনার বচন]

৪১৮৮ বামুন, বাস্ক, বাঁশ, তিনে বাস্তনাশ।[১]

[১ পাঠান্তর—'বাঁশ, বাস্ক, বামুন, তিন জমি নেবার যম']

৪১৮৯ বামুন, মুচ্ছুদ্দি, ধোপা, গোমস্তা, এদের নেই বুঝ-ব্যবস্থা।

৪১৯০ বামুনে দক্ষিণা ধরে, ঢেঁকির নামেও চণ্ডী পড়ে।

৪১৯১ বামুনে মন্ত্র পড়ে, পাঁঠা কি কানে শোনে।

৪১৯২ বামুনের গরু, খায় অল্প, নাদে বেশি, দুধ দেয় কলসী-কলসী।

৪১৯৩ বামুনের ঘরে মূর্খ হ'লে ক্রিয়া পণ্ড করে।
রোজার ঘরে মূর্খ হ'লে রোগীর দফা সারে॥

৪১৯৪ বামুনের ভাতে থাকা।[১]

[১ অর্থাৎ বিনা খরচে ও পরিশ্রমে সুখে খাওয়া। নং ৪১৮৬]

৪১৯৫ বার করলাম, ব্রত করলাম, স্বর্গে দিলাম বাতি।
যুবাকালে রঙ্গ ক'রে বৃদ্ধকালে সতী ॥

৪১৯৬ বার কাঁদি নারকেল, তের কাঁদি কলা।
আজ আমাদের রাণীর উপবাসের পালা ॥

৪১৯৭ বার ঘরে পাড়া, তের ঘরে মারে, সাক্ষী করব কারে।

৪১৯৮ বারটা ঝাড়লাম, তেরটা ম'লো, তুই না ম'রে অপযশ হ'ল।

৪১৯৯ বার নাতি, তের পুতি, তবু বুড়ার অধোগতি।

৪২০০ বার নারকেল তের বামুনের ঘাড় ভাঙে।[১]

[১ পৃথক পৃথক একটি করিয়া নারিকেল না লইয়া, প্রত্যেকে এক সঙ্গে সবগুলি বহন করার নির্বুদ্ধিতার গল্প হইতে]

৪২০১ বার বছর অন্তর গোবিন্দ-দ্বাদশী।

৪২০২ বার বছর চোঙার মধ্যে রাখলেও কুকুরের লেজ সোজা হয় না।

৪২০৩ বার বাড়ি, তের খামার, যে বাড়ি যাই সে বাড়ি আমার।

৪২০৪ বার-বার মুরগী[১] তুমি খেয়ে যাও ধান।
এইবার তোমার আমি বধিব পরাণ ॥

[১ পা—ঘুঘু]

৪২০৫ বার মাস ব্রহ্মোত্তর, অঘ্রাণ মাসে খামার।
ধান খান ভবানন্দ, ব্রহ্মোত্তর আমার ॥[১]

[১ অর্থাৎ, ভবানন্দ গোমস্তা অজুহাতে সমস্তই আত্মসাৎ করেন]

৪২০৬ বার মাসে তের পার্ব্বণ।

৪২০৭ বার মাসে বার ফল, না খেলে যায় রসাতল।

৪২০৮ বার মাসের থলি ঝাড়ি, যা চাও তা দিতে পারি।

৪২০৯ বার[১] রাজপুত, তের[২] হাঁড়ি, কেউ খায় না কারো বাড়ি।

[১ পা—যত। ২ পা—তত]

৪২১০ বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি।

৪২১১ বার হাত কাপড়ে কাছা নেই।

৪২১২ বার হাত কাপড়ের তের হাত দশী[১]।

[১ বস্ত্রাঞ্চল]

৪২১৩ বার হাত পুকুরেও তের হাত মাছ।
ধরলেও ধ'রে যায় আড়াআড়ি ধাঁচ ॥

৪২১৪ বালাই নিয়ে মরা।[১]

[১ অন্তের অশুভ লইয়া মরিয়া তাহাকে মুক্ত বা সুখী করা]

৪২১৫ বালানাং রোদনং বলম্।

৪২১৬ বালির বাঁধ, শঠের প্রীতি, এই দুইয়ের একই রীতি।

৪২১৭ বালির বাঁধে বানের জল আটকানো।[১]

[১ নং ৩২৩৪]

৪২১৮ বালের বাল হরিদাস পাল।

৪২১৯ বাঁশতলায় কলাগাছ।

৪২২০ বাঁশবনে ডোম[১] কানা।

[১ বাঁশের দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ ইহাদের পেশা]

৪২২১ বাঁশ মরে ফুলে, মানুষ মরে বুলে।[১]

[১ নং ৪৮৮২]

৪২২২ বাঁশ যদি পড়ে জলে, কি করতে পারে তালে।[১]

[১ তালের কাঁড়ি অপেক্ষাও শক্ত হয়]

৪২২৩ বাঁশী হারিয়ে শিঙে ফুঁ।

৪২২৪ বাশের চেয়ে কঞ্চি দড়[১]।

[১ পা—টন্‌ক বা টক্ক]

৪২২৫ বাস করব নগরে, মরব গিয়ে সাগরে ?

৪২২৬ বাস করবে গাঁয়ের মাঝে, চাষ করবে যার মা-বাপ আছে।

৪২২৭ বাস্তুঘুঘু।[১]

[১ যার উপস্থিতি ভিটাতে ঘুঘু চরায়]

৪২২৮ বাহির বাড়ি ব'সে শুনি সম্বরার[১] ঠাট।
বাড়ির ভিতর গিয়ে দেখি মূলা-চচ্চড়ি ভাত।

[১ ব্যঞ্জনাদি সাঁৎলানোর। পা—সম্ভারের]

৪২২৯ বাহির বাড়ি বাস, ভিতর বাড়ি কাছারি।
বৌয়ের পরনে টেনাখান, ধাইয়ের পরনে শাড়ি॥

৪২৩০ বাহির বাড়ি লণ্ঠন, ভিতর বাড়ি ঠন্ঠন্।

৪২৩১ বিকারী রোগীর জল পান।

৪২৩২ বিক্রমপুরে পাঠানো।[১]

[১ বিক্রয় বা ধ্বংস করা]

৪২৩৩ বিচার ক'রে দেখ ভাই, এক ছাড়া দুই নাই।

৪২৩৪ বিচারে পণ্ডিত, আচারে ভূত।

৪২৩৫ বিড়াল-তপস্বী, বা, বিড়াল-বৈরাগ্য।

৪২৩৬ বিদুরের ক্ষুদ[১]।

[১ যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ তৃপ্ত হইয়াছিলেন]

৪২৩৭ বিদেশের রুই, দেশের পুঁটি।

৪২৩৮ বিদ্যার মধ্যে বর্ণপরিচয় বাকি।

৪২৩৯ বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যের পূজায় বড় ঘটা।
বাঁশের পাতা নৈবেদ্য, কচুর ডাঁটা পাঁটা॥[১]

[১ পা—'জপের সঙ্গে খোঁজ নেই কপালজোড়া ফোঁটা।
বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যের পূজায় বড় ঘটা॥' —নং ২৪৫১]

৪২৪০ বিধবার একাদশী, করলে আর ভাল কি, না করলেই মন্দ।

৪২৪১ বিধাতার বাজি, কেউ খায় পোলাও, কেউ খায় কাঁজি।

৪২৪২ বিধির নির্ব্বন্ধ, বা, বিধির বিপাক।

৪২৪৩ বিধি বাদী সমান।

৪২৪৪ বিধি যখন চাপায়[১], উপরি-উপরি ছাপায়[২]।

[১ পা—যখন বিধি মাপায়, তখন। ২ পা—চাপায়]

৪২৪৫ বিধি যদি করে মন, পুত বিয়তে[১] কতক্ষণ।

[১ পা—ভাল হতে]

৪২৪৬ বিধি যদি বিপরীত, কেবা করে কার হিত।

৪২৪৭ বিধির মনে যা, নিশ্চয় ঘটবে তা।

৪২৪৮ বিধির লিখন না যায় খণ্ডন।[১]

[১ রামপ্রসাদ, বিদ্যাসুন্দর]

৪২৪৯ বিধির লিপি কপালজোড়া।[১]

[১ রামপ্রসাদ, গান]

৪২৫০ বিধির লেখা চর্ম্মে ঢাকা, ফলতে হবে কালে-কালে।

৪২৫১ বিধি হ'লে বাম, কি করবে রাম।

৪২৫২ বিনা খাটুনি খায় ভাত, শরীরে করে উৎপাত।

৪২৫৩ বিনা দানে মথুরা পার।

৪২৫৪ বিনা বাতাসে পাতা নড়ে না।

৪২৫৫ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। বিনা মেঘে বর্ষণ।

৪২৫৬ বিনাশকালে বুদ্ধি টালে।

৪২৫৭ বিনা সম্বলে পথ চলা।

৪২৫৮ বিনি চুণে গুয়া খায়, ঘাট এড়িয়ে অঘাটে নায়।
মাগ-মরণে শ্বশুর-বাড়ি যায়, সে কান্দিয়া রাত্রি পোহায়।
হইলে ভাত করে রোষ, এ চারি জনার মইলে না দোষ॥[১]

[১ ডাকের বচন]

৪২৫৯ বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি, পুকুরের সৃষ্টি।

৪২৬০ বিন্দে[১] দূতী।

[১ বৃন্দা, রাধিকার সখী]

৪২৬১ বিপদ একা আসে না।

৪২৬২ বিপদ যখন আসে, উড়ে আসে।
যায় যখন, যায় পা ঘ'সে ঘ'সে ॥

৪২৬৩ বিপদ-আপদে প্রকাশ পিরীত।

৪২৬৪ বিপদে[১] প'ড়ে রাম-নাম, বা, বিপদে মধুসূদন।

[১ পা—বিপাকে। নং ৩৯৪৬]

৪২৬৫ বিপদে শিবের গোঁড়া, সম্পদে শিব ত নোড়া।

৪২৬৬ বিবাদে যদি থাকে মন, ছলের অভাব কতক্ষণ।

৪২৬৭ বিবাদের টেরা কথা, জ্বরের মাথাব্যথা।

৪২৬৮ বিবাহ তৃতীয় পক্ষে, সে কেবল পিণ্ডিরক্ষে।

৪২৬৯ বিবি যখন বড় হবে, মিঞা তখন কবর ল'বে।

৪২৭০ বিমাতা বিষের ঘর।

৪২৭১ বিরূপাক্ষের কাটা, কালাপাহাড়ের কাটা।

৪২৭২ বিয়স্ত বাঘিনী।

৪২৭৩ বিয়ে ফাঁদতে কড়ি, ঘর বাঁধতে দড়ি।[১]

[১ পা—'কড়ি নেই বিয়ে ফাঁদে, দড়ি নেই ঘর বাঁধে']

৪২৭৪ বিয়ে নয় উদোমেলা, হাঁড়িখাকী বলে—এই বেলা।

৪২৭৫ বিয়ে না হয় নাই করেছি, সঙ্গেও ত বরের গেছি।

৪২৭৬ বিয়ে ফুরোলে অধিবাস[১]।

[১ পা—দধিমঙ্গল]

৪২৭৭ বিয়ে ফুরোলে ছাদ্‌নাতলায়[১] লাথি।

[১ পা—আলপনায়]

৪২৭৮ বিয়ে ফুরোলে বাজনা, কিস্তি ফুরোলে খাজনা।

৪২৭৯ বিয়ে বাকি যত দিন, লেখাপড়া তত দিন।

৪২৮০ বিয়ে-বাড়ির কাম, ঘুরলে-ফিরলে নাম।

৪২৮১ বিয়ে বিয়ে করলে মন, বিয়ে হতে কতক্ষণ।

৪২৮২ বিয়ের কনে বলে—হাগব।

৪২৮৩ বিয়ের জল পেলে, কনে ওঠে বেড়ে।

৪২৮৪ বিয়ের ডাকও পড়ল, হাগার কথাও মনে হ'ল।

৪২৮৫ বিয়ের তিন দিন পরে থাক্, তিন মাস পরে ক'রো জাঁক।

৪২৮৬ বিয়ের ফুল ফোটা।

৪২৮৭ বিয়ের সঙ্গে দেখা নেই, বেটীর গড়ায় খাড়ু।

৪২৮৮ বিয়ের সময় বলিদানের মন্ত্র।

৪২৮৯ বিয়ে হ'লে ঘর চলে না।[১]

[১ যাহা পূর্ব্বে বধূ ছাড়া চলিত, পরে বধূ ভিন্ন চলে না]

৪২৯০ বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি।

৪২৯১ বিল শুকাবে যখন, বকের আমোদ তখন।

৪২৯২ বিলের[১] গরু বদরের সিন্নি[২]।

[১ অর্থাৎ, বেওয়ারিশ। 'Pir Badr is the saint invoked all over Eastern Bengal whose *darga* stands near Baxi's Hat in the town of Islamabad'.—J. D. Anderson]

৪২৯৩ বিশে পাগলা বলে—চণ্ডে পাগলা আস্‌ছে।

৪২৯৪ বিলের মধ্যে চিলের বাসা।

৪২৯৫ বিশ্বকর্ম্মা যত কারিগর, তা জগন্নাথে দেখা গেছে।

৪২৯৬ বিশ্বকর্ম্মার ছুঁচগড়া।

৪২৯৭ বিশ্বকর্ম্মার (বিশকর্ম্মার) বেটা বিয়াল্লিশকর্ম্মা[১]।

[১ পা—চামচিকে]

৪২৯৮ বিশ্বকর্ম্মাও ঋষি, পদীর মাও পিসী।

৪২৯৯ বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু[১], তর্কে বহুদূর।[২]

[১ পা—কৃষ্ণ। ২ কৃষ্ণদাস কবিরাজ]

৪৩০০ বিষকুম্ভং পয়োমুখম্।

৪৩০১ বিষ খেয়ে বিশ্বেশ্বর।

৪৩০২ বিষদাঁত ভাঙা। বিষদাঁত বসানো।

৪৩০৩ বিষফোড়া, তুমি কেন ছোট, আমার মুখখান একটু খোঁট।

৪৩০৪ বিষয় করলে খৈ কলা।

৪৩০৫ বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া।

৪৩০৬ বিষহারা ঢোঁড়া, তার গর্জ্জন দেশজোড়া।

৪৩০৭ বিষে বিষক্ষয়।[১]

[১ সং—বিষস্য বিষমৌষধম্]

৪৩০৮ বিষের আবার চার সের।

৪৩০৯ বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই[১], কুলোপনা চক্কর।

[১ পা—দু'রত্তি বিষ নেই; নির্ব্বিষ সাপের।—'এক রত্তি বিষ নাই তার কুলোপানা চক্র'—দাশরথি রায়]

৪৩১০ বিষ্ঠাকীট।

৪৩১১ বিসমিল্লায়[১] গলদ।

[১ কার্য্যারম্ভে আল্লার নামকরণে, অর্থাৎ সূত্রপাতে]

৪৩১২ বিস্তর বাড়ে পতন।

৪৩১৩ বিহানে বাদল বাদল নয়, মায়ে ঝিয়ে কোঁদল কোঁদল নয়।

৪৩১৪ বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।

৪৩১৫ বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না।

৪৩১৬ বুকে ঢেঁকির পাড় পড়া। বুকে বাঁশ ডলা।

৪৩১৭ বুকে ব'সে দাড়ি ওপড়ান। বুকে ব'সে ভাত রাঁধা।
বুকে ভাতের হাঁড়ি নামানো।

৪৩১৮ বুকের পাটা পাঁচ হাত।

৪৩১৯ বুঁচকি[১] আগল, সেয়ান পাগল।

[১ পুটলী]

৪৩২০ বুঝতে নারি সেকরার ঠার, বলে এক, করে আর।

৪৩২১ বুঝ নর যে জান সন্ধান।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

৪৩২২ বুঝলাম তোমার গিন্নীপনা, তেল থাকে ত নুন থাকে না।

৪৩২৩ বুঝি হতভাগার দেশে, যম গিয়েছে বানে ভেসে।

৪৩২৪ বুঝে কথা বল, দেখে পথ চল।

৪৩২৫ বুড়াকালে যার মরে মাগ, সে শালা গাঁ মেগে খাক্।

৪৩২৬ বুড়া গরু, চোরা ধান, যে বেচে সে সেয়ান।

৪৩২৭ বুড়া গরু, বস্ত্র পুরান, চোরা গাই, গান্ধিচুষা[১] ধান।
সেই সেয়ান, যে বেচতে না করে আন্॥[২]

[১ গান্ধি=ক্ষেত্রের অনিষ্টকারী পোকাবিশেষ। ২ পা—যে বেচে সেই সেয়ান্, ইহা বেচিতে না পুছিব আন্।—ডাকের বচন]

৪৩২৮ বুড়াবয়সে চূড়াকরণ।

৪৩২৯ বুড়া হ'লি তবু গেল না ঠাটু, রাঁড় হয়ে যেন যাঁড়ের নাট।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

৪৩৩০ বুড়িতে চতুর, কাহনে কানা।[১]

[১ 'কড়ায় কড়া, কাহনে কানা'—রবীন্দ্রনাথ]

৪৩৩১ বুড়ী কাছে গেলেই পাঁচিল পড়ে।

৪৩৩২ বুড়ী দিদিকে আবার কি শেখায়।

৪৩৩৩ বুড়ী মরে কি চামড়াই ছেঁড়ে।

৪৩৩৪ বুড়ীর আগদুয়ারেও ভয়, বুড়ীর পাছদুয়ারেও ভয়।
সকল কথা থুয়ে বুড়ী কামের হিসাব লয়॥

৪৩৩৫ বুড়ো গরু, বিয়ানও শেষ।

৪৩৩৬ বুড়ো দাদাকে গায়ত্রী শেখানো।

৪৩৩৭ বুড়ো দিয়ে জরাশোধ।

৪৩৩৮ বুড়ো নয়, রসের গুঁড়ো।[১]

[১ নং ৮৩৯]

৪৩৩৯ বুড়ো বয়সে দুধতোলানি।

৪৩৪০ বুড়ো বয়সে ধেড়ে কাচ[১]।

[১ ছল, লীলা। পা—য়োগ]

৪৩৪১ বুড়ো বয়সে নবীন নারী, জ্বরবিকারে বিলের বারি।
আধমরা তার নয়নবাণে, দেখতে পায় না চোখে কানে॥

৪৩৪২ বুড়ো বয়সে বিয়ে, পুরানো কাপড় সিয়ে।[১]

[১ সেলাই ক'রে]

৪৩৪৩ বুড়ো বাঁদরও গাছ বায়।

৪৩৪৪ বুড়ো বাঁদরকে নাচ শেখানো।

৪৩৪৫ বুড়ো, বাপের খুড়ো।

৪৩৪৬ বুড়ো ময়না[১]।

[১ বৃদ্ধবয়সেও ময়নামতীর খলতা ও ডাইনীপনা হইতে। অথবা, 'মদনা' হইতে, কামুকা বা কুট্‌নী। অথবা, ময়না পাখী হইতে, বাচাল]

৪৩৪৭ বুড়োর আবার মরবার ভয়।

৪৩৪৮ বুড়োর নেই কাজ, ভাঙে আর বাঁধে।
বুড়ীর নেই কাজ, ফেলে আর বাছে॥

৪৩৪৯ বুড়োর মাথায় শালিক নাচে, আর কি বুড়োর বয়স আছে।

৪৩৫০ বুড়ো শালিককে রাম-নাম শেখানো।

৪৩৫১ বুড়ো শালিক পোষ মানে না।

৪৩৫২ বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।

৪৩৫৩ বুড়ো হ'লে বক চেনে না।

৪৩৫৪ বুড়ো হ'লে বাহাত্তুরে[1] পায়, বুদ্ধিশুদ্ধি ঘুলিয়ে যায়।

[১ বাহাত্তর বৎসরের বার্দ্ধক্যে বুদ্ধিনাশ]

৪৩৫৫ বুড়ো হাগে মরতে, ছেলে হাগে তরতে।[1]

[১ নং ১৩৮]

৪৩৫৬ বুড়ো হাড়[1] ওষুধে লাগে।

[১ পা—শেখের দাড়ি]

৪৩৫৭ বুদ্ধিগুণে হা ভাত, বুদ্ধিগুণে খা' ভাত।

৪৩৫৮ বুদ্ধিতে বৃহস্পাতি।

৪৩৫৯ বুদ্ধিতে সকল ঘটে, কপালের সঙ্গে কেহ না আঁটে।

৪৩৬০ বুদ্ধি থাকতে মাগের পাতে খায়।

৪৩৬১ বুদ্ধিমান ইঁদুরের বেরাল দেখে দৌড়।

৪৩৬২ বুদ্ধি যার, বল তার।[1]

[১ সং—বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য]

৪৩৬৩ বুদ্ধির ঢেঁকি।

৪৩৬৪ বুনলাম ধান, তুললাম তিল, ফললো রুদ্রাক্ষ, খেলাম কিল।

৪৩৬৫ বুলবুলি লো সই, প্রাণের কথা কই।
আজ খেলে আমার বাড়ি, কাল খাবে কোই[1] ॥

[১ কোথা]

৪৩৬৬ বৃত্তি বাইরে করে ব্যয়, তার লক্ষ্মী ক'দিন রয়।

৪৩৬৭ বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা।

৪৩৬৮ বৃন্দাবনে আছেন হরি, ইচ্ছা হ'লে রইতে নারি।

৪৩৬৯ বৃষকাষ্ঠ।

৪৩৭০ বৃহন্নলা সারথি যার, পরাজয় কোথা তার।[১]

[১ সং—বৃহন্নলা রথী যস্য কুতস্তস্য পরাভবঃ]

৪৩৭১ বে-আক্কেলে কয়—সংসার আমার।

৪৩৭২ বেকারের চেয়ে বেগার[১] ভাল।

[১ বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক কাজ]

৪৩৭৩ বেগম চেনে না বেগুন।

৪৩৭৪ বেগার খাটবে ত বেকার থাকবে না।

৪৩৭৫ বেগারঠেলা কাজ।

৪৩৭৬ বেগার দিয়ে ছুঁচিও না, পোঁদের গু যাবে না।

৪৩৭৭ বেগারের দৌলতে গঙ্গাস্নান[১]।

[১ পা—সোনার গাঁ দেখা]

৪৩৭৮ বেগুনক্ষেত ঘুচে মূলোক্ষেত হবে।[১]

[১ নং ৮২৯]

৪৩৭৯ বেগুনগাছে আঁকশি।[১]

[১ নং ৯৩৫]

৪৩৮০ বেগুন, তোর পোঁদ কেন খাড়া, মোর বংশাবলীর ধারা।

৪৩৮১ বেগুনবেচা মুখ।

৪৩৮২ বেঙ দেখে পুকুর কেটেছে মুতে ভাসাবার তরে।

৪৩৮৩ বেঙ বলে সাপকে—কারো কড়ি ধারি না।[১]

[১ গল্পের সাপে ধরিয়া গিলিলেও শেষ পর্য্যন্ত বেঙের আস্ফালন]

৪৩৮৪ বেঙ মারতে সোনার কাঁড়[১]।

[১ কাণ্ড, বাণ]

৪৩৮৫ বেঙও চায় ঠেঙ মেলতে, কুজোও চায় চিৎ হয়ে শুতে।[১]

[১ নং ১৩৮০]

৪৩৮৬ বেঙের আধুলি।[১]

[১ গল্পের বেঙের মত সামান্য ধনে অহঙ্কার]

৪৩৮৭ বেঙের আবার সর্দ্দি।

৪৩৮৮ বেঙের আশা পাহাড় ডিঙায়।

৪৩৮৯ বেঙের নাকে মিনের নোলক।

৪৩৯০ বেঙের মাথায় সোনার ছাতি।

৪৩৯১ বেঙের লাথি। বেঙের লাফ।

৪৩৯২ বেজ্জ[১], বানিয়া, বোড়া, তিন নষ্টের গোড়া।

[১ বৈদ্য]

৪৩৯৩ বেটা বড় বুদ্ধিমান, এক পিঁড়াতে[১] পাঁচ মোকাম।

[১ গৃহদ্বারের সম্মুখস্থ ভিত্তি বা রোয়াক]

৪৩৯৪ বেটা বিয়লাম বৌকে দিলাম, ঝি বিয়লাম জামাইকে দিলাম ;
আপনি হলাম বাঁদী, পা ছড়িয়ে ব'সে কাঁদি।

৪৩৯৫ বেটার পোঁদে নেই টেনা,
হাটে গিয়ে আছে তবু গুড়ুক তামাক কেনা।

৪৩৯৬ বেটার বর মাগতে গিয়ে ভাতার খেয়ে আসা।

৪৩৯৭ বেটার ভেক[১] ত নয়, ভাঙলে দুখানা বোকনা হয়।

[১ ভেকধারীর ভিক্ষাপাত্রের অর্থে]

৪৩৯৮ বেটার কি মূর্ত্তি, শেওড়াগাছের চক্রবর্ত্তী।

৪৩৯৯ বেটারে মারি বেটীর রাগ।[১]

[১ নং ৪৯৭৪]

৪৪০০ বেঁটে[১] লোক হেঁট হয়।

[১ পা—ভেটে]

৪৪০১ বেড়া আগুনে পড়া।

৪৪০২ বেড়াও যদি ভোরের বেলা, থাকবে না আর রোগের জ্বালা।

৪৪০৩ বেড়া নীচু দেখলেই লোকে ডিঙিয়ে যায়।

৪৪০৪ বেঁড়েকে চমরা বলা।

৪৪০৫ বেঁড়ে গরুর ওকড়া-বনে[১] ভয়।

[১ ক্ষুদ্রাকার গুল্মের ঝাড়]

৪৪০৬ বেঁড়ে গরুর লেজ ধ'রে বৈতরণী পার।

৪৪০৭ বেতালে[১] আর মাতালে, সিংহে আর শৃগালে।

[১ দৈবশক্তিসম্পন্ন পিশাচ]

৪৪০৮ বেতালের[১] ওপর মারে তাল, ভাদ্র মাসের যেন তাল।

[১ তালরহিত গান বা বাজনায়]

৪৪০৯ বেদেয় চেনে সাপের হাঁচি।

৪৪১০ বেদের ছেলের নলের আগায় ভাত।

৪৪১১ বেদের মরণ সাপের হাতে।

৪৪১২ বেঁধে[১] মারে সয় ভাল।

[১ পা—পেড়ে]

৪৪১৩ বেনের কাছে ধনে[১] চুরি।

[১ ছুঁচ। নং ১২১০]

৪৪১৪ বেনের দোকানে মেকি চালানো।[১]

[১ নং ১২০৯]

৪৪১৫ বেনো জল ঢুকিয়ে ঘরো জল বের করা।

৪৪১৬ বেপারে অপার কষ্ট।

৪৪১৭ বেবাক কর্ম্ম হ'ল পণ্ড, লাভের মধ্যে মিছে দণ্ড।

৪৪১৮ বেরাল দুধ খায় বুজিয়ে চোখ,
ভাবে—চোখ বুজিয়ে আছে সব লোক।

৪৪১৯ বেরাল দুধ না খেয়ে ব'সে থাকে না।

৪৪২০ বেরালের চোখ। বেরালচোখী।

৪৪২১ বেরালের ঝগড়া।

৪৪২২ বেরালের দুধ-প্রহরী।

৪৪২৩ বেরালের পিঠে হাত বুলালে লেজ মোটা হয়।[১]

[১ নং ৩৭১১]

৪৪২৪ বেরালের ভরসা শিকের ঘোল।

৪৪২৫ বেরালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া।

৪৪২৬ বেরালের মত ধাঁচা[১], বাঘের মত লাফ।

[১ অবয়ব, আদল, রীতি]

৪৪২৭ বেরালের মার আড়াই পা।[১]

[১ তারপর মার ভুলিয়া যায়। নং ১৩৫৪]

৪৪২৮ বেরিয়ে এলাম, বেশ্যা হলাম, কুল করলাম ক্ষয়।
এখন কি না ভাতার শালা ধমকে কথা কয়॥

৪৪২৯ বেল পাকলে কাকের কি, ঠোকরালে আর পাবে কি।

৪৪৩০ বেশি কথা কয় যে, কাজে কম হয় সে।

৪৪৩১ বেশি লোকের কাজ কম।

৪৪৩২ বেশ্যার ছেলের অন্নপ্রাশন।

৪৪৩৩ বেশ্যার দুয়ারে টঙ্কা টঙ্কা, গুরুর বেলায় নবডঙ্কা।

৪৪৩৪ বেশ্যা হইয়া লাজউলী[১], মুখ পোড়াহ তার আগুন জালি।[২]

[১ লজ্জাবতী। ২ ডাকের বচন]

৪৪৩৫ বেয়াইয়ের কিবা ভাও[১], মুখে কয় রও রও, পায়ে ঠেলে নাও।

[১ ভাব]

৪৪৩৬ বেহাই, তোর খরচ আর মোর খরচ, আর সব খায় আর চায়।

৪৪৩৭ বেহাইয়ের পুতে সাত পুত।

৪৪৩৮ বেহায়া-ক্ষণে জন্ম নিয়ে, লাজ খেয়েছে ভাতে দিয়ে।

৪৪৩৯ বেহায়ার নাহি লাজ, নাহি অপমান।
সুজনকে এক কথা মরণ সমান॥

৪৪৪০ বেহায়ার বালাই দূর, কাটা কানে ঝিঞেফুল।

৪৪৪১ বৈদ্যনাথের ষাঁড়।

৪৪৪২ বৈদ্যে পাঁচন খায় না।

৪৪৪৩ বৈদ্যের চালে পথ্য।

৪৪৪৪ বৈদ্যের বড়ি, ছুঁলেই কড়ি।

৪৪৪৫ বৈদ্যের হাতে মরাও ভাল।

৪৪৪৬ বৈরাগীর রাগটুকুও আছে, ভাগটুকুও আছে।

৪৪৪৭ বোক্‌ড়া[১] মারে, বোক্‌ড়া খায়, বোক্‌ড়ার কড়ি বোক্‌ড়ায় যায়।

[১ বুকড়ী, মোটা এবং আছাঁটা চাল]

৪৪৪৮ বোঁচা মুখে দাড়ি, বেড়ান্‌ বাড়ি-বাড়ি।

৪৪৪৯ বোঁচার বেটা ছোঁচা।

৪৪৫০ বোঝার ওপর শাকের আঁটি।

৪৪৫১ বোঝে নি যে আছে ভাল, আধ-বোঝেনির প্রাণটা গেল।

৪৪৫২ বোড়ের চাল। বোড়ের চালে কিস্তিমাত্‌।

৪৪৫৩ বোবার কানের কাছে গান গাওয়া।

৪৪৫৪ বোবার শত্রু নাই।[১]

[১ সং—মৌনিনঃ কলহো নাস্তি]

৪৪৫৫ বোবার স্বপ্ন দেখা।

৪৪৫৬ বোবা হ'লেই কালা হয়।[১]

[১ অর্থাৎ যে মুখে বেশি কথা কয় না, সে কানেও কম শোনে]

৪৪৫৭ বোল্‌তার চাকে খোঁচা দেওয়া।

৪৪৫৮ বোষ্টম হবার বড় সাধ, তৃণাদপি[১] শুনে শুনে লেগে গেছে বাদ।

[১ 'তৃণাদপি সুনীচেন' ইত্যাদি চৈতন্যের উপদেশ]

৪৪৫৯ বোষ্টমী লো ঢঙ্‌ঢঙ্‌, পাঁটা[১] খেতে বড় রঙ্‌।

[১ পা—কাছিম]

৪৪৬০ ব্যথার ব্যথী, সাথের সাথী।

৪৪৬১ ব্যবসা করতে গেল সব দরিয়ার কূল।
কেউ করলে দুনো লাভ, কেউ হারালে মূল॥

৪৪৬২ ব্যাস-কাশী।

৪৪৬৩ ব্রজদুলাল।

৪৪৬৪ ব্রজের ভাব। ব্রজের রজে গড়াগড়ি।

৪৪৬৫ ব্রহ্মদত্যি।

৪৪৬৬ ব্রাহ্মণে আর চণ্ডালে, হাতী আর বেরালে।

৪৪৬৭ ব্রাহ্মণের উদর, ছিটে-বেড়ার ঘর।

৪৪৬৮ ভক্ত বড় ভক্তি করে, গুরু রইল ব'সে।
গাছের আম গাছে রইল, বোঁটা গেল খ'সে।

৪৪৬৯ ভক্তি বিনা মুক্তি নাই।

৪৪৭০ ভক্তিহীন ভজন, লবণহীন ব্যঞ্জন।

৪৪৭১ ভক্তের ভগবান্‌।

৪৪৭২ ভগবানের আসন বটপত্র।

৪৪৭৩ ভগবানের[১] মার দুনিয়ার বার।

[১ পা—বিধির ; বাঙ্গালের]

৪৪৭৪ ভজনের সঙ্গে খোঁজ নেই, ভোজন ছত্রিশ জাতে।

৪৪৭৫ ভট্‌চাযের খুঁটের খুঁট[১], স্বস্ত্যয়নে সবংশে ভুট।

[১ অর্থাৎ খুঁটআখুরে, মূর্খ]

৪৪৭৬ ভট্‌চাযের পাতা আড়াল।[১]

[১ নীচজাতীয়ের সঙ্গে ভোজনে কলাপাতখানি আড়াল দিয়া শুদ্ধাচার রক্ষা]

৪৪৭৭ ভট্‌চায্যির পুঁথি।[১]

[১ নং ১২৯]

৪৪৭৮ ভণ্ড তপস্বী।

৪৪৭৯ ভদ্রলোকের আঁস্তাকুড়ও ভাল, অভদ্রের সিংহাসন কিছু নয়।[১]

[১ নং ৩৯৭৯]

৪৪৮০ ভবিতব্যং ভবত্যেব।

৪৪৮১ ভবিষ্যৎ ভাবি কেবা বর্ত্তমানে মরে।
প্রসবের ভয়, তবু পতিসঙ্গ করে॥

৪৪৮২ ভবী হল বনবাসী, বাসনকোসন একরাশি।

৪৪৮৩ ভবের বাজি ভোর।

৪৪৮৪ ভব্য দেখে প্রণাম করবে, উঁচু দেখে উঠে বসবে।

৪৪৮৫ ভয়ও নেই, ভরসাও নেই।

৪৪৮৬ ভয়ে পিঁপড়ের গর্ত্তে লুকান।

৪৪৮৭ ভরমের টাটি।

৪৪৮৮ ভরা কীর্ত্তনে মৃদঙ্গ ভাঙা।

৪৪৮৯ ভরা ডুবির মুঠা লাভ।

৪৪৯০ ভরা পেটে উপোসের প্রশংসা।

৪৪৯১ ভরা ভাতে দাগা দেওয়া।

৪৪৯২ ভরায় মানে, শরায় শোধে।[১]

[১ পা—ভারে মানে বোঝায় শোধে]

৪৪৯৩ ভরার নেয়ে।

৪৪৯৪ ভরা[১] হতে শূন্য ভাল যদি ভরতে যায়।
আগে হতে পিছে ভাল যদি ডাকে মায়॥
মরা[২] হতে তাজা ভাল যদি মরতে যায়[৩]।
বাঁয়ে হতে ডাইনে ভাল যদি ফিরে চায়[৪]॥
বাঁধা[৫] হতে খোলা ভাল যদি মাথা তুলে চায়।
হাঁসা হতে কাঁদা ভাল যদি কাদে বাঁয়॥[৬]

[১ ভরা কলসী। ২ মৃতদেহ। ৩ গঙ্গা যাত্রা করে। ৪ অর্থাৎ শৃগাল। ৫ অর্থাৎ গরু। ৬ শুভযাত্রার লক্ষণ। ডাকের বচন; খনার বচনেও গৃহীত]

৪৪৯৫ ভস্মে ঘি ঢালা।

৪৪৯৬ ভাই বল, বন্ধু বল, সম্পদের সাথী।
অসময়ে নিদানকালে গোবিন্দ সারথি॥

৪৪৯৭ ভাই[১] ভাই, ঠাঁই ঠাঁই[২]।

[১ পা—যেখানে ভাই। ২ পা—সেখানে ঠাঁই]

৪৪৯৮ ভাই ভাই, মেরে যাই ত ফিরে চাই।

৪৪৯৯ ভাইয়ের তুল্য মিত্র নেই, ভাইয়ের তুল্য শত্রু নেই।

৪৫০০ ভাইয়ের ভাই, বাঁ হাত দিলে ডান হাত পাই।

৪৫০১ ভাইয়ের ভাত, ভাজের হাত।[১]

[১ নং ৩৭৫৯]

৪৫০২ ভাগাড়ে মড়া পড়ে, শকুনির টনক নড়ে।

৪৫০৩ ভাগের কড়ি সাঙ্গে[১] বয়।

[১ সাঙ্গ=একপ্রকার বাঁশের ভারদণ্ড। অর্থাৎ, নিজের কড়ি নয় বলিয়া অপরের ঘাড় দিয়া স্বচ্ছন্দে বহন করানো যায়]

৪৫০৪ ভাগের কেলা, না খেয়েও চিবিয়ে ফেলা।

৪৫০৫ ভাগের ভাগ পেলে, না খেয়েও চিবিয়ে ফেলে।[১]

[১ পা—ভাগেরটা খাই না খাই, মুখে দিয়ে চিবিয়ে ফেলাই]

৪৫০৬ ভাগের মা[১] গঙ্গা পায় না।

[১ পা—সাজার মা]

৪৫০৭ ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র, ন বিদ্যা ন চ পৌরুষম্।

৪৫০৮ ভাগ্যবান্, না, ভগবান্।

৪৫০৯ ভাগ্যবানের কপাল খোলে, মুততে বসলে হেগে ফেলে।[১]

[১ নং ৫১০২]

৪৫১০ ভাগ্যবানের কপালে, গাই বিয়য় গোয়ালে।

৪৫১১ ভাগ্যবানের কি না হয়, অভাগার কি না ভয়।

৪৫১২ ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়।

৪৫১৩ ভাগ্যে কুঁচের[১] চোখ বড় নয়।

[১ কুঁচ=একপ্রকার ক্ষুদ্র মাছ। অর্থাৎ, ক্ষুদ্র অনিষ্টকারীর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ]

৪৫১৪ ভাঙা গাঁয়ের মোড়ল রাজা।

৪৫১৫ ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো, যে দিন যায় সে দিন ভালো।

৪৫১৬ ভাঙা ঘরে বাস, ভাবনা বার মাস।[১]

[১ নং ৩২২৭]

৪৫১৭ ভাঙা ঘরে ভূতের বাসা।

৪৫১৮ ভাঙা মঙ্গলচণ্ডী হওয়া।[১]

[১ শুভকর্ম্মে ব্যাঘাত করা, অথবা, অবজ্ঞাত মঙ্গলচণ্ডীর মত হিংসাপরায়ণ]

৪৫১৯ ভাঙা মঙ্গলচণ্ডী কুস্বপ্নের গোড়া।

৪৫২০ ভাঙা শাঁখা জোড়া লাগে না।

৪৫২১ ভাঙা হাটে কাড়া দেওয়া।

৪৫২২ ভাঙা হাঁড়ী ঠেঁয়ে দড়।

৪৫২৩ ভাঙে তবু মচকায় না।

৪৫২৪ ভাটের ভাল বলা-চলা, ধোপার ভাল ধুপ্।
খুব ভাল নয় বলা-চলা, খুব ভাল নয় চুপ ॥

৪৫২৫ ভাঁড় আছে, কর্পূর নেই।

৪৫২৬ ভাঁড়ে মা ভবানী।[১]

[১ অর্থাৎ, সম্বলশূন্য]

৪৫২৭ ভাজা খেতে সাধ যায়, তেলে বড় কড়ি।

৪৫২৮ ভাজে ঝিঙে ত বলে পটোল।

৪৫২৯ ভাত কখনো পেট খোঁজে না।

৪৫৩০ ভাত-কাপড়ের কেউ নয়, নাক কাটবার গোঁসাই।[১]

[১ নং ৪৫৩৮]

৪৫৩১ ভাত খাও ভাতারের, গুণ গাও অপরের[১]।

[১ পা—নাঙের]

৪৫৩২ ভাত খাইয়ে গলা কাটা।

৪৫৩৩ ভাত খেতে ভাত ত পড়েই।

৪৫৩৪ ভাত খেতে ভাত নেই, কথার চেটাং ভারি।
পোঁদে দিতে টেনা নেই, পেঁটরা ভরা শাড়ি ॥

৪৫৩৫ ভাত খেয়ে ভাতাসি[১] লেগেছে।

[১ অতিভোজনে ভাতে অরুচি]

৪৫৩৬ ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি।

৪৫৩৭ ভাত দেখে দেবে ঘি, পাত্র দেখে দেবে ঝি।

৪৫৩৮ ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল মারবার গোঁসাই।[১]

[১ নং ৪৫৩০]

৪৫৩৯ ভাত দেয় না ভাতারে, ভাত দেয় গতরে।

৪৫৪০ ভাত নয়, ভুতো[১], কাঠপানা গুঁতো।

[১ পা—লাভ না ভুতো]

৪৫৪১ ভাত না কাপড়, ঠাস্ ক'রে চাপড়।

৪৫৪২ ভাত না পায়, পিঠে পায়েস খায়।

৪৫৪৩ ভাত নেই খেতে, রাঙা পাটী শুতে।

৪৫৪৪ ভাত নাই ঘরে যার, মানে কিবা করে তার।[১]

[১ পা—ভাত নেই ঘরে, মানে কিবা করে!—নং ৭৩]

৪৫৪৫ ভাত নেই, নুন দিয়ে খাব।

৪৫৪৬ ভাত নেই যার, জাত নেই তার।[১]

[১ পা—যার ভাত নেই, তার জাত নেই]

৪৫৪৭ ভাত পায় না কুঁড়োর[১] নাগর, আমানি খেয়ে পেটটা ডাগর।

[১ পা—চিঁড়ের]

৪৫৪৮ ভাত পায় না টক্ক[১] বুড়ী[২], খাট্টা খেতে চায়।

[১ মজবুত। ২ পা—ভাত পায় না বাবাজি]

৪৫৪৯ ভাত পায় না, ব্যঞ্জন চায়।[১]

[১ পা—ভাত নেই ঘরে, ব্যঞ্জন তরে মরে]

৪৫৫০ ভাত পায় না, ভাতার চায়, থেকে থেকে আবার গয়না চায়।[১]

[১ নং ৪৫৫৯]

৪৫৫১ ভাত পায় না, মল প'রে নাচে[১]।

[১ পা—কাঁদে]

৪৫৫২ ভাত পায় না শেখের বেটা, পটোল-ভাজা খায়।

৪৫৫৩ ভাত বাড়ে, না, ফেন বাড়ে।

৪৫৫৪ ভাত রোচে না, রোচে মোয়া, চিঁড়ে রোচে পোয়া-পোয়া।

৪৫৫৫ ভাতার-কামড়া।

৪৫৫৬ ভাতারতীর ভাতার নয়, নেড়ীর সোদর দেওর হয়।

৪৫৫৭ ভাতার থাকতে উদ্‌মো রাঁড়ী।

৪৫৫৮ ভাতার নেই, পুত নেই, কপালভরা সিঁদুর।
ধান নেই, চাল নেই, গোলাভরা ইঁদুর॥

৪৫৫৯ ভাতার পেয়েই কত নয়, কাঁচের চুড়ি চায়।[১]

[১ নং ৪৫৫০]

৪৫৬০ ভাতার ম'ল ভাল হ'ল, দুই সতীনে পিরীত হ'ল।

৪৫৬১ ভাতারে না ডাকে কাছে, মাগ বলে—মোর আদর আছে।

৪৫৬২ ভাতারে না বলে মাগ, তার নাম সোহাগী থাক।

৫৫৬৩ ভাতারে পোছে না, মোর নাম সোহাগী।

৪৫৬৪ ভাতারের[১] কিবা সুখ, পোষ মাসে ভাতের দুখ।
[১ পা—ঘরের আছে]

৪৫৬৫ ভাতারের খায়-পরে, ভাতারকে লাঠি ধরে।

৪৫৬৬ ভাতারের[১] নাম সবাই জানে, লাজে কয় না।
[১ পা—ভাসুরের]

৪৫৬৭ ভাতারের মা শাশুড়ী, তারে বড় মানি।
কোথা থেকে এলেন আমার খুড়শাশ্‌-ঠাকুরাণী॥

৪৫৬৮ ভাতের ক্ষিধে কি ভাজায় যায়।

৪৫৬৯ ভাদ্র মাসের তাল।

৪৫৭০ ভানুমতীর খেল।[১]

[১ কুহকবিদ্যা, ভোজরাজতনয়া ভানুমতী প্রবর্তিত বলিয়া প্রসিদ্ধি]

৪৫৭১ ভাবনা কি তোর, হাবী,
তোর পেটের তলায় যে ধন আছে তাই ভাঙিয়ে খাবি।

৪৫৭২ ভাবনা কি রে কুঠে[১], তোর মাচাভরা ঘুঁটে।

[১ কুড়ে, 'অলস' অর্থে]

৪৫৭৩ ভাব থাকলে এক থালে খায় নব্বুই জন।
ভাব না থাকলে এক থালে খায় না নয় জন ॥[১]

[১ নং ৩৭২৪, ৫১৮৪]

৪৫৭৪ ভাব ফেলে ভাষায় তোষা, শাঁস ফেলে ছোবড়া চোষা।

৪৫৭৫ ভাবলে ভাবনা বাড়ে।

৪৫৭৬ ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

৪৫৭৭ ভাবুনী লো ভাবুনী, তোর ঘর পুড়ে যায়।
যাক্ গে মোর ঘর পুড়ে, মোর ভাবুন[১] ব'য়ে যায় ॥[২]

[১ সাজসজ্জা। ২ নং ৮৮৩]

৪৫৭৮ ভাবে গদ্‌গদ্ কিশোরী কাঁদে, ভাবে গদ্‌গদ্ পুটলি বাঁধে।

৪৫৭৯ ভাবে ডগ্‌মগ্ তেলাকুচো, হেসে মরে কালো ছুঁচো।

৪৫৮০ ভাবের ঘটাঘটি, না দেখলে প্রাণে মরি, দেখলে চটাচটি।[১]

[১ নং ৩৩২৯]

৪৫৮১ ভাবের ঘরে চুরি।

৪৫৮২ ভারী নইলে ভার বয় কে।

৪৫৮৩ ভারের কলসী।[১]

[১ ভারের পাল্লা সমান করিবার জন্য বাহিত]

৪৫৮৪ ভাল কথা[১] পড়ল মনে আঁচাতে আঁচাতে।
ঠাকুঝিকে[২] নিয়ে গেল নাচাতে নাচাতে।
ঠাকরুণ গো ঠাকরুণ,
জলের ভেতর তোমাদের কি কুটুম আছে ॥[৩]

[১ পা—একটা কথা। ২ পা—ঠাকরুণকে ; পরের 'ঠাকরুণ গো ঠাকরুণ' বর্জ্জিত। ৩ স্নানের ঘাটে ননদকে কুমীরে লইয়া যাওয়া দুর্ঘটনা সম্বন্ধে শাশুড়ীর কাছে বউয়ের ব্যাজোক্তি]

৪৫৮৫ ভাল করতে পারি না, মন্দ করতে পারি, কি দিবি তা' দে'।

৪৫৮৬ ভাল কুকুরের গায়েও এঁটুলি থাকে।

৪৫৮৭ ভাল গরুকে এক গুঁতা[১], ভাল লোককে এক কথা।

[১ পা—ভাল ঘোড়াকে এক চাবুক]

৪৫৮৮ ভাল ঘোড়ার আবার সোনার লাগাম।

৪৫৮৯ ভাল ঠাকুরের চাকরি, তিন জনে ম'লো হাঁ করি।

৪৫৯০ ভাল দেখে বউ আন্‌লাম ঘরে, বাঁশ দেখে বউ বাজি করে।

৪৫৯১ ভাল দ্রব্য যখন পাব, কালিকার তরে তুলে না থোব।[১]

[১ ডাকের বচন]

৪৫৯২ ভাল না বাস্‌, আমার মাথা খাস্‌।

৪৫৯৩ ভালবাসার নেইক ভার।

৪৫৯৪ ভালবাসার এমনি গুণ, পানের সঙ্গে যেমন চূণ।
কম হ'লে লাগে ঝাল, বেশি হ'লে পোড়ে গাল॥

৪৫৯৫ ভালবাসি যাকে, রূপের দেখি তাকে।

৪৫৯৬ ভাল ভাল ক'রে গেনু কালুর মার কাছে।
কেলের মা বলে—আমার বেটার সঙ্গে আছে॥

৪৫৯৭ ভালমানুষের কাছে ব'সে খাই গুয়াপান।
অমানুষের কাছে ব'সে কাটাই দু'টি কান॥[১]

[১ পা—ভালর সঙ্গে চল্‌লে খায় বাটায় পান।
মন্দের সঙ্গে চল্‌লে কাটায় দু'টি কান।]

৪৫৯৮ ভালমানুষের কাল নেই।

৪৫৯৯ ভালমানুষের কিলচুরি।[১]

[১ নং ১৩১৯]

৪৬০০ ভালমানুষের বাপ আঁটকুড়ো[১]।

[১ পা—নির্ব্বংশ]

৪৬০১ ভালর একটুও ভাল।

৪৬০২ ভালর পিরীত সোনার বাসন, ভাঙলে বানানো যায়।
খলের পিরীত মাটির বাসন, ফাটলে ফেলায়॥

৪৬০৩ ভালর ভাগী, মন্দের কেউ নয়।

৪৬০৪ ভালর ভাল সর্ব্বকাল, মন্দের ভাল আগে।

৪৬০৫ ভালর ভাল সব ঠাঁই, মন্দের ভাল কোথাও নাই।

৪৬০৬ ভালার সব ভালা, মন্দের সব শালা।

৪৬০৭ ভাল্লুক নাচতে চায় না, তবু নাকে দড়ি দিয়ে নাচায়।

৪৬০৮ ভাল্লুকের জ্বর।

৪৬০৯ ভাসুর-ভাদ্রবউ সম্পর্ক।

৪৬১০ ভাসুরে মেগেছে ভাত, সে তত্ত্বে আছি।
সকালবেলায় তুলি শাক, সন্ধ্যাবেলায় বাছি॥

৪৬১১ ভিক্ষা দিয়ে কাজ নেই, কুকুর ফিরিয়ে নাও।

৪৬১২ ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।

৪৬১৩ ভিক্ষার চাল, কাঁড়া আর আকাঁড়া।

৪৬১৪ ভিক্ষার ঝুলি।

৪৬১৫ ভিখারীর হাতে তলফুটো ঝুড়ি।

৪৬১৬ ভিজলে, কাঁথাও ভেজে, কম্বলও ভেজে।

৪৬১৭ ভিজে বেরাল চিন্‌তে জুয়ায় না।

৪৬১৮ ভিটে কামড়ে প'ড়ে থাকা।

৪৬১৯ ভিটে মাটি চাটি করা। ভিটেয় ঘুঘু চরানো বা সরষে বোনা।

৪৬২০ ভিড়ের কুকুর, ঘরের ঠাকুর।

৪৬২১ ভিতরে খোল্[১], হরি হরি বোল।

[১ শূন্য]

৪৬২২ ভিতরে গরল, বাইরে সরল।

৪৬২৩ ভিন্ রোগের ভিন্ ওষুধ।[১]

[১ নং ৮৫৭, ৫৪৬২]

৪৬২৪ ভিন্ন ভাতে বাপ পড়শী।

৪৬২৫ ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।

৪৬২৬ ভীমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়া।

৪৬২৭ ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা।

৪৬২৮ ভুলি লো ভুলি, খর জ্বালে খই আস্‌কে, খিকি জ্বালে পুলি[১]।

[১ পা—সরুচাকুলি]

৪৬২৯ ভুঁই[১] অভাবে উঠান চষা।

[১ পা—জমির]

৪৬৩০ ভুঁইয়ের বালাই হুড়ো[১], গেরস্থের বালাই বুড়ো।

[১ শস্যাদির অতিরিক্ত বাড়]

৪৬৩১ ভুঁইশূন্য রাজা ক্ষেত্রমোহন।

৪৬৩২ ভূত আমার পুত, শাঁখচুন্নী আমার ঝি।
রামলক্ষ্মণ মাথায় আছে, করবে আমার কি॥

৪৬৩৩ ভূত দিয়ে ভূত ছাড়ানো[১]।

[১ পা—ভাগানো ; নামানো]

৪৬৩৪ ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ।[১]

[১ অর্থাৎ, কাজ হইয়া গেলে বুঝিতে পারে। সং—রাজা পশ্যতি কর্ণাভ্যাং ধিয়া পশ্যতি পণ্ডিতঃ। পশুঃ পশ্যতি গন্ধেন ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ॥]

৪৬৩৫ ভূতের আবার গঙ্গাস্নান।

৪৬৩৬ ভূতের আবার জন্মদিন, পেয়দার আবার বিয়ে।[১]

[১ নং ৩৮২৭]

৪৬৩৭ ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ।[১]

[১ নং ২৫৫৫]

৪৬৩৮ ভূতের বোঝা বওয়া, বা, ভূতের বেগার খাটা।

৪৬৩৯ ভূতের মুখে রাম-নাম।

৪৬৪০ ভেক না হ'লে ভিক মেলে না।

৪৬৪১ ভেজাল নেই জলে, ভেজাল কথায় চলে।

৪৬৪২ ভেড়া ক'রে রাখা। ভেড়াকান্ত। ভেড়ার পাল।

৪৬৪৩ ভেড়া ম'রে ভট্টচায্যি।

৪৬৪৪ ভেড়ার কল্যাণে মোষ বলি।

৪৬৪৫ ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগানো।

৪৬৪৬ ভেড়ার গোয়ালে গোদান।[১]

[১ নং ২০৬৯, ৩৫৩২]

৪৬৪৭ ভেড়ার গোয়ালে বাছুর মোড়ল।

৪৬৪৮ ভেড়ার শিঙে হীরা ভাঙে।[১]

[১ নং ৩৪৮৩, ৫০৬৬]

৪৬৪৯ ভেড়ার সাধ্য কি যব মাড়া।[১]

[১ নং ২৩২১]

৪৬৫০ ভেতরে উদোম বাগে এল, বাইরে কিন্তু পায়ে গেরো।

৪৬৫১ ভেতরে ফাঁক যত যার, বাইরে ঢাকা তত তার।

৪৬৫২ ভেনে কুটে মরে কে, ক্ষুদে গাল ভরে কে।

৪৬৫৩ ভেবা গঙ্গারাম।

৪৬৫৪ ভেবে করা, আর ক'রে ভাবা।

৪৬৫৫ ভেয়ের শত্রু ভেয়ে, নেয়ের শত্রু নেয়ে।

৪৬৫৬ ভেল্‌কির খেলা স্বপন-মিলন, সত্য বটে তখন যখন।

৪৬৫৭ ভেলায় সাগর পার হওয়া।

৪৬৫৮ ভোগ-রাগ নেই, শাঁখের ভুরভুরুণী।

৪৬৫৯ ভোগের আগে প্রসাদ।

৪৬৬০ ভোরের ভাতে পেট না ভরলে, বিকালের ভাতে কি পেট ভরে।

৪৬৬১ ভোরের সাধা ঠেলে, সারা দিনেও না মেলে।

৪৬৬২ ভোলা মেয়ের খোলা মন।

৪৬৬৩ মউচাকে ঢিল মারা।

৪৬৬৪ মউটুস্কী।[১]

[১ মধুরবচনা]

৪৬৬৫ মউমাছির ভন্ভনানি।

৪৬৬৬ মগডালের ফুল দেবতাকে দান।[১]

[১ নং ১৭৫৮]

৪৬৬৭ মগের মুল্লুক।

৪৬৬৮ মঘা, এড়াবি ক' ঘা।

৪৬৬৯ মঙ্গলের ঊষা, বুধে পা', যথা ইচ্ছা তথা যা।[১]

[১ খনার বচন]

৪৬৭০ মজুরের পো মানুষ হয় না।

৪৬৭১ মটরের চাপে মসুরি চেপ্‌টা।

৪৬৭২ মড়কের শকুনি।

৪৬৭৩ মড়াকান্না কাঁদা।

৪৬৭৪ মড়ার চুল ফেলে হাল্‌কা করা।

৪৬৭৫ মড়াকে মারিস্ কেন, মড়া কথা কয় না কেন।

৪৬৭৬ মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।

৪৬৭৭ মড়া[১] মেরে খুনের দায়।

[১ পা—বুড়ো]

৪৬৭৮ মড়ুঞ্চে[১] পোয়াতীর বুড়ো বয়সের ছেলে।

[১ মৃতবৎসা]

৪৬৭৯ মণিকাঞ্চন যোগ।

৪৬৮০ মণিহারা ফণী।

৪৬৮১ মতলব দ্বৈপায়ন-হ্রদে ডুবিয়ে রাখা।

৪৬৮২ মদ খাওয়ার বড় দায়, জাত রাখার কি উপায়।

৪৬৮৩ মদ খায় না, মদে খায়।

৪৬৮৪ মধুও অছে, হুলও আছে।

৪৬৮৫ মধু থাকলেই মউমাছি।

৪৬৮৬ মধুপান করতে পারি, মাছির কামড় সইতে নারি।

৪৬৮৭ মধুরেণ সমাপয়েৎ।

৪৬৮৮ মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ।

৪৬৮৯ মধ্যম হ'লেই তিন ভাই, এ কথা কি আর বুঝি নাই।

৪৬৯০ মধ্যে থাকতে গাজী, পারে গেলে মাঝি।

৪৬৯১ মনঃপূতং সমাচরেৎ।

৪৬৯২ মন আছে যার কেয়াবনে, কি করবে তার কেত্তনে।

৪৬৯৩ মনকে চোখঠারা।

৪৬৯৪ মন খোঁজে মনকলা,[১] পেট খোঁজে দই।
আঁখি খোঁজে বাদশা-বেটী, তারে পাব কই॥

[১ কল্পনার বাঞ্ছিত ভোগ্য বস্তু]

৪৬৯৫ মনগুণে ধন।

৪৬৯৬ মন চলে ত চ'লে যা।[১]

[১ নং ৫৬১৫]

৪৬৯৭ মন চাঙ্গা ত কটোরামে গঙ্গা।

৪৬৯৮ মন চায় ধন, দেয় কোন্ জন।

৪৬৯৯ মন চায় যা, হয় না তা।

৪৭০০ মনটি সখের বটে, ট্যাঁকে কিন্তু পয়সা নাই।
জোনাকি পোকার আলো দেখে ঝাড়বাতির সখ মিটাই॥

৪৭০১ মন, না, মতি।

৪৭০২ মন মানে না[১] তীর্থ করে, মিছে কাজে ঘুরে মরে।

[১ পা—মন ভাল নয়]

৪৭০৩ মন না মুড়ালে, মুড়ালে কেশ, গুরু না চিনিলে, ভ্রমিলে দেশ।

৪৭০৪ মন বিগড়ে গেলে, লোহার বাড[১] দিলেও থামে না।

[১ ভগ্ন অস্থি বাঁধিবার সরু কাঠের বন্ধনী]

৪৭০৫ মনমে[১] শেখ ফরিদ, বগলমে ইঁট।[২]

[১ পা—মুখে। ২ নং ৩৯৪২]

৪৭০৬ মন যেন জিলিপির পাক।

৪৭০৭ মনিব বৈরী রাজ্য ছাড়ি, দেশ বৈরী প্রাণে মরি।

৪৭০৮ মনে করি, করি করি, হয় হয়[১] হয় না।[২]

[১ পা—হই। ২ শ্লেষে অর্থ করা হইয়াছে: করী=হস্তী, হয়=অশ্ব! 'Thinking I will have an elephant, when I can't get even a horse'—Morton]

৪৭০৯ মনে করি খাব চিঁড়ে দই, বিধি মাপায়[১] ধানসুদ্ধ খই।[২]

[১ পা—লেখেন। ২ পা—মনে মনে করে আছি খাব চিঁড়ে দই, বিধাতা মাপায় বুঝি ধানসুদ্ধ খই]

৪৭১০ মনে করি হেন কর্ম্ম করিব না আর।
স্বভাবে করায় কর্ম্ম, কি দোষ আমার॥

৪৭১১ মনে করেছেন ছিদাম ঘোষ কোলে করবেন নাতি।
সে আশ্বাসে পড়ল ছাই, বউ নয় পোয়াতী॥

৪৭১২ মনে বড় সাধ, চড়ব বাঘের কাঁধ।

৪৭১৩ মনে মনে খেদ বড়, কান্না পায় রাতে।
পরমান্ন পিঠে পুলি খাই স্বপনেতে ॥

৪৭১৪ মনে মনে মিল, লেগে গেল খিল।

৪৭১৫ মনে মনে লঙ্কাভাগ।[১]

[১ নং ১২৫৩]

৪৭১৬ মনে যে বা সে বা, কথায় দরিদ্র কে বা।

৪৭১৭ মনের অগোচর[১] পাপ নেই, মায়ের অগোচর[২] বাপ নেই।

[১ পা—মন ছাড়া। ২ মা ছাড়া]

৪৭১৮ মনের ময়লা কাটাতে চাও, ভাল চিন্তায় মন দাও।

৪৭১৯ মনের সাধ রইল মনে, ধান বুনলাম বেনাবনে।

৪৭২০ মনের সুখেই সুখ, ধনের সুখে দুখ।

৪৭২১ মনেরে পাথর করেছে যেই, পিরীত-পথের পথিক সেই।

৪৭২২ মনোহর হিতকর, খুঁজলে না পাই বরাবর।

৪৭২৩ মন্ত্রীদোষে রাজ্য নষ্ট।[১]

[১ নং ৫৫৫৪]

৪৭২৪ মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

৪৭২৫ মন্দ খবর মিথ্যা হয় না।

৪৭২৬ মন্দ ভাবলে মন্দ হয়।

৪৭২৭ মন্দের ভাল।

৪৭২৮ ময়না টিয়ে উড়িয়ে দিয়ে খাঁচায় পোষে কাক।

৪৭২৯ ময়না ময়না ময়না, সতীন যেন হয় না।
বঁটি বঁটি বঁটি, সতীনকে ধ'রে কুটি ॥[১]

[১ পল্লীসাহিত্যের ছড়া হইতে]

৪৭৩০ ময়রার ছেলে গুড়[১] খায় না।

[১ পা—সন্দেশ]

৪৭৩১ ময়লা কাপড়ে ধোপার ভয়।

৪৭৩২ ময়ূরের নৃত্য দেখি, লেজ নাড়া দেয় ছাতারে পাখী।[১]

[১ নং ১৫১৪, ২৩৩৬]

৪৭৩৩ মরণ-কামড়।

৪৭৩৪ মরণকালে গঙ্গার দিকে পা।

৪৭৩৫ মরণকালে জলের ছাট।

৪৭৩৬ মরণকালে জ্বর-বিচ্ছেদ।

৪৭৩৭ মরণকালে হরিনাম।[১]

[১ নং ৩৩৮৩]

৪৭৩৮ মরণ তারণ[১] গাল না।

[১ পা—বাঁচন]

৪৭৩৯ মরণ নেই মরবি কিসে, আমার কাছে ওষুধ নিসে।

৪৭৪০ মরণবাড় বাড়া।

৪৭৪১ মরণের চেয়ে পোড়নের ঘা।

৪৭৪২ মরণের ধরণ নেই।

৪৭৪৩ মরতে চলেছে বুড়ী, তবু ছাড়ে না শাঁখের গুড়ি[১]।

[১ প্রসাধনের জন্য ব্যবহৃত]

৪৭৪৪ মরদকি বাত, হাথীকি দাঁত।

৪৭৪৫ মরদে আছাড় খায়, নি-মরদে বলে—ভূমিকম্প যায়।

৪৭৪৬ মরদের জিদে বাদশা, মাইয়ার জিদে বেউশ্যা।

৪৭৪৭ মর্দ্দ চলেছেন পথে, হুক্কার কোস্তা হাতে।

৪৭৪৮ মর্দ্দ বড় তেজী, তাড়া করেছে[১] বেঁজী।

[১ পা—মারবেন বনের]

৪৭৪৯ মর্দ্দ বড় তেজী, বাঁশবনে হাগতে গেল, তেড়ে এল কুঁজী।

৪৭৫০ মর্দ্দ বড় বাছের বাছ, ঠেস্ দিয়েছেন আমরুল গাছ।

৪৭৫১ মর্দ্দ বড় ভারি, তার তেড়া পাগড়ি।

৪৭৫২ মর্দ্দ বড় হেঙ্গা, তার শনকাঠিখান্ ঠেঙ্গা।

৪৭৫৩ মরবার ওষুধ গলায় বাঁধা।

৪৭৫৪ মর্-মর্ করলে পরমায়ু বাড়ে।[১]

[১ নং ৫৩১৪]

৪৭৫৫ মরবারও সময় নেই।

৪৭৫৬ মরা কাকের আবার মড়কের[১] ভয়।

[১ পা—চড়কের]

৪৭৫৭ মরা গরুতে ঘাস খায় না। মরা গরুর ঘাস কাটা।

৪৭৫৮ মরা গাঙ কুমীরে ভরা।

৪৭৫৯ মরা প্রাণে বেঁচে থাকা।

৪৭৬০ মরা বাঘকে কিলিয়ে মারা।

৪৭৬১ মরা বেরালের দাঁতখামটি।

৪৭৬২ মরা মাছ, ভাঙা চুবড়ি।

৪৭৬৩ মরা মানুষে কথা কয় না।

৪৭৬৪ মরা মালঞ্চে ফুটল ফুল, টেকো মাথায় উঠল চুল।

৪৭৬৫ মরার বাড়া গাল নেই, সর্ব্বস্বান্তের বাড়া দণ্ড নেই।

৪৭৬৬ মরা সরা সমান কথা।

৪৭৬৭ মরা হাতী লাখ টাকা।

৪৭৬৮ মরেও[১] মরে না সে, যদি লোকে ঘোষে।
বেঁচেও বাঁচে[২] না সে, যদি লোকে দোষে॥

[১ পা—মরলেও। ২ পা—জীইলেও জীয়ে]

৪৭৬৯ ম'রে যায় রাণী, তবু ছাড়ে না দাঁতের কালি।

৪৭৭০ ম'লো রে ফড়িঙ্ কালো গু হেগে।

৪৭৭১ মশা মারতে[১] কামান দাগা।

[১ পা—কাকের ওপর]

৪৭৭২ মশা মারতে গালে চড়।

৪৭৭৩ মশা[১] মেরে হাত কালো।

[১ পা—মাছি]

৪৭৭৪ মশার কামড় না সয় পায়, ছোট লোকের কথা না সয় গায়।

৪৭৭৫ মশালের আগে চেরাগের আলো।

৪৭৭৬ মশালচি[১] আপনি কানা।

[১ মশালধারী]

৪৭৭৭ মহতের বাত, হাতীর দাঁত, পড়ে ত নড়ে না।

৪৭৭৮ মহাজন সাচ্চা, রাজা গড়ে, এদের কখনো না লক্ষ্মী ছাড়ে।

৪৭৭৯ মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।

৪৭৮০ মহাভারত অশুদ্ধ হওয়া।

৪৭৮১ মাংসে মাংস বৃদ্ধি হয়, ঘৃতে বৃদ্ধি বল।
দুধে হয় বীর্য্যবৃদ্ধি, শাকে বৃদ্ধি মল॥

৪৭৮২ মা অবাস্তে[১] বাপ তালুই[২], ভাই হ'ল গিয়ে বনের বালুই[৩]।

[১ পা—ম'লে। ২ ভাই বা ভগ্নীর শ্বশুর, অর্থাৎ পর। ৩ পা—ছেলে হল বনের বাবুই]

৪৭৮৩ মা আইবুড়ো, বেটী শ্বশুরবাড়ি যায়।[১]

[১ পা—মেয়ে শ্বশুরবাড়ি গেল, মায়ের বিয়ে হ'ল না]

৪৭৮৪ মাকড় মারলে ধোকড় হয়[১], টিকটিকি মারলে গোবধ হয়।

[১ 'To crush a spider is a mere nothing'—Morton. এই প্রসঙ্গে মর্টন সাহেব একটি পদ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন (পৃঃ ১৬০): "বৃষল জিজ্ঞাসে পণ্ডিতের কাছে। মাকড় মারিলে কি দোষ আছে॥ পণ্ডিত কহেন শুন হে ভাই। সে পাপের তুলনা পাপেতে নাই॥ বৃষল কহিছে হইল আকড়। তোমারি বালক বধেন মাকড়॥ শুনিয়া ক্রোধ করি পণ্ডিত কয়। মাকড় মারিলে ধোকড় হয়॥'—অনেকে অর্থ করেন যে, মাকড় (=মাকড়সা) মারিলে ধোকড় (=কাপড়চোপড়) লাভ হয়। প্রবচনটির ঠিক অর্থ অনিশ্চিত; কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য, অপরের জন্য যেরূপ কঠোর ব্যবস্থা, নিজের জন্য সেরূপ নয়, এইভাবে প্রযুক্ত হয়।]

৪৭৮৫ মাকাল ফল দেখতে ভাল, উপরে লাল ভিতরে কালো।

৪৭৮৬ মাকে মামার বাড়ির কি খবর দেবে।

৪৭৮৭ মা খায় ধান[১] ভেনে, বেটা খায় এলাচ[২] কিনে।

[১ পা—ভাচা। ২ পা—জায়ফল]

৪৭৮৮ মাগ কাটে কাট্‌না, ভাতারের দেখ নাচনা।

৪৭৮৯ মাগ্‌না পেলে, কি না গেলে।

৪৭৯০ মাগ্‌না মদ বাম্‌নাও খায়।

৪৭৯১ মাগ্‌নার ওপর টাক্‌না, তার ওপর ভিখারী বাম্‌না।

৪৭৯২ মাগ নেই[১], তার ফুলশয্যা[২]।

[১ পা—মূলে মাগ নেই। ২ পা—উত্তরশিয়রী; শ্বশুরবাড়ি]

৪৭৯৩ মাগ ভাতারকে[১] বামুন জ্ঞান নেই।

[১ পা—স্ত্রী পতিকে]

৪৭৯৪ মাগ-ভাতারে দেখা নেই, ষষ্ঠীপূজার ধূম।

৪৭৯৫ মাগ মাগ মাগ, মাগ আগে থাক্।
মাগ মাগ মাগ, মাগ মাথার পাগ॥

৪৭৯৬ মা-গুণে পোয়া, ভুঁই-গুণে রোয়া।

৪৭৯৭ মাগন্তুড়ের[১] মাগ শুধু ভাত খায় না।

[১ যে মাগিয়া বা ভিক্ষা করিয়া আনে। পা—মাগনকুড়ে]

৪৭৯৮ মাগী যেমন মিন্‌সে তেমন, তিনগুণ তার চেলা।

৪৭৯৯ মাগীরা দেয় জুতা পায়, ভাত ব্যঞ্জন পুড়ে যায়।

৪৮০০ মাগুর মাছ ঘৃতে রান্ধে, তৈল লবণ শুণ্ঠির গন্ধে।
ছাগ মাংস করে অনুপান, খাইলে দেহ কনক সমান॥[১]

[১ ডাকের বচন]

৪৮০১ মাগের আবদার মেটাবে যে, জন্মায় নি ভাতার সে।

৪৮০২ মাগের ইচ্ছা ভাতারটি।

৪৮০৩ মাগের কাছে পাগের বড়াই।

৪৮০৪ মাগ্‌গি কিন্তু সাচ্চা, সস্তা কিন্তু পচ্চা।

৪৮০৫ মাঘে মেঘে[১] একই রীত[২], যত্র বায়[৩] তত্র শীত।[৪]

[১ পা—মেঘে মাঘে। ২ পা—না মেঘে শীত, না মাঘে শীত।
৩ পা—বায়ু। ৪ খনার বচন]

৪৮০৬ মাঘের মাটি[১] হীরের কাঁঠি[২], ফাগুনের মাটি সোনা।
চৈতের মাটি যেমন তেমন, বৈশাখের মাটি নোনা॥[৩]

[১ চাষ দেওয়া জমি। ২ কণ্ঠমালার দানা। ৩ খনার বচন]

৪৮০৭ মাঘের শীত বাঘের গায়, ক্ষীণের শীত সর্ব্বদায়।[১]

[১ নং ৩৮৬৫]

৪৮০৮ মা চাইতে ঝি চায়, বাপ চাইতে পুত চায়।

৪৮০৯ মাচা নেই, তার বুধবার।

৪৮১০ মাচা বড় সাচা, তার দোরে গড়খাই।
ঢেকাঢেকি মেরো না'ক, আমি আস্তে আস্তে যাই॥

৪৮১১ মা চায় আঁত পানে[১], মাগ চায় ভাত পানে[২]।

[১ অর্থাৎ, পুত্রের অন্তরের দিকে। পা—মুখ পানে। ২ পা—ট্যাঁক পানে]

৪৮১২ মাছ আর অতিথি, দু'দিন পরেই বিষ।

৪৮১৩ মাছকে সাঁতার শেখানো।

৪৮১৪ মাছ খাই না, তবু গলায় কাঁটা বেঁধে।

৪৮১৫ মাছ খাই না, মাংস খাই না, ধর্ম্মে দিয়েছি মন।
বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী, এসেছি[১] বৃন্দাবন ॥[২]

[১ পা—যাচ্ছি। ২ নং ২১০, ৪২৫]

৪৮১৬ মাছ খায় না যতনী[১], পাতে তিনটে খল্‌সে।
কি করে না যতনী, কোণে তিনটে মিন্‌সে ॥

[১ যতিনী=সন্ন্যাসিনী, বিধবা।—নং ৪০৪৫, ৫১৪৬]

৪৮১৭ মাছ চেনে গভীর জল, পাখী চেনে উঁচু ডাল।

৪৮১৮ মাছ ধুলে মিঠে, মাংস ধুলে শিটে।

৪৮১৯ মাছ না পেয়ে ছিপে কামড়।

৪৮২০ মাছ-পোড়ার লোভে, শনিবার মঙ্গলবার ভোবে।

৪৮২১ মাছ বললে মাকাল[১] ঠাকুর।

[১ মৎস্যের দেবতা]

৪৮২২ মাছ মরল, বেরাল কাঁদে, শান্ত করলে বকে।
ব্যাঙের শোকে সাঁতার-পানি দেখি সাপের চোখে ॥[১]

[১ দীনবন্ধু মিত্র]

৪৮২৩ মাছ মারতে গায়ে কাদা। মাছ মারতে কাদার ভয়।

৪৮২৪ মাছ মেরে এল তিওর, কোন্ দিক পাশতলা, কোন্ দিক শিয়র।

৪৮২৫ মাছরাঙা পাখীর কলঙ্ক যায় না।

৪৮২৬ মাছিমারা কেরানী।

৪৮২৭ মা ছুঁলে ছেলে মরে, এমন ছেলেও পেটে ধরে।

৪৮২৮ মা ছেড়ে, বাপ ছেড়ে, ছেলে কাঁদে পড়শী ধ'রে।

৪৮২৯ মাছে মাথা থেকে পচে।

৪৮৩০ মাছের কাঁটা গলায় দড়, বেরালের পায় গড় কর।

৪৮৩১ মাছের টোপ গেলা।

৪৮৩২ মাছের তেলে মাছ ভাজা।

৪৮৩৩ মাছের নামে গাছেও হাঁ করে।

৪৮৩৪ মাছের মধ্যে রুই, শাকের মধ্যে পুঁই, মানুষের মধ্যে মুই।[১]

[১ নং ৫৭৮৬]

৪৮৩৫ মাছের মায়ের পুত্রশোক।[১]

[১ The young ones 'are parted as soon as they are born'—Morton]

৪৮৩৬ মা জানে পুতের দরদ।

৪৮৩৭ মাজো ঘসো যাব না, ফাগুন এলে র'ব না।[১]

[১ গা-কাটা]

৪৮৩৮ মাঝি ভাত খেলে গাঙে জোয়ার[১]।

[১ অর্থাৎ জোয়ার অপেক্ষা করে না]

৪৮৩৯ মা ঝি, বল্‌ব আর কি।

৪৮৪০ মা, ঝি যেখানে, বউয়ের ভাত নেই সেখানে।

৪৮৪১ মাটিতে পা' না পড়া।

৪৮৪২ মাটিতে মারলে গুণাহ্‌গার[১] চম্‌কায়।

[১ অপরাধী]

৪৮৪৩ মাটি, বেটী, মিথ্যা কথা, এই তিন নিয়ে কলিকাতা।

৪৮৪৪ মাটির কাম দড়, যেমন করবে কর।[১]

[১ অলস ব্যক্তির উক্তি]

৪৮৪৫ মাটির রাজা, সোনার প্রজা।

৪৮৪৬ মাটির মানুষ।

৪৮৪৭ মাটি হয়ে যাওয়া।

৪৮৪৮ মা-ঠাকরুণের নিষ্ঠা।

৪৮৪৯ মাঠে ধান, ভাত চড়াও।

৪৮৫০ মাঠে মারা যাওয়া।

৪৮৫১ মা ডাকলে খেলাম না, বাপ ডাকলে খেলাম না।
সাতপুরুষের ঢেঁকি বলে—পান্তা খা', পান্তা খা'॥

৪৮৫২ মাড়ির জোরেই দাঁতের বল।

৪৮৫৩ মাণিকজোড়।

৪৮৫৪ মাতব্বরী ক'রে খায়, হাল গরু বেসাত যায়।

৪৮৫৫ মাতালে দাঁতালে বিশ্বাস নেই।

৪৮৫৬ মাথাকাটা ভাদা[১]।

[১ ভাদা ঘাস মাথা কাটিয়া দিলে বাড়ে]

৪৮৫৭ মাথা-কাপুড়ে লোক।

৪৮৫৮ মাথা নেই, তার মাথাব্যথা।[১]

[১ পা—'মাথাও নেই, ব্যথাও নেই'; 'যার নেই মাথা, তার কিসের ব্যথা'। সং—'শিরো নাস্তি শিরোব্যথা']

৪৮৫৯ মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালা।

৪৮৬০ মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া।

৪৮৬১ মাথায় ক'রে এনে পা দিয়ে ছানা।

৪৮৬২ মাথায় চুল নেই, লম্বা দাড়ি।

৪৮৬৩ মাথায় মুত মুখ বেয়ে পড়ে।

৪৮৬৪ মাথায় রাখলে উকুনে খায়, ভুঁয়ে রাখলে পিঁপড়ে খায়।

৪৮৬৫ মাথায় লাথি মেরে পায়ে পড়।

৪৮৬৬ মাথার উকুনেই মাথা খায়।

৪৮৬৭ মাথার ওপরে শকুনি ওড়া।

৪৮৬৮ মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল।

৪৮৬৯ মাথার ঠাকুর।

৪৮৭০ মাদুর নেই, তার উত্তর শিয়র।[১]

[১ পাঠান্তর—মূলে নেই মাদুরী, তার উত্তরশিয়রী।—নং ১৯৪৮]

৪৮৭১ মা দেয় না চেয়ে, পেট ভরে না খেয়ে।

৪৮৭২ মা নয় যে তাড়িয়ে দেব, বাপ নয় যে ভাত দেব না,
পরের মেয়ে রাখি কোথা।

৪৮৭৩ মানব, ঠাকুর, দেব না, আমার পিত্যেশ[১] ক'রো না।

[১ প্রত্যাশা]

৪৮৭৪ মানীর মান খোদায় রাখে।

৪৮৭৫ মানুষ করে আম্বা, ঘটান জগদম্বা।[১]

[১ পা—মিছে কর আম্বা, যা করে জগদম্বা]

৪৮৭৬ মানুষ গড়ে, দেবতা ভাঙে।

৪৮৭৭ মানুষ চেনা ভার।

৪৮৭৮ মানুষ জানি ভাবে, ভাগ্য জানি লাভে।

৪৮৭৯ মানুষ নয় পক্ষী, পেটের দায়ে দুঃখী।

৪৮৮০ মানুষ বড় সহজ নয়, ওড়া পাখীর পাখা গুণে কয়।

৪৮৮১ মানুষ মরলে[১] কথা, কাপড় ছিঁড়লে কাঁথা।

[১ পা—বললে]

৪৮৮২ মানুষ মরে মেলে[১], খটাশ মরে তেলে।[২]

[১ পা—বুলে। ২ নং ৪২২১]

৪৮৮৩ মানুষ মরে যা'তে, গাছড়া সারে তা'তে।[১]

[১ খনার বচন]

৪৮৮৪ মানুষ যদি নদীতে পড়ে, খড়কুটা আঁকড়ে ধরে।[১]

[১ ইংরেজীর অনুবাদ ?]

৪৮৮৫ মানুষ যায়, নাম থাকে।

৪৮৮৬ মানুষ হ'লে বোঝে, কচু হ'লে সেজে[১]।

[১ সিদ্ধ হয়]

৪৮৮৭ মানুষে মানুষ চেনে, শূয়রে চেনে ঘেঁচু।[১]

[১ নং ৫৮৬৩]

৪৮৮৮ মানুষে ভাবে এক, হয় এক।

৪৮৮৯ মানুষের কুটুম দিলে থুলে[১], গরুর কুটুম চাটলে-চুটলে[২]।

[১ পা—এলে গেলে। ২ পা—পালে গেলে।—নং ১৭১১]

৪৮৯০ মানুষের তেলে জলেই শরীর।

৪৮৯১ মানুষের বাছা ছ'মাস বাঁচা, গরুর বাছা তুলে নাচা।

৪৮৯২ মানুষের ভাগ্যে দেবতায় খায়।

৪৮৯৩ মানুষের মন কুমোরের চাক, পলকে দেয় আঠারো পাক।

৪৮৯৪ মানুষের মন ঘড়ির কল, একবার বিগড়ালে হয় বিকল।

৪৮৯৫ মানুষের সঙ্গে খোঁজ নেই, পাড়াসুদ্ধ ঘর।

৪৮৯৬ মা[১] নেই যার, না'[২] নেই তার।[৩]

[১ পা—ঘরে মা। ২ পা—ঘাটে না'। ৩ রূপান্তর—'মায়ে না'য়ে সমান'।—নং ৬৩৫১]

৪৮৯৭ মানে মানে বেঁচে থাকা। বা, মানে মানে থাকলে ভাল।

৪৮৯৮ মানের[১] গোড়ায় ছাই।

[১ শ্লেষে—মানকচুর]

৪৮৯৯ মান্ধাতার আমল।

৪৯০০ মান্নার জাত, কে দেয় কার পোঁদে হাত।

৪৯০১ মান্য করলে কল্পতরু, না হ'লে দামড়া গরু।

৪৯০২ মাপানে পুরুষ না মাপালে, ভাত না মিলে কারো কপালে।

৪৯০৩ মা পায় না ছেঁড়া কাঁথা সেলাই করবার সুতা।
ছেলের পায়ে দেখ গিয়ে চোদ্দসিকের জুতা॥

৪৯০৪ মা বলেছে মাথা ধরেছে।

৪৯০৫ মা বিয়াল, না, বিয়ল মাসী[১], ঝাল খেয়ে ম'ল পাড়াপড়শী।

[১ পা—মা বিয়লেক না, বিয়লেক ঝি]

৪৯০৬ মা বাপ ডেওঢাক্না[১], শালা শালাজ নিয়ে ঘরকন্না।
ঘরে আছেন সিদ্ধেশ্বরী, তার কথা নে' কর্ম্ম করি॥

[১ সরপোষ, অর্থাৎ গৃহস্থালীর ক্ষুদ্র তুচ্ছ বস্তু]

৪৯০৭ মা বেচে খায় কলমি শাক, বেটার মাথায় ফরমেসে পাগ।

৪৯০৮ মা মরুক, মাসী জীউক।

৪৯০৯ মা মরে কুলো দিয়ে ঢাকে, বাপ মরে পাঁচজনকে ডাকে।

৪৯১০ মা মরে ঝিয়ের তরে, ঝি মরে সোয়ামীর তরে।

৪৯১১ মামা, বাপের জবানীতে শালা।

৪৯১২ মামা মামী ঝগড়া করে, নেকা পান্তা খেয়ে মরে।

৪৯১৩ মামার ক্ষেতে[১] বিয়ল গাই, সে সম্পর্কে মামাত[২] ভাই।

[১ পা—মামার পালে; তালতলায়; বাঁশতলায়। ২ পা—খালাত]

৪৯১৪ মামার জয়েই জয়।

৪৯১৫ মামার বড় ভালবাসা, কলা খেয়ে দেয় খোসা।

৪৯১৬ মামার শালা, পিসের ভাই, তার সঙ্গে সম্পর্ক নাই।

৪৯১৭ মামা রাতকানা, তাই আমি চোখে দেখি না।

৪৯১৮ মামা, শালা যে সংসারে, সে সংসার যায় ছারে-খারে।

৪৯১৯ মামীর ভাগনেকে ছেঁটে ফেলা।

৪৯২০ মায়াকান্না।

৪৯২১ মায়েও মারলে[১], হাঁড়িতেও ভাত নেই।

[১ পা—মাও মরেছে]

৪৯২২ মায়ে-খেদানো বাপে-তাড়ানো ছেলে।

৪৯২৩ মায়ে বলে পর পর, মায়ে করে কার ঘর।

৪৯২৪ মায়ে বিয়লে, মাগে পেলে, কার ধন কার।

৪৯২৫ মায়ের কোলে আয়ু বর্ত্তায়।

৪৯২৬ মায়ের গলায় দিয়ে দড়ি, বউকে পরাই ঢাকাই শাড়ি।

৪৯২৭ মায়ের চাপড়ে হাড় ভাঙে না।

৪৯২৮ মায়ের চেয়ে দরদ বেশি[১], তারে বলি ডা'ন।

[১ পা—চেয়ে বেদ্দিনী বড়। প্রবাদের বিভিন্ন রূপান্তর—'মায়ের চেয়ে অধিক মায়া, তারে বলি ডাইনের মায়া'; 'মার চেয়ে যে বাসে ভাল তারে বলি ডাইনী, সেই ডাইনীর চোখে বয় সাঁতার পানি' ইত্যাদি]

৪৯২৯ মায়ের ছা' রা'এ বর্ত্তায়।

৪৯৩০ মায়ের দয়া নেই, মাসীর দয়া।

৪৯৩১ মায়ের দুধে পেট ভরে না, বাপের আঙুল চোষে।

৪৯৩২ মায়ের নাম চেরাকী বাঁদী[১], পুত্তের নাম সুলতান খাঁ।

[১ যে পীরের কাছে প্রত্যহ চেরাগ্ দেয়]

৪৯৩৩ মায়ের নাম পোটাচুন্নী, ছেলের নাম চন্দনবিলাস।[১]

[১ নং ২০৪১]

৪৯৩৪ মায়ের পুত্ত নয়, শাশুড়ীর জামাই।

৪৯৩৫ মায়ের পেটে ভাত নেই, বউয়ের চন্দ্রহার।

৪৯৩৬ মায়ের পেটের ভাই, কোথায় গেলে পাই।

৪৯৩৭ মায়ের পোড়ে, না, মাসীর পোড়ে, পাড়াপড়শীর ধবলা ওড়ে।

৪৯৩৮ মায়ে রাঁধে যেমন তেমন, বোনে রাঁধে পানি।
ওই অভাগী[১] রাঁধে যেন চিনি পয়মাল্লি॥

[১ অর্থাৎ আপন স্ত্রী]

৪৯৩৯ মায়ের সোহাগে বাপের আদর।

৪৯৪০ মার আর ধর, আমি পিঠে করেছি[১] কুলো।
বকো আর ঝকো, আমি কানে দিয়েছি তুলো॥[২]

[১ পা—বেঁধেছি। ২ নং ১১৯১]

৪৯৪১ মারি ত হাতী, লুঠি ত ভাণ্ডার।

৪৯৪২ মারীচের দশা। বা, মারীচের মরণ।[১]

[১ নং ৫৫৮৯, ৫৫৯৯]

৪৯৪৩ মারের আগে[১] ভূত ভাগে[২]।

[১ পা—চোটে। ২ পা—পালায়]

৪৯৪৪ মারের শেষ জুতার বাড়ি, চাকরির শেষ চৌকীদারি।[১]

[১ নং ২২৯৯]

৪৯৪৫ মালা ঘোরালেই বৈরাগী হয় না।

৪৯৪৬ মালো জাল বুনতে ভাল, মালোর কপ্নি কেন কালো।

৪৯৪৭ মাষকলায়ে পোকা ধরে না।

৪৯৪৮ মাষ নাশে ঘন চাষে, কুলবধূ নাশে প্রবাসে।
আদর নাশে নিত্য গমনে, যো[১] নাশে ঘন পবনে॥[২]

[১ জমির কর্ষণোপযোগিতা। ২ ডাকের বচন]

৪৯৪৯ মাসামাসি গেছে, সাঁঝাসাঁঝি আছে।[১]

[১ Month and month is past, 'tis now but eve and eve—Morton]

৪৯৫০ মাসী পিসী, টাট্‌কা বাসি, বনের ধারে ঘর।
কখনো মাসী বলে না'ক—খইনাড়ুটা ধর॥

৪৯৫১ মাসীমার আদরে, সর্ব্ব অঙ্গ বিদরে।

৪৯৫২ মাসীর গোঁফ থাকলে মামা হ'ত।

৪৯৫৩ মাসে এক, বছরে বারো, তার পর যত কমাতে পার।[১]

[১ স্ত্রীসহবাসের নিয়ম]

৪৯৫৪ মা হওয়া কি মুখের কথা, শুধু বিয়লেই হয় না মাতা।
বাপ হওয়া কি মুখের কথা, জন্ম দিলেই হয় না পিতা॥

৪৯৫৫ মিছরির ছুরি।

৪৯৫৬ মিছরির টুকরাও ভাল, মুড়ির আড়িও কিছু নয়।

৪৯৫৭ মিছা কথা, সিঁচা জল, কোথায় টিঁকেছে বল।[১]

[১ 'মিছা কথা, সিঁচা জল কতক্ষণ রয়'—ভারতচন্দ্র]

৪৯৫৮ মিছা কাজে গাছে চড়ন, তার মরণ যখন তখন।

৪৯৫৯ মিছা বলে লোকে গ্রহ পীড়ে, পূর্ব্বদোষ কেহ নাহি এড়ে।[১]

[১ ডাকের বচন]

৪৯৬০ মিছে আমার আমার করি।
কে আমার, আমি কার, কার জন্য মরি॥

৪৯৬১ মিছে কথার হাঁড়ি, ঘোরে বাড়ি-বাড়ি।

৪৯৬২ মিছে কাজে কাট্‌না কামাই।

৪৯৬৩ মিঞার গাই, খাতায় আছে গোয়ালে নাই।[১]

[১ নং ১১১৪]

৪৯৬৪ মিটমিটে ডা'ন ছেলে খাবার যম।

৪৯৬৫ মিঠা বোল, শাশুড়ী পূজে, আপন ধন আপনি বুঝে।
স্বামীর সেবা, সাঁঝে বাতি, ডাক বলে—লক্ষ্মীর স্থিতি॥[১]

[১ ডাকের বচন।—সুগৃহিণীর লক্ষণ]

৪৯৬৬ মিঠে কথায় পেট ভরে না।

৪৯৬৭ মিঠে কুল পেলে, আঁটিসুদ্ধ গেলে।

৪৯৬৮ মিঠে রাঁধে, সরু কুটে[1], সে গিন্নীতে না ঘর টুটে।[2]

[১ কুটনা কুটে। পা—সরুত কাটে। ২ ডাকের বচন]

৪৯৬৯ মিঠের লাভ মাছিতে খায়।[1]

[১ নং ৫১০৫]

৪৯৭০ মিঠের লোভে খায় পিটে, যদিও এঁটো লাগে মিঠে।

৪৯৭১ মিড়মিড়ে পিদ্দিম, আর নিড়বিড়ে বউ।

৪৯৭২ মিথ্যার মরাই।

৪৯৭৩ মিন্‌মিনে পিদ্দিম, আর পিট্‌পিটে ভাতার।

৪৯৭৪ মিন্‌সেকে মেরে মাগীর রাগ।[1]

[১ নং ৪৩৯৯]

৪৯৭৫ মিন্‌সে, ধান কিন্‌সে, ধানে বড় পোকা, মিন্‌সে বড় বোকা।

৪৯৭৬ মিন্‌সে বলে—ধান কিন্‌সে, মাগী বলে—কড়ি গুন্‌সে।

৪৯৭৭ মিন্‌সের কোলে ছেলে দিয়ে, মাগী যায় লড়ায়ে ধেয়ে।

৪৯৭৮ মিন্‌সের চোটে, আগুন ছোটে।

৪৯৭৯ মিন্‌সের যদি এত যজমান, মাগী কেন ভানে ধান।

৪৯৮০ মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ।[1]

[১ সং—কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতম্। বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ]

৪৯৮১ মিষ্টি আমেই পোকা ধরে।

৪৯৮২ মিষ্টি কথায় জিব শুকায় না।

৪৯৮৩ মিষ্টি কথায় মন ভেজে, চিঁড়ে ভেজে কই।[1]
চিঁড়ে যদি ভেজাতে চাও, আগে আন দই॥

[১ নং ৯৪৬]

৪৯৮৪ মিষ্টি খেতে কার অরুচি।

৪৯৮৫ মিষ্টি থাকলেই মাছি বসে, গুড় থাকলেই পিঁপড়ে ঘেঁসে।

৪৯৮৬ মিষ্টির মধু, ইষ্টির বধূ।

৪৯৮৭ মিষ্টি লাগল ছাই[১], স্বামীপুতকে নাই।

[১ পিঠের পুর]

৪৯৮৮ মিষ্টি হাসিতে সৃষ্টিনাশ।

৪৯৮৯ মুক্তাভস্মের চুণ দিয়ে পান খাওয়া।

৪৯৯০ মুখচোরা বামুন, কেশোরোগী চোর।

৪৯৯১ মুখ টক্‌, না, আম টক্‌।

৪৯৯২ মুখটি যেন ক্ষুরের ধার। মুখ নয় ত তেলো হাঁড়ি।
মুখটি যেন ভাজনা খোলা। মুখ নয় ত মেছোহাটা।
মুখটি যেন হাড়ির কোদাল। মুখ শুকিয়ে আম্‌সী।

৪৯৯৩ মুখ থাকতে নাকে ভাত।

৪৯৯৪ মুখ না থাকলে শেয়ালে খেত।

৪৯৯৫ মুখ পুড়িয়ে লঙ্কায় আগুন।

৪৯৯৬ মুখ শোঁকাশুঁকি না ক'রে কুকুরও কুকুরের কাছে এগোয় না।

৪৯৯৭ মুখসর্ব্বস্বী কাঠালকুয়ী।

৪৯৯৮ মুখুটি কুটিল বড়, বন্দ্যঘটি সাদা।
এদের মাঝে ব'সে আছে চট্ট হারামজাদা[১]।

[১ পা—ঠাকুরদাদা]

৪৯৯৯ মুখে আগুন, বা, মুখে নুড়ো জ্বেলে দেওয়া।

৫০০০ মুখে এক মনে আর, কেবল ক্ষুরের ধার।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

৫০০১ মুখে খই ফোটে।

৫০০২ মুখে খুব মিঠে, নিমনিসিন্দা পেটে।

৫০০৩ মুখে চুণকালি দেওয়া।

৫০০৪ মুখে তোমার মধুর স্বর, ক্ষুরের ধার অন্তর।

৫০০৫ মুখে থাবা দিয়ে নিয়ে যাওয়া।

৫০০৬ মুখেন মারিতং জগৎ।

৫০০৭ মুখে পান, হাতে চুণ, তবে জানবে মানভূম।

৫০০৮ মুখে ফুলচন্দন পড়া।

৫০০৯ মুখে ভাল লাগে যা', ভাতার-পুতে দেয় না তা'।

৫০১০ মুখে মউ বর্ষেণ, মনে পিপুল ঘষেন।

৫০১১ মুখে মধু, হৃদে ক্ষুর, সেই হয় বিষম ক্রুর।

৫০১২ মুখের চোটে গগন ফাটে।

৫০১৩ মুখের মতন জুতো।

৫০১৪ মুখে হরি বল, হাতে কাজ কর।

৫০১৫ মুচির আবার মাজতো বউ।

৫০১৬ মুচির এক কাম, খায় শোয় আর সেঁয়ে চাম।

৫০১৭ মুচির নেই নাক, শুঁড়ির নেই কান।

৫০১৮ মুচি হয়ে শুচি হয়, যদি হরি ভজে।
শুচি হয়ে মুচি হয়, যদি হরি ত্যজে ॥[১]

[১ চৈতন্য-চরিতামৃতে]

৫০১৯ মুজুরকে লাথি, হুজুরকে সেলাম।

৫০২০ মুড়কিমুখী।[১]

[১ মধুরভাষিণী]

৫০২১ মুড়ায় খায় বুড়া।[১]

[১ এক সন্তানের পর বিনা ঋতুতে গর্ভিত 'একমুড়া' সন্তান নাকি সংসারের কোন বৃদ্ধ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায়]

৫০২২ মুড়ি আর ভুঁড়ি, সব রোগের গুঁড়ি।

৫০২৩ মুড়ি মিছরির এক দর।

৫০২৪ মুড়ি রেখে কোপ।

৫০২৫ মুড়ো কোদালে দীঘি কাটা।

৫০২৬ মুণ্ডমালার দাঁতকপাটি[১]।

[১ পা—দাঁতখামাটি]

৫০২৭ মুততে ছাগল ধরে না, দৌড়ে নাগাল পায় না।

৫০২৮ মুততে মুততে ফেনিয়ে যায়।

৫০২৯ মুনীনাং চ মতিভ্রমঃ।

৫০৩০ মুনির মন টলে। বা, মুনির মন ভোলানো।

৫০৩১ মুরগীর কাছে ধান চালের দর সমান।

৫০৩২ মুরগীর পোঁদে তেল হ'লে, মোল্লার দোর দিয়ে রাস্তা।

৫০৩৩ মুরদ[১] বড় মান, তায় ছেঁড়া দুটো কান।

[১ ক্ষমতা। পা—মরদ]

৫০৩৪ মুরদের নেই সীমে, পচা মাছে গিমে[১]।

[১ গিমা—এক প্রকার তিক্ত শাক]

৫০৩৫ মুরদের নেই সীমে, রথ দিয়েছে নিমে।[১]

[১ নং ২২৪৭]

৫০৩৬ মুসলমানের মুরগী পোষা।[১]

[১ নং ৩৭৭৬]

৫০৩৭ মুষলং কুলনাশনম্। মুষলপর্ব্ব।

৫০৩৮ মূর্খ ধমকায় পণ্ডিতেরে যদি কড়ি থাকে।
নির্ধনের সত্য কথা মিথ্যা হেন লাগে॥

৫০৩৯ মূর্খ পুত, বিধবা মেয়ে।[১]

[১ সং—মূর্খশ্চ পুত্রো বিধবা চ কন্যা]

৫০৪০ মূর্খস্ত নাস্ত্যৌষধিঃ ।[১]

[১ সং—সর্ব্বস্যৌষধমস্তি শাস্ত্রবিহিতং মূর্খস্য নাস্ত্যৌষধম্]

৫০৪১ মূর্খেরও অভিমান, আমি বড় বুদ্ধিমান ।

৫০৪২ মূর্খের দোষ পদে পদে ।

৫০৪৩ মূল-দেবতার পূজা নাই, সুবচনীর ঘটা ।

৫০৪৪ মূলে অশুদ্ধ, কেবল তিবড়িতেই[১] গোবর ।

[১ উনান]

৫০৪৫ মূলে[১] না হওয়ার চেয়ে দেরিতে হওয়া ভাল ।

[১ পা—মোটে]

৫০৪৬ মূলে মাগ নেই, পুত্রশোক ।

৫০৪৭ মূলে হাভাত ।[১]

[১ নং ৫৭০৩]

৫০৪৮ মূলো খেলে মূলোর ঢেঁকুর ওঠে ।[১]

[১ নং ৫৪৭৬]

৫০৪৯ মূলোচোরের ফাঁসি ।[১]

[১ নং ৫৭৭৮]

৫০৫০ মূলোর চেয়ে ধেড়ে মোটা ।

৫০৫১ মূলো তোলা, না, বেগুন তোলা ।[১]

[১ নং ৪২৯ দ্রষ্টব্য]

৫০৫২ মূষিক-বৃদ্ধি, না, গজ-ক্ষয় ।[১]

[১ শূকর দেখিয়া দুই নৈয়ায়িকের বিতর্ক]

৫০৫৩ মৃণালে কণ্টক ।

৫০৫৪ মেও ধরে কে ।[১]

[১ বেরালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিয়া দিবার পরামর্শের পর ইঁদুরদের সমস্যা]

৫০৫৫ মেকি টাকার ঘন নিশান।

৫০৫৬ মেগে পায়[১], বিলিয়ে খায়, হাতে-হাতে স্বর্গ পায়।

[১ পা—এনে]

৫০৫৭ মেঘ করেছে আকাল কুল, ও তাঁতীবৌ চরকা তুল।

৫০৫৮ মেঘ না চাইতে জল।

৫০৫৯ মেঘে-মেঘে বেলা যায়, কনে-বউ সাতবার খায়,
গিন্নী-বউয়ের রাত না পোহায়।

৫০৬০ মেঘের ছায়া।[১]

[১ নং ২১১৭]

৫০৬১ মেঘের শীত, না, মাঘের শীত।

৫০৬২ মেজে ঘষে হ'ল ক্ষয়[১], কালো তবু ধলো নয়[২]।

[১ পা—মাজ, ঘষ, কর ক্ষয়। ২ পা—কালো অঙ্গ কি গোর হয়]

৫০৬৩ মেজো পিসের মামার খুড়োর পিস্‌তুতো ভাইয়ের মামাতো ভাই।[১]

[১ সম্বন্ধ নির্ণয়।—নং ৫৯২০]

৫০৬৪ মেটে দেওয়ালে পাঁকীর কাজ।

৫০৬৫ মেড়ার দলে রামছাগলই পণ্ডিত।

৫০৬৬ মেড়ার শিঙে হীরে ভাঙে, মানীর অপমান।[১]

[১ নং ৩৪৮৩, ৪৬৪৮]

৫০৬৭ মেয়ে চিনি হাসে, পুরুষ চিনি কাশে।[১]

[১ নং ২০৫৯]

৫০৬৮ মেয়েছেলে[১] কাদার ঢেলা, ধপাস্‌ ক'রে জলে ফেলা।

[১ 'কন্যা' অর্থে]

৫০৬৯ মেয়ে-নেকরা, বা, মেনিমুখো পুরুষ।

৫০৭০ মেয়ে বাখনায় কে, মেয়ের মায়ে আর বাপে।

৫০৭১ মেয়ে বাঁচলে জামাইয়ের আদর।

৫০৭২ মেয়ে-বেচা টাকা, গোমাংসের চাকা।

৫০৭৩ মেয়ে-মর্দ্দানি।

৫০৭৪ মেয়েমানুষের বাড়, কলাগাছের বাড়।

৫০৭৫ মেয়ে মেয়ে মেয়ে তুষ করলে খেয়ে।
হরিভক্তি উড়ে গেল মেয়ের পানে চেয়ে॥

৫০৭৬ মেয়ে যেন আমের ডাল ধরেছে।[১]

[১ সতীদাহের সময় মরণে দৃঢ়সঙ্কল্প বিধবা আমের ডাল ধরিয়া দাঁড়াইত]

৫০৭৭ মেয়ের নাম ফেলী, পরে নিলেও গেলি, যমে নিলেও গেলি।

৫০৭৮ মেয়ের মায়ের পাঁচটা প্রাণ।

৫০৭৯ মেয়ের মার মত কথাবার্ত্তা যত।

৫০৮০ মেয়েরে আবার ছোট কয়, যার পেটে ছা'ও হয়।[১]

[১ পা—যার পেটে ছা হয়, তারে আবার ছোট কয়]

৫০৮১ মেরে তুলাধুনা করা।

৫০৮২ মেরে যায়, ফিরে চায়, চিরকাল টান্ থায়[১]।

[১ পা—চিরকাল থাকে প্রণয়]

৫০৮৩ মোছলমানের তোবা[১], জাত থাকে ত বাবা।

[১ অনুতাপ, খেদ]

৫০৮৪ মোটা ভাত-কাপড়।

৫০৮৫ মোটে নেই হালি, ঘন ক'রে রো'।

৫০৮৬ মোটে নেই মাজা, তাতে পরেন পাছা।

৫০৮৭ মোটে মা রাঁধে না, তার তপ্ত আর পান্তা।

৫০৮৮ মোরগের লড়াই।

৫০৮৯ মোরে বল কালো কালো, যার কালো তার মায়ের ভাল ॥

৫০৯০ মোল্লার দৌড় মসজিদ তক্‌।

৫০৯১ মোষের পিঠে চড়লেই যম হয় না।

৫০৯২ মোষের শিঙ্‌ বেঁকা, যোঝবার সময় একা[১]।

[১ পা—সোজা]

৫০৯৩ মোষের শিঙ্‌, ভেড়ার শিঙ্‌, তারে কি বলি শিঙ্‌।
সিংয়ের মধ্যে ছিল একা গঙ্গাগোবিন্দ সিং ॥

৫০৯৪ মৌনং সম্মতিলক্ষণম্‌।

৫০৯৫ যকের (বা, যক্ষের) ধন।

৫০৯৬ যকের চোখে (বা, যক্ষের চক্ষে) ঘুম নেই।

৫০৯৭ যখন কপাল মন্দ হয়, বন্ধুলোকেও মন্দ কয়।

৫০৯৮ যখনকার যা' তখনকার তা'।

৫০৯৯ যখনকার যেমন, আউশ ফুরোলে আমন।[১]

[১ নং ১৬২]

৫১০০ যখন তখন করে পাপ, সময় বুঝে ফলে।

৫১০১ যখন মেঘ ধরে, তখন বৃষ্টি ঝরে।

৫১০২ যখন যার কপাল ধরে, মুততে বসলে হেগে মরে।[১]

[১ নং ৪৫০৯]

৫১০৩ যখন যার কপাল ধরে[১], শুকনো ডাঙায় ডিঙি সরে[২]।

[১ পা—ফলে। ২ পা—চলে]

৫১০৪ যখন যার কপাল পোড়ে, পোড়া মাছ জলে পড়ে।

৫১০৫ যখন যার কপাল বাঁকে, দুর্ব্বাবনে বাঘ ঝাঁকে[১]।

[১ পা—ডাকে। পা—কপাল যদি মন্দ হয়, দুর্ব্বাক্ষেত্রে বাঘের ভয়]

৫১০৬ যখন যার, তখন তার।

৫১০৭ যখন যার পড়তা হয়, ধূলামুঠা ধরে সোনামুঠা হয়।[১]

[১ নং ২৩১৮]

৫১০৮ যখন যেমন, তখন তেমন, মর্দ্দ বটি, চিঁড়ে কুটি।

৫১০৯ যজমানী বামুনের হাজা শুকা নেই।

৫১১০ যজ্ঞের ঘোড়া। যজ্ঞির বেরাল।

৫১১১ যত আঠা তত ল্যাঠা, যত মধু যত মিঠা।[১]

[১ নং ৫১৫৩]

৫১১২ যতই কও, আর যাই কই, আসল কথার ভুল নেই।

৫১১৩ যতই কর বোঝাপড়া, তবু যাবে না জাতের ধারা।

৫১১৪ যতই কর শিব-সাধনা, কলঙ্কিনী নাম যাবে না।

৫১১৫ যত ইচ্ছা তত যাও, ক্রোশ অন্তর পা' ধোও।

৫১১৬ যত ওড়ে তত পড়ে।

৫১১৭ যত কয় তত নয়, তবু কিছু কিছু হয়।[১]

[১ নং ৫৪২৬]

৫১১৮ যত কর পুতুপুতু, তত হয় ছোলার ছাতু।

৫১১৯ যত কাপড়, তত শীত।

৫১২০ যত কুয়া[১] আমের ক্ষয়[২], তাল তেঁতুলের কিবা হয়।[৩]

[১ কুয়াসা। ২ পা—কুয়া হয় আমের ভয়। ৩ খনার বচন]

৫১২১ যত কিছু উপার্জ্জন, বিষ্ণুপদে[১] সমর্পণ।

[১ পা—মাগের পায়ে]

৫১২২ যতক্ষণ যোগ, ততক্ষণ ভোগ।

৫১২৩ যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।

৫১২৪ যত খাটা, তত লেঠা।

৫১২৫ যত ঘর তত দোর।

৫১২৬ যত গর্জ্জে তত বর্ষে না।[১]

[১ নং ১৬৭৪, ১৭১৬]

৫১২৭ যত চতুর, তত ফতুর।

৫১২৮ যত চিল উড়ে গেল[১], বেঁড়ে চিল ধরা প'ল।

[১ পা—সব চিল পালাল]

৫১২৯ যত ছল, তত খল।

৫১৩০ যত ছিল নাড়াবুনে, হ'ল সব কীর্ত্তনে,
কাস্তে ভেঙে গড়ায় করতাল।[১]

[১ নং ১২৮৭]

৫১৩১ যত ছিল শেজ-মুতনী, হ'ল সব বড় রাঁধুনী।

৫১৩২ যত জ্বালে ভাত নঠ, তত জ্বালে ব্যঞ্জন মিঠ।

৫১৩৩ যত ডরাই, তত লড়াই।

৫১৩৪ যত ডাকে, তত ডহে[১] না।

[১ প্রবাহিত হয়, বর্ষণ করে। নং ৫১২৬]

৫১৩৫ যত তর্ক, তত নরক।

৫১৩৬ যত দিন থাকে কাঁথায় মুত, তত দিন থাকে মায়ের পুত।

৫১৩৭ যত দিন দুধ, তত দিন পুত।

৫১৩৮ যত দিন ছাড়ে, তত কাজ বাড়ে।

৫১৩৯ যত দুঃখ মনে ছিল, সব দুঃখ ঘুচিল।
পানায় ঢাকিল সর্ব্ব গা', স্বর্গ দেখিল দুটো পা॥[১]

[১ মাছরাঙার উক্তি]

৫১৪০ যত দূর পা ছড়াও, তত দূর ঝাঁতলা[১]।

[১ পা—মাদুর]

৫১৪১ যত দেখ চলাচল, সবই কপালের ফল।

৫১৪২ যত দেখ ভূঁইয়া, পথে পথে শুইঞা।

৫১৪৩ যত দেখে কালা কালা, সবই যেন বাপের শালা।

৫১৪৪ যত দোষ নন্দ ঘোষ।

৫১৪৫ যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন।[১] বা, যতনেই রতন মেলে।

[১ ভারতচন্দ্র]

৫১৪৬ যতনী[১] যদি করলে মন, চিংড়ি হ'ল কাহন কাহন।

[১ নং ৪৮১৬ দ্রষ্টব্য]

৫১৪৭ যত পাই, তত খাই।[১]

[১ নং ১৯৭৮]

৫১৪৮ যত বড় মুখ, তত বড় কথা।

৫১৪৯ যত বল তত নয়, তার অর্দ্ধেক কিছু হয়।

৫১৫০ যত মত, তত পথ।[১]

[১ নং ৩৩৩২]

৫১৫১ যতনের মধু পিঁপড়েয় খায়, অযতনের মধু গড়াগড়ি যায়।

৫১৫২ যত মুস্কিল, তত আসান।

৫১৫৩ যত মেঘ তত বৃষ্টি, যত গুড় তত মিষ্টি।[১]

[১ নং ১৮২১, ৫১১১]

৫১৫৪ যত শেষ, তত বেশ।

৫১৫৫ যত সয়, তত বয়।

৫১৫৬ যত সয়, তত রয়।

৫১৫৭ যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রামসন্না[১]।

[১ পা—রামশর্ম্মা। অনেকের মতে, রামসন্না=রামসৈন্ন! রামপ্রসাদ বৈষ্ণবদের রামসৈন্ন বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন]

৫১৫৮ যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য।

৫১৫৯ যত্নে তৃণ কাষ্ঠখান্, থাকে যুগ-পরিমাণ।

৫১৬০ যত্র[১] আয়, তত্র[২] ব্যয়।

[১ পা—যত। ২ পা—তত]

৫১৬১ যত্র ধূম, তত্র বহ্নি।

৫১৬২ যথা ধর্ম্ম তথা জয়[১], পাপ করলে ভুগতে হয়।

[১-সং—যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ]

৫১৬৩ যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

৫১৬৪ যথা বাড়ি তথা বাট[১], যুবতী লইয়া যায় হাট।
দূর হইতে স্তন দরিশে, ডাক বলে—ছিনাল আইসে ॥[২]

[১ রাস্তা। ২ ডাকের বচন]

৫১৬৫ যথারণ্যং তথা গৃহম্।

৫১৬৬ যদি কশ্চিদ্ বরে দোষঃ কিং কুলেন ধনেন বা।

৫১৬৭ যদি[১] কাটে কালসাপে, কি করবে[২] রোজার বাপে।

[১ পা—যারে। ২ পা—করবে তার]

৫১৬৮ যদি থাকে নসিবে, আপনা আপনি আসিবে।

৫১৬৯ যদি থাকে বন্ধে মন, গাঙ্ পার হতে[১] কতক্ষণ।

[১ পা—সাঁতরাতে]

৫১৭০ যদি থাকে মনে, তবে থাক্‌গে লঙ্কার কোণে।

৫১৭১ যদি দেখে আঁটাআঁটি, কান্দিয়া ভিতায় মাটি।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

৫১৭২ যদি দেখে চাপাচাপ, ব'লে বসে ধর্ম্মবাপ।

৫১৭৩ যদি ধোয় পাতিলের[১] কোল, তবে খায় ব্যঞ্জনের ঝোল।

[১ ছোট হাঁড়ি বা তিজেল]

৫১৭৪ যদি পড়ে প্রেমের দায়, দেদো মাগীর এঁটো খায়।

৫১৭৫ যদি পড়ে সময়ের ফের, উল্‌টা হয় পাকী আধসের।

৫১৭৬ যদি পাই রূপার কুচি, তবে করি মুচিকে শুচি।

৫১৭৭ যদি পাই হেলে-বোড়া, অমনি ধরি জোড়া-জোড়া।
দেখ্‌লে পরে গোখরো-কেউটে, অমনি পটলতোলা॥

৫১৭৮ যদি পায় রাজ্য দেশ, তবু না যায় বৃহস্পতির শেষ।[১]

[১ বৃহস্পতিবারের বারবেলায় যাত্রা নিষেধ। খনার বচন]

৫১৭৯ যদি বর্ষে আগনে[১], রাজা যায় মাগনে[২]।

[১ অগ্রহায়ণ মাসে। ২ দুর্ভিক্ষ হয়। খনার বচন]

৫১৮০ যদি বিপদ গেল, তবে সম্পদ এল।

৫১৮১ যদি হও খাঁটি, তবে হও মাটি।

৫১৮২ যদি হয় লুচি, মুচির বাড়িই রুচি।

৫১৮৩ যদি হয় সুজন, তেঁতুলপাতায় দু'জন।

৫১৮৪ যদি হয় সুজন, এক ঘরে দু'জন।
যদি হয় কুজন, দশ ঘরে দশ জন॥[১]

[১ নং ৩৭২৪, ৪৫৭৩, ৫১৮৩]

৫১৮৫ যদি হয় সোনার ভাণ্ডারী, তবু ধরে লোহার কাটারি।

৪১৮৬ যদি হারালে জাত, তবে হও গে কাত।

৫১৮৭ যদ্‌ দৃষ্টং তল্লিখিতম্‌।

৫১৮৮ যঃ পলায়তি স জীবতি।

৫১৮৯ যব জানে, জাঁতা জানে, যে পেষে সেই জানে।

৫১৯০ যমকে ভাতার দিতে পারি, সতীনকে তবু দিতে নারি।

৫১৯১ যমের অরুচি। যমের উপবাস। যমের ভুল। যমের দোসর।

৫১৯২ যমের খাতায় তলব পড়া।

৫১৯৩ যমের বাড়ির পথ সকলেই চেনে।

৫১৯৪ যমের মার গঙ্গাস্নান।

৫১৯৫ যশোদা কি ভাগাবতী, পরের পুত্রে পুত্রবতী।[১]

[১ রূপান্তর—'পরের পুত্রে পুত্রবতী, লোকে বলে ভাগ্যবতী']

৫১৯৬ যস্মিন্ দেশে যদাচার, কাছা খুলে নদীপার[১]।

[১ পা—গামলা চ'ড়ে গঙ্গা পার]

৫১৯৭ যাচলে মাণিক বিকায় না।

৫১৯৮ যাচলে সোনা রাঙ হয়।

৫১৯৯ যাচা ঘোলে ছেঁদা মালা।

৫২০০ যাচা ভাত[১], কাচা কাপড়।

[১ পা—কন্যা]

৫২০১ যাচে ভেড়ো, আর খোঁজে ভেড়ো।

৫২০২ যা ছিল আমানি পান্ত মায়ে ঝিয়ে খেনু।
ঘর-জামাই রামের তরে ধান শুকাতে দিনু॥

৫২০৩ যাত্রা শোনে ফাতরা[১] লোকে, কবি শোনে সবই লোকে।

[১ অসার (গ্রা)]

৫২০৪ যা দেখি নি বাপের কালে, তা দেখালে পেটের ছেলে।

৫২০৫ যা না দেখি আপন নয়নে, বিশ্বাস করি না গুরুর বচনে।

৫২০৬ যা নেই ভারতে[১], তা নেই ভারতে।

[১ মহাভারতে]

৫২০৭ যা পাই তা খাই, দুঃখ দরদ কিছুই নাই।

৫২০৮ যা পাঁচে, তাই পঞ্চাশে।

৫২০৯ যাবৎ জীবন, তাবৎ চেষ্টা।

৫২১০ যাবৎ না পায় পরের বেটী[১], কান্ধে ভারে উবায় মাটি।

[১ অর্থাৎ কাজকর্ম্ম করিবার জন্য স্ত্রী]

৫২১১ যাবৎ ভুঁই, তাবৎ গড়গড়া।

৫২১২ যাবৎ শ্বাস, তাবৎ চিকিৎসা।

৫২১৩ যাবৎ সীতা, তাবৎ দুঃখ, মরলে সীতা ঘুচবে দুঃখ।

৫২১৪ যাবার সময় খেতে দে, ঝুড়ি ভ'রে নিতে দে।

৫২১৫ যায় শত্রু পরে পরে।

৫২১৬ যার আছে ভাগ্যে শশী[১], পরের ধনে সে খায় বসি।

[১ লগ্নে চন্দ্র তুঙ্গী]

৫২১৭ যার আছে মাটি, তারে নাহি আঁটি।

৫২১৮ যার আদা লবণ জ্ঞান নাই, সেও আবার দাদার ভাই।

৫২১৯ যার ইষ্টি, তার মিষ্টি।

৫২২০ যার কড়ি, তার জয়।

৫২২১ যার কড়ি তারি কথা, নি-কড়িয়ার সদাই ব্যথা।

৫২২২ যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

৫২২৩ যার কাছে ব্যবস্থা, সেই করে তিন অবস্থা।

৫২২৪ যার কেউ নেই, তার ভগবান আছে।

৫২২৫ যার খাই, তার গাই।

৫২২৬ যার খাই, সে ছাড়বে কেন।

৫২২৭ যার গরু কাদায় পড়ে, তার হয় দুনো বল।[১]

[১ পা—গরু হাবড়ে পড়ে যার, দুনো বল থাকে তার]

৫২২৮ যার গলা ধ'রে কাঁদি, তার চোখে নেই পানি।

৫২২৯ যার গলায় ঘা, সে বলে বাঁচব, যার পায়ে ঘা, সে বলে মরব।

৫২৩০ যার গায়ে গু, সে কেন করে থু।[১]

[১ নং ৩৪৭]

৫২৩১ যার গোয়ালে গরু, তার কথা সরু।

৫২৩২ যার গোলায় ধান, তার কথায় টান।

৫২৩৩ যার ঘরে নেই ঢেঁকি মুষল, সে বউঝির নেইক কুশল।[১]

[১ ডাকের বচন]

৫২৩৪ যার ঘরে ভাত ভাতার, কিসের আকাল তার আবার।

৫২৩৫ যার ঘরে সিঁদ, সে কি যায় নিদ।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

৫২৩৬ যার ঘা, তার পোড়া।

৫২৩৭ যার ঘোড়া তার ঘোড়া নয়, চেরাগদারের ঘোড়া।

৫২৩৮ যার ছেলেকে[১] কুমীরে খায়, সে ঢেঁকি দেখলে ডরায়[২]।

[১ পা—মাকে। ২ পা—ভয় পায়]

৫২৩৯ যার ছেলে যত খায়, তার ছেলে তত লালায়[১]।

[১ পা—নাটায়]

৫২৪০ যার ছেলে যত পায়, তার ছেলে তত চায়।[১]

[১ রূপান্তর—যে যত পায় সে তত চায়]

৫২৪১ যার জন্য করি চুরি, সেও বলে চোর।

৫২৪২ যার জন্য করি জো, সেই বলে পৈঠানে[১] শো।

[১ সোপান, সিঁড়ি। পা—পৈথানে (=পদস্থান, পাস্তলা)]

৫২৪৩ যার জন্য বনবাসী, সেই দেয় গলায় ফাঁসি।

৫২৪৪ যার জন্য বুক ফাটে, সে আমাকে এঁকে কাটে।

৫২৪৫ যার জোরকে হেরে যাই, তারেই ভগবান্ দেখাই।

৫২৪৬ যার ঝি তার জামাই, পাড়াপড়শীর কাটনা কামাই[১]।

[১ পা—নাচি কুদি বারো ভাই]

৫২৪৭ যার ঝি তার পোড়া, পাড়াপড়শীর কান খাড়া।

৫২৪৮ যার টেঁকে টাকা, তার কথা বাঁকা।[১]

[১ নং ৫৩১০]

৫২৪৯ যা[১] রটে, তার কতক বটে।

[১ পা—যে কথা]

৫২৫০ যার দাঁত সাফ নয়, তার আঁত সাফ নয়।

৫২৫১ যার দান তার পুণ্য, যারে দেয় সেও ধন্য।

৫২৫২ যার দৌলতে চুয়া চন্দন, তারি পাতে খোলার[১] ব্যঞ্জন।

[১ পাক করিবার পাত্র]

৫২৫৩ যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই।

৫২৫৪ যার ধর্ম্মের ঠিক নেই, তার কর্ম্মের ঠিক নেই।

৫২৫৫ যার ধারি তার মরণ কর, যে ধারে তায় টিপে ধর।

৫২৫৬ যার ধারি, মরণ হোক তারি।

৫২৫৭ যার নাও সে যায় তেড়ে[১], আন লোকে এসে চড়ে।

[১ নদীর কিনারায়]

৫২৫৮ যার নাম টিপ, তারই নাম ফোঁড়।[১]

[১ পা—যে টিপ্ সেই ফোঁড়]

৫২৫৯ যার নাম ভাজা চাল, তার নাম মুড়ি।
যার মাথায় পাকা চুল, তার নাম বুড়ী॥

৫২৬০ যার নাম বারো বুড়ি, তার নাম তিন পণ।

৫২৬১ যার নাম মহাশয়, তার পোঁদে কুড়ুল সয়।

৫২৬২ যার নামে উপবাস, তার সঙ্গে পরবাস।

৫২৬৩ যার নিন্দে, তার পিন্ধে।

৫২৬৪ যার নিয়তি যেখানে, কে খণ্ডাবে সেখানে।

৫২৬৫ যার নুন খাই, তার গুণ গাই।

৫২৬৬ যার নেই ঋণ, সেই চিন্তাহীন।

৫২৬৭ যার নেই গরু, সুখে ঘুমায় সে হরু।

৫২৬৮ যার নেই পুঁজিপাটা, সে যাক বেলেঘাটা[১]।

[১ যেখানে চালের আড়ত ও ভিক্ষা সুলভ]

৫২৬৯ যার নোলা ভারি, তার তলা[১] ভারি।

[১ অর্থাৎ যৌন-প্রবৃত্তি]

৫২৭০ যার পরণে খনি[১], তার কথা লাগে ধ্বনি-ধ্বনি।
যার পরণে টেনা, তার কথা লাগে প্যান্‌প্যানা॥

[১ ক্ষৌমবস্ত্র]

৫২৭১ যার পরে তার খায়, তারই ভিটেয় ঘুঘু চরায়।

৫২৭২ যার পা চলে না, তার উঠান পাঁচ ক্রোশ।

৫২৭৩ যার প্রসাদে রামের মা, তারেই তুমি চেন না।

৫২৭৪ যার প্রাণ তারই কাছে, লোকে বলে নিলে নিলে।

৫২৭৫ যার বউ ঝি দূরে যাতি, নিকটে যার বৈঠে অসতী।
কথা কইতে করে হাস, বলে ডাক—জার নির্ঘ্যাস॥
ধোবানী মালিনী গোয়ালিনী, তাদের লয়ে রস-কাহিনী।
কন কথা হাসি সার, বলে ডাক—নির্ঘ্যাস জার॥[১]

[১ ডাকের বচন]

৫২৭৬ যার বংশ না বাড়ে, তার নাতি আগে মরে।

৫২৭৭ যার বাচ্চা, তারে আচ্ছা।

৫২৭৮ যার বিয়ে তার দেখতে মানা।

৫২৭৯ যার বিয়ে তার মনে নাই, পাড়াপড়শীর ঘুম কামাই[১]।

[১ পা—নেই]

৫২৮০ যার বেটার বিয়ে, তার পাতে ডাল নেই।

৫২৮১ যার বোঝা, তার ঘাড়ে।

৫২৮২ যার ব্যথা, সেই বোঝে।

৫২৮৩ যার ভাতার তার ভাতার, কেঁদে মরে হ'রে ছুতার।

৫২৮৪ যার ভাল তারে, চল্ লো খেঁদী ঘরে।[১]

[১ নং ৪০২৬]

৫২৮৫ যার মন[১] যা চায়, দুধ বেচে মদ খায়।

[১ পা—প্রাণ]

৫২৮৬ যার মন যেমন, তার ধন তেমন।[১]

[১ পা—'যার যেমন মন, তার তেমন ধন', 'যেমন মন, তেমন ধন'।—নং ৫৩৬৬]

৫২৮৭ যার মনে কালি, তার কপালে ছালি[১]।

[১ ছালি (প্রা)=ছাই]

৫২৮৮ যার মনে যা, লাফ দিয়ে ওঠে তা।

৫২৮৯ যার মরণ যেখানে, নাও ভাড়া তার[১] সেখানে।

[১ পা—নাও ক'রে যায় ; মাটি কেনা]

৫২৯০ যার মাথায় পাগ, তার সেরা ভাগ।

৫২৯১ যার মোটে বিয়ে হয় নি, তার ঠাকুরঝি বলবার সাধ।

৫২৯২ যা রয় সয়, তাই ভাল।

৫২৯৩ যার যা কথা নয়, সে কেন কথা কয়।

৫২৯৪ যার যা রীত, না ছাড়ে কদাচিৎ।

৫২৯৫ যার যা সে নিয়ে যায়, জোর ক'রে ঠেকানো দায়।

৫২৯৬ যার যেমন কামনা, তেমন ঢাকী বাজনা।

৫২৯৭ যার যেমন মতি, তার তেমন গতি।[১]

[১ নং ৫৪৫৫]

৫২৯৮ যার লাগি আওতা বেড়া, সেই দেখি দরবারে খাড়া।

৫২৯৯ যার লাগি খাটি, সেই বলে চোরা।
খাটলে তবু পয়সা নাই, আমার বকৃতই বুরা[১] ॥

[১ কপাল মন্দ]

৫৩০০ যার লাগি নামি একহাঁটু জলে, সে নামে একগলাতে।

৫৩০১ যার লাঠি, তার মাটি।

৫৩০২ যার লেজ খড়ের, তার ভয় আগুনের।

৫৩০৩ যার শির, তার গর্দ্দান।

৫৩০৪ যার শিল, যার নোড়া, তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া।

৫৩০৫ যার সঙ্গে যার[১] মজে মন, কিবা হাড়ি, কিবা ডোম।

[১ পা—যার পিরীতে]

৫৩০৬ যার সরষে, তার তেল।

৫৩০৭ যার হয় না ন'য়ে, তার হয় না নব্বুইয়ে।

৫৩০৮ যার হয় যক্ষ্মা, তার নেই রক্ষা।

৫৩০৯ যার হাঁড়িতে যার চাল।

৫৩১০ যার হাতে আছে টাকা, তার কথা এঁকাবেঁকা।[১]

[১ নং ৫২৪৮]

৫৩১১ যার হাতে কলম, তার কথাতেই মালুম।

৫৩১২ যার হাতে খাই নি সে বড় রাঁধুনী।
যার সঙ্গে ঘর করি নি, সে বড় ঘরণী॥

৫৩১৩ যার হাতে তেলের ভাঁড়, তার লাঙলে মস্ত ষাঁড়।

৫৩১৪ যারে কর মর্ মর্, সে পায় দেবতার বর।[১]

[১ নং ৪৭৫৪]

৫৩১৫ যারে ডর করি, তারে গড় করি।

৫৩১৬ যারে ডরাও তুমি, সেই দেবী আমি।

৫৩১৭ যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।[১]

[১ নং ৫৪৮১]

৫৩১৮ যারে দেখি নিত-নিত, তারে করি পিত-পিত।

৫৩১৯ যারে দেয় না খোদাতালা, তারে দেয় না আসফ্উদ্দৌলা।

৫৩২০ যারে না দেখেছি সে বড় সুন্দরী।
যার কথা শুনি নি সে বড় কথরী[১] ॥

[১ বক্তা]

৫৩২১ যারে না বামুন বলি, তার গায়ে নামাবলী।

৫৩২২ যারে না মারে ভাতারে, সে আপনি-আপনি আন্তরে।[১]

[১ নিজেকে আঘাত করে। 'অস্ত্র' হইতে]

৫৩২৩ যারে বললে ছি, তার রইল কি।[১]

[১ নং ২৯০০]

৫৩২৪ যারে যেমন গড়েছে বিধি, সেই ভাতারের পরম নিধি।

৫৩২৫ যারে রত্ন ভেবে যত্ন করি চিরদিন।
কে জানে সে গিল্‌টিকরা ভিতর-ভরা টিন ॥

৫৩২৬ যারে রাখ, সেই রাখে।

৫৩২৭ যারে লোকে না মারে, তার চাল্‌তা পড়ে ঘাড়ে।

৫৩২৮ যা শুনি হাটে বাটে, তায় গেরস্থের পোঁদ ফাটে।

৫৩২৯ যা হবার হবে তাই, মিছে ভেবে কাজ নাই।

৫৩৩০ যা হবার হবে, ভাবনা কেন তবে।

৫৩৩১ যাঁহা বাহান্ন, তাঁহা তিপ্পান্ন।

৫৩৩২ যাহা রয় বারো মাস, এমন কর অভিলাষ।

৫৩৩৩ যাঁহা রাম, তাঁহা অযোধ্যা।

৫৩৩৪ যাহারে মরমী কহি, সে বাসয়ে পর।[১]

[১ চণ্ডীদাস।—নং ৮২৪]

৫৩৩৫ যুক্তির শেষ শক্তি।

৫৩৩৬ যুগীর গানে আবার ভনিতা।

৫৩৩৭ যুবতীর কোল, শিঙিমাছের ঝোল, মুখে হরিবোল।[১]

[১ বৈষ্ণবদের বিদ্রূপ]

৫৩৩৮ যে আইল যোগী, সে হইল ভোগী।[১]

[১ পাঠান্তর—'যে এল যোগী, সে হ'ল সো'গী (=সোহাগী) বা শেখী']

৫৩৩৯ যে আগে যায়, তার নাগাল পাওয়া দায়।

৫৩৪০ যে আছে বাড়ির[১] শত্রু, সেই যাক্[২] বরযাত্র।[৩]

[১ পা—যে হয় ঘরের। ২ পা—যায়। ৩ নং ১৯৯৬, ২০১৪]

৫৩৪১ যে এল চ'যে সে রইল ব'সে।
যে এল কোঁত পেড়ে, তারে দাও ভাত বেড়ে॥

৫৩৪২ যে কথা সেই কাজ।

৫৩৪৩ যে কথা সেই কিরে[১]।

[১ শপথ]

৫৩৪৪ যে কয়[১] রাম, তার সঙ্গে যাম।

[১ পা—বলে]

৫৩৪৫ যে করবে ধরম-করম, তার মাথাতেই বাঁশ-মারণ।

৫৩৪৬ যে করে আমার আশ, তার করি সর্ব্বনাশ।
তাতেও যে না ছাড়ে আশ, তার হই দাসের দাস॥

৫৩৪৭ যে করে দুঃখভোগ, সে করে সুখসম্ভোগ।

৫৩৪৮ যে করে ধর্ম্ম, তার হয় কর্ম্ম।

৫৩৪৯ যে করে পাপ, সে হয় সাত বেটার বাপ।
যে করে পুণ্য, তার হয় শূন্য॥[১]

[১ নং ৬৪]

৫৩৫০ যে কাঁটায় মাপ, সে কাঁটায় শোধ।[১]

[১ নং ৪৪৯২]

৫৩৫১ যে কাল যায়, সে কাল না আয়[১]।

[১ পা—সে কাল ভাল।—নং ৫৩৯৭]

৫৩৫২ যে কাল, সে বিষ্ঠে।

৫৩৫৩ যে কুকুর ঘেউ-ঘেউ করে, সে কুকুর কামড়ায় না।[১]

[১ নং ১৩৪৬]

৫৩৫৪ যেখানে আছে লেখা, সেখানে হবে দেখা।

৫৩৫৫ যেখানে আঁটাআঁটি সেখানেই কাটাকাটি[১]।

[১ পা—খটখটি]

৫৩৫৬ যেখানে উৎপত্তি, সেখানে নিবৃত্তি।

৫৩৫৭ যেখানে কম জোর, সেখানে ছেঁড়ে ডোর।

৫৩৫৮ যেখানে[১] খায়, সেখানেই[২] হাগে।

[১ পা—যে পাতে। ২ পা—সে পাতেই]

৫৩৫৯ যেখানে গভীর নীর, সেখানে সদা স্থির।

৫৩৬০ যেখানে গুড়, সেখানে পিঁপড়ে।

৫৩৬১ যেখানে গু, সেখানে চন্দন।
যেখানে গু নেই, সেখানে কান্দন॥

৫৩৬২ যেখানে গেরস্থের বাসা, সেখানে অতিথির আশা।

৫৩৬৩ যেখানে ছুঁচ চলে, সেখানে সুতাও চলে।

৫৩৬৪ যেখানে জল সেখানে মাছ, যেখানে পাখী সেখানে গাছ।

৫৩৬৫ যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।

৫৩৬৬ যেখানে ধন, সেখানে মন।[১]

[১ নং ৫২৮৬]

৫৩৬৭ যেখানে নরম মাটি সেখানে ঝাঁটা লাথি।
যেখানে শক্ত মাটি সেখানে কান্নাকাটি॥

৫৩৬৮ যেখানে নেই আসল মায়া, সেখানেই বেশি আহা।

৫৩৬৯ যেখানে নেইক মান, সেখানে ছাড়ি পাকা ধান।

৫৩৭০ যেখানে বসে, সেখানে কি চষে।

৫৩৭১ যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে সন্ধ্যা হয়।

৫৩৭২ যেখানে বাসনা-রথ, সেখানে সিদ্ধিপথ।

৫৩৭৩ যেখানে মড়া, সেখানে শকুনি।

৫৩৭৪ যেখানে যেমন, সেখানে তেমন।[১]

[১ নং ৫১০৮]

৫৩৭৫ যেখানে সেখানে থাকুক রাম, সিঁথেয় থাকুক এয়োত নাম।

৫৩৭৬ যে খায় ঘিয়ের হাঁড়ি, সে খায় ময়রার বাড়ি।

৫৩৭৭ যে খায় চিনি, তার জোগান চিন্তামণি।[১]

[১ নং ১১৪৫]

৫৩৭৮ যে খায়[১] সাত বার, তার জন্য[২] ভাত বাড়্।

[১ পা—যে খেয়েছে, খেয়ে যায় যে। ২ পা—তারই আগে। —নং ৬০৯২]

৫৩৭৯ যে খেয়েছে তারে খাওয়া, যে না খেয়েছে তারে শোওয়া।

৫৩৮০ যে খেলতে জানে[১], সে কানা কড়িতেও খেলে।[২]

[১ পা—যে খেলে। ২ পা—খেলতে পারে]

৫৩৮১ যে গাছ বাড়ে, জানা যায় তার ঝাড়ে।

৫৩৮২ যে গৃহিণী আউদড় মুণ্ডী[১], খায় দায় না পালে হাণ্ডী।
ফেলায় খায় চায় প্রচুর, বলে ডাক—নিকালহ দূর॥[২]

[১ আতুড় মাথা। ২ ডাকের বচন]

৫৩৮৩ যে ঘাটেতে জল নেই, পাথর কেন ভাসে।
যার সঙ্গে ভাব নেই, সেই বা কেন হাসে॥

৫৩৮৪ যেচে মান কেঁদে সোহাগ।[১]

[১ নং ১৪৪২, ৫৪১৫]

৫৩৮৫ যে ছা' ওড়ে, সে বাসায় ধড়্ফড়্ করে।

৫৩৮৬ যে ছেলে ভাঁটা মারে, তার নাটা হেন চোখ।

৫৩৮৭ যে ছেলে কোলে যখন, সবার চেয়ে তার আদর তখন।

৫৩৮৮ যে জন পথে ছড়ায় কাঁটা, তার যেন থাকে জুতা আঁটা।

৫৩৮৯ যে জন শেখে চুরি করতে, সে শেখে ফাঁসিতে মরতে।

৫৩৯০ যে জানে না উত্তর পূব, তার হয় সদাই শুভ।

৫৩৯১ যে জীবের লেজ নেই, তার উপকার করতে নেই।

৫৩৯২ যে জেতে, সেই হাসে।

৫৩৯৩ যে-ডাল ধরে সে-ডাল ভাঙে।
বা, যে-ডালে বসে সে-ডাল কাটে।

৫৩৯৪ যেতে ছাগল, আসতে পাগল।[১]

[১ নং ১৩০১]

৫৩৯৫ যে থাকে কয়লার কাছে, ময়লার আঁচ আছেই আছে।

৫৩৯৬ যে দল[১] টানে সে কই খায়।[২]

[১ পা—দাম। ২ নং ২৮৮৭]

৫৩৯৭ যে দিন যায় সে দিন আসে না।[১]

[১ নং ৫৩৫১]

৫৩৯৮ যে দিকে জল পড়ে, সে দিকে ছাতা ধরে।

৫৩৯৯ যে দিকে বাতাস, সে দিকে পাল তোলা।

৫৪০০ যে দিল অন্তরে ব্যথা, তার সঙ্গে কিসের কথা।

৫৪০১ যে দুয়ে নেয় তারই গরু, যে পোষে তার নয়।

৫৪০২ যে দেখালে জো, সেই দেখায় ভোঁ।

৫৪০৩ যে দেবতা গড়তে পারে, সে বাঁদরও গড়তে পারে।

৫৪০৪ যে দেশে কাক নেই, সে দেশে কি রাত পোহায় না।

৫৪০৫ যে দেশে কাপড় নেই, সে দেশে ধোপার কি।

৫৪০৬ যে দেশে গাছ নেই, সে দেশে এরণ্ডই গাছ।[১]

[১ সং—নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে।—নং ৮৫৫]

৫৪০৭ যে দেশে নেই গণক জ্যোতিষা, গোধূলি লগন, যাত্রা উষা।[১]

[১ শুভলগ্ন ও শুভযাত্রার ব্যবস্থা। ডাকের বচন]

৫৪০৮ যে দেশে যে ভাগা, হাত থাকতে পায়ে শাঁখা।

৫৪০৯ যে দেশের যা ভাও[১], উপুড় ক'রে বায় নাও।

[১ ভাব]

৫৪১০ যে ধার করে, সে দুঃখে মরে।

৫৪১১ যেন তেন প্রকারেণ কার্য্যসিদ্ধির্গরীয়সী।

৫৪১২ যে নারী কাটন নাহি কাটে, রাতি পোহালে পোপানকে সাটে[১]।
কিছু বলিতে ধায় রোষে, ডাক বলে—পুরুষ-দোষে॥[২]

[১ সন্তানদের শাসন করে। ২ ডাকের বচন]

৫৪১৩ যে নারী দিনে নিদ্রা যায়, গালি দিলে রোষ করিয়া ধায়।
চেড়ী[১] পো কাহাকে না পুছে, ডাক বলে—বিভা কইলে[২] মিছে॥[৩]

[১ দাসী। ২ বিবাহ করিলে। ৩ ডাকের বচন]

৫৪১৪ যে না ভাবে আগে পিছে, সে আবাগার বাঁচা মিছে।

৫৪১৫ যে না হ'ল আপনায় রত, কেঁদে পিরীত বাড়াব কত।[১]

[১ নং ১৪৪২, ৫৩৮৪]

৫৪১৬ যে নিজে গরজী, তার আবার মরজি।

৫৪১৭ যে বনে যাই, সে ফল খাই।

৫৪১৮ যে বলে মরতে জানি, সমুদ্র তার সাঁতার-পানি।

৫৪১৯ যে বাড়ি দেখে পিঠের গুঁড়ো, ছাড়ে না তার দরজার মুড়ো[১]।

[১ প্রান্ত]

৫৪২০ যে[১] বিয়ের যে[২] মন্ত্র[৩]।

[১ পা—এ। ২ পা—এই। ৩ পা—আচার]

৫৪২১ যে বোঝে টিপ্‌টিপার ভাও, তারে দিয়ে টিপ্‌টিপাও।[1]

[১ পা—যে না জানে টিপ্‌টিপার খা, তারে দিয়ে টিপ্‌টিপা]

৫৪২২ যেমন আদাড়ে কচু, তেমনি বাঘাটে তেতুল।[1]

[১ নং ৫৪৫৩]

৫৪২৩ যেমন আপন নীতি, পরে দেখে সেই রীতি।[1]

[১ ভারতচন্দ্র]

৫৪২৪ যেমন কন্যা ভানুমতী, তেমন পাত্র জোলা তাঁতী।

৫৪২৫ যেমন কন্যা রেবতী, তেমনি পাত্র গদাহাতী[1]।

[১ গদা হাতে যার, বলরাম, যিনি গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধনের গুরু ছিলেন]

৫৪২৬ যেমন কয়, তেমন নয়।[1]

[১ নং ৫১১৭]

৫৪২৭ যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, যেমন লাথি তেমনি চড়।

৫৪২৮ যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর।

৫৪২৯ যেমন ক্ষেপা, তেমনি ক্ষেপী।

৫৪৩০ যেমন গাওনা, তেমন পাওনা।

৫৪৩১ যেমন গাদন, তেমন নাদন।

৫৪৩২ যেমন গাবর[1], তেমন থাপড়।

[১ নির্ব্বোধ]

৫৪৩৩ যেমন গাল, তেমন চড়।

৫৪৩৪ যেমন গুরু তেমনি চেলা, টক্ ঘোল তার ছেঁদা মালা।

৫৪৩৫ যেমন ঘর, তেমনি বর।

৫৪৩৬ যেমন চাষার বুদ্ধি, বলে, পাড়াগাঁয়ের মাঠে।
নদী না দেখে নেংটা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হাটে॥

৫৪৩৭ যেমন চোয়াড়, তেমনি গাল।

৫৪৩৮ যেমন জগন্নাথ, তেমনি সুভদ্রা।

৫৪৩৯ যেমনটি যায়, তেমনটি হয় না।

৫৪৪০ যেমন তেমন গড়, চুণবালি দিয়ে মোড়।

৫৪৪১ যেমন তেমন চাকরি, ঘি ভাত।

৫৪৪২ যেমন তেমন দুই গাই, যেমন তেমন দুই ভাই।

৫৪৪৩ যেমন তেমন বিয়ে, তিরিশ টাকার খিয়ে[১]।

[১ খিয়ানত, ক্ষতি বা দণ্ড]

৫৪৪৪ যেমন দাদা গুণমণি, তেমনি বউ রাসমণি।

৫৪৪৫ যেমন দান; তেমন দক্ষিণা।

৫৪৪৬ যেমন দেবা, তেমনি দেবী।

৫৪৪৭ যেমন দেবী, তেমনি বাহন।[১]

[১ সং—যস্য দেবস্য যদ্রূপং তথা ভূষণবাহনম্]

৫৪৪৮ যেমন নদের চাঁদ, তেমন মুখের ছাঁদ।

৫৪৪৯ যেমন নেড়া তেমনি নেড়ী, বনপুঁই শাক, ছড়া হাঁড়ি।

৫৪৫০ যেমন পাপ, তেমন তাপ।

৫৪৫১ যেমন বাঁদী, তেমন চরকা।

৫৪৫২ যেমন বাপ, তেমন বেটা।

৫৪৫৩ যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল।[১]

[১ নং ৫৪২২]

৫৪৫৪ যেমন ভাগ্য গোপালদাসের তেমনি গায়েন পাঁচু।
আনতে বলেছি মিছরি, তবু এনে বসেছে কচু॥

৫৪৫৫ যেমন মতি তেমন গতি, কাঁচকলাটা ভগবতী।[১]

[১ নং ৫২৯৭]

৫৪৫৬ যেমন মনিব, তেমন চাকর।

৫৪৫৭ যেমন মা, তেমন ছা'।

৫৪৫৮ যেমন মা তেমন ঝি, তার বাড়া[১] নাতনীটি।

[১ পা—তিন গুণ তার]

৫৪৫৯ যেমন রাজ্যে করি ঘর, নেঙটা হয়ে খাল পার।

৫৪৬০ যেমন রাধা, তেমন কানু।

৫৪৬১ যেমনি রাম, তেমনি সীতা।

৫৪৬২ যেমন রোগ, তেমন ওঝা[১]।

[১ পা—ওষুধ।—নং ৮৫৭, ৪৬২৩]

৫৪৬৩ যেমন শরা তেমনি হাঁড়ি, গ'ড়ে রেখেছে কুমোরবাড়ি।

৫৪৬৪ যেমন হাঁড়ি, তেমন কড়ি।

৫৩৬৫ যেমন হাঁড়ি তেমন শরা, যেমন নদী তেমন চড়া।

৫৪৬৬ যে মরবে আপন দোষে, কি করবে তার পরামর্শে[১]।

[১ পা—তার হরিহরদাসে।—নং ২৫১৭]

৫৪৬৭ যে মরে সেই ভূত।

৫৪৬৮ যে মাটিতে পড়ে লোক তাই ধ'রে ওঠে।

৫৪৬৯ যে মারে তার দোষ নয়, যত দোষ ঢেলার।

৫৪৭০ যে মারে সেই যম।

৫৪৭১ যে মুখে ছাগলদাড়ি, তা'তে খাবে পানসুপারি।

৫৪৭২ যে মুড়োতে দাঁড়ায় সেই মুড়োই উঁচা।

৫৪৭৩ যে মুরগী ডিম পাড়ে, সে মুরগীর পোঁদ জানে।

৫৪৭৪ যে মেয়ে[১] সতীনে পড়ে, তারে বিধি ভিন্ন গড়ে।

[১ পা—নারী, ছুঁড়ী, বেটী]

৫৪৭৫ যে যত বড় সে তত ছোট।

৫৪৭৬ যে যা খায় তারই ঢেঁকুর ওঠে।[১]

[১ নং ৫০৪৮]

৫৪৭৭ যে যা চায়, সে তা পায়।

৫৪৭৮ যে যাতে রত, কহে[১] তারি মত।

[১ পা—বলবে]

৫৪৭৯ যে যায় লঙ্কায় সে হয় রাবণ।[১]

[১ পা—'লঙ্কায় যে যায় সে রাবণ হয়'। 'রাবণ' স্থলে 'রাক্ষস' পাঠও দেখা যায়]

৫৪৮০ যে যার, সে তার।

৫৪৮১ যে যারে দেখতে নারে, সে তারে হাটনায় খোঁড়ে।[১]

[১ নং ৫৩১৭]

৫৪৮২ যে যারে ধ্যায়, সে তারে পায়।

৫৪৮৩ যে রক্ষক সেই ভক্ষক।

৫৪৮৪ যে ষাঁড়ের আছে মা, তারে ডাকতে হয় না।

৫৪৮৫ যে রাঁধে, সেও চুল বাঁধে।[১]

[১ রূপান্তর—'ধান ঘাটতে বাড় সয় না, চুল বাঁধতে মানা। ধানঘাটনী আর চুল বাঁধে না'।]

৫৪৮৬ যে শোলটা পালিয়ে যায়, সেইটি কি মস্ত নয়।

৫৪৮৭ যে সয়, সেই বয়।

৫৪৮৮ যে সয়, সেই রয়।

৫৪৮৯ যে সরষেতে ভূত ছাড়ে, সেই সরষের ভেতরেই ভূত।[১]

[১ নং ৬০৪৩]

৫৪৯০ যে সার খাবে, সে মাথও পাবে।

৫৪৯১ যে হাতে আছে চিনির গন্ধ, সে হাত চুষতে সবার আনন্দ।

৫৪৯২ যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ।

৫৪৯৩ যৌবন জোয়ারের জল।

৫৪৯৪ যৌবনে কুক্কুরী ধন্যা।

৫৪৯৫ রক্তদন্তী কালী।

৫৪৯৬ রক্তবীজের ঝাড় বা বংশ।[১]

[১ রক্তবীজ নামক অসুরের রক্তবিন্দু মাটিতে পড়িলেই তদাকার অসুর উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার বংশের ইয়ত্তা বা লোপ নাই]

৫৪৯৭ রক্ষকে ভক্ষণ করে, কে তারে রাখতে পারে।

৫৪৯৮ রঘু[১] চৈতা[২] বলা,[৩] এ তিন কলির চেলা।

[১ স্মার্ত্ত রঘুনন্দন। ২ বৈষ্ণব চৈতন্য। ৩ বলরাম-ভজা অথবা বল্লাল সেন]

৫৪৯৯ রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা।

৫৫০০ রঘু ডাকাত।[১]

[১ নির্ভীকতায় ও দুরন্তপনায় প্রসিদ্ধ]

৫৫০১ রঙ থাকলে রাঙা[১] কড়ি, রঙ[২] ফুরোলে[৩] গড়াগড়ি।

[১ পা—রঙ্গের বেলায় রাঙা। ২ পা—রঙ্গ। ৩ পা—না থাকলে]

৫৫০২ রজকের লাভ কোথা উলঙ্গের কাছে।
কাঁটা গাছে জল দিয়া কিবা ফল আছে॥

৫৫০৩ রণমুখো সেপাই, ঘরমুখো বাঙালী।

৫৫০৪ রতনগর্ভের পেতেন[১] সন্তান।

[১ প্রেত বা ভূত]

৫৫০৫ রতনবাবুর[১] নাতি, স্বর্গে দেবে বাতি।

[১ নড়ালের দুর্দ্দান্ত জমিদার রতন রায় ?]

৫৫০৬ রতনে রতন চেনে।

৫৫০৭ রথ দেখা, কলা বেচা।

৫৫০৮ রন্ধনের চাল চর্ব্বণে যায়।

৫৫০৯ রন্ধ্রগত শনি।

৫৫১০ রমানাথের এঁড়ে, বইবে না, বইতেও দেবে না।

৫৫১১ রবি, শুক্র, মঙ্গলের ঊষা, আর সব ফাসাফুসা[১]।

[১ পা—তা'তে না বিচারে কোন দিশা।—যাত্রার শুভদিন নির্ণয়]

৫৫১২ রসাতলে দেওয়া।

৫৫১৩ রসিকে রসিক চেনে, ভোমরায় চেনে মধু।
অজাত্যা বাঙালে চেনে খোরাভরা কদু॥

৫৫১৪ রসিকের স্থানে হয় রসের বিস্তার।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

৫৫১৫ রসুন বলে—কাঁচকলা ভাই, তোমার বড় খোসা।

৫৫১৬ রসুয়ে বামুন, পূজাও করে।

৫৫১৭ রসের ঘরেই গৌর নাচে।

৫৫১৮ রসের নাগর রূপের সাগর, যদি কড়ি পাই।
আদর ক'রে করি তারে বাপের জামাই॥

৫৫১৯ রাই কুড়িয়ে বেল।

৫৫২০ রা' করে না যে, চোরের সর্দ্দার সে।

৫৫২১ রাক্ষসের ওপর খোক্কস।

৫৫২২ রাক্ষসের মাছি খাওয়া।

৫৫২৩ রাখ নিয়ে তোর শালী মধ্যস্থ।[১]

[১ নং ৫৮০১ প্রবাদের রূপান্তর বলিয়া মনে হয়]

৫৫২৪ রাখাল-সভাতে যা, রাজ-সভাতেও তা।

৫৫২৫ রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে।

৫৫২৬ রাগ করলে ভাগ হারায়।

৫৫২৭ রাগ ক'রে নিজের ঘরে বেশি ভাত খাওয়া।

৫৫২৮ রাগ, না, চণ্ডাল।

৫৫২৯ রাগের ঘরে বারো দেবতা খাটে।

৫৫৩০ রাগের চোটে বকনা কাটে।

৫৫৩১ রাগে হাগে, ফেলতে ছ'মাস লাগে।

৫৫৩২ রাঘব-বোয়াল।[১]

[১ প্রকাণ্ড মাছ, যার গ্রাস ও উদর বড়। নং ২২১০]

৫৫৩৩ রাঙা টাকায় তামা ভরা।

৫৫৩৪ রাঙা মূলো।[১]

[১ দেখিতে ভাল খাইতে ঝাল]

৫৫৩৫ রাজা খায় কি? ঘি। ঘি না থাকলে? আঙুল চোষে।

৫৫৩৬ রাজা খায় ডেঁড়ে,[১] গণক খায় ভেঁড়ে[২]।

[১ অর্থাৎ 'ডেঁড়ে মুষে', সর্ব্বতোভাবে শোষণ করিয়া। ২ ভাঁড়াইয়া, প্রতারণা করিয়া]

৫৫৩৭ রাজমাধবী রাজার ঝি, গেরো দে' আশে-পাশে।
দুধের সর গলায় বাধে, দুধ দেখলে বমি আসে॥

৫৫৩৮ রাজা গেল পাটনে[১], শূন্য হ'ল দেশ।
মাঝখানে ব'সে আছে নেড়ে দরবেশ॥

[১ পত্তনে (=নগরে) অথবা বাণিজ্যে]

৫৫৩৯ রাজাজী আর পঞ্চা তেলী।

৫৫৪০ রাজাতে কাটিবে শির, কি করিবে কোন্ বীর।

৫৫৪১ রাজা তেজচন্দ্র[১] আর কি।

[১ বর্দ্ধমানের রাজা, মানী ও অহঙ্কারী, কিন্তু দাতা ও শৌখিন বলিয়া প্রসিদ্ধ]

৫৫৪২ রাজা থাকতে[১] কোটালের দোহাই।

[১ পা—রাজা শিয়রে]

৫৫৪৩ রাজাদের ঘুড়ী, এক বিয়ানে বুড়ী।

৫৫৪৪ রাজা ধন বিলান, অন্দরে রাণী কুড়ান।

৫৫৪৫ রাজা নবকৃষ্ণ[১] আর কি।

[১ শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, তৎকালীন প্রতিপত্তির জন্য প্রসিদ্ধ]

৫৫৪৬ রাজা বিনা রাজ্যনাশ।

৫৫৪৭ রাজা মারে, দোহাই দেব কারে।

৫৫৪৮ রাজা যদি করে পাপ, প্রজার ঘটে মনস্তাপ।

৫৫৪৯ রাজা যম উভয়ে বিরুদ্ধ।

৫৫৫০ রাজা যেমন গবাচন্দ্র, পাত্র তার তেমনি।
তাঁত-গাড়েতে পড়ে ঘোড়া, ঘাড় কাত্ তাই এমনি ॥

৫৫৫১ রাজায় রাজায় বাঁধে রণ, উলুখড়ের হয় মরণ।[১]

[১ রূপান্তর—নং ৪০৬৮, ৫৭৩৩]

৫৫৫২ রাজার আঙুল বড় মোটা, তাই দেয় ফোঁটা-ফোঁটা।

৫৫৫৩ রাজারও রেয়েত নয়, সাধুরও খাতক নয়।

৫৫৫৪ রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট, লক্ষ্মী পলায় ডরে।
স্ত্রীর দোষে স্বামীর কষ্ট, ভাত নেই ঘরে ॥[১]

[১ অথবা, 'রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট, গিন্নীর দোষে গৃহ নষ্ট'।—নং ১৮০৯, ৪৭২৩]

৫৫৫৫ রাজার নন্দিনী প্যারী, যা করে তা শোভা পায়।

৫৫৫৬ রাজার পুতে বাঘ মেরে মুখে করে না রা'।
তাঁতীর পুতে ছাগ মেরে নাচতে তোলে পা[১] ॥

[১ পা—যাঁদে দেয় পা']

৫৫৫৭ রাজার বাড়ির চেড়ী, দিনে সাতখান শাড়ি।

৫৫৫৮ রাজার বাঁদর।

৫৫৫৯ রাজার বেটা সিনান করে, তার নেঙ্‌টি শুকায় না।

৫৫৬০ রাজার মাকে লোকে আড়ালে বলে ডা'ন।

৫৫৬১ রাজার মাটি, বেশ্যার পাটি।

৫৫৬২ রাজার মা, বিইয়েছেন যেন কাকের ছা'।

৫৫৬৩ রাজার মা ভিক্ষা মাগে।

৫৫৬৪ রাজার মায়ের কাঁথায় ঘুঙুর বাজে।

৫৫৬৫ রাজার রাজপাট, গরীবের শাকভাত[১]।

[১ পা—যুগীর ঝুলিকাঁথা]

৫৫৬৬ রাজার রাণী, কানার কানী।

৫৫৬৭ রাজার সুখে বনে বাস, কি করে তুলা কাপাস।

৫৫৬৮ রাজার সুখে রাজ্যে বাস, স্ত্রীর সুখে গৃহে বাস।

৫৫৬৯ রাজার হালও স্বর্গে বয়, এক বলতে শতেক হয়।

৫৫৭০ রাঁড় ঘাঁটিয়ে চড় খাওয়া।

৫৫৭১ রাঁড়কে রাঁড় যাঁড়কে যাঁড় ব'লে ফল নেই।

৫৫৭২ রাঁড়ীর[১] কেন মাছের চিন্তা।

[১ 'বিধবার' অর্থে]

৫৫৭৩ রাঁড়ীর স্বপন পাঁজ আর তুলো।

৫৫৭৪ রাঁড়ী হয়ে ভোগ-বালাই, সবার আগে তারে সামলাই।

৫৫৭৫ রাঁড়ের পুঁজি।

৫৫৭৬ রাত-উপোসে হাতীও পড়ে।

৫৫৭৭ রাতারাতি বামনা হ'ল মহারাজ[১]।

[১ রসুয়ে বামুনকে মহারাজ বলা হয়]

৫৫৭৮ রাতের বেলা ভূতের ভয়, দিনের বেলা কিছু নয়।

৫৫৭৯ রাঁধতে দেরি সয়, বাড়তে দেরি সয় না।

৫৫৮০ রাঁধুনীর সঙ্গে পিরীত থাকলে ভোজনেতে সুখ।

৫৫৮১ রান্না খেতে কান্না পায়।

৫৫৮২ রান্নায় প্রাণ জুড়োয়, গা'ময় হলুদ।

৫৫৮৩ রাবণমুখী হয়ে তেড়ে যাওয়া।

৫৫৮৪ রাবণের গুষ্টি, বা, রাবণের সংসার।[1]

[১ বৃহৎ পরিবার]

৫৫৮৫ রাবণের চুলো, বা, রাবণের চিতা।[1]

[১ অনির্ব্বাণ]

৫৫৮৬ রাবণের দোষে সমুদ্র-বন্ধন।[1]

[১ 'রাবণের দোষে যেন সিন্ধুর বন্ধন'—ভারতচন্দ্র। সং—'দশাননো হরেৎ সীতাং বন্ধনং স্যান্মহোদধেঃ']

৫৫৮৭ রাবণের পুরী ছারখার।

৫৫৮৮ রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি।[1]

[১ নং ৬২১৩]

৫৫৮৯ রাবণের হাতে যথা মারীচ কুরঙ্গ।[1]

[১ নং ৪৯৪২, ৫৫৯৯]

৫৫৯০ রা'[1], বা'[2], নারী, কায়েতের বৈরী[3]।

[১ কোলাহল। ২ বাতাস। ৩ লিখনপঠনের ব্যাঘাত]

৫৫৯১ রামকামারের ধন রামকামারেই গেল।

৫৫৯২ রামচাঁদে তেতো খায়, শ্যামচাঁদে জ্বরে মরে।

৫৫৯৩ রামছাগলের গলায় ঝুমুড়ি[1]।

[১ ঝুঁটি]

৫৫৯৪ রামদাসের মা, কথার ফাঁদ জান, কাজের ছাঁদ জান না।

৫৫৯৫ রামনামে ভূত পালায়।

৫৫৯৬ রাম না হতে রামায়ণ।

৫৫৯৭ রাম বলা, ধুতি তোলা, দু'দিক কি সাজে।[১]

[১ নদী পার হইবার সময়]

৫৫৯৮ রাম ভজি, কি, রহিম ভজি।

৫৫৯৯ রাম মারলেও মারবে, রাবণ মারলেও মারবে।[১]

[১ নং ৪১৪২, ৫৫৮৯]

৫৬০০ রাম-রাজ্য।

৫৬০১ রাম লক্ষ্মণ দু'টি ভাই, রথে চ'ড়ে স্বর্গে যাই।

৫৬০২ রামা ধোপা, শ্যামা ধোপা, সব বেটারই এক চোপা।

৫৬০৩ রামা মার খায়, গোবিন্দ কেঁকায়।

৫৬০৪ রামায়ণের মধ্যে বানরের কচ্‌কচি।

৫৬০৫ রামু বলে—শ্যামু ভায়া, তুমি নাকি পাগল হয়েছ।

৫৬০৬ রামের কুঁড়ে, লক্ষ্মণের কুঁড়ে, তবে মোর কি গেল উড়ে।

৫৬০৭ রামের বাণে মরা ভাল, বাঁদরের দাঁতখিচুনি সয় না।

৫৬০৮ রামের ভাই লক্ষ্মণ আর কি।

৫৬০৯ রামের হনুমান।

৫৬১০ রাস্তাবেড়ানো কাপড়ে ঠাকুরঘরে ওঠা।[১]

[১ নং ৫৩৪]

৫৬১১ রাহুর দশা।

৫৬১২ রীত দস্তুর কসি, তবে দপ্তরে বসি।

৫৬১৩ রুইয়ের মুড়ো কেটো মুড়ো, দাও আমার পাতে।
আড়ের মুড়ো ঘিয়ের মুড়ো, দাও জামাইয়ের পাতে॥

৫৬১৪ রুক্ষ মাথায় তেল দেয় না, তেলা মাথায় তেল।[১]

[১ নং ২৮১২]

৫৬১৫ রুচে ত পুঁচে খা', মন চলে ত চলে যা'।[১]

[১ নং ৪৬৯৬]

৫৬১৬ রুদ্রমূর্ত্তি ধরা।

৫৬১৭ রুষবেন[১] জামাই, নেবেন ঝি, এর বাড়া আর করবেন কি[২]।

[১ পা—আসবেন, বা, আসবেন লড়াইয়ে। ২ পা—জামাইয়ের রাগে করবে কি]

৫৬১৮ রূপ নিয়ে কি ধুয়ে খাবে, চুল নিয়ে কি পেতে শোবে।

৫৬১৯ রূপার তীরে পাথর ছেঁদে।

৫৬২০ রূপে ঢলঢল পশরা, কেঁদে ম'লো কালো ছুঁচোরা।

৫৬২১ রূপে মারি লাথি, গুণে ধরি ছাতি।

৫৬২২ রূপের গরব ক'রো না, পেছন দিকে ধ'রো না।

৫৬২৩ রূপের ডালি, বা, রূপের ধুচুনী।

৫৬২৪ রূপের বালাই নিয়ে মরা।

৫৬২৫ রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।

৫৬২৬ রেওর[১] স্বর্গেও চিঁড়ে দই।

[১ রেও ভাটের]

৫৬২৭ রেতে মশা, দিনে মাছি, এই নিয়ে কলকাতায় আছি।[১]

[১ ঈশ্বর গুপ্ত]

৫৮২৮ রেঁধে বেড়ে ম'লো দুয়ো[১], হাত নেড়ে পয়সালো[২] সুয়ো[৩]।

[১ পা—খেটে মরলো দুয়োরাণী। ২ প্রসব হ'ল। ৩ পা—সুয়োরাণী]

৫৬২৯ রোকা[১] কড়ি, চোখা[২] মাল।

[১ নগদ। ২ খাঁটি, বিশুদ্ধ]

৫৬৩০ রোগ মুড়িতে আর ভুঁড়িতে।

৫৬৩১ রোগ হ'লে বিকার হবে।[১]

[১ এক দোষ হইতে অন্য বা বহু দোষ]

৫৬৩২ রোগা চড়ুয়ের মুলুক-জোড়া বাসা।

৫৬৩৩ রোগী এখন তখন, ওষুধ ছ'মাসের পথ।[১]

[১ নং ২৫০, ৫৬৩৫]

৫৬৩৪ রোগী তুষ্ট অম্বলে[১], সন্ন্যাসী তুষ্ট কম্বলে।[১]

[১ নং ১২৯, ২৫৫০]

৫৬৩৫ রোগী মরে ঘরে, ওষুধ আছে সাগরে।[১]

[১ নং ৫৬৩৩, ২৫০]

৫৬৩৬ রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

৫৬৩৭ রোগের শেষ, আগুনের শেষ, শত্রুর শেষ, ঋণের শেষ, এ সবের শেষ রাখতে নেই।

৫৬৩৮ রোগে রূপ নষ্ট, কোঁদলে জাত নষ্ট।

৫৬৩৯ রোজার ঘাড়ে ভূত[১]।

[১ পা—বোঝা। নং ৮৬৫]

৫৬৪০ রোদে ধান, ছায়ায় পান।[১]

[১ খনার বচন]

৫৬৪১ রোদের তাপ সয়, বালির তাপ সয় না।

৫৬৪২ রোদের বেলা হেলায় যায়, বৃষ্টির বেলা ঘর ছায়।

৫৬৪৩ লক্কা[১] পায়রা।

[১ স্ফীতপুচ্ছ ও গর্ব্বিত]

৫৬৪৪ লক্কাই লাট্টুর (বা, লাটিমের) মত ঘোরা।

৫৬৪৫ লক্ষ বাঁটুল, পক্ষ তীর[১], তবে হয় হাত থির।

[১ এক পক্ষ কাল তীর ছোড়া অভ্যাস]

৫৬৪৬ লক্ষ্মণ সাহা আর লক্ষ্মণ হাড়ি।

৫৬৪৭ লক্ষ্মণের ফল ধরা।[১]

[১ গল্পে রামচন্দ্র লক্ষণকে ফল ধরিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু খাইতে বলেন নাই, তাই তিনি তাহা তুলিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন]

৫৬৪৮ লক্ষ্মী আসতে দুয়ারে আগড়।

৫৬৪৯ লক্ষ্মীছাড়ার কুটুম যে হয়, কুটুমবাড়ি যায়।
দূরে থাকুক জলপীঁড়িটা, সম্ভাষ না পায়॥

৫৬৫০ লক্ষ্মীছাড়ার ঝক্কি বড়।

৫৬৫১ লক্ষ্মীছাড়ার[১] দাঁতে বিষ, কাঁচকলাটা ভাতে দিস্।

[১ পা—হাড়-হাভাতের]

৫৬৫২ লক্ষ্মীছাড়ার ভক্কি বাড়া।[১]

[১ নং ১৩১, ৬৪৬৪]

৫৬৫৩ লক্ষ্মীর ঘরে (বা, বাহন) কালপেঁচা।

৫৬৫৪ লক্ষ্মীর বরযাত্রী।[১]

[১ অর্থাৎ সম্পদের সাথী]

৫৬৫৫ লক্ষ্মীর বেটী ফক্কি।

৫৬৫৬ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার।

৫৬৫৭ লক্ষ্মীর মা[১] ভিক্ষা মাগে।

[১ পা—পো]

৫৬৫৮ লক্ষ্মী হলেন লক্ষ্মীছাড়া, শঙ্কর ভিখারী।

৫৬৫৯ লঘু গুরু মানে না, পাপ পুণ্য জানে না।

৫৬৬০ লঘু পাপে গুরু দণ্ড।

৫৬৬১ লঙ্কাকাণ্ড।

৫৬৬২ লঙ্কা ডিঙিয়ে মুখ পোড়ানো।

৫৬৬৩ লঙ্কা[১] বহু দূর।

[১ পা—মক্কা]

৫৬৬৪ লঙ্কায় গেলেন দরিদ্রা, নিয়ে এলেন হরিদ্রা।[1]

[১ অথবা, 'লঙ্কায় গিয়ে হলুদের গুঁড়া']

৫৬৬৫ লঙ্কায় বাণিজ্য ক্ষেতের কোণা।[1]

[১ 'লঙ্কার বাণিজ্য বাসি বাকুড়ির (=বাড়ির) কোণে'—রামেশ্বরের শিবায়ন]

৫৬৬৬ লঙ্কায় রাবণ ম'লো, বেহুলা কেঁদে রাঁড় হ'ল।

৫৬৬৭ লঙ্কায় সোনা সস্তা।

৫৬৬৮ লঙ্কার ফেরত।

৫৬৬৯ লজ্জা নেই যায়, রাজা হারে তায়।

৫৬৭০ লড়াইয়ের পর সবাই বীর, লড়াইয়ের পর সেপাই হাজির।

৫৬৭১ লড়ায়ে মেড়া।

৫৬৭২ লড়িতে জেঠী[1], বলিতে বাঘ।[2]

[১ টিকটিকি। ২ 'A lizard in fight, but a tiger in talk'—Morton]

৫৬৭৩ লতার ওপর লতা গেছে, টেনে আনতে ছিঁড়ে গেছে।[1]

[১ দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়তা]

৫৬৭৪ লতা[1] চুরি পাতা চুরি, শেষে রাজার হাতী চুরি[2]।

[১ পা—হাতা। ২ পা—দিনে দিনে ঘর চুরি]

৫৬৭৫ লম্বা কোঁচা, কাছা টান্, তবে জানবে বৰ্দ্ধমান।[1]

[১ নং ৪১২]

৫৬৭৬ লম্বা কোঁচায় ফুতো জারি।

৫৬৭৭ লম্বা কোঁচায় নমস্কার।

৫৬৭৮ লম্বা বাঁশে[1] ঠেলে দেওয়া।

[১ অর্থাৎ দূর হইতে না ছুঁইয়া]

৫৬৭৯ লাউশাকের বালি, আর অন্তরের কালি।

৫৬৮০ লাখ কথা না হ'লে বিয়ে হয় না।

৫৬৮১ লাখ কথার ওপর এক কথা।

৫৬৮২ লাখ টাকা, লাখ টাকা, দু'কুড়ি দশ টাকা।

৫৬৮৩ লাখ টাকায় বামুন ভিখারী।

৫৬৮৪ লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।[১]

[১ প্রসিদ্ধি আছে, কলিকাতা আহীরিটোলার বদান্য ধনী গৌরীকান্ত সেন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের কারামোচনে মুক্তহস্ত ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, ইনি হুগলীর অন্তর্গত বালিগ্রামের অথবা বহরমপুরের অধিবাসী ছিলেন, ও জাতিতে সুবর্ণবণিক]

৫৬৮৫ লাগে তুক্[১], না লাগে তুক[২]।

[১ পা—তাক্। ২ পা—তুক্]

৫৬৮৬ লাজ নাই তোর বেথো শাকে, নুন তেল নেই কেমন লাগে।

৫৬৮৭ লাজে বউ হাঁ না করে, চাল্‌তা হেন গেরাস ধরে।[১]

[১ অথবা, 'লাজে বউ খান না, চাল্‌তা হেন গ্রাস']

৫৬৮৮ লাজের বুড়ী আগে হাঁটে।

৫৬৮৯ লাজের মাথায় পড়ুক বাজ, সাধ গিয়ে আপন কাজ।

৫৬৯০ লাট সাহেব।

৫৬৯১ লাঠির আগে ভূত ভাগে।

৫৬৯২ লাথি চড়ে নাহি লাজ, আমার নাম কবিরাজ।

৫৬৯৩ লাথি ঝাঁটা পায়ের তল, ভাত-পাথরটা বুকের বল।

৫৬৯৪ লাথির ঢেঁকি চড়ে ওঠে না।

৫৬৯৫ লাথির ঢেঁকি মাথায় চড়ে।

৫৬৯৬ লাথি মেরে করে গড়, তাতে আমার বড় ডর।

৫৬৯৭ লাথি মেরে পায়ে ধরা, গোড়া কেটে জলের ঝারা।

৫৬৯৮ লাথি মেরে বিষ্ণবে নমঃ।

৫৬৯৯ লাফিয়ে চাঁদ ধরা।

৫৭০০ লাভঃ পরং গোবধঃ।

৫৭০১ লাভ লোকসান জেনে, চাষ করে না বেনে।

৫৭০২ লাভে ব্যাঙ, অপচয়ে ঠ্যাঙ।

৫৭০৩ লাভে মূলে হাভাত হ'ল।[১]

[১ নং ৫০৪৭]

৫৭০৪ লাভের খুলি, রাবণের চুলি।

৫৭০৫ লাভের গুড় পিঁপড়েয় খায়।[১]

[১ নং ৪৯৬৯]

৫৭০৬ লাভে লোভ বাড়ে।

৫৭০৭ লাল কুত্তা শেয়ালের ভাই।

৫৭০৮ লাল চোখে দেহ জয়, হাসিমুখে মন জয়।

৫৭০৯ লিখতে লিখতে সরে[১], হাগ্‌তে হাগ্‌তে মরে।

[১ পাকা হয়]

৫৭১০ লিখিব পড়িব মরিব দুখে, মচ্ছ মারিব খাইব সুখে।

৫৭১১ লুকিয়ে খেলে শুকিয়ে যায়।

৫৭১২ লুচির ফোস্‌কার মত ফুলে ওঠা।

৫৭১৩ লুঠে যত, মাগে তত।

৫৭১৪ লুভলো বামুন কচু খেয়ে, আবার এল কোদাল ল'য়ে।

৫৭১৫ লেখাজোখায়[১] নেইক ভুল, তবে কেন ছেলে জলে ভাসে।

[১ গণকের গণনায়]

৫৭১৬ লেখাজোখায় যে জন মরে, শুঁট পিপুলে[১] কি তার করে।

[১ অর্থাৎ ঔষধপ্রয়োগে]

৫৭১৭ লেখাপড়া করে যেই, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই।

৫৭১৮ লেখাপড়া যেমন তেমন, কপাল মাত্র পোড়া।
চণ্ডীচরণ ঘুঁটে কুড়ায়, মামা চড়ে ঘোড়া ॥

৫৭১৯ লেগে থাকলে মেগে খায় না।

৫৭২০ লেজকাটা শেয়াল।[১]

[১ অন্য সব শেয়ালকে লেজ কাটিতে বলে]

৫৭২১ লেজ তুলে দেখে না, এঁড়ে কি নই।

৫৭২২ লেজ নেই, কুকুরের নাম বাঘা।

৫৭২৩ লেপাফা দুরস্ত। কেতা দুরস্ত। ধোপ দুরস্ত।

৫৭২৪ লোক, না, পোক[১]।

[১ অর্থাৎ পোকার মত নগণ্য]

৫৭২৫ লোকলজ্জায় রাঁধি-বাড়ি, পেটের জ্বালায় খাই।
লজ্জা শরম আছে বলে কাপড় প'রে যাই ॥

৫৭২৬ লোকে বলে আছি ভাল, শালুক খেয়ে দাঁত কালো।

৫৭২৭ লোকে বলে সুখে আছি, মাথার ওপর ওড়ে মাছি।

৫৭২৮ লোটোরে বল লোটো,[১] উল্‌টে ধরবে চুলের মুঠো।

[১ লম্পট]

৫৭২৯ লোভেতে পাপের বৃদ্ধি হয় নিতি-নিতি।
সময় পাইলে পাপ করে বিনশ্যতি ॥

৫৭৩০ লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

৫৭৩১ লোম বাছতে কম্বল উজাড়।

৫৭৩২ লোহা জব্দ কামার-বাড়ি,[১] মেয়ে জব্দ শ্বশুর-বাড়ি ॥

[১ নং ১২১১]

৫৭৩৩ লোহা পাথরে যুদ্ধ করে, শোলাদিদি পুড়ে মরে ॥[১]

[১ নং ৪০৬৫, ৫৫৫১]

৫৭৩৪ লোহার কার্ত্তিক।

৫৭৩৫ শকুনির শাপে কি গরু মরে।

৫৭৩৬ শঙ্কর চক্রবর্ত্তীকে[১] খেলে বাঘে, অন্য লোকে কোথা লাগে।

[১ যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। পা—রঘু ঠাকুরকে]

৫৭৩৭ শঙ্খচিলের[১] ঘটিবাটি, গোদাচিলের[২] মুখে লাথি।

[১ শুভসূচক পক্ষী। ২ অশুভসূচক]

৫৭৩৮ শক্ত ঘানি।

৫৭৩৯ শক্ত মর্দ্দের দক্ষিণ দুয়ার।

৫৭৪০ শক্তের কুকুর, নরমের বাঘ।[১]

[১ পা—মুগুর ; ঠাকুর]

৫৭৪১ শক্তের তিন কুল মুক্ত।

৫৭৪২ শক্তের ভক্ত, নরমের যম।

৫৭৪৩ শক্তের সকলেই ভক্ত।

৫৭৪৪ শঠের পিরীত ক্ষুরের ধার, জো পেলে আর কেউ নয় কার।

৫৭৪৫ শঠের মায়া, তালের ছায়া।

৫৭৪৬ শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।[১]

[১ সং—সারল্যং সরলে কুর্য্যাচ্ছঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ]

৫৭৪৭ শতং বদ মা লিখ।

৫৭৪৮ শতদল ভাসিয়ে জলে, শালুকের মালা পরেছি গলে।

৫৭৪৯ শতমারী ভবেদ্ বৈদ্যঃ সহস্রমারী চিকিৎসকঃ।

৫৭৫০ শতেক কাউয়া, এক গোলেলা[১]।

[১ Pellet—Morton]

৫৭৫১ শত্রুকে[১] উঁচু[২] পীঁড়ে, পেটুককে সরু চিঁড়ে।

[১ পা—দুশমনকে। ২ পা—বড়]

৫৭৫২ শত্রুর মুখে ছাই দেওয়া।

৫৭৫৩ শত্রুর শেষ রাখতে নেই।[১]

[১ নং ৫৬৩৭]

৫৭৫৪ শত্রুর সঙ্গে কর হিত, লাঠি রাখ নিষ্ঠাপিত।

৫৭৫৫ শন কাটবে পরের ঘরে, বাবুই[১] কাটবে জলের ধারে,
নেয়ালি[২] কাটবে নিজের ঘরে।

[১ এক প্রকার ঘাস, যাহা হইতে দড়ি হয়। ২ নেয়াল বা নেয়ারের দড়ি (?)]

৫৭৫৬ শনিবারেও হাট, রবিবারেও হাট।
সহজে রাধা কলঙ্কিনী বুক চিতিয়ে হাঁট ॥

৫৭৫৭ শনিবারের মড়া দোসর চায়।

৫৭৫৮ শনির দৃষ্টি নাহি নড়ে, গণেশের মাথা খ'সে পড়ে।

৫৭৫৯ শনির দৃষ্টি হ'লে, পোড়া শোলও পালায়।

৫৭৬০ শনির সাত, মঙ্গলের তিন, আর সব দিনে দিন।[১]

[১ যে বারে বাদলা আরম্ভ হইলে যে কয় দিন স্থায়ী হয়]

৫৭৬১ শনি রাজা, মঙ্গল পাত্র, চষো খোঁড়ো এই মাত্র।

৫৭৬২ শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্।

৫৭৬৩ শব থাকতে কুশের পুতুল।[১]

[১ মৃত ব্যক্তির প্রতিনিধিস্বরূপ নির্ম্মিত]

৫৭৬৪ শবের শোকে শিব কাঁদে।

৫৭৬৫ শমন-দমন রাবণ রাজা, রাবণ-দমন রাম।

৫৭৬৬ শয়নে পদ্মনাভ।[১]

[১ ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ। সং—'শয়নে পদ্মনাভং চ ভোজনে চ জনার্দ্দনম্']

৫৭৬৭ শয়ন উত্থান পাশমোড়া, তার মধ্যে ভীমে ছোড়া।[১]
ক্ষেপার চোদ্দ[২], ক্ষেপীর আট,[৩] এই নিয়ে কাল কাট ॥

[১ শয়ন, উত্থান, পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও ভীম একাদশী পালনের নির্দ্দেশ। ২ শিবচতুর্দ্দশী। ৩ দুর্গাষ্টমী। ইহার সহিত নং ৩১৩২ অনেক সময় পঠিত হয়]

৫৭৬৮ শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্।

৫৭৬৯ শরীর বুঝে শাল দেওয়া[১]।

[১ শূলে চড়ানো]

৫৭৭০ শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।[১]

[১ কালিদাস]

৫৭৭১ শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাও তাই সয়।

৫৭৭২ শশা খেয়ে জলকে টান্, তেমনি ভাইয়ের বোনকে টান্।
গুড় খেয়ে জলকে টান্, তেমনি বোনের ভাইকে টান্॥

৫৭৭৩ শশা-বেচুনী বেচে শশা, তার হয়েছে সুখের দশা।

৫৭৭৪ শশার পিরীত, ভেতর ফাঁক।

৫৭৭৫ শ ষ স হয়েছে, হ ক্ষ হবে।

৫৭৭৬ শাক, অম্বল, পান্তা, তিন ওষুধের হন্তা।

৫৭৭৭ শাঁকচুন্নীর[১] গিন্নীপনা।

[১ সধবা নারীর প্রেতাত্মা, মৃত্যুকালে যাহার হাতে সধবার চিহ্ন শঙ্খ ছিল]

৫৭৭৮ শাক-চোরের শূল।[১]

[১ নং ৫০৪৯]

৫৭৭৯ শাক দিয়ে মাছ ঢাকবে কত।

৫৭৮০ শাক দেব, না, মাছ দেব।

৫৭৮১ শাককে শাক, পোঁদে মূলো।

৫৭৮২ শাক শাক শাক, তবু মিন্‌সে[১] করে রাগ।

[১ পা—বুড়ী]

৫৭৮৩ শাকেই এত নাড়া, ডাল হ'লে ভাঙত হাঁড়ি ভাসত পাড়া-পাড়া।

৫৭৮৪ শাকেই হাত জোড়, মাছে না জানি কি।

৫৭৮৫ শাকে ভাতে ছিলাম ভাল, মাছ কিনে জ্বালা হ'ল।

৫৭৮৬ শাকের মধ্যে পুঁই, মাছের মধ্যে রুই।
ধানের মধ্যে কটকী, বউয়ের মধ্যে ছোটকী ॥[১]

[১ নং ৪৮৩৪]

৫৭৮৭ শাঁখা, পাথর, এঁড়ে, তিন গেরস্থ ভেঁড়ে।

৫৭৮৮ শাঁখা ঝন্-ঝন্, টাকা ঠন্-ঠন্, লেখাপড়া ঢন্-ঢন্।

৫৭৮৯ শাঁখাহাতী[১] শাঁখা নাড়ে, বেরাল ভাবে ভাত বাড়ে।

[১ শাঁখা হাতে যার]

৫৭৯০ শাঁখের করাত, আসতেও কাটে, যেতেও কাটে।

৫৭৯১ শানাইয়ের পোঁ ধরা।

৫৭৯২ শান্কির ওপর বজ্রপাত।[১]

[১ নং ২৮৫৪]

৫৭৯৩ শাপে বর।

৫৭৯৪ শামলা মাথায় কামলা[১] খাটা, রাজা মশায়ের আঙুল চাটা।

[১ মজুর]

৫৭৯৫ শামুক দিয়ে সাগর সেঁচা।

৫৭৯৬ শালগ্রাম পুড়িয়ে খেয়ে, নুড়ি দেখে ভয়।

৫৭৯৭ শালগ্রামের শোয়া[১] বসা সমান।[২]

[১ পা—ওঠা। ২ গোলাকার বলিয়া]

৫৭৯৮ শালটুন শালটুন, সকল কথা পাঁকে পুঁতে মাগের কথা শুন।

৫৭৯৯ শাল পেয়ে লাল হওয়া।

৫৮০০ শালা, তোর বোনের গলায় মালা।
তোর বোনকে বিয়ে ক'রে আমার এত জ্বালা ॥

৫৮০১ শালিখে[১] মধ্যস্থ।

[১ শালিখ পাখীর মত শেখানো পড়ানো। পা—শালীকে। নং ৫৫২৩]

৫৮০২ শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর।

৫৮০৩ শাঁস রেখে খোলায় অম্ল বাদ।

৫৮০৪ শাসে জলে পুরুষ্ট।

৫৮০৫ শিকল-কাটা টিয়ে পোষ মানে না।

৫৮০৬ শিকল কামড়ালেও কুকুরের ছাড়ান নেই।

৫৮০৭ শিকলের বান[১] যতদিন, পরাণের টান ততদিন।

[১ বাঁধ]

৫৮০৮ শিকারী বেরাল গোঁফ দেখলেই চেনা যায়।

৫৮০৯ শিকেয় তোলা।

৫৮১০ শিকের মাছ, বেরালের হারাম।

৫৮১১ শিখলি কোথা, না, দেখলাম যথা।[১]

[১ নং ৫৮১২]

৫৮১২ শিখেছ কোথা, না, ঠেকেছি যথা।[১]

[১ নং ১৪২৬, ২৬৩৪, ২৬৩৬, ৫৮১১]

৫৮১৩ শিঙ ভেঙে বাছুরের[১] দলে[২] মেশা।

[১ পা—কাড়্লীর ; দামড়ার। ২ পা—পালে]

৫৮১৪ শিঙা-বরদারের পরুয়া[১]-বরদার।

[১ থলি, purse বা bag]

৫৮১৫ শিঙে ফোঁকা।

৫৮১৬ শিঙে হারিয়ে কাঁকুড়ে ফুঁ।

৫৮১৭ শিম্নি[১] দেখে এগোয়, কোঁৎকা দেখে পেছোয়।

[১ পা—মিষ্টি]

৫৮১৮ শিব গড়তে বাঁদর।

৫৮১৯ শিবরাত্রির সল্‌তে।

৫৮২০ শিবের কন্যা শিবকে দান।[১]

[১ অর্থাৎ গাঁজাখোরের গাঁজাখোর জামাতা]

৫৮২১ শিবের ষাঁড়কে কি বাঘে ধরে না।

৫৮২২ শিবের সঙ্গে খোঁজ নেই, গাজনের ঘটা।

৫৮২৩ শিমুল ফুল।

৫৮২৪ শিয়রে শমন।

৫৮২৫ শিরে হ'ল[১] সর্পাঘাত, তাগা বাঁধি[২] কোথা।

[১ পা—কৈল। ২ পা—বাঁধবি। প্রবাদের বিভিন্ন রূপান্তরের জন্য ভূমিকা পৃ. ৯-১০ দ্রষ্টব্য]

৫৮২৬ শিরে সংক্রান্তি।

৫৮২৭ শিল-নোড়ার ঘসাঘসিতে মরিচের দফা শেষ।

৫৮২৮ শিশিরের ভরসায় চাষ করা।

৫৮২৯ শিশু প্রামাণিক।[১]

[১ আদর্শ শিশু। (আলালের ঘরের দুলাল)]

৫৮৩০ শীত শীত শীত, কাঁথাওয়ালার গুণ্‌গুলি, জামাওয়ালার গীত।

৫৮৩১ শুক্‌নো কাঠ ভাঙলেও নোয় না।

৫৮৩২ শুক্‌নো কাঠে ব্রহ্মশাপ[১]।

[১ পা—বজ্রাঘাত]

৫৮৩৩ শুক্‌নো গাছে জল সেঁচা।

৫৮৩৪ শুক্‌নো ডাঙ্গায় আছাড়।

৫৮৩৫ শুক্‌নো ডাঙ্গায় ভরা ডুবি।

৫৮৩৬ শুক্‌নো নদীতে নাও।

৫৮৩৭ শুক্‌নো পোঁদে[১] আকন্দের আঠা।

[১ পা—পাছায়; ঘায়ে]

৫৮৩৮ শুঁড়ির কুড়ি, বেণের ছয়, আর জাতের হয় বা না হয়।

৫৮৩৯ শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল।[১]

[১ নং ২২৯৮]

৫৮৪০ শুধু কানাই নয়, তার দাদা বলাই।

৫৮৪১ শুধু কাজল পরলে হয় না, চাউনি চাই।

৫৮৪২ শুধু গৌর নয়, গৌরহরি।

৫৮৪৩ শুধু পল্‌তা পায় না, ধনে পল্‌তা চায়।

৫৮৪৪ শুধু ভাত খায়, জরির জামা গায়[১]।

[১ পা—জরির জুতা পায়]

৫৮৪৫ শুধু মেঘে মাটি ভেজে না।

৫৮৪৬ শুধু যায় না, নেকড়া জড়ায়।[১]

[১ 'One puts on a rag rather than go naked' —Morton]

৫৮৪৭ শুধু হাত মুখে ওঠে না।

৫৮৪৮ শুনতেই শোনা যায় সোনার গাঁ বিক্রমপুর।

৫৮৪৯ শুন ভাই কলির অবতার, কোণের বউড়ী বলে ভাতার ভাতার।

৫৮৫০ শুনলে কথার ছন্দ, হাঁড়ি ভেঙে মাছ পালাল, ঝোল রইল বন্ধ।

৫৮৫১ শুনলে কথার ভাবখানা,
হাঁড়ি ভেঙ্গে মাছ পালাল, ঝোল দিয়ে কেন ভাত খা' না।

৫৮৫২ শুনলে কথা হাসি পায়, বিধাতার গুণ কব কায়।

৫৮৫৩ শুনলে সাড়া ত নিলে[১] পাড়া।

[১ পা—ভাঙলে]

৫৮৫৪ শুনে গেলাম বউ দেখতে, বউ চায় আমায় ধ'রে খেতে।

৫৮৫৫ শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধ।

৫৮৫৬ শুভস্য শীঘ্রম্ অশুভস্য কালহরণম্।

৫৮৫৭ শুয়ে শুয়ে লেজ নাড়ে, সেই বাঘে মানুষ মারে।

৫৮৫৮ শুলেই দু'পা পৈথানে[১] যায়।

[১ পদস্থান, পায়তলা]

৫৮৫৯ শুস্‌নি শাক রেঁধে হ'ল মনে বড় খুসী।
দৈবজ্ঞ এসে বলে আজ একাদশী॥

৫৮৬০ শূন্য[১] কলসী ঠন্‌ঠন্, বা, শূন্য[১] কলসীর শব্দ[২] বেশি।

[১ পা—আভরা। ২ পা—ঢকঢকানি।—নং ৩১১, ৪১১]

৫৮৬১ শূন্য কলসী, শুক্‌নো না, শুক্‌নো ডালে ডাকে কা[১]।
যদি দেখ মাকুন্দ[২] ধোপা, এক পা'ও বেরিও না বাপা।
এ সকলেও পায়ে ঠেলি[৩], যদি না সমুখে দেখি তেলী॥[৪]

[১ কাক। ২ দাড়িগোঁপহীন ব্যক্তি। ৩ পা—ডাক বলে এরেও ঠেলি। ৪ শুভযাত্রার ব্যবস্থা সম্বন্ধে ডাকের বচন; খনার বচনেও পাওয়া যায়]

৫৮৬২ শূন্যের চেয়ে সামান্য ভাল।

৫৮৬৩ শূয়র চেনে কচু আর ঘেঁচু।[১]

[১ নং ৪৮৮৭]

৫৮৬৪ শূয়র, কুকুর, ভারী, তিন না চলে ধীরি ধীরি।

৫৮৬৫ শূয়রণীর সাত ছা, বাঘিনীর এক ছা।

৫৮৬৬ শূয়রে গোঁ।

৫৮৬৭ শূয়রের কপালে গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা।

৫৮৬৮ শূয়রের মুখে হাতী-দাঁত বেরোয় না।

৫৮৬৯ শূয়রের পাল বিয়নো।

৫৮৭০ শূয়র বড় হ'লে হাতী হয় না।

৫৮৭১ শূর্পনখার নাক কাটা।

৫৮৭২ শেওড়াগাছের[১] পেত্নী।

[১ শেওড়া গাছ ঘন ও কালো হয়]

৫৮৭৩ শেওড়া সোজা হ'লেও গাঁটে-গাঁটে বাঁকা।

৫৮৭৪ শেখ, আপন দেখ।

৫৮৭৫ শেখানো কথা নিয়ে দরবারে যায়,
ফুরিয়ে গেলে কথাগুলি কি বা কয়।

৫৮৭৬ শেজ[১] না পাততে ঠ্যাঙ লম্বা।

[১ শয্যা]

৫৮৭৭ শেয়াকুল কাঁটা।[১]

[১ ছাড়ানো দায়, একদিক ছাড়ালে অন্যদিক জড়ায়]

৫৮৭৮ শেয়াল মারতে হাতী চায়।

৫৮৭৯ শেয়ালে কাঁঠাল বয়।

৫৮৮০ শেয়ালের যুক্তি।

৫৮৮১ শেষ ঘরে[১] হয় পুত, সংসারে লাগে ভূত।
শেষ ঘরে হয় মেয়ে, ঘি পড়ে শিকে বেয়ে॥

[১ দ্বিতীয় বিবাহের সংসারে]

৫৮৮২ শেষ ভাল যার, সব ভাল তার।[১]

[১ নং ৫৯৯৫]

৫৮৮৩ শেষ যার, বেশ তার।

৫৮৮৪ শেষ রক্ষাই রক্ষা।

৫৮৮৫ শেষের সুখই সুখ।

৫৮৮৬ শোল[১] গজালের পোনা, যার কাছে যা তাই সোনা।

[১ পা—হোক্ না]

৫৮৮৭ শোল মাছ লেজ নাড়ে, মেছুনীর কড়ি বাড়ে।

৫৮৮৮ শোল ধায়, বোয়াল ধায়, তার পিছে খল্‌সে পুঁটিও ধায়।[১]

[১ নং ৮০৮]

৫৮৮৯ শোল মাছের পালান।

৫৮৯০ শ্মশান-ঘাটের শুকনো বাঁশ।

৫৮৯১ শ্মশান পর্য্যন্ত চিকিৎসা।

৫৮৯২ শ্মশান-বৈরাগ্য।

৫৮৯৩ শ্যাম রাখি, না, কুল রাখি।[১]

[১ নং ১৩৬১]

৫৮৯৪ শ্রদ্ধার ছাই, হাত পেতে খাই।

৫৮৯৫ শ্রাদ্ধ কতদূর গড়ায়।[১]

[১ নং ৩০৬৭]

৫৮৯৬ শ্রাদ্ধের দেনায় ভরে, বিয়ের দেনায় মরে।

৫৮৯৭ শ্রীঘর।[১]

[১ জেলখানা]

৫৮৯৮ শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি।

৫৮৯৯ শ্বশুরকে ভাত দিয়ে পড়ল মনে।
আমানি নিয়ে বউ ছোঁচাল কোণে॥

৫৯০০ শ্বশুর-বাড়ী জামাইয়ের বাসা,
এক জনেরে মারলে তিন জন গোসা।

৫৯০১ শ্বশুর-বাড়ী মধুর হাঁড়ি, তিন দিন পরে ঝাঁটার বাড়ি।

৫৯০২ শ্বাশুড়ী নেই, ননদ নেই, কার বা করি ডর।
আগে খাই পান্তাভাত, শেষে লেপি ঘর॥

৫৯০৩ শ্বাশুড়ী ম'ল সকালে,
খেয়ে দেয়ে বেলা থাকে ত কাঁদব আমি বিকেলে।

৫৯০৪ শ্বাশুড়ী ভাঙলে খোলা হয়, বউ ভাঙলে কামের নয়।

৫৯০৫ শ্বাশুড়ী যেমন কাঠি মেপে থোয় দুধ,
বউ তেমনি জল মিশিয়ে খায় দুধ।

৫৯০৬ শ্বেত চামর আর কোষ্টা পাট।

৫৯০৭ শ্বেতহস্তী পোষা।

৫৯০৮ ষট্‌কর্ণে মন্ত্রভেদ।[১]

[১ সং—ষট্‌কর্ণো ভিদ্যতে মন্ত্রঃ]

৫৯০৯ ষষ্ঠীতলার খই-কলা।

৫৯১০ ষষ্ঠীর কৃপা।

৫৯১১ ষষ্ঠী রাগ করেন ত ছেলে ধরে খাবেন।

৫৯১২ ষাঁড়, রাঁড়, সন্ন্যাসী এই তিন নিয়ে হ'ল কাশী[১]।

[১ পা—এই তিন নিয়ে বারাণসী]

৫৯১৩ ষাঁড়ে ধান খায়, তাঁতী বাঁধা যায়।

৫৯১৪ ষাঁড়ের গোবর।[১]

[১ সংস্কারকার্য্যে লাগে না, অকেজো]

৫৯১৫ ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারে।

৫৯১৬ ষোল আনাই লাভ।

৫৯১৭ ষোল আনা বাজিয়ে নেওয়া।

৫৯১৮ ষোল কড়াই কাণা।

৫৯১৯ ষোল বছরের খোকা।

৫৯২০ সইয়ের মায়ের বেগুন ফুলের বোন-পো বউয়ের বোনঝি-জামাই।[১]

[১ আত্মীয়তার নিদর্শন।—নং ৫০৬৩]

৫৯২১ সকল কথা আছে চিতে,
কাপড়টি ছিনিয়ে নেছ পোষ মাসের শীতে।

৫৯২২ সকল গাছ কাটি কুটি, কাঁঠাল গাছে দিই মাটি।[১]

[১ খনার বচন]

৫৯২৩ সকল গুণ আছে পুতে, হাঁড়িতে খায়, শেজে মুতে।

৫৯২৪ সকল গুণের গুণনিধি।

৫৯২৫ সকল চুলে[১] চামর হয় না।

[১ পা—বালে]

৫৯২৬ সকল নৈবেদ্যে ঠোকর মারে।

৫৯২৭ সকল নোড়াই শালগ্রাম হ'লে হলুদ বাটি কিসে।

৫৯২৮ সকল[১] পথ লড়ালড়ি,[২] খেয়াঘাটে গড়াগড়ি।

[১ পা—সারা। ২ পা—দৌড়াদৌড়ি।—নং ৯৯০]

৫৯২৯ সকল[১] পথ মাড়িয়ে চলা।

[১ নিম্নের প্রবাদগুলিতেও 'সকল' স্থানে 'সব' পাঠও দৃষ্ট হয়]

৫৯৩০ সকল পাখীতে মাছ খায়, মাছরাঙার কলঙ্ক[১]।

[১ পা—নাম পড়ে মাছরাঙার। নং ৪৬২৫]

৫৯৩১ সকল ব্রত করলে ষশী, বাকি আছে ভীম একাদশী।

৫৯৩২ সকল মাছে গু খায়, নাম পড়ে টেঙরার[১]।

[১ পা—পাঁশুচ্যার]

৫৯৩৩ সকল মেয়েই মেয়ে,
কেউ যায়[১] পাল্‌কী চড়ে, কেউ বা থাকে[২] চেয়ে।

[১ পা—যাচ্ছে। ২ পা—রয়েছে]

৫৯৩৪ সকলেই সিঁদুর পরে, কপালগুণে ঝলক মারে।

৫৯৩৫ সকলে মরে সব রঙ্গে, কানী মরে দু'চোখের রঙ্গে।

৫৯৩৬ সকলে যদি ব্রত করে নৈবেদ্য খাবে কে।

৫৯৩৭ সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী।

৫৯৩৮ সকাল বিকাল নিকাল যায়[১], তার কড়ি কি বৈদ্যে খায়।

[১ শৌচে যায়।—নং ১৫৭৭]

৫৯৩৯ সকাল শুয়ে সকাল উঠে, তার কড়ি না বৈদ্যে লুঠে।

৫৯৪০ সকাল সকাল যাস্ ত ঘুরে ফিরে যা'।

৫৯৪১ সখা যার জনার্দ্দন, তার সঙ্গে কি সাজে রণ।

৫৯৪২ সখের প্রাণ গড়ের মাঠ।

৫৯৪৩ সঙ্গদোষে কি না হয়, ছুঁচো ছুঁলে গন্ধ হয়।

৫১৪৪ সঙ্গদোষে গ্রাম নষ্ট।

৫৯৪৫ সঙ্গদোষে চোর হয়, সাধু সঙ্গগুণে।

৫৯৪৬ সঙ্গদোষে ভাই বেশ্যাবাড়ি যাই।
গোট মজলে ঝিঁঝির মজে সন্দেহ তার নাই॥

৫৯৪৭ সঙ্গদোষে লোহা ভাসে।

৫৯৪৮ সজনে শাক বলে—আমি সকল শাকের হেলা।
আমার খোঁজ পড়ে কেবল টানাটানির বেলা॥

৫৯৪৯ সজনে শাকে নুন জোটে না, মসুর ডালে ঘি।

৫৯৫০ সৎপুত্র কুলের প্রদীপ।[১]

[১ সংস্কৃতের অনুবাদ—সৎপুত্রঃ কুলদীপকঃ]

৫৯৫১ সৎমার ছেদ্দা,[১] পান্তা ভাতে ঘি।
মাথাটা মুড়িয়ে এস, তেল-পলাটা[২] দি'॥

[১ শ্রদ্ধা, স্নেহ। ২ পা—ঘোল ঢেলে]

৫৯৫২ সৎমার বাণী, তল দিয়ে মূল কাটে, উপরে ঢালে পানি।[১]

[১ নং ১৮৭৭]

৫৯৫৩ সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ।

৫৯৫৪ সতরঞ্চের চাপা, না খেলিও বাপা।

৫৯৫৫ সতাসতী সব বিড়ালনী, ভাল আমি জানি।[১]

[১ লোচনদাস]

৫৯৫৬ সতী নারীর পতি যেন পর্ব্বতের চূড়া।
অসতীর পতি যেন ভাঙা নায়ের গুঁড়া ॥

৫৯৫৭ সতীনের ঘা সওয়া যায়, সতীন-কাঁটা[১] চিবিয়ে খায়।

[১ সতীনের সন্তান বা আত্মীয়বর্গ]

৫৯৫৮ সতীনের পোয়ের হাত দিয়ে সাপ ধরানো।

৫৯৫৯ সতীনের বাটিতে গু গুলে খাওয়া।

৫৯৬০ সতীনের হাত সাপের ছোঁ, চিনি দিলে তুলে থো।
সতীনের ডাক নিশির ডাক, তিন ডাকে চুপ মেরে থাক্ ॥

৫৯৬১ সতীবাক্য রক্ষা হেতু বিধি বাক্য নড়ে।[১]

[১ লক্ষহীরার কাহিনী হইতে]

৫৯৬২ সতী মাগীর তাতী নাঙ্।

৫৯৬৩ সতীর জন্য কোল, অসতীর জন্য কিল।

৫৯৬৪ সতী সাবিত্রী।[১]

[১ বিদ্রূপে।—নং ৬০৯৪]

৫৯৬৫ সতী হ'লি কবে? সে মরেছে যবে।

৫৯৬৬ সত্যই কি বউরে মারে ধরে, গলায় গামছা দিয়ে তামসা করে।[১]

[১ নং ৩৯৩৬]

৫৯৬৭ সত্য কথার ডালপালা নেই।

৫৯৬৮ সত্যপীর বলে—আমি শিন্নি নাহি খাব।
দেওয়ানজী বলে—আমি মুখে গুঁজে দেব ॥

৫৯৬৯ সত্যবাদী ছুইজন, মূর্খ ও বালকগণ।

৫৯৭০ সত্যের দুয়ারে আগড় নেই।

৫৯৭১ সত্যের বাড়া ধর্ম্ম নেই, মিথ্যের বাড়া পাপ নেই।[১]

[১ সং—নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মো ন পাপমনৃতাৎ পরম্]

৫৯৭২ সত্যের মার নেই।

৫৯৭৩ সদর বন্ধ, খিড়কি ফাঁক।

৫৯৭৪ সদাশিব।

৫৯৭৫ সধবা কপালে সিঁদুর পরে, বিধবার কপাল চড়চড় করে।

৫৯৭৬ সধবার একাদশী।

৫৯৭৭ সন্দেশওয়ালা মুড়ি খায়।

৫৯৭৮ সন্দেশের খোসা ফেলে খাওয়া।

৫৯৭৯ সন্দেহ-বাই ধরে যারে তিলে-তিলে জ্বালিয়ে মারে।

৫০৮০ সন্নিপাতের তেষ্টা, মরণকালের চেষ্টা।

৫৯৮১ সন্ন্যাসী চোর, না, বোঁচকায় ঘটায়।

৬৯৮২ সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র গায় সর্ব্বজন।
শুভ্র বস্ত্রে মসীবিন্দু দেখায় যেমন॥

৫৯৮৩ সন্ন্যাসীর তুম্ব নাড়া।

৫৯৮৪ সন্ন্যাসীরে যদি অলক্ষ্মী পায়, ঝুলি কাঁথা নিজে লাথায়।

৫৯৮৫ সন্ধ্যাবেলার মড়া, কত কাঁদবি কাঁদ।

৫৯৮৬ সফরী ফরফরায়তে।[১]

[১ সং—গণ্ডূষজলমাত্রেণ সফরী ফরফরায়তে। নং ২২০৯]

৫৯৮৭ সব কাজ ত শিখিয়ে ছিল মায়ে।
পীঁড়ে ভেঙে গেল তবু বাতাসের ঘায়ে॥

৫৯৮৮ সব কাজে যার হুঁস্, তারে কয় মানুষ।

৫৯৮৯ সব চাল বাইশ পসুরি[১]।

[১ পাঁচ সের পরিমাণ]

৫৯৯০ সব জন্তু মোট বয়, ধরা পড়েছে গাধা।
সবাই সতী কবলায়, ধরা পড়েছে রাধা॥

৫৯৯১ সব ঝিনুকে মুক্তা নেই।

৫৯৯২ সব নুড়ি শালগ্রাম নয়।

৫৯৯৩ সব বাঁশে বংশলোচন হয় না।[১]

[১ নং ৯০৩]

৫৯৯৪ সব বেটাকে ছেড়ে বেঁড়ে বেটাকে ধর্।[১]

[১ শৃগালের গল্প হইতে]

৫৯৯৫ সব ভাল যার শেষ ভাল।[১]

[১ নং ৫৮৮২]

৫৯৯৬ সব ভেড়ার এক ডাক।

৫৯৯৭ সব লাল হো যায়েগা।[১]

[১ মানচিত্রে ইংরেজাধিকার লালবর্ণে চিত্রিত দেখিয়া পঞ্জাবের বীর রণজিৎসিংহের ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া প্রসিদ্ধ]

৫৯৯৮ সব শরীরেই[১] ঘা, ওষুধ দেব কোথা?

[১ পা—সর্ব্বাঙ্গে]

৫৯৯৯ সব শেয়ালে কাঁঠাল খেলে, বকের মুখে আঠা।

৬০০০ সব শেয়ালের এক রা'।

৬০০১ সব হাটের হেটো।

৬০০২ সবাই কৃষ্ণের নাম করে, আমি করলেই ধ'রে মারে।

৬০০৩ সবাইকে পারা যায়, পায়ে-পড়াকে ঠেকানো দায়।[১]

[১ নং ৩৬৮৪]

৬০০৪ সবাই জানে সব তত্ত্ব, কাপড়খানা মধ্যস্থ।

৬০০৫ সবাই যদি হবে সে, এঁটো পাত কুড়োবে কে।

৬০০৬ সবাই হাঁটে এক রাস্তায়, কেউ ভালয় যায়, কেউ হোঁচট্ খায়।

৬০০৭ সবার বেলা টুকাটুকা, মোর বেলা এতটুকা, আর জন্মে মোর মা ছিলে।
সবার মাঝে দাঁড়ালে, মোর মান বাড়ালে, আর জন্মে মোর বাপ ছিলে॥

৬০০৮ সবুরে মেওয়া ফলে।

৬০০৯ সবে কলির সন্ধ্যা।

৬০১০ সবে ধন নীলমণি।

৬০১১ সবে মিলে খাবে ননী, ধরা পড়বে নীলমণি।

৬০১২ সভা বুঝে কেত্তন।

৬০১৩ সময় কারো হাতে-ধরা নয়।

৬০১৪ সময়গুণে আপ্ত[1]পর, খোঁড়া গাধার ঘোড়ার দর।

[১ পা—আপন]

৬০১৫ সময় যায় জলের মত।

৬০১৬ সময়ে অনেক হয়, অসময়ে কেউ নয়।[1]

[১ পা—সময়ে সব বন্ধু হয়, অসময়ে কেউ কারো নয়]

৬০১৭ সময়ে দেয় না চাষ, তার দুঃখ বারো মাস।

৬০১৮ সময়ের এক কথা, অসময়ের একশো কথা।

৬০১৯ সময়ের এক ফোঁড, অসময়ের দশ ফোঁড়।[1]

[১ 'A stitch in time saves nine' ইংরেজীর অনুবাদ ?]

৬০২০ সময়ের গীত অসময়ে গায়, গালে মুখে চাপড় খায়।

৬০২১ সময়ে সব হয় বোন্ ভাগ্না ভাই।
ঘরের স্ত্রী আপন নয়, যখন গাঁটে পয়সা নাই॥

৬০২২ সম্পদে আমি কর্ত্তা, বিপদে তুমি ভর্ত্তা।

৬০২৩ সম্পদে বন্ধুলাভ, বিপদে পরীক্ষা।

৬০২৪ সমানে সমানে।

৬০২৫ সমুখ[1] দিয়া কানা কড়িও[2] যায় না, পেছন[3] দিয়ে হাতী[4] যায়।

[১ পা—সদর। ২ পা—তিলও। ৩ পা—অন্দর। ৪ পা—তাল।—নং ১৫৯০]

৬০২৬ সমুদ্রে ডুবালেও ঘড়া, যা ধরবার তাই ধরা।

৬০২৭ সমুদ্রে প'ড়ে[১] কূল পাওয়া।

[১ পা—অকূল সমুদ্রে]

৬০২৮ সমুদ্রে পাদ্য অর্ঘ্য।

৬০২৯ সমুদ্রে বাস শিশিরে ভয়।[১]

[১ পাঠান্তর—'সমুদ্রে পাতিয়া শয্যা শিশিরে কি ভয়'; 'সমুদ্রে শয়ন যার, শিশিরে কি ভয় তার']

৬০৩০ সমুদ্রের জল, এক কলসী তুললেই বা কি, ছেঁচলেই বা কি।

৬০৩১ সমুদ্রের জল বাড়েও না, কমেও না।

৬০৩২ সমুদ্রের জল কুলায় না যার, শিশিরের জলে কি হয় তার।

৬০৩৩ সম্মানে লো মরি, ঘাট থেকে জল এলে বাড়িতে সিনান করি।

৬০৩৪ সম্বরায়[১] তেল না পায়, তেল দিয়ে বাতি জ্বালায়।

[১ ব্যঞ্জনাদি সাঁৎলানোতে]

৬০৩৫ স'য়ে থাকলে র'য়ে পায়[১]।

[১ পা—র'য়ে যায়]

৬০৩৬ সরকারে খায়, মসজিদে ঘুমায়।

৬০৩৭ সর্ব্ব কর্ম্মে রাধা, ভাতারে ডাকে দাদা।

৬০৩৮ সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ।

৬০৩৯ সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্।

৬০৪০ সর্ব্বাঙ্গে আস্‌লা[১], গোদা পায়ে পাশলা[২]।

[১ আসল ঘা। ২ পদাঙ্গুলির ভূষণবিশেষ]

৬০৪১ সর্ লো সর্, আমার নূতন মলে লাগবে জল।

৬০৪২ সরষের দানা ছোট হ'লেও ঝাল কম না।

৬০৪৩ সরষের ভেতরও ভূত।[১]

[১ নং ৫৪৮৯]

৬০৪৪ সস্তায় মাটিও কেনা ভাল ।

৬০৪৫ সস্তার তিন অবস্থা ।

৬০৪৬ সহজে যা হয়, তাতে জোর[১] ভাল নয় ।
[১ পা—জিদ]

৬০৪৭ সহায়ো বলবত্তরঃ ।

৬০৪৮ সহিলে সম্পত্তি, নহিলে বিপত্তি ।

৬০৪৯ সহুরে কাক, বড় চালাক ।

৬০৫০ সংভবামি যুগে যুগে ।[১]
[১ ভগবদ্গীতা]

৬০৫১ সংসার আনন্দময়, যার মনে যা লয় ।

৬০৫২ সংসার এক সিঁড়ি, কেউ ওঠে, কেউ নামে ।

৬০৫৩ সাক্ষীগোপাল ।[১]
[১ পুরীর মন্দিরপথে গোপাল-বিগ্রহের মন্দিরের গল্প হইতে]

৬০৫৪ সাগর শুকাবে যবে, পাপও লুকাবে তবে ।[১]
[১ নং ৩৬৭২]

৬০৫৫ সাগর ছিল, নগর হ'ল ।

৬০৫৬ সাগর-সেঁচা মণিক ।

৬০৫৭ সাঁজ গেলে দীয়া[১], বয়স গেলে বিয়া ।
[১ দীপ]

৬০৫৮ সাজতে গুজতে ফিঙে[১] রাজা ।
[১ পা—ধেচুয়া]

৬০৫৯ সাজাগোজা সার, পাল্কী আসা ভার ।

৬০৬০ সাজা[১], বাজা, কেশ[২], বাংলা দেশে বেশ ।
[১ পা—ছাজা (= ঘর ছাওয়া) । ২ পা—বেব]

৬০৬১ সাজালে-গোজালে বাঁদীর ছেলেও রাজা সাজে ।

৬০৬২ সাঁজো বেলা ভাতার ম'লো, কাঁদব চৌ'পহর ।

৬০৬৩ সাঁড়াশীর পাক।

৬০৬৪ সাতকাণ্ড রামায়ণ প'ড়ে, সীতা কার ভার্য্যা[১]।

[১ পা—মাসী]

৬০৬৫ সাত কুড়ের ঘর, গোঁসাই রক্ষা কর্।[১]

[১ নং ৩৬১৫]

৬০৬৭ সাত খুন মাপ।

৬০৬৬ সাত গিন্নী হিচ্-পিচ্, বেরালকে বলে—আদা খিঁচ্।

৬০৬৮ সাতগেঁয়ের কাছে মামদোবাজি[১]।

[১ হিন্দুর সপ্তগ্রাম ও মুসলমানের মামুদাবাদের, অথবা হিন্দুর ও মুসলমানের প্রেতযোনির, চাতুর্য্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা।—নং ৩৭৩৭]

৬০৬৯ সাত গোয়ালের গরু এক গোয়ালে ঢোকানো।

৬০৭০ সাতঘাট ঘুরে এসে[১] বাপের পুকুরে ডুবে মরে।

[১ পা—সাত সমুদ্র পার হয়ে; বুদ্ধি না থাকলে]

৬০৭১ সাত ঘাটে ঘটি ডোবানো।

৬০৭২ সাত ঘাটের জল এক ঘাটে করা।

৬০৭৩ সাত ঘাটের জল খাওয়ান।

৬০৭৪ সাত চড়েও রা' কাড়ে না[১]।

[১ পা—কথা কয় না]

৬০৭৫ সাত চড়ে মশা মারা।

৬০৭৬ সাত চোঙার বুদ্ধি এক চোঙায় ঢোকানো।

৬০৭৭ সাত চোরে মসুরি বাটে।

৬০৭৮ সাত চোরের মার।

৬০৭৯ সাতজন্ম অধর্ম্ম।

৬০৮০ সাতটা ছুঁড়ী, একটা বুড়ী।

৬০৮১ সাত ঢেম্‌নীর ঘর, বামুন, ছরাত[1] রক্ষা কর্‌।

[১ শরীর]

৬০৮২ সাত দিনের বাসি খায়, সাজ[1] দেখলে বমি পায়।

[১ সদ্যোজাত, টাটকা]

৬০৮৩ সাত খাইয়ে পো মারে।

৬০৮৪ সাত[1] নকলে আসল খাস্তা।

[১ পা—তিন]

৬০৮৫ সাত পাঁচ খতিয়ে মনে[1], চাষ করে না সোনার বেনে।

[১ পা—হিসাব কড়ি দেখে শুনে]

৬০৮৬ সাত পাঁচ ভেবে কাজ করা।

৬০৮৭ সাত পাঁচ যাহা, বজর পরে তাঁহা।

৬০৮৮ সাত পুত, তেরো নাতি, তবে করে আখের[1] ক্ষেতি।

[১ পা—কুশার (=Sugar-cane : J. D. Anderson)]

৬০৮৯ সাত পুরুষে বিয়ে নেই, শ্বশুরবাড়ী যায়।

৬০৯০ সাত পুরুষের নাউখোলা।

৬০৯১ সাত বার খেয়ে একাদশী।

৬০৯২ সাতবার খেয়ে রয়েছে শুয়ে, তার চাল দাও আগে ধুয়ে।[1]

[১ নং ৫৩৭৮]

৬০৯৩ সাত ভাই তাঁত বোনে, আপন কোটে সবাই টানে।

৬০৯৪ সাতভাতারী সাবিত্রী।[1]

[১ নং ৫৯৬৪]

৬০৯৫ সাত রাজার ধন[1] মাণিক।

[১ বা, সাতসাগর ছেঁচা।—নং ৭৪১]

৬০৯৬ সাত[1] রাঁড়, এক এয়ো, যার কাছে যাই সে[2] বলে—আমার মত হয়ো।

[১ পা—শতেক। ২ পা—যারে সেবা দেয় সেই]

৬০৯৭ সাত সতীনে নড়ি-চড়ি, বেড়া আগুনে পুড়ে মরি।

৬০৯৮ সাত সমুদ্র তের নদী পার হওয়া।

৬০৯৯ সাত সরষে দিয়ে গঙ্গাস্নান করা।

৬১০০ সাত হাটের কানা কড়ি।

৬১০১ সাঁতার না জানলে ডোবাতেও ডোবে।

৬১০২ সাঁতারে সিন্ধু পার।

৬১০৩ সাতেও না, পাঁচেও না।

৬১০৪ সাতেও হুঁ, পাঁচেও হুঁ।

৬১০৫ সাতে পাঁচে মিলে চোদ্দ, দু'টাকা[1] না হয় না দিলে সন্থ।

[১ অর্থাৎ বাকি দু'টাকা। চতুর মহাজনের উক্তি]

৬১০৬ সাদা মনে কাদা নেই।

৬১০৭ সাদা মুলুকজাদা।

৬১০৮ সাদার ওপর কালির দাগ, বা, সাদা মনে কালি দেওয়া।

৬১০৯ সাধও করে, মনও পোড়ে।

৬১১০ সাধ ক'রে বাদ আনা।

৬১১১ সাধ ক'রে বিঁধালাম কান, কাঠি দিতে যায় প্রাণ।

৬১১২ সাধ যায়[1] সেকন্দর[2] হতে, খোদা দেয় না মেগে খেতে।

[১ পা—মন চায়। ২ পা—বাদশা]

৬১১৩ সাধ যায় বোষ্টম হতে, পোঁদ ফাটে মোচ্ছব[1] দিতে।

[১ মহোৎসব]

৬১১৪ সাধলেই সিদ্ধি, অর্জ্জিলেই ঋদ্ধি[1]।

[১ পা—নিধি]

৬১১৫ সাধলে[১] জামাই খায় না, এঁটো পাতটাও পায় না।

[১ পা—যাচলে। পরবর্ত্তী প্রবাদগুলিতেও এইরূপ পাঠ পাওয়া যায়।—নং ২১১]

৬১১৬ সাধলে জামাই খান না, না সাধলে পান না।

৬১১৭ সাধলে জামাই ভাত খান না, শেষে আমানিটাও পান না।

৬১১৮ সাধলে জামাই খান না পিঠে, শেষে মরেন ঢেঁকশাল চেটে।

৬১১৯ সাধলে পরে গুমর বাড়ে, হয় বড় মান।
টেনে টেনে খ'য়ে গেল ছেঁড়া দুটো কান॥

৬১২০ সাধলে মান বাড়ে।

৬১২১ সাধু বড় গিরি, তার ঘরে আট বার চুরি।

৬১২২ সাধুর সঙ্গে সাধু হয়।

৬১২৩ সাধে কি বৈরাগী নাচে, ভাতের থালা হাতের কাছে।

৬১২৪ সাধের কমল তুলতে গিয়ে হাতে ফুটল কাঁটা।

৬১২৫ সাধের কাজল পরতে গিয়ে চক্ষু হ'ল কানা।

৬১২৬ সাপ আর বেঁজি।

৬১২৭ সাপও মরে, নড়িও[১] না ভাঙে।[২]

[১ পা—লাঠি। ২ অথবা—'সাপও মারা যাক, লাঠিও বজায় থাক']

৬১২৮ সাপকে দুধ খাওয়ালেও বিষ কমে না।

৬১২৯ সাপ নিয়ে খেলা।

৬১৩০ সাপ মরলেই সোজা।

৬১৩১ সাপ মরলেও দেয় এক মোড়া।

৬১৩২ সাপ মারলে শিবকে লাগে।[১]

[১ পা—'সাপের মাথায় লাঠি মারলে শিবের মাথায় লাঠি বাজে']

৬১৩৩ সাপ যেখানে নেউল সেখানে।

৬১৩৪ সাপ, শালা, জমিদার, তিন নয় আপনার।

৬১৩৫ সাপ, স্বপন, শোলের পোনা, যে না কয় সে সাধু জনা[1]।

[১ পা—সে একজনা]

৬১৩৬ সাপ হয়ে কাটে, রোজা হয়ে ঝাড়ে।

৬১৩৭ সাপ ডরায় বেঙাকে, বেঙা ডরায় সাপাকে।

৬১৩৮ সাপে খেয়েছে ঢাপের ঝি[1], বিয়েতে লেগেছে ন' মণ ঘি।

[১ বাক্যবাগীশ]

৬১৩৯ সাপের কাছে বেঁজি নাচে, তবে জানি রোজা আছে।

৬১৪০ সাপের ছুঁচো গেলা, গিলতেও পারে না, ওগ্রাতেও পারে না।

৬১৪১ সাপের পাঁচ পা দেখা।[1]

[১ দেখিলে নাকি রাজা হয়!—নং ৬৪১৬]

৬১৪২ সাপের বাসায় ভেকেরে নাচায়।[1]

[১ ভারতচন্দ্র]

৬১৪৩ সাপের মাথায় ব্যাঙ নাচানো।

৬১৪৪ সাপের মাথায় ধূলোপড়া।

৬১৪৫ সাপের মুখে ইষের মূল।

৬১৪৬ সাপের মুখে চুমো, আবার ব্যাঙের মুখেও চুমো।

৬১৪৭ সাপের রোজা সাপেই মরে।

৬১৪৮ সাপের লেজে পা দেওয়া।

৬১৪৯ সাপের হাঁড়ি খুলে বসা।

৬১৫০ সাবধানের মার[1] নেই।

[১ পা—বিনাশ]

৬১৫১ সারা ঘর লেপে দুয়ারে আছাড়।

৬১৫২ সারাদিন থাকব নায়, খড়ম কখন দেব পায়।

৬১৫৩ সারাদিন ফিরিয়ে মালা, অতিথ হ'লে সন্ধ্যাবেলা।

৬১৫৪ সারাদিন বঁড়শী হাতে, সন্ধ্যাবেলায় আমড়া ভাতে।

৬১৫৫ সারাদিন হাটে ঘাটে, রাত হ'লে বুড়ী সুতা কাটে।

৬১৫৬ সারারাতের কিলে মরলাম না, ভোরের কিলে কি মরব।

৬১৫৭ সারালো গাছে কুড়ুল মারে, সড়া[১] গাছ আপনি পড়ে।

[১ পচা]

৬১৫৮ সাহসের ভরা ডোবে না।

৬১৫৯ সিংহের বেটা শেয়াল হয় না।

৬১৬০ সিংহের ভাগ শেয়ালে খায়।

৬১৬১ সিংহের মামা ভোম্বল দাস, বাঘ খেয়েছি গণ্ডা দশ।

৬১৬২ সিকি পয়সা মা-বাপ।

৬১৬৩ সিঁড়ি, তুমি কার? যে যায় তার।

৬১৬৪ সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে, গাঁজা খেলে লক্ষ্মী ছাড়ে।

৬১৬৫ সিন্দুকের কাছে ধার করা।

৬১৬৬ সিন্ধু-ভরা আছে সুধা বিন্দু নাহি চায়।
বিষ খেতে বিষধরী ধরিবারে যায়॥

৬১৬৭ সুখ যায়, স্মৃতি যায় না।

৬১৬৮ সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।

৬১৬৯ সুখের ওপর সুখ, তার ওপর পাটী-কাটাটুক।

৬১৭০ সুখের ঘরে রূপের বাসা।

৬১৭১ সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।

৬১৭২ সুখের দিন (বা, রাত) দেখতে দেখতে যায়।

৬১৭৩ সুখের পায়রা।

৬১৭৪ সুখের মুখ দেখা।

৬১৭৫ সুজন-পিরীত সোনা, ভেঙে গড়া যায়।
কুজন-পিরীত কাচ, ভাঙলে ফুরায় ॥

৬১৭৬ সুতা চুরি করব যার, পুতের মাথা খাব তার।

৬১৭৭ সুদখোর আর মদখোর সমান।

৬১৭৮ সুঁদর বনে বাঁদর রাজা।

৬১৭৯ সুদ শুদ্ধ আদায় করা।

৬১৮০ সুদিনের বারো ভাই, কুদিনের কেউ নাই।

৬১৮১ সুদের কড়ি বাঁকে[১] চলে।

[১ ভার বহিবার দণ্ডে—অর্থাৎ বাড়িয়া রাশীকৃত হয়]

৬১৮২ সুন্দর মাগে দাদাও লাগে।

৬১৮৩ সুন্দর মুখের জয়, চিরকালই হয়।

৬১৮৪ সুন্দরের শত বায়না, অহঙ্কারে মত্ত হয়ে কথাটিও কয় না

৬১৮৫ সুনাম কচ্ছপ-গতি, দুর্নাম পবন-গতি।

৬১৮৬ সুবচনীর খোঁড়া হাঁস।

৬১৮৭ সুয়া যদি নিম দেয় সেই হয় চিনি।
দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি ॥[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

৬১৮৮ সুযোগ পেলে সাধুও চোর।

৬১৮৯ সুয়ো মাগের ষোল আনা, দুয়োর নাম নাই।
একচোখো ভাতারের মুখে বাসি আখার ছাই ॥

৬১৯০ সুয়োর সোনার দুধের বাটি, দুয়ো মাগের ওচ্‌লা মাটি।

৬১৯১ সুয়ো হ'ল রাজরাণী, দুয়ো হ'ল ঘুঁটে-কুড়ানী।

৬১৯২ সুর গায়, রূপ নাচে।

৬১৯৩ সুরের পিঠে পড়লে সুর, দৌড় মারে দামড়া বাছুর।

৬১৯৪ সুসময়ে সকলেই বন্ধু বটে হয়,
অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়।

৬১৯৫ সেই একদিন, আর এই একদিন।

৬১৯৬ সেই কড়ি ক্ষয়, তবু বউ সুন্দর নয়।

৬১৯৭ সেই কলা বাদুড়ে চোষে।

৬১৯৮ সেই গাধা জল খায়, তবু গাধা ঘুলিয়ে খায়।[১]

[১ নং ২০৫৩]

৬১৯৯ সেই ছালায় সেই ধান আঁটে, লাথির চোটে ছালা ফাটে।

৬২০০ সেই ছুঁড়ী[১] নাচে, কত কাচ[২] কাচে।

[১ পা—বুড়ী। ২ ছল বা কৌতুক]

৬২০১ সেই ত মল খসালি, তবে কেন লোক হাসালি।

৬২০২ সেই ধানে সেই চাউল[১], গিন্নী বিনা[২] আউ-থাউল[৩]।

[১ পা—চাল। ২ পা—গিন্নীগুণে। ৩ এলো-মেলো। পা—আলুথালু]

৬২০৩ সেই মামা, সেই মামী, সেই মামার[১] ঘর।
এখন কেন দেখি, মামী, দুধের মধ্যে সর[২]॥

[১ পা—পুকুরপাড়ে। ২ পা—তবে কেন, মামী, তখন হাতে রেখেছিলে সর]

৬২০৪ সেই রায়ের এই দশা।

৬২০৫ সেকরাকে তামা দেখানো।

৬২০৬ সেকরা-বাড়ীর বেরাল, ঠুকঠুকুনিতে ভয় পায় না।

৬২০৭ সেকরা-মাগী নেকরা করে, ঘরে ভাত নেই শাঁখা পরে।

৬২০৮ সেকরা মায়ের কানের সোনাও চুরি করে।

৬২০৯ সেকরার ঠুকঠাক, কামারের এক ঘা।

৬২১০ সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

৬২১১ সে কাল গেছে বেয়ে, এঁটে[১] কচু খেয়ে।

[১ কদলী বা কচুর গেঁড়]

৬২১২ সে গুড়ে বালি।

৬২১৩ সেজে-গুজে রইলাম ব'সে,[১] নিতে এল না[২] চোপার দোষে।

[১ পা—ব'সে থাকলাম মেজে ঘ'ষে। ২ পা—দলে নিলে না]

৬২১৪ সেজে-গুজে রইলেন রাই, এ লগ্নে বিয়া নাই।

৬২১৫ সেধো, ভাত খাবি, না, হাত ধুয়ে ব'সে আছি।[১]

[১ নং ৮৭৫]

৬২১৬ সেনা করে লড়াই, সেনাপতি করে বড়াই।

৬২১৭ সেপাই-কাটানে ঘোড়া।

৬২১৮ সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু শিষ্যে দেখা নাই।

৬২১৯ সেয়ান ঘুঘুর ছা', ফাঁদে দেয় না পা।

৬২২০ সেয়ান চোরে ক'রে চুরি, মাগ থুয়ে নেয় খুড়ী।

৬২২১ সেয়ান শত্রু উপায় নাশে।

৬২২২ সেয়ানা ঠকলে বাপকেও বলে না।

৬২২৩ সেয়ানা পাগল, বোঁচকা আগল।

৬২২৪ সেয়ানের চাল উলুবনে পড়ে।

৬২২৫ সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি, মটুম-হাত[১] এড়াএড়ি।

[১ কনুই হইতে বদ্ধমুষ্টি পর্য্যন্ত পরিমাণ। 'At arm's length'—Morton]

৬২২৬ সেরকে পস্থরি চুরি।

৬২২৭ সের খেয়ে গাঁটে আটকায়।

৬২২৮ সের ভরে না ফাও চাও।

৬২২৯ সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই।

৬২৩০ সোজা[১] আঙ্গুলে ঘি ওঠে না।

[১ পা—সিধা]

৬২৩১ সোজাসুজির নেই বোঝাবুঝি।

৬২৩২ সোনাতে সোনা ফলে।

৬২৩৩ সোনা নষ্ট বেনের বাড়ী, মেয়ে নষ্ট বাপের বাড়ী।

৬২৩৪ সোনা ফেলে[১] আঁচলে গেরো।

[১ পা—'সোনা বাইরে আঁচলে গিরে'। 'সোনা ফেলি আঁচলে গিরা সার'—ভারতচন্দ্র]

৬২৩৫ সোনা ব'লে ছিল জ্ঞান, কষতে হ'ল পিতল খান্।

৬২৩৬ সোনায় সোহাগা।

৬২৩৭ সোনার অঙ্গ কালি হওয়া।

৬২৩৮ সোনার আংটি বাঁকাও ভাল[১]।

[১ পা—আবার বেঁকাটেরা]

৬২৩৯ সোনার ওজন কুচের সঙ্গে।

৬২৪০ সোনার ওপর মিনের[১] কাজ।

[১ পা—নগিনার]

৬২৪১ সোনার কাঠি, রূপার কাঠি।[১]

[১ রূপকথা হইতে। মরণবাঁচনের উপায়]

৬২৪২ সোনার খাটে শুলেও রোগ সারে না।

৬২৪৩ সোনার গাধা।

৬২৪৪ সোনার থালে ক্ষুদের জাউ।

৬২৪৫ সোনার থালে দুধ ভাত, খেতে না জানলে উৎপাত।

৬২৪৬ সোনার দাঁড়ে কাক বসানো।

৬২৪৭ সোনার পাথরবাটি।

৬২৪৮ সোনার প্রতিমা[১] জলে[২] দেওয়া।
[১ পা—লক্ষ্মী। ২ পা—ভাসিয়ে]

৬২৪৯ সোনার বেনে যার মিত, তার বিধি বিড়ম্বিত।

৬২৫০ সোনার লঙ্কা ছারখার।

৬২৫১ সোনার হাতে যবের ছাতু।

৬২৫২ সোমে বুধে দিও না হাত, ধার ক'রে খেও না ভাত।

৬২৫৩ সোমে শুক্রে পরে সাড়ী, ধান হয় তার আড়ি-আড়ি[১]।
[১ মৎস্যপরিমাপক ঝুড়ি। পা—কাঁড়ি-কাঁড়ি]

৬২৫৪ সোয়াদী গাছের কাঁঠাল খেয়ে, ছালা নিয়ে আসে ধেয়ে

৬২৫৫ সোয়াদের মুখে পড়ুক ছাই, পেট মাত্র ভরুক।
বেরাল হোক না কাঠের পুতুল, ইঁদুর মাত্র ধরুক॥[১]
[১ নং ১১৪৪]

৬২৫৬ সোহাগের আরশি।

৬২৫৭ স্ত্রীভাগ্যে ধন, পুরুষভাগ্যে জন।

৬২৫৮ স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ংকরী।

৬২৫৯ স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।

৬২৬০ স্নানের সাক্ষী ফোঁটা, ভোজনের সাক্ষী পেট মোটা।

৬২৬১ স্পষ্ট কথার কষ্ট নাই।

৬২৬২ স্বকলমে রোজগার।

৬২৬৩ স্বদেশে[১] ঠাকুর, বিদেশে[২] কুকুর।
[১ পা—স্বদেশের। ২ পা—বিদেশের]

৬২৬৪ স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ।

৬২৬৫ স্বপ্নের কথা সব মিথ্যা, সেজে মোতাই সত্য।

৬২৬৬ স্বভাব না ছাড়ে চোরে, শূন্য ভিটায় মাটি খোঁড়ে।

৬২৬৭ স্বভাবে অভাব হয় না।

৬২৬৮ স্বভাবে করে না, অভাবে করে।[১]

[১ নং ১১১]

৬২৬৯ স্বর্গ হাতে পাওয়া।

৬২৭০ স্বর্গে ছিল খেসারীর ডাল মর্ত্ত্যে আনলে কে।
গড় করি, রে খেসারীর ডাল, কাছা খুলতে দে॥

৬২৭১ স্বর্গে বাতি দেওয়া।

৬২৭২ স্বর্গের দাসত্ব, নরকের রাজত্ব।

৬২৭৩ স্বর্গের সিঁড়ি তৈয়ারি করা।[১]

[১ নং ৫৫৮৮]

৬২৭৪ স্বর্ণ ভূমি কন্যা দান, বলে ডাক স্বর্গে স্থান।[১]

[১ ডাকের বচন]

৬২৭৫ স্বামী আমার গুরুজন, এক রাজার নয় সাত রাজার ধন।

৬২৭৬ স্বামীর হাতে ধন থাকলে, স্ত্রীর নাম লক্ষ্মীমণি।

৬২৭৭ স্রোতে গা ঢালা।

৬২৭৮ স্রোতের আগে টেঁপা ভাসে।

৬২৭৯ স্রোতের ফুল।

৬২৮০ হই গিন্নী, না ছুঁই হাঁড়ি।

৬২৮১ হওয়া ছেলে বাপ ডাকে না, হবু ছেলের আশা।

৬২৮২ হওয়া ভাতে কাঠি দেওয়া।

৬২৮৩ হক্ কড়ি দিয়ে কানা পেয়াদা।

৬২৮৪ হক্ কথা বলব, বন্ধু বিগড়ায় বিগড়াবে।[১]
পেট ভ'রে খাব, লক্ষ্মী ছাড়ে ছাড়বে॥

[১ নং ৫৮৩]

৬২৮৫ হক্‌ কথায় আহম্মক বেজার।

৬২৮৬ হক্‌ কথায় বন্ধু বেজার, গরম ভাতে বেড়াল বেজার।[১]

[১ নং ৫৯০]

৬২৮৭ হক্‌ কথার মার নেই।

৬২৮৮ হঠাৎ নবাব, বা, হঠাৎ বাবু।

৬২৮৯ হতচ্ছেদার নেমন্তন্ন, ডাকতে পড়ে নি মনে।
ডাকো কিংবা নাই ডাকো, বিকট মূর্ত্তি কেনে॥

৬২৯০ হ পর্য্যন্ত হয়ে ক্ষ বাকি।

৬২৯১ হবচন্দ্র[১] রাজার গবচন্দ্র পাত্র[২]।

[১ পা—ভবচন্দ্র। ২ পা—মন্ত্রী]

৬২৯২ হবু ছেলের অন্নপ্রাশন[১]।

[১ নং ১৭]

৬২৯৩ হবে না আর বাঁজার ছেলে, কার্ত্তিক রে তোর বাবাও এলে।

৬২৯৪ হবে পুত, ডাকবে বাপ, তবে যাবে মনস্তাপ।

৬২৯৫ হয় কথা নয় করে, গুঁতোগুঁতি সার করে।

৬২৯৬ হয়কে নয়, নয়কে হয়।

৬২৯৭ হয় না হয় বিয়ে, ঢাক বাজাও গিয়ে।

৬২৯৮ হয় পুত, না হয় ভূত।[১]

[১ পা—'হইলে পুত, নইলে যমদূত']

৬২৯৯ হয় যদি তিলটা, কয় তবে তালটা।[১]

[১ নং ২৭৬৬]

৬৩০০ হ য ব র ল।

৬৩০১ হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা।

৬৩০২ হরিও বল, পটোলও তোল।

৬৩০৩ হরিঘোষের গোয়াল।[১]

[১ বাগবাজার কাঁটাপুকুর-নিবাসী হরি ঘোষ আশ্রিত-বাৎসল্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন]

৬৩০৪ হরিণবাড়ী।[১]

[১ জেলখানা। আলিপুর জেলের সংস্থান পূর্ব্বে হরিণ রাখিবার বাগান ছিল]

৬৩০৫ হরিণের শিঙে মাছি বসে না।

৬৩০৬ হরিদাসের ছয় ভাই, তিন আনিও ভাগ নাই।

৬৩০৭ হরিপদে থাকে মন, হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।

৬৩০৮ হরিদ্রা শুণ্ঠী লবণ জোয়ানি, ইহা সংযোগে পিয় পানি।
রবিশেষে পানি পিয়ে, বলে ডাক সে নর শতেক জীয়ে॥[১]

[১ ডাকের বচন]

৬৩০৯ হরি বড় দয়াময়, কথায় বটে কাজে নয়।

৬৩১০ হরি বললে কাঁড়া চাল মেলে।

৬৩১১ হরি বাঁচান প্রাণ, বন্তির বড় মান।

৬৩১২ হরিমটর।[১]

[১ দ্রব্যের অভাবে উপবাস]

৬৩১৩ হরি যার সখা বল, দুশমন তার পায়ের তল।

৬৩১৪ হরির খুড়ো মাধাই দাস।[১]

[১ নিঃসংপর্কীয় অনধিকারী]

৬৩১৫ হরির লুঠ হওয়া।

৬৩১৬ হরিষে বিষাদ।

৬৩১৭ হরিহর-আত্মা।

৬৩১৮ হরে দরে হাঁটু জল।

৬৩১৯ হলাহলি গলাগলি ভাব।

৬৩২০ হলুদ খেলে কি রাঙা ছেলে হয়।

৬৩২১ হলুদ পোঁদে মেখে রাঁধুনী কবলানো।

৬৩২২ হলুদের গুঁড়ো আর নুনের গুঁড়ো।[১]

[১ সব তরকারিতে লাগে]

৬৩২৩ হ'লে খাব কেড়ে, না হ'লে খাব মেরে, সহজেই কি দেব ছেড়ে।

৬৩২৪ হস্তীমূর্খ।

৬৩২৫ হংসমধ্যে বকো যথা।

৬৩২৬ হাইয়ের আছে ভাই[১], হাঁচির কেউ নাই।

[১ তুড়ি দেবার লোক]

৬৩২৭ হাউশ[১] আছে রুচ নেই, দাড়ী আছে মোছ নেই।

[১ ইচ্ছা, শখ ; আরবী 'হাবাশ' হইতে]

৬৩২৮ হাওয়া আলো বেধো না, রোগকে আর সেধো না।

৬৩২৯ হাঁ কর তুমি, বত্রিশ নাড়ী গুনি।

৬৩৩০ হাঁ করলেই গাঁর উদ্দেশ[১]।

[১ পা—দেশের বার্তা]

৬৩৩১ হাকিম ঘর ভাঙলে লাকড়ির রাট[১] নেই।

[১ অভাব]

৬৩৩২ হাকিম ফেরে[১] ত হুকুম ফেরে[১] না।

[১ পা—নড়ে]

৬৩৩৩ হাগ যদি পরের ঘরে, আপন ঘরে হাগে পরে।

৬৩৩৪ হাগা[১] নাড়ীর মুখে টনক্।[২]

[১ পা—হেগো। ২ রূপান্তর—'হেগো রুগী মুখ-সাপটে দড়']

৬৩৩৫ হাগা নেই, পোঁদের ডাক বেশি।[১]

[১ পা—'হাগার সঙ্গে খোঁজ নেই, পোঁদের ডাক বড়']

৬৩৩৬ হাগার নেই[১] বাঘার ডর।

[১ পা—'হাগা মানে না বাধা']

৬৩৩৭ হাগুন্তির[১] লাজ নেই, দেখুন্তির লাজ।

[১ পা—নাচুন্তির। ২ রূপান্তর—'হাগতে লাজ, না, দেখতে লাজ']

৬৩৩৮ হাঘরে হাভাতে।

৬৩৩৯ হাঁচি-টিকটিকির বাধা, যে মানে না সে গাধা।

৬৩৪০ হাজার কথা একদিকে, এক কথা একদিকে।

৬৩৪১ হাজার টাকা দিলেও কাটা কান জোড়া লাগে না।

৬৩৪২ হাট-কুড়নে।

৬৩৪৩ হাঁটতে গেলেই আছাড় পড়ে।

৬৩৪৪ হাট-বাজারে লজ্জা নেই, ঘরে ফুলের কুঁড়ি।

৬৩৪৫ হাঁটবার আগে হামাগুড়ি।

৬৩৪৬ হাট-বারেই হাট বসে।

৬৩৪৭ হাটে কলা, নৈবেদ্যায় নমঃ।[১]

[১ নং ৬০৬, ১৭৫৮, ৩৯০২]

৬৩৪৮ হাটে কান কাটে, ঘরে চুপ চুপ।

৬৩৪৯ হাটে কেন গণ্ডগোল, সবাই বলে আপন বোল।

৬৩৫০ হাটে বিকায় না যে লাউ, তারে এনেছে নন্দা সাউ।[১]

[১ শাহু]

৬৩৫১ হাটে মাঠে ঘুরে এলাম, ঘাটে নেই না।
রণে-বনে ফিরে এলাম, ঘরে নেই মা॥[১]

[১ নং ৪৮৯৬]

৬৩৫২ হাটের আগ, দরবারের পাছ।

৬৩৫৩ হাটের দর আর পেটের ছেলে, লুকানো যায় না।

৬৩৫৪ হাটের দুয়ারে আগড় নেই।

৬৩৫৫ হাটের নেড়ে হুজুগ চায়, হুজুগ পেলেই ছুটে যায়।

৬৩৫৬ হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙা।

৬৩৫৭ হাটে রাঁধে, হাটে খায়, শয়ন করে যথায় তথায়।[১]

[১ সং—'ভোজনং যত্র তত্রৈব শয়নং হট্টমন্দিরে']

৬৩৫৮ হাড় এক ঠাঁই, মাস এক ঠাঁই।

৬৩৫৯ হাড় খাই, মাস খাই, পাঁজরার ভেতর বাসা বানাই।

৬৩৬০ হাড় খাব, মাস খাব, চাম দিয়ে ডুগডুগি বাজাব।

৬৩৬১ হাড়গোড়-ভাঙা দ।[১]

[১ 'হাড়গোড় ভাঙা দ'টি হব তাড়িয়ে যদি ধরে'—দীনবন্ধু মিত্র]

৬৩৬২ হাড় থাকলে মাস হবে।

৬৩৬৩ হাড়পেকের[১] বোঝা।

[১ হাড়পেকে=অনাহারে ও কষ্টে শীর্ণকায়। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' দ্রষ্টব্য]

৬৩৬৪ হাড় ভাজা-ভাজা হওয়া। হাড় কালি হওয়া।
হাড়-জ্বালানো। হাড়হাভাতে। হাড়হদ্দ।

৬৩৬৫ হাড়িকাঠে গলা দেওয়া।

৬৩৬৬ হাঁড়ি খাওয়া।

৬৩৬৭ হাঁড়ি ছোট, গুড় মিঠে।

৬৩৬৮ হাঁড়ি নিয়ে গেলেও যাওন, ঘটি নিয়ে গেলেও যাওন।

৬৩৬৯ হাঁড়ি-পাতিলের অভাব কি, টোকায় টেঁকলে হয়।

৬৩৭০ হাঁড়ি মুখ।

৬৩৭১ হাঁড়ির বাঁচন নেওনে[১], বুড়োর বাঁচন খাওনে।

[১ তলায় মাটি দেওয়া]

৬৩৭২ হাঁড়ি শুদ্ধই আলুনি।

৬৩৭৩ হাঁড়ির খবর, বা, হাঁড়ির হাল।

৬৩৭৪ হাড়ীর চেয়ে ডোম কুলীন, ডোমের চেয়ে হাড়ী কুলীন।

৬৩৭৫ হাড়ীর লক্ষ্মী ছাড়ে, শূয়রকে ঝাঁটা মারে।

৬৩৭৬ হাড়ীর লক্ষ্মী শুঁড়ীর ঘরে যায়।

৬৩৭৭ হাড়ে কাটে ত মাসে কাটে না।

৬৩৭৮ হাড়ে কেটে মাসে বাধে।

৬৩৭৯ হাড়ে দূর্ব্বা গজানো।

৬৩৮০ হাড়ে বাতাস লাগা।

৬৩৮১ হাড়ে-নাড়ে[১] জ্বালানো বা খাওয়া।

[১ নাড়ী। পা—হাড়ে-মাসে ; হাড়ে-হাড়ে]

৬৩৮২ হাড়ে ভেল্‌কি খেলে।

৬৩৮৩ হাড়ে-হাড়ে বোঝা।

৬৩৮৪ হাত-আল্‌সের গোঁফ নষ্ট।

৬৩৮৫ হাত-আল্‌সের দাঁতে ছাতা।

৬৩৮৬ হাত ছোট[১] আম বড়।

[১ পা—হাতের চেয়ে]

৬৩৮৭ হাত ঝাড়লে পর্ব্বত।

৬৩৮৮ হাত তুলে সেলাম করি, জুত পেলে ঘাড় ধরি।

৬৩৮৯ হাত থাকতে মুখোমুখী কেন।

৬৩৯০ হাত দিয়ে জল গলে না।

৬৩৯১ হাত দিয়ে হাতী ঠেলা।

৬৩৯২ হাত ধরতে পঁইছা[১] ধরা।

[১ করভূষণ]

৬৩৯৩ হাত ধুয়ে খালাস।

৬৩৯৪ হাতিয়ার আপনা নয়, কোটাল নয় মিতা।
ঘরের স্ত্রী আপনা নয়, কে কয় প্রাণের কথা॥

৬৩৯৫ হাতীও হাবড়ে[১] পড়ে।

[১ পাঁকে বা কাদায়]

৬৩৯৬ হাতী ঘোড়া গেল তল, বেতো[১] বলে—হাঁটু জল[২]।

[১ বাতরোগগ্রস্ত। পা—ভেড়া; গাধা; মশা। ২ পা—কত জল; আমার কত বল]

৬৩৯৭ হাতী চ'ড়ে ভিক্ষা মাঙ্গি, ইচ্ছায় না দাও ঘর ভাঙ্গি।

৬৩৯৮ হাতী দিয়ে হাতী ধরা।

৬৩৯৯ হাতী পড়েছে দঁকে, ঠোকর মারে বকে।[১]

[১ নং ১৬৫৩, ৬৪০৪]

৬৪০০ হাতী পাঁকে পড়লে হাতীই তোলে।

৬৪০১ হাতী পোষা।

৬৪০২ হাতী মরে ত দাঁত দিয়ে মরে।

৬৪০৩ হাতী ম'লেও ঘোড়ার দুনো।

৬৪০৪ হাতী যখন লোঁদে[১] পড়ে, চামচিকেতেও পোঁদে চড়ে।[২]

[১ পেঁকো চর। ২ নং ১৬৫৩, ৬৩৯৯]

৬৪০৫ হাতী যেমন খায় তেমন নাদে।

৬৪০৬ হাতীরও পিছলে পাও, সুজনেরও ডোবে নাও।

৬৪০৭ হাতীর কথবেল খাওয়া।[১]

[১ নং ১৬৭৩]

৬৪০৮ হাতীর কাঁধে আসে যায়, হাম্বারবে মূর্চ্ছা যায়।

৬৪০৯ হাতীর খোরাক, পুষবে কে?

৬৪১০ হাতীর গলায় ঘণ্টা।

৬৪১১ হাতীর গা হাতী দেখে না।

৬৪১২ হাতীর চোখ।

৬৪১৩ হাতীর দর্প চুর্ণ হয় পর্ব্বতের কাছে।

৬৪১৪ হাতীর দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।

৬৪১৫ হাতীর নাদ দেখে খরগোশের পোঁদ ফাটে।

৬৪১৬ হাতীর পাঁচ পা দেখা।[১]

[১ নং ৬১৪১। প্রবাদের রূপান্তর—'আগে ত হাতী পাঁচ পা'ই দেখায়, শেষে হাতী শুঁড় গুটায়']

৬৪১৭ হাতীর পা ঠেলা।

৬৪১৮ হাতীর পিঠ খালি থাকে না।

৬৪১৯ হাতীর পোঁদ ফাড়া দেখে সড়সড়ে পোঁদ ফাড়তে চায়।

৬৪২০ হাতীর মিন্‌মিন্, ঘোড়ার দৌড়।

৬৪২১ হাতীর মুখে দূর্ব্বাঘাস।

৬৪২২ হাতীর সঙ্গে বেঁড়ে বলদের ঠেস।

৬৪২৩ হাতীর সঙ্গে ভেরাণ্ডা গাছের লড়াই।

৬৪২৪ হাতে আরশি, কুয়ায় ঝুঁকি।

৬৪২৫ হাতে কড়ি, পায়ে বল, তবে চলি নীলাচল।[১]

[১ পুরীতীর্থ]

৬৪২৬ হাতে কলমে শেখা।

৬৪২৭ হাতে কালি, মুখে কালি, বাছা আমার[১] লিখে এলি।

[১ পা—মা বলে]

৬৪২৮ হাতে খড়ী।

৬৪২৯ হাতে খোলা, পোঁদে মালা।

৬৪৩০ হাতে খেলে, হাড়ীর ভাতও মাহাত্ম্য।

৬৪৩১ হাতে গোদ, পায়ে গোদ, গোদ কর্ণমূলে।
কোন্ পুরুষের ভাগ্যে গোদ ছিল নাক চুলে॥

৬৪৩২ হাতে দই, পাতে দই, তবু বলে কই কই।

৬৪৩৩ হাতে না ধরে, সাঁড়াশী দিয়ে ধরে।

৬৪৩৪ হাতে নেই কড়ি, কিনতে চায় ঘুড়ী

৬৪৩৫ হাতে নেই কড়া বট, প্রাণ করে ছটফট।

৬৪৩৬ হাতে নেই কানা কড়ি, ক'রে বেড়ায় বাড়াবাড়ি[১]।

[১ পা—পেটটা করে মোড়ামুড়ি]

৬৪৩৭ হাতে পাঁজি মঙ্গলবার।

৬৪৩৮ হাতে মাথা কাটা।

৬৪৩৯ হাতে মারি না, ভাতে মারি।[১]

[১ রূপান্তর—'হাতে না মেরে ভাতে মারে', 'মারি না হাতে, মারি ভাতে', 'যারে মারি না হাতে, তারে মারি ভাতে']

৬৪৪০ হাতে যদি নেই ধন, পাঁচে হও এক মন।

৬৪৪১ হাতে যদি ফল পাই, তবে কেন আঁকশি চাই।

৬৪৪২ হাতেরও যাবে, পাতেরও যাবে।

৬৪৪৩ হাতের খাড়ু বেচে আমি কিনে এনেছি বাঁদী।[১]
সে হ'ল গিন্নী[২], তার আমি হলাম বাঁদী[৩]॥

[১ পা—হাতের কঙ্কণ দিয়ে কিনলাম আমি দাসী। ২ পা—ঠাকরুণ। ৩ পা—দাসী]

৬৪৪৪ হাতের চেয়ে গেরাস বড়।

৬৪৪৫ হাতের ডিম ফেলে ঝাড়ের পাখী।

৬৪৪৬ হাতের ঢেলা আর মুখের কথা, ছুঁড়লে আর ফেরে না তা'।[১]

[১ নং ২৪২৩]

৬৪৪৭ হাতের পাঁচ।[১]

[১ তাস খেলা হইতে]

৬৪৪৮ হাতের পাঁচ আঙুল সমান হয় না।

৬৪৪৯ হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা।

৬৪৫০ হাতের লোহা খোলা, বা, শুধু হাত করা। হাতের লোহা ক্ষয় যাওয়া।

৬৪৫১ হাতে লক্ষ্মী, বলে লক্ষ্মীছাড়া।

৬৪৫২ হাতে শাঁখা, দর্পণে দেখা।

৬৪৫৩ হাতে শিক্‌রে,[১] সঙ্গে কুকুর, তবে জানবে সাতজোড়ার ঠাকুর।

[১ শিকারী পাখী]

৬৪৫৪ হাতে হাতে দিলে নুন, যায় তার সব গুণ।

৬৪৫৫ হাতে হাতে ফল।

৬৪৫৬ হাঁদা পোদ[১], ওলকে বলে তালের নোদ।

[১ জাতিবিশেষ]

৬৪৫৭ হাঁদুর[১] গোঁসাই পরমেশ্বর।

[১ হিন্দু]

৬৪৫৮ হাঁ না বলতেই হাটে ছোটে।

৬৪৫৯ হাবুডুবু খাওয়া।

৬৪৬০ হাভাতে ফকির হ'ল, দেশেও মন্বন্তর এল।[১]

[১ নং ৪৪৯]

৬৪৬১ হাভাতে[১] যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়।[২]

[১ পা—অভাগা। ২ ভারতচন্দ্র]

৬৪৬২ হাভাতের আড়ি[১] আঠারো সেরে।[২]

[১ ধান্যাদির পরিমাণ—১৬ সের। ২ অর্থাৎ কাঙালের হাঁকাই বড়]

৬৪৬৩ হাভাতের দাঁত নিস্‌পিস্‌, কাঁচকলাটা ভাতে দিস।[১]

[নং ৫৬৫১]

৬৪৬৪ হাভাতের দুনো গ্রাস।[১]

[১ নং ১৩১, ৫৬৫২]

৬৪৬৫ হায় তরমুজ, করব কি, বোঁটা নেই ত ধরব কি।

৬৪৬৬ হায় বিধি, পাকা আম দাঁড়কাকে খায়।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

৬৪৬৭ হায় রে আমড়া, আঁটি আর চামড়া।

৬৪৬৮ হায় রে গরব কত দিন, চোখে দেখে মানুষ চিন্।

৬৪৬৯ হারলে ঘরের ভাত, জিতলেও তাই।

৬৪৭০ হারায়ে-মারায়ে[১] কাশ্যপ গোত্র।

[১ অর্থাৎ অন্য গোত্রের অভাবে]

৬৪৭১ হাল ছেড়ে দেওয়া।

৬৪৭২ হাল যদি ধরে ঠেসে, যায় কি নাও তুফানে ভেসে।

৬৪৭৩ হালে পানি পায় না।

৬৪৭৪ হালে বয় না, তেড়ে গুঁতোয়।

৬৪৭৫ হাসতে গিয়ে কান্না এল, কাঁদতে গিয়ে হাসি।
দূর থেকে তোমায় আমি বড্ড ভালবাসি॥

৬৪৭৬ হাসতে চুল কাশতে লুটায়, ডুব দিয়ে চুল অমনি শুকায়।

৬৪৭৭ হাসতে-হাসতে কপাল ব্যথা।[১]

[১ এক হতে আর এক হওয়া]

৬৪৭৮ হাসিও পায়, কান্নাও ধরে, এ কথা আর বলি কারে।

৬৪৭৯ হাসি কান্না বোঝা দায়।

৬৪৮০ হাসিমুখে দান, কেড়ে লয় প্রাণ।

৬৪৮১ হাহুতাশে পরাণ ক্ষয়, ধীরে-সুস্থে লভে জয়।[১]

[১ নং ৬৪৯৮]

৬৪৮২ হিংসায় ফুটি[১] ফাটা।

[১ পা—কাঁকুড়]

৬৪৮৩ হিংসা সবাই করতে পারে, কেবল পুত বিয়তে নারে।

৬৪৮৪ হিজলের[১] মুড়োয় নৌকা বাঁধা।

[১ প্রায় জলের ধারে জন্মে একপ্রকার বৃক্ষ]

৬৪৮৫ হিতে বিপরীত।

৬৪৮৬ হিঁদুদের দুর্গাপূজো, উপরে চিকণ-চাকণ ভিতরে খড়ের বুজো।[১]

[১ নং ৬২২]

৬৪৮৭ হিঁদু যদি মুসলমান হয়, মুরগী খেতে কম নয়।

৬৪৮৮ হিঁদুর গরু, মুসলমানের হারাম।

৬৪৮৯ হিঁদুর দাড়ি, মুসলমানের নারী, গাঙের কূলে বাড়ি।
বনে-চরা গাই, এ চারে বিশ্বাস নাই॥

৬৪৯০ হিঁদুর বাড়ি, মুসলমানের হাঁড়ি।

৬৪৯১ হিল্লী দিয়ে দিল্লী যাওয়া।

৬৪৯২ হিসাবের গরু[১] বাঘে খায় না।

[১ পা—লেখার কড়ি]

৬৪৯৩ হুকুমে হাকিম চলে।

৬৪৯৪ হুজুরে হাজির আছি।[১]

[১ ভারতচন্দ্র]

৬৪৯৫ হুজুরের মজুরও ভাল।

৬৪৯৬ হুড়মো দিয়ে সাগর সেঁচা।

৬৪৯৭ হুড়ে[১] গোয়াল।

[১ 'crowded'—Morton]

৬৪৯৮ হুতাশে জীবন ক্ষয়, খোদা দিলে আপনি হয়।[১]

[১ নং ৬৪৮১]

৬৪৯৯ হুনরে[১] চীন, হুজ্জুতে[২] বাঙ্গাল।

[১ শিল্পদক্ষতা বা কৌশল। পা—হিক্‌মতে। ২ কূটতর্কে]

৬৫০০ হুমুরের ঘর ডুমুরে ছায়, তিনজনে মটকায় যায়।[১]

[১ অর্থাৎ একজন ঘর ছায়, কিন্তু প্রচার হয় যে, শুধু মটকা ছাইতেই তিনজন লাগে]

৬৫০১ হুলোর কেউ নয়, মেনীর খোন্দকার[১]।

[১ ধর্মোপদেশক।]

৬৫০২ হুসেন শা'র আমল।

৬৫০৩ হুঁ-হুঁ-জরা, কুঁড়ে পাথরা।

৬৫০৪ হেক্‌থু করা।

৬৫০৫ হেগে খায়, খেয়ে মুতে, তারে না ছোঁয় যমদুতে।

৬৫০৬ হেগে পেয়েছে বরে, আগে হাগ্‌ত বাইরে, এখন হাগে ঘরে।

৬৫০৭ হেঁট মাটি উপর করা।

৬৫০৮ হেটো ষাঁড়, হাজার মার, পথ ছাড়ে না।

৬৫০৯ হেদিয়ে পেয়েছ ঘর, রাতে কান্না, দিনে জ্বর।

৬৫১০ হেঁদী কয় পেঁদীকে—বোঝা লো, ঢেঁকি দিয়ে কান বেঁধা লো।

৬৫১১ হেঁপায়[১] প'ড়ে স্রোতে ভাসা।

[১ পা—হাঁপিয়ে]

৬৫১২ হেলায় কার্য্য নষ্ট, বুদ্ধি নষ্ট নির্ধনে।
যাচনে মান নষ্ট, ভোজন নষ্ট দই বিনে॥

৬৫১৩ হেলায় গেল বেলা, জনে[১] শুকাক্ ধান।
ওঠ, কলসী, জলকে চল্, ঢেঁকি কুটুক ধান॥

[১ জ্যোৎস্নায় ?]

৬৫১৪ হেলায় হারানো।

৬৫১৫ হেলে ধরতে পারে না, কেউটে ধরতে যায়।

৬৫১৬ হেলে নয়, গিরগিটি নয়, মনসার সঙ্গে বাদ।

৬৫১৭ হেলে যায় চষতে, বামুন যায় বসতে।

৬৫১৮ হেলে যায় হাল নিয়ে, বিধাতা যায় তুল[১] নিয়ে।

[১ তুলাদাঁড়ী]

৬৫১৯ হেসে হেসে কথা কয়, এ মিন্‌সে ত পেয়দা নয়।

৬৫২০ হেসে হেসে কথা কয়, সে হাসি ত ভাল নয়।

৬৫২১ হোড়-মোড় যাত্রা, যা করেন বিধাত্রা।

৬৫২২ হোচট্ খেয়ে পদ্মনাভ।[১]

[১ লোকে শয়নকালে পদ্মনাভ বিষ্ণুর স্মরণ করে ! নং ৫৮৭]

প্রথম পরিশিষ্ট

খনার বচন

(কৃষি সম্বন্ধীয়)

বন্যা, মড়ক, বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি

৬৫২৩ শনি রাজা মঙ্গল পাত্র। চষ খোঁড় এই মাত্র॥

৬৫২৪ কানার ছাতা বুধের মাথায়[১]। ক্ষেতের ফসল রাখব কোথায়॥

[১ বুধ রাজা, শুক্র মন্ত্রী]

৬৫২৫ বুধ রাজা মন্ত্রী শুক্র। শস্য হবে পুরা ক্ষেত্র॥

৬৫২৬ মরণ, ধরণ, পানি, বরাহ বলে তিন নাহি জানি॥

৬৫২৭ পূর্ব্ব[১] আষাঢ় দখিনা বায়, সেই বৎসর বন্যা হয়।

[১ পা—পূর্ণ]

৬৫২৮ আমে[১] বান, তেঁতুলে[১] ধান।

[১ যে বৎসর আম বা তেঁতুল প্রচুর হয়।—নং ৪৬৫]

৬৫২৯ বামুন, বাদল, বান, দক্ষিণা পেলেই যান।[১]

[১ নং ৪১৮৭]

৬৫৩০ প্রথম বছরে[১] ঈশানে বায়। হবেই বর্ষা কয় খনায়॥

[১ বর্ষার প্রারম্ভে]

৬৫৩১ শ্রাবণে বয় পূবে বায়। হাল ছেড়ে চাষা বাণিজ্যে যায়॥
ভাদ্র আশ্বিন বহে ঈশান। কাঁধে কোদাল নাচে কৃষাণ॥
বৎসরের প্রথম ঈশানে বয়। সেই বৎসর বর্ষা হয়[১]॥
ভাদুরে মেঘে পূবে[২] বায়। সে দিন বৃষ্টি কে ঘোচায়[৩]॥

[১ পা—হবেই বর্ষা খনা ডেকে কয়। ২ পা—বিপরীত। ৩ পা—সেদিন বড় বর্ষা হয়]

৬৫৩২ চৈতে কুয়া[১], ভাদরে বান। নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যান্[২] ॥
[১ কুয়াসা। ২ মড়ক হয়।—নং ২২৩৪]

৬৫৩৩ পৌষের কুয়া, বৈশাখের ফল। য'দিন কুয়া ত'দিন জল ॥

৬৫৩৪ যত কুয়া আমের ক্ষয়, তাল তেঁতুলের কিবা হয়।[১]
[১ নং ৫১২০]

৬৫৩৫ শনির সাত, মঙ্গলের তিন। আর সব দিনে দিন ॥[১]
[১ যে বারে বর্ষা নামিলে যতদিন স্থায়ী হয়।—নং ৫৭৬০]

৬৫৩৬ কর্কট ছরকট্[১], সিংহ শুকা[২], কন্যা কানে কান[৩]।
বিনা-বায়ে বর্ষে তুলা[৪], কোথা থুবি ধান ॥
[১ শ্রাবণে প্রচুর বৃষ্টি। ২ ভাদ্রে রৌদ্র। ৩ আশ্বিনে মাঠে কানায় কানায় জল। ৪ কার্ত্তিকে বিনা ঝড়ে মন্দ জল]

৬৫৩৭ জাওলা তাতে চাষা মাতে।[১]
[১ ধান যখন ছোট তখন রৌদ্র পাইলে শস্য প্রচুর হয়]

৬৫৩৮ আষাঢ়ে নবমী শুকল পাখা[১]। কি কর শ্বশুর লেখাজোখা ॥
যদি বর্ষে মুষল-ধারে। মাঝ সমুদ্রে বগা চরে[২] ॥
যদি বর্ষে ছিটে-ফোঁটা। পর্ব্বতে হয় মীনের ঘটা[৩] ॥
যদি বর্ষে ঝিমি-ঝিমি। শস্যের ভার না সহে মেদিনী ॥
হেসে চাকি[৪] বসেন পাটে। চাষার গরু বিকায় হাটে ॥[৫]
[১ শুক্ল পক্ষ। ২ অনাবৃষ্টি হয়। ৩ পা—'যদি বর্ষে ঘাণাঘুণা। পর্ব্বতে হয় মীনের থানা ॥' অর্থাৎ, প্রচুর বৃষ্টি হয়। ৪ সূর্য্য। ৫ পা—শস্য সেবার হয় না মোটে]

৬৫৩৯ কার্ত্তিকের ঊনো জলে। দুনো ধান খনা বলে ॥
বৈশাখী বোনা আষাঢ়ী রোয়া। জায়গা হয় না ধান থোয়া ॥

৬৫৪০ আষাঢ়ে কাড়ান[১] নামকে। শাওনে কাড়ান ধানকে ॥
ভাদুরে কাড়ান শীষকে। আশ্বিনে কাড়ান কিস্‌কে ॥[২]
[১ চাষ-আবাদের উপযুক্ত প্রচুর বৃষ্টি হওয়াকে কাড়ান লাগা বলে। ২ পাঠান্তর—'আষাঢ়ে রোয় ফলকে (= উত্তম শস্য হয়)। শ্রাবণে রোয় দলকে (= ঝাড় হয়)। ভাদ্রে রোয় তুষকে (= কেবল তুষ হয়)। আশ্বিনে রোয় কিস্‌কে (= কিছুই হয় না) ॥']

৬৫৪১ পৌষ গরমি বোশেখ জাড়া। প্রথম আষাঢ়ে ভরে গাড়া॥
খনা বলে শুন হে স্বামি। শ্রাবণ ভাদরে হবে না পানি॥

৬৫৪২ যদি বর্ষে আগনে[১]। রাজা যায় মাগনে॥
যদি বর্ষে পুষে। কড়ি হয় তুষে॥
যদি বর্ষে মাঘের শেষ। ধন্য রাজা পুণ্য দেশ॥[২]
যদি বর্ষে ফাগুনে। চিনা কাউন দ্বিগুণে॥
চৈতে বৃষ্টি নাশে রিষ্টি। চাষার ক্ষেতে শুভ দৃষ্টি॥[৩]

[১ অগ্রহায়ণ মাসে।—নং ৫১৭৯। ২ নং ৩১২৫। ৩ পা—'যদি হয় চৈতে বৃষ্টি। তবে হয় ধানের সৃষ্টি॥']

৬৫৪৩ চৈতে থর থর। বৈশাখে ঝড় পাথর॥
জ্যৈষ্ঠে তারা ফুটে। তবে জানবে বর্ষা বটে॥

৬৫৪৪ দিনে জল রাতে তারা। এই দেখবে শুকোর ধারা॥
দিনে রোদ রাতে জল। তাতে বাড়ে ধানের বল॥

৬৫৪৫ তুপুক দাপুক কার ঘরে। আষাঢ় শ্রাবণ যার তরে॥
এখন করলে হয়। মাথামুড় কুড়লেও নয়॥

৬৫৪৬ বৈশাখের প্রথম জলে। আউশ ধান দ্বিগুণ ফলে॥
খনা বলে শুন ভাই। তুলায়[১] তুলা অধিক পাই॥

[১ কার্ত্তিক মাসে সুবৃষ্টি হইলে]

৬৫৪৭ জ্যৈষ্ঠে খরে[১] আষাঢ়ে ঝরে[২]। কেটে মেড়ে গোলা ভরে[৩]।

[১ পা—মারে। ২ পা—ভরে। ৩ পা—ঘরে পোরে]

৬৫৪৮ জ্যৈষ্ঠে শুখা আষাঢ়ে ধারা। শস্যের ভার সয় না ধরা॥[১]

[১ উপরের বচনের রূপান্তর]

৬৫৪৯ যদি বর্ষে মকরে[১]। ধান হয় টেকরে[২]।

[১ মাঘ মাসে। ২ উচ্চভূমিতে]

৬৫৫০ মাঘ মাসে বর্ষে দেবা। রাজা ছেড়ে[১] প্রজার সেবা।

[১ পা—ছাড়ে]

৬৫৫১ কি কর শ্বশুর লেখাজোখা। মেঘেই বুঝবে জলের লেখা॥
কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা'। মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা'॥
বল গে চাষায় বাঁধতে আল। আজ না হয় হবে কাল॥

৬৫৫২ মেঘ হয়েছে কোদালে কাটা। বাতাস দিচ্ছে লাটাপাটা॥
কি করিস্, চাষা, বাঁধ্ গে আল। বৃষ্টি হবে আজ না কাল॥[১]
[১ উপরের বচনের রূপান্তর]

৬৫৫৩ পশ্চিমের ধনু[১] নিত্য খরা। পূবের ধনু বর্ষে ধারা॥[২]
পূবেতে উঠিলে কাঁড়[৩]। ডাঙ্গা ডোবা একাকার॥
[১ ইন্দ্রধনু। ২ নং ৩৫৮৩। ৩ কাণ্ড, ইন্দ্রধনু]

৬৫৫৪ দূর সভা[১] নিকট জল। নিকট সভা রসাতল[২]॥
[১ চন্দ্রমণ্ডল। ২ অনাবৃষ্টি।—নং ৩০৪৬]

৬৫৫৫ চাঁদের সভা মধ্যে তারা। বর্ষে পানি মুষল-ধারা॥

৬৫৫৬ বেঙ ডাকে ঘন ঘন, শীঘ্র বৃষ্টি হবে জেনো॥

৬৫৫৭ ফাগুনে রোহিণী যত্নে চাই। আগামী বৎসর গণিয়া পাই॥
সপ্তমী অষ্টমী হয় ধান। নবমীতে বন্যা, দশমীতে নির্ম্মূল পাতান॥[১]
[১ তিথিভেদে ফাল্গুন মাসের ফল]

৬৫৫৮ মধুমাসে[১] ত্রয়োদশ দিনে রয় শনি।
খনা বলে সে বৎসর হবে শস্যহানি॥
[১ চৈত্রমাসে]

৬৫৫৯ চৈতের তের শনির ঘরে। কাঠার ফসল কুড়োয় ধরে॥[১]
[১ তেরোই চৈত্র শনিবার হইলে অল্প শস্য হয়। উপরের বচনের রূপান্তর]

৬৫৬০ মধুমাসে প্রথম দিনে হয় যেই বার।
রবি শোষে, মঙ্গল বর্ষে, দুর্ভিক্ষ বুধবার॥[১]
সোম শুক্র গুরু আর। পৃথ্বী সয় না শস্যের ভার॥[২]
পাঁচ শনি পায় মীনে। শকুনি মাংস না খায় ঘৃণে॥[৩]
[১ চৈত্র মাসের প্রথম দিন রবিবার হইলে অনাবৃষ্টি, মঙ্গলবার হইলে বৃষ্টি, বুধবার হইলে দুর্ভিক্ষ। ২ সোম, শুক্র, বৃহস্পতিবার হইলে প্রচুর শস্য। ৩ এক চৈত্রে পাঁচ শনিবার হইলে মড়ক]

৬৫৬১ পাঁচ রবি মাসে পায়। ঝরায় কিংবা খরায় যায় ॥[1]

[১ এক মাসে পাঁচ রবিবারের ফল অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি]

সময়বিশেষে ভূমিকম্প

৬৫৬২ ডাক দিয়ে বলে মিহিরের স্ত্রী—শুন, পতির পিতা।
ভাদ্র মাসে জলের মধ্যে নড়েন বসুমাতা ॥
রাজ্যনাশ, গোনাশ, হয় অগাধ বান।
হাতে কাঠা গৃহী ফেরে, কিনতে পায় না ধান ॥

হলচালন

৬৫৬৩ শুভক্ষণ দেখে করবে যাত্রা। পথে যেন না হয় অশুভ বার্ত্তা ॥
মাঠে গিয়ে আগে দিক-নিরূপণ। পূর্ব্বদিক হতে হল-চালন ॥
যা কিছু আশা পুরবে সকল। নাহি সংশয় হবে ফসল ॥

৬৫৬৪ পূর্ণিমায় অমায় যে ধরে হাল। তার দুঃখ সর্ব্বকাল ॥
তার বলদের হয় বাত। ঘরে তার না থাকে ভাত ॥
খনা বলে—আমার বাণী। যে চষে তার হবে হানি[1] ॥

[১ পা—যে চষে তার প্রমাদ গণি]

৬৫৬৫ গাঁ গড়ানে ঘন পা[1]। যেমন মা তেমনি ছা ॥

[১ জমি গড়ানে হইলে ঘন রুইতে হয়।—নং ১৭৪১]

৬৫৬৬ থেকে বলদ না বয় হাল, তার দুঃখ সর্ব্বকাল ॥[1]

[১ পাঠান্তরের জন্য নং ২৪০ দ্রষ্টব্য]

৬৫৬৭ বাড়ীর কাছে ধান গা'। যার মার আছে ছা' ॥
বাপ বেটায় চাষ চাই। তা অভাবে সোদর ভাই ॥[1]

[১ নং ৪১৪৫]

৬৫৬৮ মাঘের মাটি হীরের কাঁঠী, ফাগুনের মাটি সোনা ॥
চৈতের মাটি যেমন তেমন, বৈশাখের মাটি নোনা ॥[1]

[১ নং ৪৮০৬]

৬৫৬৯ খাটে খাটায় লাভের গাঁতি। তার অর্দ্ধেক কাঁধে ছাতি ॥
ঘরে ব'সে পুছে বাত। তার কপালে হাভাত ॥[১]

[১ পাঠান্তরের জন্য নং ১৫৪১ দ্রষ্টব্য]

৬৫৭০ খাটে খাটায় দুনো পায়, ব'সে খাটায় আধা পায় ॥[১]

[১ নং ১৫৪০]

গরু কেনা

৬৫৭১ ছ-ঘর ন-ঘর ভাগ্যে পাই। সাতুল দেখে দূরে পলাই ॥[১]
গরু চিন্ বা না চিন্, ধলা ঘুঁচি দেখে কিন্ ॥

[১ ছয়টি বা নয়টি দাঁতবিশিষ্ট গরু ভাল, সাতটি দাঁত থাকা ভাল নয়]

৬৫৭২ গাই কিনবে দুয়ে, বলদ কিনবে বেয়ে ॥[১]

[১ নং ১৭৩৫]

৬৫৭৩ গাই কিনবে খেঁকরা, বউ আনবে নেক্‌রা ॥[১]

[১ নং ১৭৩৪]

ধান্যাদি

৬৫৭৪ ষোল চাষে মূলা, তার অর্দ্ধেক তুলা।
তার অর্দ্ধেক ধান, বিনা চাষে পান ॥

৬৫৭৫ শ্রাবণের পুরো ভাদ্রের বারো। এর মধ্যে যত পারো ॥[১]

[১ ধান্য রোপণের সময়]

৬৫৭৬ কোল পাতলা ডাগর গুছি। লক্ষ্মী বলেন—ঐখানে আছি ॥[১]

[১ নং ১৪৭২]

৬৫৭৭ ষাঠী পাকে ষাট দিনে। যদি বর্ষে রাত দিনে ॥

৬৫৭৮ আউশ ধানের চাষ। লাগে তিন মাস ॥

৬৫৭৯ বেদের কথা না হয় আন্। তুলা[১] বিনা না পাকে ধান ॥

[১ কার্তিক মাস]

৬৫৮০ থোড় তিরিশে, ফুলো বিশে, ঘোড়ামুখো তের ।[১]
এই বুঝে, শ্বশুর ঠাকুর, কেনা বেচা কর ॥

[১ ধানের থোড় (গর্ভশস্য) হইলে ত্রিশ দিনে, ফুলিলে বিশ দিনে, ঘোড়ার মুখের মত বাঁকিয়া পড়িলে তের দিনে পাকে। পা—থোড় তিরিশে, ফুলোয় বিশে, ঘোড়ামুখ তের দিন জান, বুঝে কাট ধান]

৬৫৮১ আঁধার পরে[১] চাঁদের কলা। কতক কালা কতক ধলা ॥
উতরে উঁচো দখিনে কাত। ধারায় ধায় ধানের ধাত ॥
চাল ধান দুই সতা। মিষ্টি হবে লোকের কথা ॥

[১ কৃষ্ণপক্ষ]

৬৫৮২ পোষের মধ্যে ধান লাফা। খনা বলে দ্বিগুণের জাফা ॥[১]

[১ পৌষের মধ্যে ধান কাটিলে দ্বিগুণ লাভ। লাফা—বৃদ্ধি প্রাপ্ত]

৬৫৮৩ আঘনে পৌটি, পোষে ছৌটি। মাঘে নাড়া, ফাগুনে ফাঁড়া ॥[১]

[১ অগ্রহায়ণে ধান কাটিলে ষোল আনা, পৌষে ছয় আনা, মাঘে নাড়া মাত্র অবশিষ্ট, ফাগুনে কিছুই নয়]

৬৫৮৪ শীষ দেখে বিশ দিন[১]। কাটতে মাড়তে দশ দিন ॥

[১ বিশ দিন পরে কাটা]

৬৫৮৫ আষাঢ়ের পঞ্চদিনে। রোপণ যে করে ধানে ॥
সুখে থাকে কৃষীবল। সকল আশা হয় সফল ॥

৬৫৮৬ আগে বাঁধো আলি। রোও তবে শালি[১] ॥
না যদি ফল ফলে[২]। গালি পেড়ো খনা বলে[৩] ॥

[১ আমন ধান। ২ পা—তাতে যদি না হয় শালি। ৩ পা—খনা বলে পেড়ো গালি ; খনার নামে দিও গালি]

রবিশস্যাদি

৬৫৮৭ কার্ত্তিক পূর্ণিমা[১] কর আশা। খনা বলে—শোন্ রে চাষা ॥
নির্ম্মল মেঘে যদি বাত বয়। রবিখন্দের[২] ভার ধরা না সয় ॥
মেঘ করে রাত্রে আর হয় জল। তবে জেনো মাঠে যাওয়াই বিফল ॥

[১ কার্ত্তিক-পূর্ণিমায় রাত্রি পরিষ্কার থাকিলে শস্য প্রচুর হয়। ২ রবিশস্য]

৬৫৮৮ ভাদ্রের চারি আশ্বিনের চারি[১]। কলাই রোব যত পারি ॥

[১ ভাদ্রের শেষ ও আশ্বিনের প্রথম চারি দিন]

৬৫৮৯ আশ্বিনের উনিশ, কার্ত্তিকের উনিশ[১]।
বাদ দিয়ে যত পারিস কলাই বুনিস ॥

[১ আশ্বিনের শেষ ও কার্ত্তিকের প্রথম উনিশ দিন]

৬৫৯০ সরিষা-বনে কলাই মুগ। বুনে বেড়াও চাপড়ে বুক[১] ॥

[১ অর্থাৎ, একসঙ্গে ফসলের আনন্দে]

৬৫৯১ ফাগুনের আট, চৈত্রের আট[১]। সেই তিল দা'য়ে কাট ॥

[১ ফাল্গুনের শেষ ও চৈত্রের প্রথম আট দিন তিল রোপণের সময়।—নং ৩৯০০]

৬৫৯২ কোদালে মান[১], তিলে হাল। কাতিরে ফাকার, মাঘে কাল[২] ॥

[১ মানকচু। ২ কার্ত্তিক মাসে সাদা তিল ও মাঘ মাসে কালো তিল বুনিবে]

৬৫৯৩ খনা বলে—চাষার পো। শরতের শেষে সরিষা রো' ॥

৬৫৯৪ যদি থাকে টাকা করবার গোঁ। চৈত্র মাসে ভুট্টা গিয়ে রো' ॥

৬৫৯৫ ঘন সরিষা, পাতলা রাই। লেঙ্গে লেঙ্গে[১] কাপাস বাই ॥[২]
কাপাস বলে—কোষ্টা ভাই। জ্ঞাতি পানি যেন না পাই ॥

[১ ডিঙ্গাইয়া ডিঙ্গাইয়া। পা—লেঙ্গে লেঙ্গে। ২ সরিষা ঘন করিয়া, রাই ফাঁক ফাঁক করিয়া বুনিবে; কাপাস এমন বুনিবে যে ডিঙ্গাইয়া যাওয়া যায় ও দাঁড়াইয়া তোলা যায়। কোষ্টা পাটের জল লাগিলে কাপাস নিস্তেজ হয়, তাই এক ক্ষেতে বুনিবে না]

৬৫৯৬ হলে ফুল কাট শনা। পাট পাকিলে লাভ দ্বিগুণা ॥

৬৫৯৭ ঘন সরিষা বিরল তিল, ডেঙ্গে ডেঙ্গে কাপাস।
এমন ক'রে বুনবি শন, না ঢোকে বাতাস ॥

৬৫৯৮ আউসের ভূঁই বেলে। পাটের ভূঁই আঁটালে ॥

৬৫৯৯ যত হয় কলা কাপাসে, তত হয় সরিষা মাসে।

পান ও ধান

৬৬০০ খনা ডেকে ব'লে যান, রোদে ধান, ছায়ায় পান ॥[১]

[১ নং ৫৬৪০]

৬৬০১ এক আঘনে ধান। তিন শাওনে পান ॥

৬৬০২ আষাঢ়ে পান চাষাড়ে খায়। শ্রাবণে পান রাবণে পায়[১] ॥

[১ পাঠান্তরের জন্য নং ৫২২ দ্রষ্টব্য]

৬৬০৩ পান পোঁত শ্রাবণে। খেয়ে না ফুরায় রাবণে ॥[১]

[১ পা—শাওনের পান, রাবণে না খান]

আলু, লাউ, কুমড়া, শশা, লঙ্কা

৬৬০৪ বাঁশবনে বুনলে আলু। আলু গাছ হয় বেড়ালু ॥

৬৬০৫ উঠান ভরা লাউ শশা। খনা বলে—লক্ষ্মীর দশা ॥

৬৬০৬ চালভরা কুমড়া পাতা। লক্ষ্মী বলেন—আমি তথা ॥

৬৬০৭ ছাইয়ে লাউ, উঠানে ঝাল। কর বাপু চাষার ছাওয়াল ॥

৬৬০৮ লাউয়ের বল মাছের জল। ধেনো মাটিতে ঝাল প্রবল ॥

৬৬০৯ ভাদরে আশ্বিনে না রুয়ে ঝাল। যে চাষা ঘুমায়ে কাটায় কাল ॥
পরেতে কাতির আঘন আসে। বুড়ো গাছ ক্ষেতে পুঁতিয়া আসে ॥
সে গাছ মরিবে, ধরিবে ওলা। পুরিতে হবে না ঝালের ঝোলা ॥

৬৬১০ আইল অন্তর শশা। যার যেমন দশা ॥[১]

[১ নং ১৫৭]

পটল, বেগুন, মূলা, আক ইত্যাদি

৬৬১১ শোন্ রে বাপু চাষার বেটা। মাটির মধ্যে বেলে যেটা ॥
তাতে যদি বুনিস্ পটল। তাতেই তোর আশা সফল ॥

৬৬১২ পটল বুনলে ফাগুনে। ফল বাড়ে দ্বিগুণে ॥

৬৬১৩ ব'লে গেছে বরাহের পো। দশটি মাসে বেগুন রো' ॥
চৈত্র বৈশাখ দিবি বাদ। ইথে নাই কোন বিবাদ ॥
ধরলে পোকা দিবি ছাই। এর ভাল উপায় নাই ॥
খরা ভূঁয়ে[১] ঢালবি জল। সকল মাসেই পাবি ফল ॥

[১ মাটি শুকালে]

৬৬১৪ খনা বলে—শুন শুন। শরতের শেষে মূলা বুন ॥
মূলার ভূঁই তুলা। কুশরের[১] ভূঁই ধূলা ॥

[১ ইক্ষু]

৬৬১৫ আক, আদা, পুঁই, এ তিন চৈতে রুই ॥

ওল, কচু

৬৬১৬ ফাগুনে না রু'লে ওল। শেষে হয় গণ্ডগোল ॥
ছায়ার ওলে চুলকায় মুখ। কিন্তু তাতে নেইক দুখ ॥

৬৬১৭ নদীর ধারে পুঁতলে কচু। কচু হয় তিন হাত উঁচু ॥
কচুবনে ছড়ালে ছাই। খনা বলে তার সংখ্যা নাই ॥

৬৬১৮ ওলে কুটি,[১] মানে[২] ছাই। এইরূপে চাষ করগে ভাই ॥

[১ কুটাকাটা। ২ মানকচু]

হলুদ

৬৬১৯ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠেতে হলুদ রো'। দাবা পাশা ফেলিয়া থো' ॥
আষাঢ়ে শ্রাবণে নিড়ায়ে মাটি। ভাদরে নিড়ায়ে করবে খাঁটি ॥
অন্যথা এর পুঁতলে হলদি। পৃথিবী বলে—তাতে কি ফল দি' ॥

তামাক

৬৬২০ তামাক বনে গুঁড়িয়ে মাটি। বীজ পুঁত গুটি-গুটি ॥
ঘনরূপে পুঁতো না। পোষের অধিক রেখো না ॥

আম, কাঁঠাল, তাল, খেজুর

৬৬২১ যদি না হয় আঘনে বৃষ্টি। তবে না হয় কাঁঠালের সৃষ্টি ॥

৬৬২২ হাত বিশ করি ফাঁক। আম কাঁঠাল পুতে রাখ ॥
গাছ-গাছালি ঘন সবে না। গাছ হবে তার ফল হবে না ॥[১]
শোন্ রে মালী বলি তোরে। কলমে রো' শাওনের বারে ॥
সকল গাছ কাটি-কুটি। কাঁঠাল গাছে দিই মাটি ॥[২]

[১ নং ১৭৪৫। ২ নং ৫৯২২]

৬৬২৩ এক পুরুষে রোপে তাল। পর পুরুষে করে পাল।
অপর পুরুষে ভুঞ্জে তাল ॥[১]

[১ পা—তার পর যে খাবে সে খাবে। তিন পুরুষে ফল পাবে।]

৬৬২৪ বার বছরে ধরে তাল। যদি না লাগে গরুর লাল ॥

৬৬২৫ খড বাতানে খেজুর ছড়া। আপনি দিবে মাথা কাড়া ॥

কলা, নারিকেল, সুপারি

৬৬২৬ আগে পুঁতে কলা। বাগ বাগিচা ফলা ॥
শোন্ রে বলি চাষার পো। ক্রমে নারিকেল পরে গো[১]।

[১ গুয়া, সুপারি]

৬৬২৭ ডাক দিয়ে বলে রাবণ। কলা লাগাবে আষাঢ় শ্রাবণ ॥
তিন শ' ষাট[১] ঝাড কলা রুয়ে। থাক গেরস্থ[২] ঘরে শুয়ে ॥

৬৬২৮ রুয়ে কলা কেট না পাত ,[৩] তাতেই কাপড় তাতেই ভাত ॥
শতেক ধেনু, হাজার কলা। কি করবে আকাল শালা ॥

[১ পা—একশ' আট। ২ পা—চাবা। ৩ পা—কলাপাতে দিস্‌নে হাত]

৬৬২৯ ডাক দিয়ে বলে রাবণ। কলা রু'বি আষাঢ় শ্রাবণ ॥
রু'বি বটে খাবি নে। কলা তলায় যাবি নে ॥
লেগে যাবে জুঁয়ে[১]। কলা পড়বে শুয়ে ॥

[১ পোকা]

[আমাদের দেশে বৈশাখ হইতে শ্রাবণ পর্য্যন্ত কলা পুঁতিবার নিয়ম আছে ; কিন্তু মতান্তরও দেখা যায়, যথা—]

৬৬৩০ সিংহ মীন বর্জ্জে[১]। কলা খাবে অর্জ্জে ॥

[১ ভাদ্র ও চৈত্র ব্যতীত সকল মাসে কলা রোপণ করিবে]

৬৬৩১ কি কর শ্বশুর মিছে খেটে। ফাগুনে পোঁত এঁঠে কেটে ॥
বেঁধে যাবে ঝাড়কে ঝাড়। কলা বহিতে ভাঙবে ঘাড় ॥

৬৫৩২ ডাক দিয়ে বলে খনা। আষাঢ় শ্রাবণে কলা পুঁত না ॥

৬৬৩৩ যদি পোঁত ফাগুনে কলা। কলা হবে মাস-ফসলা ॥

৬৬৩৪ ভাদ্র মাসে রুয়ে কলা। সবংশে ম'লো রাবণ শালা ॥[১]

[১ পা—ভাদ্রে ক'রে কলা রোপণ। সবংশে মরল রাবণ।]

৬৬৩৫ সাত হাতে তিন বিঘতে[১]। কলা লাগাবে বাপে পুতে ॥

[১ সাত হাত অন্তর দেড় হাত গর্ত্ত করিয়া। বিঘত=প্রায় আধ হাত]

৬৬৩৬ নলেক[১] অন্তর গজেক বাই[২]। কলা রুয়ে খেও ভাই ॥

[১ আট হাত। ২ দুই হাত গভীর]

৬৬৩৭ আট হাত অন্তর এক হাত খাই। কলা পোঁত গে চাষা ভাই ॥[১]

[১ উপরের বচনের রূপান্তর]

৬৬৩৮ এক হাত মুটুম[১] কলা পোঁত। তবে দেখবে কলায় গোট ॥

[১ কনুই হইতে বদ্ধমুষ্টি পর্য্যন্ত পরিমাণ। মোট ১৷৹ হাত]

৬৬৩৯ নারিকেল বারো, সুপারি আট[১]। এর ঘন তখনি কাট ॥

[আট হাত ও বারো হাত অন্তর পুঁতিবে]

৬৬৪০ গো[১] নারিকেল নেড়ে পো[২]। আম টুকুরে[৩], কাঁঠালে ভো[৪] ॥

[১ গুয়া, সুপারি। ২ পোঁত। ৩ ছোট। ৪ ভুয়া। আম বা কাঁঠাল নাড়িয়া পুতিলে ছোট বা ভুয়া হয়]

৬৬৪১ আট চার গো[১]। আম নাড়ায় টুকটুকি, কাঁঠাল নাড়ায় ভো ॥

[১ আট বা চার হাত অন্তর গুয়া গাছ। বাকি উপরের বচনের রূপান্তর]

৬৬৪২ তিন নাড়ায় গো[১]। দুয়ে দুয়ো, তিনে খাঁটি, আগে কাট কো[২] ॥

[১ সুপারি গাছ তিনবার নাড়িয়া পুঁতিবে। ২ গর্ত]

৬৬৪৩ গো'রে গোবর, বাঁশে মাটি। অফলা নারিকেল শিকড় কাটি ॥

৬৬৪৪ শোন্ রে বাপু চাষার পো। সুপারি বাগে মান্দার থো ॥
মান্দার-পাতা পড়লে গোড়ে। ফল বাড়বে ঝট্‌পট্ ক'রে[১] ॥

[১ পা—ঝট্‌পট্, তার ফল বাড়ে]

৬৬৪৫ হাতে হাতে ছোঁয় না[১], মরা ঝাঁটি[২] রয় না।
খনা বলে—যখন চায় তখন কেন লয় না[৩] ॥

[১ নারিকেল গাছ এমনই বসাইবে যাহাতে একটির পাতা অপরের ঠেকে না। ২ মাথার শুকনো পাতা। ৩ যখন ইচ্ছা তখনি ফল পাওয়া যায়]

৬৬৪৬ খনা ডাক দিয়ে বলে। চিটা[১] দিলে নারিকেল-মূলে ॥
গাছ হয় তাজা মোটা। শীঘ্র শীঘ্র ধরে গোটা ॥

[১ ধানের আগড়া]

৬৬৪৭ নারিকেল গাছে লুনে মাটি। শীঘ্র শীঘ্র বাঁধে গুটি ॥

বাঁশ

৬৬৪৮ শুন বাপু চাষার বেটা। বাঁশঝাড়ে দাও ধানের চিটা[১] ॥
চিটা দিলে বাঁশের গোড়ে। বিঘে ভূঁই বেড়বে ঝাড়ে ॥

[১ ধানের আগড়া]

৬৬৪৯ ফাগুনে আগুন[১], চৈত্রে মাটি[২]। বাঁশ বলে শীঘ্র উঠি[৩]॥
বাঁশ ছেড়ে বাঁশের পিতামহকে কাটি॥

[১ তলায় শুষ্ক পাতায় আগুন লাগাইবে। ২ গোড়ায় মাটি দিয়া কোঁড়কে বেড়িয়া দিবে। ৩ পা—তবে বাঁশের পরিপাটী। নং ৩৮৯৯]

৬৬৫০ দাতার নারিকেল, বাখিলের বাঁশ।
কাট, না কাট, বাড়ে বারো মাস॥[১]

[১ নারিকেল কাটিয়া পাড়িলে বাড়ে, কিন্তু বাঁশ কাটিলে ঝাড় বাড়ে না।—নং ২৯৩১]

৬৬৫১ বাঁশের নাতি, কলার পো। বছর বছর তুলে রো'॥

গাছের সার

৬৬৫২ মানুষ মরে যা'তে। গাছলা সারে তা'তে॥
পচলা সরায় গাছলা সারে। গোঁধলা[১] দিয়ে মানুষ মারে॥

[১ গোবর। নং ৪৮৮৩]

গৃহনির্ম্মাণ

৬৬৫৩ পূবে হাঁস[১], পশ্চিমে বাঁশ, উত্তরে কলা, দক্ষিণে মেলা॥
দক্ষিণ ছেড়ে, উত্তর বেড়ে[২], ঘর কর গে পোতা জুড়ে॥

[১ পুষ্করিণী। ২ উত্তর হইতে বাতাস যাহাতে না আসে। নং ৩৭৮২]

গুটিকাপাত

৬৬৫৪ যেবার গুটিকাপাত সাগর-তীরেতে।
সর্ব্বদা মঙ্গল হয় কহে জ্যোতিষেতে॥
নানা শস্যে পরিপূর্ণা বসুন্ধরা হয়।
খনা কহে মিহিরকে নাহিক সংশয়॥

৬৬৫৫ সাগরে গুটি শস্যে ভরা। সুখবছরা বসুন্ধরা॥

যাত্রাকালে শুভ লক্ষণ

[নং ২৫৪৭, ৪৪৯৪, ৪৬৬৯, ৫১৭৮ ৫৫১১, ৫৮৬১ দ্রষ্টব্য]

৬৬৫৬ দ্বাদশ অঙ্গুলি করিয়া কাঠি। সূর্য্যমণ্ডলে দিয়া দিঠি॥
রবির কুড়ি[১] সোমের ষোল। পঞ্চদশ মঙ্গলের ভাল॥
বুধের এগার, বৃহস্পতির বার। শুক্রের চৌদ্দ, শনির তের॥
হাঁচি জ্যেঠী[২] পড়ে যবে। অষ্টগুণ লভ্য হবে॥

[১ সূর্য্যের ছায়ার পরিমাণ। ২ হাঁচি টিকটিকি]

৬৬৫৭ আগিয়ে দিয়ে দখিন পা। যথা ইচ্ছা তথা যা'॥

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

[নিম্নলিখিত সাধারণ প্রবাদগুলি যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট না হইয়া বাদ পড়িয়াছে]

৬৬৫৮ আগু লাথ, পিছু বাত।

৬৬৫৯ আগে কাজী, পরে হাজী, শেষে পাজী।

৬৬৬০ উড়ে, নেড়ে, গলায় দড়ে, কথা কইবে এ তিন ছেড়ে।

৬৬৬১ উলোর পাগল, গুপ্তিপাড়ার বাঁদর, হালিশহরের ত্যাঁদড়।

৬৬৬২ এক পো চালের পরমান্ন, গাঁ শুদ্ধ নেমন্তন্ন।

৬৬৬৩ এঁ্যাড় বাঁচি আবার রোদ পোহায়।

৬৬৬৪ কালীর দোহাই দিয়ে পাঁঠা খাওয়া।

৬৬৬৫ গল্প করা অল্প নয়, তালগাছটা খড়্‌কে হয়।

৬৬৬৬ গাছ কেটে কোঁদল করা।

৬৬৬৭ চিঁড়ে, চেটাই, ঝেত্‌লা, এই তিন নিয়ে চেত্‌লা।

৬৬৬৮ ডাইনে বাঁয়ে চিনির নৈবেদ্য।

৬৬৬৯ দিন আসে ত ক্ষণ আসে না।

৬৬৭০ দুধে জলে মেশা। দোটানায় পড়া।

৬৬৭১ ধান-ধন বড় ধন আর ধন গাই।
সোনা রূপা কিছু-মিছু আর সব ছাই॥

৬৬৭২ নেকী, বুদ্ধির ঢেঁকি।

৬৬৭৩ পোল, পাগল, পুলো, তিন নিয়ে উলো।

৬৬৭৪ বালের আবার জুল্‌পি।

৬৫৭৫ মানুষ বুঝে কই কথা, দেবতা বুঝে নোয়াই মাথা।

৬৬৭৬ মিত্রের শ্রেষ্ঠ জ্ঞাতি ভাই, তার বাড়া শত্রু নাই।

৬৬৭৭ মোর বুদ্ধি, তোর কড়ি, আয় তবে ফলার করি।

৬৬৭৮ যত হাজী তত পাজী।

৬৬৭৯ যেখানে তুলসী-বন, সেখানে বৃন্দাবন।

৬৬৮০ সাপ মেরে লেজটুকু রাখা।

৬৬৮১ হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গলাভ।

প্রমাণ-পঞ্জী

প্রবাদ

দৃষ্টান্তবাক্য সংগ্রহ or A Collection of Proverbs, Bengali and Sanscrit, with their Translation and Application in English. By the Rev. W. Morton, Senior Missionary of the Incorporated Society for Propagating the Gospel in Foreign Parts. Calcutta : Printed at the Baptist Mission Press. Sold by Messrs. Thacker and Co. St. Andrew's Library. 1832. Pp. viii+148 (Bengali Proverbs), 149-160 (Sanscrit Proverbs).

[ইংরেজী ভূমিকায় Chinsura, July, 1832 এইরূপ তারিখ পাওয়া যায়। বাংলা প্রবাদের সংখ্যা দেওয়া আছে—৮০৩; সংস্কৃত—৮০৪-৮৭৩। দশ-বারোটি ছাড়া প্রায় সব প্রবাদই লঙ সাহেবের পরবর্তী সংগ্রহে পাওয়া যায়]

প্রবাদমালা, বঙ্গীয় বিবিধ জানপদমূলক। Two Thousand Bengali Proverbs illustrating Native Life and Feeling. Calcutta 1868. Printed by J. C. Bose and Co. Stanhope Press, 172 Bowbazar Road, for the Calcutta Vernacular Literature Society. Price 5 Annas.

[বইটি দুই ভাগে প্রকাশিত। প্রথম ভাগে সঙ্কলয়িতার নাম নাই; কিন্তু প্রবাদমালা, দ্বিতীয় ভাগে (কলিকাতা ১৮৬৯), Rev. John Long সাহেবের নাম ইংরেজী ভূমিকায় উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথম ভাগে কেবল বাংলা প্রবাদ আছে। দ্বিতীয় ভাগে ইউরোপ ও এশিয়ার নানা ভাষার প্রবাদ চয়ন করিয়া, বঙ্গলাল

বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত হইয়াছে। ভাষাগুলি হইতেছে—German, Italian, Spanish, Portuguese, Dutch, Danish, French, Russian, Badagar, Malayalam, Tamil, Chinese, Punjabi, Marathi, Hindi and Oriya. বাংলা প্রবাদের সংখ্যা (প্রথম ভাগে) দেওয়া হইয়াছে—২৩৫৪]

৩ প্রবাদ সংগ্রহ, বিস্তৃত ব্যাখ্যা সহিত, কানাই লাল ঘোষাল কর্তৃক সংগৃহীত। কলিকাতা ১২৯৭ (=১৮৯০ খ্রীঃ অঃ)। পৃ. ১৩৮। A Collection of Bengali and Hindi Proverbs, with Annotations by Kanai Lal Ghoshal. Printed by Pitambar Bandyopadhyaya at the Anglo-Sanskrit Press, No 2 Nobade Ostagar's Lane. Published by the Author, No. 14 Jugal Kishor Das's Lane. Calcutta 1890. Price with postage 13 Annas.

[দেবনাগর অক্ষরে ছাপা কতকগুলি হিন্দী ও সংস্কৃত প্রবাদও আছে। এগুলি বাদ দিলে কেবল বাংলা প্রবাদের সংখ্যা আমাদের গণনায় মোট ১২১৮। উল্লিখিত সংগ্রহে ধৃত প্রবাদের অতিরিক্ত খুব কমই নূতন প্রবাদ আছে। ব্যাখ্যা সামান্য ও সর্ব্বত্র ঠিক নয়। অনেক প্রসিদ্ধ প্রবাদের রূপও যথাযথভাবে দেওয়া হয় নাই]

৪ প্রবাদ পুস্তক [প্রবাদতত্ত্ব ও প্রবাদমালা] শ্রীদ্বারকানাথ বসু প্রণীত। কলিকাতা গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্র, ১৮৯৩। ১৪৮ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট হইতে ও সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

[প্রবাদতত্ত্ব (প্রবন্ধ) পৃ. ১-৪৮; প্রবাদমালা পৃ. ৪৯-১৩১। প্রবাদের সংখ্যা দেওয়া নাই ; আমাদের গণনায় মোট ২২৭১]

৫ Some Chittagong Proverbs Compiled as an example of the Dialect of the Chittagong District. [Printed for Private Circulation]. Pp. 86. Hare Press : Calcutta 1897.

[সংক্ষিপ্ত ইংরেজী ভূমিকায় J. D. A. এই দস্তখত হইতে বুঝা যায় যে, ইহার সঙ্কলয়িতা হইতেছেন J. D. Anderson সাহেব। প্রবাদগুলির ইংরেজী অনুবাদ ও টিপ্পনী দেওয়া হইয়াছে। প্রবাদসংখ্যা দেওয়া হইয়াছে মোট ৩৫২; Captain Gurdon সাহেবের Assamese Proverbs-এর আদর্শে সঙ্কলিত]

প্রবাদ পদ্মিনী। শ্রীযুক্ত মধুমাধব চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ৺রাখালদাস অধিকারী মহাশয় কর্ত্তৃক সংশোধিত। চন্দননগর তারা প্রেসে শ্রীরাম তারণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত। পৃ. ১১২ ও ১১৪। দুই খণ্ডেরই মূল্য ।৵০ আনা। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের তারিখ—ক্রমান্বয়ে সন ১৩০৫ সাল, ৫ই বৈশাখ ও ২৭শে শ্রাবণ (= ১৮৯৮ খ্রীঃ অঃ)। তৃতীয় খণ্ড হুগলী বুধোদয় যন্ত্রে শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত। সন ১৩০৯ সাল শ্রাবণ (= ১৯০২ খ্রীঃ অঃ)। পৃ. ১২০। মূল্য ।৵০ আনা।

[প্রবাদসংখ্যা ১ম খণ্ডে—২২; ২য় খণ্ডে—২৬; ৩য় খণ্ডে—২৭ = মোট ৭৫। মোট ১০৪ সংখ্যক প্রবাদের সহিত চারি খণ্ডে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা গ্রন্থকার ভূমিকায় বিবৃত করিয়াছেন; কিন্তু আমরা চতুর্থ খণ্ড দেখি নাই। সংগ্রহ হিসাবে বইটির মূল্য অতি সামান্য]

পূর্ব্ববঙ্গের মেয়েলী শ্লোক। যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত (প্রতিভা, ঢাকা, ১৩২০, ১৩২১) ও গোপীনাথ দত্ত (প্রতিভা, ঢাকা, ১৩২১-১৩২৩) কর্ত্তৃক ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত।

[পরে ঢাকা সাহিত্য পরিষদ কর্ত্তৃক গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত, কিন্তু এ পুনর্মুদ্রিত বই আমরা দেখি নাই। সংখ্যা অনিয়ত ভাবে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু মোট প্রবাদসংখ্যা এক হাজারের উপর]

রঙ্গপুরে প্রচলিত প্রবাদ সংগ্রহ। সঙ্কলয়িতা শ্রীতারাশঙ্কর তর্করত্ন। রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, অষ্টম ভাগ, ১৩২০ (= ১৯১৩ খ্রীঃ অঃ) পৃ. ৪৩-৪৮।

[প্রবাদ-সংখ্যা মোট ৬৫। ক্রমশঃ প্রকাশ্য বলিয়া চিহ্নিত হইলেও পরে আর উক্ত পত্রিকায় বাহির হয় নাই। প্রবাদগুলির সামান্য ব্যাখ্যাও আছে]

৯ পাবনা জেলায় প্রচলিত প্রবাদ বচন। শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার সংগৃহীত। প্রতিভা, ১৩২১, অগ্রহায়ণ। পৃ. ৩৩৩-৩৪।

[মাত্র ৫৬টি প্রবাদ। প্রবন্ধটি ক্রমশঃ চিহ্নিত হইলেও পরে আর প্রকাশিত হয় নাই]

১০ বাঙ্গালায় নারীর ভাষা। লেখক—ডক্টর সুকুমার সেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৩৩শ ভাগ, ১৩৩৩। পৃ. ২৪৯-৫০।

[২০টি প্রবাদ উদাহরণস্বরূপ দেওয়া হইয়াছে ; এগুলি গ্রন্থকারের পরবর্তী ইংরেজী রচনার মধ্যেও রহিয়াছে]

১১ Women's Dialect in Beagali, by Dr. Sukumar Sen. Journal of the Deparment of Letters, Calcutta University, Vol. xviii, 1928. Reprint, Pp. 51-83.

[প্রবাদের সংখ্যা আমাদের গণনায় প্রায় ৩১০। ইংরেজী অনুবাদ ও কোন কোন স্থলে টিপ্পণী আছে। শেষে ২৫টি প্রবাদ, অনুবাদ সহিত, প্রাচীন বাংলা সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে]

১২ ছড়া। ইন্দুবিকাশ বসু কর্তৃক সঙ্কলিত। পঞ্চপুষ্প, ১৩৩৭-১৩৩৮ (=১৯৩০-৩১ খ্রীঃ অঃ)। প্রবাদসংখ্যা মোট ৭০০।

১৩ চট্টগ্রামী বাঙ্গালার রহস্য-ভেদ। ডক্টর মহম্মদ এনামুল হক্ রচিত। কোহিনূর লাইব্রেরী, অন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, ১৯৩৫। মূল্য এক টাকা।

[পরিশিষ্টে, পৃ. ৯৭-১২২, কিঞ্চিদূন এক হাজার চট্টগ্রামী প্রবাদ দেওয়া হইয়াছে]

১৪ পল্লী-সাহিত্যের কুড়ান-মাণিক। সংগ্রাহক ও পরিচায়ক— মোহম্মদ হানীফ পাঠান। পাঠান-কুটীর, বটেশ্বর, চন্দনপুর, ঢাকা। চৈত্র ১৩৪৩ (=১৯৩৬ খ্রীঃ অঃ)। পৃ. ৬০। মূল্য ।৵০ আনা।

[পূর্ব্ববঙ্গের ২৫৩ প্রবাদের ব্যাখ্যা-সংবলিত সংগ্রহ]

১৫ সুবলচন্দ্র মিত্রের সরল বাঙ্গালা অভিধান। সপ্তম সংস্করণ। কলিকাতা ১৯৩৬। চতুর্থ ভাগ, প্রবাদরূপে প্রচলিত সংস্কৃত শ্লোকাবলী, পৃ. ১৪৬৩-১৪৮০; পঞ্চম ভাগ, বাঙ্গলা প্রবাদ, পৃ. ১৫৮১-১৫৮২।

[ব্যাখ্যা আছে। অধিকাংশ প্রবাদ উপরোক্ত সংগ্রহগুলিতে, বিশেষতঃ দ্বারকানাথ বসু প্রণীত প্রবাদ-পুস্তকে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা প্রবাদসংখ্যা, আমাদের গণনায়, মোট ৩২০১।]

১৬ আশুতোষ দেবের নূতন বাঙ্গালা অভিধান। কলিকাতা ১৯৩৮ (সন ১৩৪৪)।

[প্রবচন-সংগ্রহ (সংক্ষিপ্ত-ব্যাখ্যাসমেত) পৃ. ১৪৯৫-১৫৫৭ (অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক ও বচনও ধৃত হইয়াছে)। প্রবাদসংখ্যা, আমাদের গণনায়, ১৮২৯]

১৭ কবিতা-রত্নাকর। নীলরত্ন হালদার সম্পাদিত। দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রীরামপুর, ১৮৩০।

[ইহাতে ২০৫টি সংস্কৃত শ্লোক ও নীতিবাক্য সংগৃহীত হইয়াছে; জন্ মার্শমান সাহেব কর্ত্তৃক তাহার ইংরেজী অনুবাদও আছে]

১৮ ডাক পুরুষের বচন। ৺বক্রেশ্বর ন্যায়রত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত। বেণীমাধব দে এণ্ড কোং দ্বারা প্রকাশিত। ২৭।৫ তারক চাটার্জ্জির লেন, অক্ষয় প্রেস হইতে শ্রীনন্দলাল শীল কর্ত্তৃক মুদ্রিত। সন ১৩৩৫ সাল (= ১৯২৮ খ্রীঃ অঃ)।

১৯ ডাকপুরুষের কথা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড। বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত উখরা গ্রাম নিবাসী শ্রীদুর্গাগতি মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। রাণীগঞ্জ ইউনিভারস্যাল প্রেসে শ্রীসারদা প্রসাদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত। সন ১৩১১ সাল। পৃ. ৬৮।

[ইহার প্রথম খণ্ড আমরা দেখি নাই। বর্ত্তমান পুস্তকে (দ্বিতীয় খণ্ড) কতকগুলি প্রবাদ (বর্ণানুক্রমে) ও কয়েকটি ডাকের বচন দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডে কৃষি সম্বন্ধীয় যাবতীয় খনার বচন ডাকপুরুষের কথা বলিয়া ধৃত হইয়াছে]

২০ প্রবাদ-বাক্য আলোচনা। প্রবাসী, ১৩৩৪, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬৯, ২৬১, ৩৯২।

[কতকগুলি প্রবাদের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর]

প্রবাদ-সংগ্রহ। ভারতী ও বালক, ১২৯৭ (চতুর্দ্দশ খণ্ড), পৃ. ১৬৯।

[কানাইলাল ঘোষালের প্রবাদ-সংগ্রহের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা]

জগতের প্রবাদ-সাহিত্য বহুবিস্তৃত। নানা দেশ ও জাতির প্রবাদের প্রমাণপঞ্জী W. Boser and T. A. Stephen, Proverb Literature (Glaisher : London 1930) এবং Selwyn Gurney Champion সংগৃহীত Racial Proverbs : A Selection of World's Proverbs (Routledge : London 1938) পুস্তকে (pp. cix-cxxix) পাওয়া যাইবে। ভারতীয় প্রবাদ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংগ্রহগুলি উল্লেখযোগ্য—

T. Roebuck : A Collection of Proverbs and Proverbial Sayings in the Persian and Hindustanee Languages. Calcutta 1824.

J. G. M. Lane : A Collection of Hindustani Proverbs. Madras 1870.

S. W. Fallon : A Dictionary of Hindustani Proverbs. London and Benares 1886.

W. F. Johnson : Hindi Proverbs with English Translation. Allahahad 1898.

Gangadatta Upreti : Proverbs and Folklore of Kumaon Garhwal. Ludhiana 1894.

R. C. Temple : North Indian Proverbs (in *Folklore*, vol. 3, London 1885).

C. E. A. W. Oldham : The Proverbs of the People in a District (Shahabad) of Northern India (in *Folklore*, vol. 41, London 1930).

P. R. Gurdon : Some Assamese Provebs. Assam Secretariat Printing office ; Shillong 1903.

Nasarvan Petit Jamshedji : Gujarati Proverbs. Bombay 1903.

A. Manwaring : Marathi Proverbs. Oxford 1899.

Rochiram Gajumal : A Handbook of Sindhi Proverbs. Karachi 1895.

R. C. Temple : Some Punjabi and other Proverbs (in *Folklore*, vol. 1. London 1883).

R. Maconachie : Punjab Agricultural Proverbs, Delhi 1890.

C. F. Usborne : Punjab Lyrics and Proverbs. Lahore 1905.

Rai Bahadur Gangaram : Punjabi Agricultural Proverbs and their Scientific Significance. Lahore 1920.

J. H. Knowles : A Dictionary of Kashmiri Proverbs and Sayings. Education Society Press : Bombay 1885.

P. Percival : Tamil Proverbs. Second Edition : Madras 1874.

J. Lazarus : A Dictionary of Tamil Proverbs. Madras 1894.

H. Jensen : A Classified Collection of Tamil Proverbs. London 1897.

M. W. Carr : Telugu and Sanskrit Proverbs. Truebner : London 1868.

M. W. Carr : A Selection of Telugu Proverbs. Madras 1869.

N. Mendies : A Number of Sinhalese aud European Proverbs. Colombo 1890.

খনার বচন

১ খনার বচন। মধুসূদন ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত। কলিকাতা ১৮৮৯ খ্রীঃঅঃ।

২ সানুবাদ জ্যোতিষরত্ন বা খনার বচন। নং ৩১৯ অপার চিৎপুর রোড হইতে শরচ্চন্দ্র শীল দ্বারা সংগৃহীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা সন ১৩২৯ সাল।

৩ সানুবাদ খনার বচন। ১৯ নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট হইতে শ্রীমহেন্দ্র নাথ কর কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা সন ১৩৩৬ সাল।

৪ জীবনী ও মর্ম্মার্থ সহ খনার বচন। বিদ্যারত্নোপাধিক পণ্ডিত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত। কার্ত্তিকচন্দ্র ধর ব্রাদারের সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী, ১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, আশ্বিন ১৩৩৬।

[উপরের নং ২ হইতে ৪ পর্য্যন্ত বইগুলিতে যে খনার বচন ও বাংলা পদ্যানুবাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহার ভাষা ও বচন-বিন্যাসের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই]

৫ বরাহ-মিহির ও খনা। কালীমোহন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক সংগৃহীত। বসুমতী ইলেকট্রো-মেসিন প্রেস, ১১৫।২ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। সন ১৩১৫।

[খনার বচন পৃ. ২০৫-২২৪]

প্রয়োজনীয় শব্দের সূচী

[সংখ্যার দ্বারা প্রবাদের ক্রম-সংখ্যা বুঝাইবে। বর্ণানুক্রমে সাজানো বলিয়া প্রবাদগুলির প্রথম শব্দ সূচীতে ধরা হয় নাই। প্রবাদে যতবার ব্যবহৃত যাবতীয় শব্দ সমস্তই ততবার লওয়া হয় নাই; কেবল যেগুলির দ্বারা কোন একটি প্রবাদ সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, সেই বিশিষ্ট বা মূল শব্দগুলি সূচীতে স্থান পাইয়াছে। ক্রিয়াপদগুলি বাদ দেওয়া হইয়াছে। পাঠান্তরের শব্দ দরকার মত চয়ন করা হইয়াছে। বিষয়ের অনুক্রমে সাজানো বলিয়া প্রথম পরিশিষ্টের অপেক্ষাকৃত স্বল্পসংখ্যক খনার বচনের শব্দসূচী দেওয়া হয় নাই।]

সংশোধন ও সংযোজন

ভূমিকার 'বাংলা প্রবাদ' প্রবন্ধে—

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৫	২৫	কানে	নাকে
৪৯	১০	নোট	নোটে
”	১১	সজনন	সজনে
”	২৩	কেঃতুককর	কৌতুককর
৭৫	১৪	বর	বড়

প্রবাদ-সংগ্রহে—

পৃষ্ঠা	প্রবাদসংখ্যা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩০	৪৬৯ নোট	কুশলামস্মাকম্	কুশলমস্মাকম্
৩৫	৫৪২	লেজো	লেজা
৩৮	৫৮৪ নোট	কোন	কেন
৫১	৭৮১	চোলের	ঢোলের
৫৫	৮৫৫	নিরস্তপাদপ	নিরস্তপাদপে
৬০	৯৩১	রবি জ্বলে	র'বি জ্ব'লে
৬৪	৯৯৭	মহদাশ্রয়	মহদাশ্রয়ঃ
৮১	১২৬৫	পাত যেমন,	পাত, যেমন
৯৬	১৪৯১	হাঁড়ি	হাঁড়ির
১০৭	১৬৭৩ নোট	লক্ষ্মীর্ণারিকেল	লক্ষ্মীর্নারিকেল
১১২	১৭৬২ নোট	গাছে	গাছ,
১১৪	১৭৯৪	ফুলের	ফুলেল
”	১৮০২ নোট	গোলুয়া	গালুয়া
১১৫	১৮১০ নোট	মুছি	মুচি
১১৮	১৮৭১	হাঁটী	হাটী
১২৭	২০০৪	বেটের	পেটের
১৭৬	২৮২৭	চুক	কচু
২২৫	৩৬৩৪	শাশুরীর	শাশুড়ীর
২৩৭	৩৮৩৩	গোঁড়া	গোড়া
৩১৬	৫১৬৩	নিযুক্তেঃহস্তি	নিযুক্তোঽহস্মি
৩২২	৫১৮৩	হ'রে	হরে

পৃষ্ঠা	প্রবাদসংখ্যা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৩১	৫৪৩৬	বুদ্ধি বলে,	বুদ্ধি, বলে
৩৫৪	৫৮৩০	গুণ্‌গুলি	গুণ্‌গুল্লি
৩৬৬	৬০৩৩	এলে	এনে
৩৬৭	৬০৫৬	মণিক	মাণিক
৩৬৯	৬০৮৭	পরে	পড়ে
৩৭৫	৬২০২	আউ-আউল	আউল-থাউল
৩৭৮	৬২৬৫	সেজে	শেজে

নিম্নলিখিত প্রবাদের পর এইরূপ টিপ্পনী বা নোট সংযোজিত হই[ে]

প্রবাদসংখ্যা	নোট	প্রবাদসংখ্যা	নোট
২৫৩	[নং ৭৩৫]	৩৭৫১	[নং ৮৯২]
৬১৬	[নং ৩০৬৮]	৪৪৫২	[নং ৪৬২৬]
৭৩৫	[নং ২৫৩]	৫০২২	[নং ৫৬৩০]
৯৯১	[নং ৫১৪৫]	৫০৬১	[নং ৪৮০৫]
১২৫০	[নং ২৩৮৩]	৫১৪৫	[নং ৯৯১]
১৪৫৭	[নং ১২৫৭]	৫৩৩৩	[নং ৬২২৯]
১৯৯৩	[নং ২৯৫৫]	৫৩৬০	[নং ৪৯৮৫]
২২৯৩	[নং ৯৬২]	৫৩৬৫	[বিহারিলাল, সঙ্গীতশত[ক]
২৩৮৩	[নং ১২৫০]	৫৪৩৪	[নং ৫১৯৯]
২৭৪০	[নং ২১১৭]	৫৬৩০	[নং ৫০২২]
২৯৫৫	[নং ১৯৯২]	৫৭০১	[নং ৬০৮৫]
৩০৬৮	[নং ৬১৬]	৫৮৯১	[নং ৫২০২]
৩১৬৯	[নং ২০৩৯]	৫৯৭৮	[নং ৩৭৯৫]
		৬০৮৫	[নং ৫৭০১]

নিম্নলিখিত প্রবাদগুলির সংখ্যা ভুল ছাপা হইয়াছে; শুদ্ধ সংখ্যা দেওয়া হইল—
২২৯০, ২৬৭২, ২৭৩৮, ২৭৯৩, ৩০২৭, ৩৬৮৫, ৩৭৭৫, ৩৯৬৯, ৪৫৫৯, ৪৬৩০, ৪৮২৫, ৪৮৯২, ৫৪৬৫, ৫৯৪৪, ৫৯৮০, ৬৪৮৩

কিছু কিছু বানান-বিভ্রাট ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহা সম্পাদকের স্বেচ্ছাকৃত নয়। এবং কলিকাতায় অবস্থিত ছাপাখানাতেও 'র' ও 'ড়' এবং চন্দ্রবিন্দু বিভ্রাট আজকাল গা-সওয়া হইয়া যাইতেছে। আশা করি, পাঠক তাহা নিজেই সংশোধন করিয়া লইবেন।